রত্নগিরি।

আশা—প্রতীক্ষা

তৃতীয় পর্ব্ব।

চতুস্ত্রিংশ কাণ্ড।

শিকার মনোনীত।

পাঠক মহাশয়! সবিশেষ ধৈর্য্য সহকারে আপনারা আমাদিগের সহিত এই আখ্যায়িকা-কল্পে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। তথাপি এখন পর্য্যন্তও আমরা আপনাদিগের মনস্তুষ্টি সাধনে আশানুরূপ কৃতকার্য্য হইতে সুসমর্থ হই নাই, ইহাই আনাদিগের অন্তরমধ্যে এক প্রকার নিঃসংশয়রূপে দৃঢ় বিশ্বাস। কারণ, সচরাচর গ্রন্থপ্রতিপাদ্য প্রধান নায়ক এবং প্রধানা নায়িকা লইয়াই সমস্ত আখ্যায়িকার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যথাযথ বিধানে বিগঠিত হইয়া থাকে, আমাদিগের আখ্যায়িকায় এযাবৎ পর্য্যন্ত সেই চিরাচরিত রীতি পদ্ধতির নিতান্তই অপ্রতুল দর্শনে আপনারা মনে মনে অবশ্য অবশ্যই ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকিবেন। তবে এ ক্ষেত্রে আমাদিগের একটী বিষয়ে এইমাত্র সমর্থন-বাক্য, নিজ মুখে না-ই হউক, অন্ততঃ দুইজন গণনীয় অভিনেতার বদন হইতে কএকবার দুর্জ্জনপীড়িত প্রধান নায়কের নাম, এবং এক রজনীর একখানি প্রীতিপ্রদ পত্রের স্বাক্ষরে "রঞ্জনলাল" এই শব্দটী আপনাদিগের শ্রবণ ও দর্শনপথের অতিথি হইয়াছে। কিন্তু প্রধানা নায়িকা

মধুমতী. একাল পর্য্যন্ত কিরূপে, কোথায় কি ভাবে অবস্থান করিতেছেন, অথবা কি অবস্থায় কোন্ দেশে কি প্রকারে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছেন,—আপনারা তদ্বিষয় বহুদিন হইতেই অপরিজ্ঞাত! এমন কি মধুমতী নামের "ম" বর্ণটীও আপনাদিগের কর্ণপটহে একবারমাত্রও প্রতিঘাত হয় নাই! সুতরাং স্বভাবতই ইহাতে বিরক্তি উৎপাদন আমাদিগের মনে কখনই অসম্ভবপর বলিয়া অনুমিত হয় না। কিন্তু কি করা যায়? যে ক্ষেত্রে যেরূপ বীজ বপন করা হইয়া থাকে, সে ক্ষেত্রে সেইরূপ ফলপুষ্পাদির সমুৎপাদন, ইহা সেই সর্ব্বনিয়ন্তা জগৎপিতারই অপরিবর্ত্তনীয় সনাতন নিয়ম। এ কথা কাহারও নিকট বাহুল্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়া বলিবার কিছু-মাত্রই আর প্রয়োজন করে না।

পূর্ব্ব পর্ব্ব-পরিবর্ণিত অভিনব মুকুল এক্ষণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলরূপে এই পর্ব্বে পরিদৃশ্যমান। কিন্তু এই আখ্যায়িকা-শাখায় সেই নবোদ্ভূত ফল নিচয় এক্ষণে অতি অপূর্ণরূপেই অপরিপক্ক। অবিজ্ঞ বালকের ন্যায় ব্যস্ততা প্রযুক্ত আগ্রহসহকারে এই অপূর্ণ অপক্ক ফল, বৃক্ষশাখা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে, তদাস্বাদনে প্রীতিলাভ করিতে কদাচই আপনারা সুসমর্থ হইবেন না। লাভে হইতে অম্ল-তিক্ত-কটু-কষায়রসে আপনাদিগের দন্ত রসনা তৎক্ষণাৎই বিকৃত ও বিদূষিত হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই। অধিকন্তু সুকঠিন বদরীভ্রমে বনচারিনী ব্যাধপত্নী যেমন রক্তাক্ত গজমুক্তা ঘৃণা সহকারে বিদূরে বিনিক্ষেপ করিয়াছিল,—মিনতি করি, ইহাকে আপনারা সেইরূপে অপদস্থ করিয়া অকালে অযত্নে নিরাশ্বাস-সাগরের সুবিশাল বক্ষোপরি একেবারেই বিসর্জ্জন করিয়া দিবেন না; ইহাই আমাদের একমাত্র সবিনয় প্রার্থনা। সানুনয় নিবেদন, আরও কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারণ,—পূর্ণ পরিণতিকাল পর্য্যন্ত ধীরতাসহকারে আরও কিঞ্চিৎ অবসর প্রত্যাশা! নিশ্চয় জানিবেন, উপযুক্ত অবসরে আস্বাদন গ্রহণ করিলে রসনার আকাঙ্ক্ষা-মুরূপ পরিতৃপ্তি সাধিত হইতে পারিবে, ইহাই আমাদিগের অন্তরমধ্যে সুনিশ্চিতরূপেই অবধারণা। বিনীতভাবে অনুরোধ,—আশা—প্রতীক্ষা!

বরদানগরের পশ্চিম প্রান্তে গৃহস্থপল্লীর শত-মধ্যস্থলে একখানি দ্বিতল

অট্টালিকা।—বাটীখানি আয়তনে তাদৃশ সুপ্রশস্ত নহে, কিন্তু দেখিতে অতি সুরম্য। গৃহগুলি দিব্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মধ্যবিধ গৃহস্থনিকেতনের ন্যায় সুসজ্জিত। গৃহমধ্যে নানাপ্রকার বিচিত্র চিত্রপট, সুদৃশ্য দীপাধার, স্ফাটিকনির্ম্মিত পুষ্পাধার, কমনীয় আসন ও রমনীয় শয্যা ইতস্ততঃ যথাযথ স্থানে সন্নিবেশিত। দর্শন করিলেই মনে প্রীতির সঞ্চার হয়। বাটীর সম্মুখে একটী ক্ষুদ্রতম উদ্যান। উদ্যান বলিলেও হয়, উপবন বলিলেও বলা যাইতে পারে।—চতুর্দ্দিকে নানা জাতীয় পুষ্পবৃক্ষ।—ধারে ধারে উচ্চ উচ্চ সরল শাখাবিশিষ্ট নবীন পল্লবাবৃত প্রাচীন তরুরাজী। মধ্যে মধ্যে ইষ্টক ও প্রস্তর বেদিকা। তদুপরি দেব দানবের নানাবিধ প্রস্তরমূর্ত্তি ও মৃন্ময়ী প্রতিমূর্ত্তি বিরাজিত। কোথাও শ্রীকৃষ্ণ কালিন্দী হ্রদে কালীয় দমন করিতেছেন,—কোথাও দেবরাজ পুরন্দর বজ্রাস্ত্র ধারণ করিয়া বৃত্রাসুরের বধসাধনে অভিনিযুক্ত। কোথাও তারকাসুরের সহিত শক্তিধরের তুমুল দ্বৈরথ যুদ্ধ হইতেছে। আর কোথাও বা বালকরূপী শ্রীকৃষ্ণ নন্দালয়ে পুতনা রাক্ষসীর প্রাণবধ করিয়া তাহার বিগতজীব দেহোপরি পরম সুখে জানু সঞ্চালন করিতেছেন। উদ্যানের মধ্যস্থলে একটী পরম রমণীয় কৃত্রিম প্রস্রবন।

গৃহস্থিত একটী সুসজ্জিত কক্ষে একটী প্রৌঢ়া রমণী পর্য্যঙ্কোপরি অর্দ্ধ শায়িনী হইয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতে মনোনিবিষ্ট। গৃহের চতুর্দ্দিকে, সম্মুখে, পার্শ্বে পশ্চাতে শ্রীমদ্ভাগবত, নারদ পঞ্চরাত্র, তুলসীদাসের রামায়ণ, গৌতমসূত্র, পঞ্চদশী ও জয়দেবের গীতগোবিন্দ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ অযত্ন শিথিলভাবে বিন্যস্ত। রমণী যেখানি পাঠ করিতেছেন সেখানি কি কাব্য, না নাটক? না,—যে গৃহে এতাধিক ধর্ম্ম পুস্তকের ছড়াছড়ী, সে গৃহে সুখ-পাঠ্য অসার গ্রন্থ স্থান প্রাপ্ত হইবে কেন? সে গৃহের অধিষ্ঠাত্রীই বা তাদৃশ কোন গ্রন্থ স্পর্শ করিবেন কেন? তিনি যেখানি পাঠ করিতেছেন, সেখানি সত্যবতীপুত্র ব্যাসদেব প্রসূত বংশ বিবর্দ্ধন হরিবংশ।

এ রমনী কে? পাঠক মহাশয়ের নিকট ইহার আর বিশেষ পরিচয় আবশ্যক হইবে না। নাম করিলেই চিনিতে পারিবেন। ইহার আকৃতি প্রকৃতিও তৎক্ষণাৎ আপনার স্মৃতিপথে সমারূঢ় হইবে। এ রমণী ময়নাবিবি!

বিলুপ্ত গুপ্তসুড়ঙ্গযুক্ত রহস্য নিকেতনের পলাতক অধিনায়ক, সুবিখ্যাত জয়করণলালের বাহু লক্ষণে পরিত্যক্তা প্রাণাধিকা প্রিয়তমা সহধর্ম্মিনী। পতির গৃহছিদ্র প্রকাশ হওয়াতে ময়নাবিবি যদিও নিদারুণ কলঙ্কদায় হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হন নাই, তথাপি বিচারালয়ের মায়াময় বিচার-তন্ত্র হইতে নিষ্কৃতিলাভ, আপাতত গৃহস্থপল্লীতে বসবাস এবং সুদ্ধ সাধ্য ভাবে দেবদ্বিজের প্রতি ভক্তিমতি হওয়াতে লোকের মনে আর সর্ব্বদা সে সকল পূর্ব্ব ভাবের উদয় হয় না। অনেকেই মনে করেন, হয় ত স্বামীর অনুরোধে তাদৃশ গর্হিত এবং ঘৃণিত পথে বিচরণ করিয়াছিল, এক্ষণে দায়ে ঠেকিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছে। বিশেষতঃ সৎসঙ্গে কাশীবাস, সর্ব্বদা সাধু সহবাসে এখন আর হৃদয়ে দুষ্প্রবৃত্তির সঞ্চার না হওয়াই সম্ভব। সুতরাং পূর্ব্ব কলঙ্ক শারদাকাশের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তরল জলদজালে ক্রমে ক্রমে আবৃত হইয়া যাইতেছে, বস্তুতঃ কথাও এক প্রকার ঠিক বটে। ময়নাবিবি এখন দেব দেবীর প্রতি, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের প্রতি, বিলক্ষণ ভক্তিমতি। সর্ব্বদা দেবালয়ে গমন, দেব দেবীর দর্শন বন্দন, অতিথি অভ্যাগতের সেবা ভক্তি, সদাসর্ব্বদা ধর্ম্মশাস্ত্রালাপ এবং সাধু কথা প্রসঙ্গে ইহার চরিত্র শোধন হওয়াও নিতান্ত বিচিত্র নহে, লোকে অবশ্যই এরূপ মনে করিতে পারেন। কিন্তু শরতের মেঘ আপনার মনেই চলিয়া যায়, সমাবৃত চন্দ্র আবার বাহির হইয়া পড়েন। আবার তাঁহার শশাঙ্ক কলঙ্ক সমুজ্জ্বল হয়। ময়নাবিবির পক্ষেও সেইরূপ ঘটিতে পারে। শুক্লই হউক অথবা কৃষ্ণই হউক, উভয় পক্ষেই মেঘাবৃত চন্দ্রমা কদাচ এককালে বিলুপ্ত হন না, ঘনমালা অপসৃত হইলে অথবা কৃষ্ণপক্ষ বিগত হইলে, সোমদেব পুনরায় শীতল দীপ্তি বিকাশ করিয়া বিশ্ববাসীর নেত্ররঞ্জন করেন, অথচ শুক্লপক্ষে তাঁহার মৃগ-কলঙ্ক অধিকতর প্রতিভাত হইতে থাকে। উত্তম অথবা অধম, উভয় বস্তুরই একরূপ ধর্ম্ম।—যাহার এককালে বিলুপ্ত না হয়, সময়ে তাহা অবশ্যই পুনঃ প্রকাশ হইয়া পড়ে;—কদাচ চিরদিন সমভাবে সমাচ্ছন্ন থাকে না। ক্ষণিক অদৃশ্য কেবল অচিরস্থায়ী আবরণের নিমিত্ত মাত্র। হয় ত ময়নাবিবিরও তাহাই। ইহার বাহ্য প্রকৃতির ন্যায় অন্তর প্রকৃতি বিশুদ্ধ হইয়াছে কি না;

পাঠক মহাশয় যদি এ কথা জিজ্ঞাসা করেন,—ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করুন, রোগীর মুখেই এ প্রশ্নের সমুচিত উত্তর প্রাপ্ত হইবেন।—রোগী নিজেই কৃপাবতী হইয়া আপনার সমস্ত সংশয় বিভঞ্জন করিয়া দিবে।—আমরা কেবল এক্ষণে এইমাত্র বলিতে পারি যে, পরিচ্ছদ ও অঙ্গরাগ সম্বন্ধে ময়না বিবি এখন আর সে ময়নাবিবি নাই।—তখনকার সে হাব ভাব, সে লীলা কটাক্ষ, সে বসন ভূষণ পারিপাট্য, সে সুচারু কেশ বিন্যাস, এবং সে সুগন্ধানুলেপন, এখন ইহার ক্রীড়াভূমি হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। সে সুচিক্কণ সুবিচিত্র পট্টবাসের পরিবর্ত্তে সুপবিত্র গৈরিকবাস,—সুপ্রখর লীলা কটাক্ষ যুক্ত অপরূপ হাবভাবের পরিবর্ত্তে, ধ্যাননিমগ্ন নিমিলিত নেত্র ও গ্রন্থনিমগ্ন প্রশান্ত গম্ভীর দৃষ্টি;—সুসজ্জিত রত্নহার ও রত্নাভরণের পরিবর্ত্তে বৈষ্ণব-সেবিত সুবিমল তুলসীমালা ও সধবা-লক্ষণের অভিজ্ঞান স্বরূপ উভয় হস্তে দুইগাছী মাড়োয়ারি রুলী;—চিত্তমুগ্ধকর সুগন্ধ গন্ধানুলেপনের পরিবর্ত্তে কখন ভস্ম, কখন চন্দন ও কখন বা হরিমৃত্তিকা, এবং সুচারু কেশ বিন্যাসের পরিবর্ত্তে অবেণী-সজ্জিত অযত্ন-বদ্ধ মলিন কেশপাশ এক্ষণে ইহার যাহা কিছু অঙ্গরাগ বিধান করিতেছে। ইহার বাহ্য প্রকৃতিতে এখন আর কিছুমাত্র অহমিকা অথবা চপলতার লেশমাত্রও নাই। ইহার অধিক আর আমরা কিছুই অবগত নহি।—লোকের অন্তরে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের হৃদয়মধ্যে, অধিকন্তু ময়নাবিবির তুল্য চতুরা রমণীর হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে আমাদিগের আদৌ ক্ষমতা নাই।—অতিরিক্ত কিছু জানিবার আবশ্যক হইলে, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আশা প্রতীক্ষা করুন। রোগীর মুখেই ব্যক্ত হইবে;—আশা প্রতীক্ষা করুন।

ময়নাবিবি হরিবংশ পাঠ করিতেছে।—অন্যদিকে দৃষ্টি নাই, নয়ন অথবা অবয়বের চাঞ্চল্য নাই, গ্রন্থকীটের ন্যায় তন্মনস্কভাবে জলন্ত আগ্রহে যেন এককালে গ্রন্থ-সাগরেই নিমগ্ন!—দেখিলেই বোধ হয় পাঠ করা নহে, গ্রন্থখানি যেন বর্ণে বর্ণে গ্রাস করিতেছে! সহসা নিম্নতলস্থ প্রবেশদ্বারে পদাঘাত-ধ্বনি,—সজোরে পদাঘাত, উপর্য্যুপরি দুইবার।—ময়নাবিবির গ্রন্থ পাঠ ঘুরিয়া গেল।—হরিবংশ দূরে নিক্ষেপ করিয়া শশব্যস্তে পর্য্যঙ্ক হইতে

গাত্রোত্থানপূর্ব্বক গবাক্ষপথে নেত্রপাত করিল। পদাঘাতকারীর আকৃতি নিরীক্ষণ করিয়াই সচকিতে আত্মগত বলিতে লাগিল, "ঈঃ! সেই লোকটা আবার আসিয়াছে, কি অভিপ্রায়ে আসিল বলা যায় না। এখানে উহার যতই অল্প গতিবিধি হয়, ততই মঙ্গল,—উহাকে প্রশ্রয় দেওয়াটা নিতান্তই অকর্ত্তব্য। যদিও সে যাত্রা উহারই বুদ্ধিবলে আমরা রক্ষা পাইয়াছি বটে, কিন্তু হইলে কি হয়, বড়ই অর্থপিশাচ! বড়ই—"

বাক্য-স্রোতে বাধা পড়িল। যে লোককে দেখিয়া স্বগতভাষিনীর ততদূর সংশয় চাঞ্চল্য, সেই লোক সহাস্যবদনে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। কথা নাই, বার্ত্তা নাই, যেন কতকালের আমন্ত্রিত, এইরূপ সপ্রতিভভাবে অযাচিত হইয়াই ময়নাবিবির আশুত্যক্ত পর্য্যঙ্কোপরি লম্বমান। "একি! অবাক হইলে যে? উপবেশন কর না!—ধর্ম্মশীল মঙ্গলচাঁদের কাছে আবার লৌকিকতা কেন? উপবেশন কর না!" হাসিতে হাসিতে বর্ষাধারার ন্যায় এইরূপ অনর্গল বাক্যধারা বর্ষণ করিয়া পুনরায় কহিল, "ঈঃ! এ যে গ্রন্থের সদাব্রত!—গ্রন্থকারিণী হইলে না কি? বলি, আছ ত ভাল? সুধার্ম্মিক মঙ্গলজীর কাছে আর লজ্জা সরম কি?"

বহুকষ্টে মনোভাব গোপন করিয়া ময়নাবিবি নিঃশব্দে অদূরে একখানি স্বতন্ত্র আসনে উপবেশন করিল। এই অবসরে আমরাও পাঠক মহাশয়কে এই অাগন্তুকের যথাকথঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানে প্রবৃত্ত হই।

স্মরণ থাকিতে পারে, নবাব-সরকার হইতে যৎকালে জয়করণের রহস্য-চক্রে আঘাত করিবার নিমিত্ত ছদ্মবেশী শান্তিরক্ষক সমাগত হয়, তৎকালে ভয়াকুল জয়করণ যাহাকে উৎকোচ প্রদানপূর্ব্বক বশীভূত করিয়াছিল, উপঢৌকন প্রভাবে অনুকূল হইয়া যে ব্যক্তি তাহারে সতর্ক হইবার নিমিত্ত সময় প্রদানে স্বীকৃত হয়,—এ-ই সেই উৎকোচগ্রাহী অর্থযন্ত্র-চালিত প্রিয়ম্বদ নবাব-দূত। ইহার নাম মঙ্গলচাঁদ। অর্থের সহিত মঙ্গলচাঁদের চির সৌহার্দ্দ, বিশেষ সম্প্রীতি! টাকা পাইলে মঙ্গলচাঁদ না করিতে পারেন, এমন কার্য্যই পৃথিবীতে নাই! হাস্যে ও বক্তৃতায় মঙ্গলচাঁদের বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি! "সুধার্ম্মিক মঙ্গলজী" এই শব্দটী ইহার প্রতি কথার মাত্রা। "নিরীহ, নিষ্কলঙ্ক,

নির্দ্দোষী, নির্ব্বিরোধী, সুশীল ও সাধু।" এই পরম সুন্দর বিশেষণগুলি ইহার প্রতি কথার ধূয়া! বর্ত্তমান যুগে দেশ বিদেশীয় রাজবৃন্দের শান্তিরক্ষকগণ যেরূপে স্ব স্ব প্রভুর সংরক্ষিত রাজ্যের শান্তিবিধান করেন, এই ধর্ম্মভীরু ধার্ম্মিক ইত্যাদি সুবিশেষণযুক্ত মঙ্গলচাঁদ, সেই নীতির অনুসরণে বিলক্ষণ সুনিপুণ। সুতরাং ইহার স্বভাবে যে দুই একটী দোষ আছে, তাহা নিতান্ত অমার্জ্জনীয় নয়!—অপরাপর সুবিচক্ষণ ন্যায়পরায়ণ শান্তিরক্ষকেরা যেমন অবৈধ অর্থস্পৃহাশূন্য হইয়া পূর্ণ তেজস্বিতার সহিত রাজ কর্ত্তব্য পরিপালন করিয়া থাকেন; রজত কাঞ্চনের প্রতি অচলা মায়া বশতঃ ইনি সেই গুরুত্বটী সর্ব্বদাই রক্ষা করিতে অসমর্থ হয়েন, ইহার কেবল এ-ই দোষ!—সাধুনেত্রে কখনই ইহা অমার্জ্জনীয় হইতে পারে না! প্রকৃতি ত এইরূপ!—মঙ্গলচাঁদের আকৃতিও প্রায় তদনুরূপ অনিন্দনীয়! শরীরের উচ্চতা ঊর্দ্ধসংখ্যা চারিহস্তের অধিক হইবে না।—দেহযষ্টিতে মেদমাংস সম্বন্ধ অতি অল্প।—কঙ্কাল অস্থি-গুলি উচ্চ অট্টালিকার সোপান শ্রেণীর ন্যায় সুস্পষ্টরূপেই সুলক্ষিত। উদর চর্ম্মসার, পৃষ্ঠদণ্ড ও জঠরের মধ্যে অতি অল্পমাত্রই ব্যবধান। বোধ হয় ইনি অবলীলাক্রমে পরস্ব উদরসাৎ করিবেন বলিয়াই কমলযোনি ইহারে মনুজোপযুক্ত উদর প্রদান করেন নাই। হস্ত পদ সমসূত্রে সুমিলন। মস্তকে কেশ অতি বিরল,—মধ্যস্থল এককালেই মসৃণ।—কেবল কর্ণের দুইপার্শ্বে হংসপুচ্ছের ন্যায় দুইগুচ্ছ কৃষ্ণ শুভ্র কুন্তল, বায়ুহিল্লোলে প্রকম্পিত হয়;—চক্ষু দুটী কোটরপ্রবিষ্ট।—কপালখানি অতিশয় বড়,—ভ্রূর উপরি-ভাগ হইতে অত্যন্ত উচ্চ, ঢিপ-কপাল। নাসিকার মধ্যদেশ অতিশয় নিম্ন, অগ্রভাগ তোলা; তাহার নিম্নে, দুইপার্শ্বে দুইটী সুগভীর রন্ধ্র মাত্র পরিবিদ্যমান। ঠোঁট পুরু, চিবুক ধনুকের ন্যায় বক্র, হনু উচ্চ।—সমস্ত একত্র করিয়া বলিতে গেলে মঙ্গলচাঁদের মুখখানি যেন আমাদের শুভঙ্করী গণনাঙ্কের একটী (৫) পাঁচ বলিয়াই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। বর্ণের নিমিত্ত ইনি সত্যকালের মহিষাসুরের নিকট চিরঋণী। বয়স অনুমান ৫৫ বৎসর।

ময়নাবিবিকে নীরব দেখিয়া মঙ্গলচাঁদ পুনরায় কহিল, "বলি, এ পল্লীটী কেমন?—এখানকার লোকজনের স্বভাব চরিত্র কিরূপ?"

বিষণ্ণবদনে ধীরে ধীরে ময়নাবিবি উত্তর করিল, "বলিতে পারি না, এখানে অতি অল্পকালই বাসা লইয়াছি, স্বভাব চরিত্র জানিবার সময় পাই নাই।"

"বলি, এত বিষণ্ণভাব কেন? দোকানপাট উঠিয়া গিয়াছে, তাহাতে আর চিন্তার বিষয় কি?—অর্থ উপার্জ্জনের অন্য উপায় হইতে পারিবে!—এই ধার্ম্মিক মঙ্গলজীই তাহার উপায় করিয়া দিবেন! চিন্তা কি?"

"অর্থ উপার্জ্জন?" সাশ্চর্য্যে ময়নাবিবি বলিয়া উঠিল, "অর্থ উপার্জ্জন? অন্য উপায়?—তুমি?"

"হাঁ, এই ধার্ম্মিক-প্রবরই বটেন!" সদম্ভে মঙ্গলচাঁদ কহিল, "হাঁ, এই ধার্ম্মিক-প্রবরই বটেন! সুশীল মঙ্গলজীকে তুমি সামান্য লোক বিবেচনা করিও না! থাক্, সে কথা পরে হইবে। এখন তোমার বিষয় আশয়ের তত্ত্বাবধান কিরূপ চলিতেছে?—তালুক মুলুকের আয় ব্যয়ের বন্দোবস্ত কিরূপ হইতেছে?"

"তাহার সংবাদ কিরূপে বলিব?—বলদেবজীই সে সমস্তের প্রকৃত অধিকারী!—আমার সহিত তাহার সংশ্রব কি?"

"সংশ্রব নাই,—সে আবার কি কথা?"

বিমর্ষভাবে ময়নাবিবি কহিল; "কেন, তোমার কি জানা নাই?—বলদেবজী অছী ও আম্‌মোক্তার, এ কথা কি তোমার স্মরণ নাই?"

"কেন, স্মরণ থাকিবে না? নির্ব্বিরোধী মঙ্গলজীর কোন্ কথা না স্মরণ থাকে? কিন্তু ও কথার অর্থ কি? বলদেবজীই প্রকৃত অধিকারী, ও কথা বলিবার তাৎপর্য্য কি?"

"অপর কিছুই না,—যাহা বলিয়াছি তাহাই!"

মঙ্গলচাঁদ কহিল, "হাঁ, বলদেবজী অছী ও আম্‌মোক্তার বটেন,—বিষয় আশয় রক্ষণাবেক্ষণ, তাহার তত্ত্বাবধানের ভার তাঁহারই উপর ন্যস্ত আছে বটে, কিন্তু তাহাতে কি হইল? তাহাতে অধিকারীত্ব কিরূপে বর্ত্তিবে? সূক্ষ্মদর্শী মঙ্গলজী ত তাহার অর্থ গ্রহণ করিতে কোনক্রমেই সমর্থ হইতেছেন না!"

"সমর্থ আর অসমর্থ কি?" ক্ষুণ্ণমনে ময়নাবিবি কহিল, "সমর্থ আর অসমর্থ কি? আয় উপসত্ব সমস্তই এখন তিনি আত্মভাণ্ডারে নিহিত করিতেছন,—একটী কপর্দ্দকও—"

কথা শেষ হইতে না হইতে মঙ্গলচাঁদ বলিয়া উঠিল, "অ্যাঁ? বল কি?—তবে সকলেই আমার ন্যায় স্বার্থপর? অর্থাৎ আমার যেমন সকলের উপরেই অক্ষুণ্ণ বিশ্বাস, অথচ সকলের দ্বারাই প্রতারিত হইয়া আসিতেছি, সকলেই কি তাহাই?—না না, তাহা হইতে পারে না,—তুমি আমাকে প্রতারণা করিতেছ! পাছে কিছু প্রার্থনা করি, এই ভয়ে তুমি আপনার প্রকৃত অবস্থা গোপন করিবার চেষ্টা পাইতেছ। কিন্তু সেটী তোমার ভ্রম!—পুণ্যশীল মঙ্গলজী সে প্রকৃতির লোক নহেন!—তিনি কখনই কাহাকে দায়গ্রস্ত করেন না,—ভ্রমক্রমেও না!"

"তবে বুঝি আমি মিথ্যা বলিলাম?" কিঞ্চিৎ রুক্ষস্বরে ময়নাবিবি কহিল, "তবে বুঝি আমি মিথ্যা বলিলাম? মিথ্যা মিথ্যা আপনার নিঃস্ব অবস্থা রটনা করিবার ফল কি? আমার এখন পান্থশালাও নাই, আর কোনরূপ গর্হিত কর্ম্মও করি নাই যে, তোমাকে উৎকোচ দানে বশীভূত করিতে হইবে। তবে আমার মিথ্যা কহিবার প্রয়োজন কি?"

"হাঁ, এ কথা সত্য বটে। কিন্তু বিবি সাহেব! ওরূপ বাক্যটা প্রয়োগ করা তোমারি পক্ষে ভাল হয় নাই। জয়করণের বিপদ সময়ে কে তাহার সহায় হইয়াছিল?—একমাত্র এই পরোপকারী মঙ্গলজী!—কে তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল?—একমাত্র এই সদাশয় মঙ্গলজী!—কাহার যত্নে, কাহার বুদ্ধিবলে, সে ব্যক্তি নিস্তার পাইয়াছিল?—একমাত্র এই সুবিচক্ষণ মঙ্গলজীর পরামর্শে!—ভাই ময়না বেগম! তুমি নিশ্চয় জানিও, ধার্ম্মিক মঙ্গলজী যাহা করেন, তাহা নিঃস্বার্থভাবে!—তোমার পতির বিপদকালে মহানুভব মঙ্গলজী টাকা লইয়াছিলেন বটে, কিন্তু আপনার নিমিত্ত নহে! অধীনস্থ কর্ম্মচারী ও আর আর অনুচরবর্গের জন্য! সাধুচরিত্র নিষ্কলঙ্ক মঙ্গলজী তাহার একটী পয়সাও আপনার নিমিত্ত রাখেন নাই!—না, এক কপর্দ্দকও না!"

মঙ্গলজী যত নিঃস্বার্থভাবে কর্ম্ম করিয়াছেন, ময়নাবিবির তাহা আর জানিতে বাকী ছিল না, কিন্তু ভাব গোপন করিয়া সহাস্যমুখে কহিল, "তাহা আমি জানি, তুমি যে একজন নিরীহ ভদ্রলোক, তাহার সবিশেষ

পরিচয় পূর্ব্বেই আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। তবে আমার কথায় তুমি নাকি অবিশ্বাস করিয়াছিলে, সেই নিমিত্ত মনে মনে কিছু ক্লেশ হইয়াছিল, আর সেই নিমিত্তই ওরূপ কথা উচ্চারণ করিয়াছিলাম,—ক্ষমা করিও।"

"ক্ষমা ?—সুধার্ম্মিক মঙ্গলজীর নিকট কেহই অপরাধী নহেন! নির্ব্বিরোধী মঙ্গলজী অদৃষ্টকেই ধিক্কার প্রদান করিয়া থাকেন, অপর কাহাকেও দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করেন না। সুতরাং ক্ষমা প্রার্থনা অনাবশ্যক!—ভাল, বলদেবজী কি কিছুই প্রদান করেন না ?"

"কিছুই না।—পূর্ব্বে পূর্ব্বে কিছু কিছু দিতেন বটে, কিন্তু একমাস হইতে একটী পয়সাও প্রদান করেন নাই।"

"একটী পয়সাও না ? তবে বুঝি তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর নাই ?"

"কেন করিব না ? কতবার! চাহিলেই একটা না একটা আপত্তি তুলিয়া একেবারেই উড়াইয়া দিয়া থাকেন।"

"ঈঃ! তবে তোমার বিষয়াদি বেনাম করিতে গিয়া অপরের স্বনামভুক্ত হইয়া গেল! আঁ্যা ?"

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষণ্ণবদনে ময়নাবিবি কহিল, "হাঁ তাহাই বটে। রক্ষা করিতে গিয়া আপনিই প্রতারিত হইলাম।—অপরেরই উদর পূর্ণ হইল।"

"ভাল, এ কথা মহারাজ বিষণচাঁদকে বিজ্ঞাপন কর নাই কেন ?—তাহা হইলেই ত ইহার একটা না একটা সদুপায় হইতে পারিত ?"

"করিয়াছিলাম,—কিন্তু ফল হইল না। তিনি তাহাতে মনোযোগই করিলেন না।"

"সেকি ?—তিনি তোমাদের প্রধান সহায়, পরম শুভানুধ্যায়ী, বহুকালের বন্ধু, তিনিও বৈমুখ হইলেন ?"

"সময় গুণে! আমার দ্বারা এখন ত আর তাঁহার কোন কার্য্য চলিবে না, সুতরাং বৈমুখ,—অদৃষ্টের দোষ!"

"হরিবোল হরি! কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! কিন্তু ময়না বেগম দেখিয়া লও, আমি কতদূর ধর্ম্মভীরু অমায়িক লোক!—আমি তোমাকে পরিত্যাগ

করি নাই! অসময়ে বন্ধুবান্ধব সকলেই বিমুখ হয়, কিন্তু আমাকে সেরূপ পাইবে না। আমি অসহায়ের সহায়, অগতির গতি;—ধর্ম্মশীল মঙ্গলজীর সে গুণটী কিন্তু বিলক্ষণই পরিবিদ্যমান!"

সহসা কোন কথা স্মরণ হওয়াতে ময়নাবিবি সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল, তুমি যে এইমাত্র বলিলে, অর্থ উপার্জ্জনের অন্য উপায় করিয়া দিব, তোমার দ্বারাই আবার তাহা সংসাধিত হইবে, সে কথার অর্থ কি?"

"অর্থ কিছু কঠিন বটে।" হাস্য করিতে করিতে মঙ্গলজী কহিল, "ইহার অর্থ কিছু কঠিন বটে।—আমার ধুয়া কি জান,—মধ্যাহ্নসূর্য্যে আর্দ্রবস্ত্র শুষ্ক কর, লৌহ উত্তপ্ত থাকিতে থাকিতে আঘাত করিয়া তাহা আকারে পরিণত কর। ধার্ম্মিক মঙ্গলজীর এই উপদেশ। কেমন, বুঝিলে ত?"

"একটী বর্ণও না!" ঔদাস্যভাবে ময়নাবিবি উত্তর করিল, "একটী বর্ণও না! ব্যাখ্যা করিয়া বল, বুঝিতে পারিব!"

"আচ্ছা বলিতেছি, মনোযোগ দাও। বলি, যখন তোমার পান্থ-নিবাস ছিল, যখন তোমার বাটীতে ভদ্র-মহিলারা স্বইচ্ছায় অথবা প্রলোভনে বশীভূত—"

"উহার সহিত ও কথার সংশ্রব কি?" বাধা দিয়া ময়নাবিবি কহিল, "উহার সহিত ও কথার সংশ্রব কি? বিশেষতঃ গত বিষয়ের উত্থাপনে ফল কি?"

"ফল বিস্তর!" ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক মঙ্গলচাঁদ কহিল, "ফল বিস্তর! বলিতেছি, মনোনিবেশ কর। ধার্ম্মিক মঙ্গলজী বৃথা বৃথা বাক্য ব্যয় করেন না, তাঁহার সকল কথাই জ্ঞান, বুদ্ধি ও উপদেশ সম্মিলিষ্ট! তাঁহার প্রতি কথাই অধর্ম্ম-বিরুদ্ধ, ও নীতিসঙ্গত! এ কথাটী তোমার হৃদয়ে যেন পাষাণ রেখাবৎ—"

কিঞ্চিৎ বিরক্তভাবে ময়নাবিবি কহিল, "হাঁ হাঁ, তাহা আমি জানি; ও সকল কথা ছাড়িয়া দাও, যে কথা বলিতেছিলে তাহাই এখন প্রকাশ কর, অপর কথা উত্থাপনে আবশ্যক করে না।"

"বিবিজান! উতলা হইও না। সাধুশীল মঙ্গলজীর বুদ্ধি চাতুর্য্য কতদূর প্রবল, তাহাই তোমাকে ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছিলাম। বলি, যে সকল ধার্ম্মিকা ও সংস্বভাবা ভদ্র-মহিলারা তোমার আপনে কখন কখন প্রবেশ

করিতেন, তাঁহারা কিছু স্বামী, ভ্রাতা কিম্বা আত্মীয় কুটুম্বের দর্শন লাভ, অথবা তীর্থধর্ম্মের নিমিত্ত আগমন করিতেন না! কেমন নয়?"

"হাঁ, তাহা ত বটেই; তাহার পর?"

মঙ্গলচাঁদ বলিতে লাগিল, "বলি, সেই সকল স্ত্রীলোকেরা তোমার নিকট চিরকালই কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।—অনন্তকৃতজ্ঞতার নিমিত্ত তাহারা তোমার নিকট চিরঋণী! কেমন, ইহা তুমি স্বীকার কর কি না?"

"তাহাতে কি হইল? ইহাতে আর অর্থ উপার্জ্জন কিরূপে হইবে?"

"হইবে না? অবশ্যই হইবে! পত্রের দ্বারা তাহাদের নিকট দাবী কর, তাহা হইলেই—"

সচকিতে ময়নাবিবি বলিয়া উঠিল, "পত্রের দ্বারা দাবী? ভয় প্রদর্শন? না না, সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব না। কোন গতিকে পত্রখানি অপরের হস্তে নিপতিত হইলে আমারই সর্ব্বনাশ! না না, সে কার্য্য আমা হইতে সমাধা হইবে না।"

"হায়, হায়! অমায়িক মঙ্গলজীর হৃদয়ের ভাব এখনও তুমি গ্রহণ করিতে সুসমর্থ হও নাই!—পূণ্যশীল মঙ্গলজীর বুদ্ধি চাতুর্য্যের অক্ষর ভাণ্ডারের বর্ণমাত্রও গ্রহণ করিতে একেবারেই অসমর্থ! ভয়প্রদর্শন কেন? পত্রে এইরূপ লেখা থাকিবে যথাঃ—

"'শ্রীমতী অমুক অমুক, তোকায় নমস্কার জানিবেন। ব্যবসা বাণিজ্য হইতে অবসর গ্রহণপূর্ব্বক হিসাব নিকাশ করিয়া ফেলিতেছি।—হিসাব বহিতে আপনার নামে, এত টাকা, এত আনা, এত পাই পাওনা। তন্মধ্যে অমুক তারিখে এত টাকামাত্র উস্থল আছে। এত টাকা এখনও বাকী।—অতএব এই লোক মারফৎ সেই টাকাগুলি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। পত্রবাহক নিষ্কলঙ্ক মঙ্গলজী আমার অছী ও আমমোক্তার, ইহাকে টাকা দিতে অবিশ্বাস নাই—,"

আশ্চর্য্যভাব প্রকাশে ময়নাবিবি কহিল, "পত্রবাহক মঙ্গলজী?—ভদ্রলোকের অন্দরে তুমি কিরূপে প্রবেশ করিবে? বিলক্ষণ!"

"আমি করিব কেন?" ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক মঙ্গলচাঁদ কহিল, "আমি প্রবেশ

করিব কেন ?—একজন বিশ্বাসী অথচ চতুরা স্ত্রীলোককে পাঠাইয়া দিব, সে-ই কার্য্য গুছাইয়া আসিবে,—আমি কেবল বাহির-মহলে অপেক্ষা করিয়া থাকিব মাত্র। কেমন, বুঝিলে ত ?”

“তাহা ত বুঝিলাম।” অন্যমনস্কভাবে ময়নাবিবি কহিল, “তাহা ত বুঝিলাম। কিন্তু কেহই ত আমার নিকট এক কপর্দ্দকও ঋণী নহেন।—সকলেই ত তাঁহাদের দেয় মুদ্রা পরিশোধ করিয়াছেন, তবে আবার দাবী করিব কিরূপে ?”

“আরে বুঝিতে পারিলে না! ঋণ বলিয়া পত্র লেখাটা কেবল ভাণ মাত্র! ফল কথা, অর্থ সংগ্রহ।—যদি কোন কুলাঙ্গণা অর্থ প্রদানে অসম্মত হন, অথবা ঋণী নহি, এ কথা বলিয়া পত্রের লিখিত বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে অম্লানবদনে তাহাকে বিজ্ঞাপন করা যাইবে যে, এটী তাঁহার ঋণ নহে;—তাঁহার গুপ্তকার্য্য গোপনে রক্ষা করিবার উপঢৌকন মাত্র! পত্র লেখাটা কেবল ভাণ!”

“ভাল আর একটী কথা।—যদি কোন কুলবধূ কলঙ্ক রটনার ভয় না-ই করে, যদি ভ্রান্তিক্রমে কোন নির্দ্দোষী সচ্চরিত্রা ভদ্র-মহিলার নিকট—”

“নির্দ্দোষী ?” বিস্ফারিতলোচনে আশ্চর্য্যভাবে মঙ্গলচাঁদ কহিল, “নির্দ্দোষী ? সচ্চরিত্রা ? সে আবার কি ? তোমার পান্থনিবাসে আসিয়াছে, অথচ তাহার শরীর কলুষিত হয় নাই, সম্মানের সহিতই প্রস্থান করিয়াছে, এ কথার অর্থ কি ? তীক্ষ্ণবুদ্ধি মঙ্গলজী ত ও কথার ভাব গ্রহণ করিতে আদৌ সক্ষম হইলেন না।”

মৃদুমন্দ হাস্য করিয়া ময়নাবিবি কহিল, “বলিতেছি কি, কেবল দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার নিমিত্তই যদি কোন সচ্চরিত্রা স্ত্রীলোক আমার পান্থনিবাসে আগমন করিয়া থাকেন, তাঁহাকে ওরূপ পত্র লিখিলে যে গোলযোগ বাধিয়া উঠিবে ?—ভয় প্রদর্শন করা দূরে থাকুক, পত্র লিখিলেই যে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা!—তাহার উপায় কি ?”

“কেন, তাহা হইলে এইরূপ করিব। পরদিবস তাহাকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লেখা যাইবে যথা :—

“‘শ্রীমতী অমুক অমুক রোকায় নমস্কার জানিবেন, পান্থশালা উঠাইবার

কালীন হিসাব-বহির গোলযোগ হওয়াতে, এবং নূতন মুহুরী কর্ত্তৃক হিসাবাদি প্রস্তুত করাতে, এই নিদারুণ ভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল। সে ভ্রম এক্ষণে সংশোধনপূর্ব্বক রোকড়-বহিতে আপনার নামে রীতিমত জমা খরচ করিয়া লইলাম। আপনার নিকট এক্ষণে আমার আর কিছুই দাবী দাওয়া নাই।' কেমন মতিবিবি! ইহা হইলে ত আর কোন কথাই থাকিবে না!"

"হাঁ ওরূপ করিলে ভাবী বিপদ হইতে কতকটা—,,

"কতকটা কি? সম্পূর্ণরূপেই!" সদম্ভে জয়োল্লাসিতলোচনে মঙ্গলচাঁদ কহিল, "কতকটা কি? সম্পূর্ণরূপেই! ওরূপ মর্ম্মে পত্র লিখিলে কোনই গোলযোগ উপস্থিত হইবে না। দশ বারজনের নাম মনোনীত করিয়া—"

"না না, ইহাতে আমি সম্মত নহি।,,

"কেন, ইহাতে আর ক্ষতিটা কি?,,

"না না, ও কাজে আমার সাহস হয় না। উপরোধ করিও না, রক্ষা করিতে অক্ষম হইব।"

কিঞ্চিৎ বিরক্তভাবে মঙ্গলচাঁদ কহিল, "কি আপদ! বলে রক্ষা করিতে অক্ষম হইব। কেন, ইহাতে আর দোষটা কি? ভাল আর এক কর্ম্ম কর।—পত্রগুলি না হয় অপর কাহারও দ্বারা লিখাইয়া লও, তাহাতে স্বাক্ষর অথবা মোহরাঙ্কিতও করিও না; তুমি কেবল নামটীমাত্র বলিয়া দাও; তাহার পর যাহা যাহা করিতে হইবে আমিই তাহা করিয়া লইব। কেমন, ইহাতে আর আপত্তি আছে?"

"না না, আমি উহার সংশ্রবেও থাকিব না।"

উত্তেজিতস্বরে মঙ্গলচাঁদ কহিল, "ইহাতে আর সংশ্রবটা কি রহিল?—ও হো বুঝিয়াছি! তুমি আমাকে বিশ্বাস করিতেছ না। টাকা লইয়া পাছে পলায়ন করি, ইহাই তোমার অন্তরে উদয় হইতেছে। ভাল তাহারও উপায় বলিয়াদিতেছি। তুমি এককালে দশ বারোজনের নাম প্রকাশ না করিয়া একজনের নাম মাত্র বলিয়া দাও। প্রথম কৌশলার্জ্জিত মুদ্রা বণ্টন হইলে পর, দ্বিতীয়ার নামে পত্র দিও;—কেমন, ইহা হইলে ত আর চিন্তার বিষয় নাই? প্রতীত হইলে ত?"

"প্রত্যয় অপ্রত্যয় নাই।" ময়নাবিবি কহিল, "প্রত্যয় অপ্রত্যয় নাই। এ কার্য্যে আমার নিতান্ত বিদ্বেষ,—সাহস হইতেছে না। বিশেষতঃ ইহা উতলার কর্ম্ম নহে, বিশেষ বিবেচনার আবশ্যক। যদি কোন ঝঞ্চট পোহাইতে না হয়, তবেই এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব, নতুবা কোনক্রমেই নহে।"

"ভাল তাহাই করিও।" প্রবৃত্তিদাতা এই কথা বলিয়া ঘটিকাযন্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক চমকিতভাবে পুনরায় কহিল, "ঈঃ! এত অধিক রাত্রি হইয়াছে? আহারের সময় যে প্রায়ই উত্তীর্ণ? তা বাটী যাইবার আর প্রয়োজন কি? এইখানেই আহারাদি করা যাউক। বিশেষতঃ সিরাজ দেশের মদিরা ময়নাবিবি ভিন্ন আর কাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইব? আহা! সিরাজ মদিরা—"

সচকিতে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক সভয়ে ময়নাবিবি কহিল, "চুপ কর, চুপ কর, কেহ শুনিতে পাইবে! আমি মদিরা পান করি, আমার গৃহে মদ থাকে, এ কথা কেহই অবগত নহে।—অগ্নিমান্দ্যের নানা প্রকার মহৌষধ আমার নিকট সংগৃহীত আছে, ক্ষুধা উদ্রেকের নিমিত্ত প্রায় প্রতি-রজনীতেই তাহা আমি পান করিয়া থাকি, পরিচারিকাদের ইহা বলিয়াই বিশ্বাস। তুমি মদের নাম উল্লেখ করিও না, ঔষধি বলিয়াই কথা কহিও!"

"তাহাই করিব। এখন হইতে তাহাই বলিব! মদের নাম লওয়া দূরে থাকুক, ঔষধি বলা [illegible] থাকুক, কোন জাগ্রত বিগ্রহের চরণামৃত বলিয়াই অদ্যাবধি উহার নাম নির্দ্দেশ করিব, "ম" অক্ষরটী মুখেও আনিব না!"

[illegible]লচাঁদের এই বাক্‌চাতুরী শ্রবণে ময়নাবিবি উভয় চক্ষু বিঘূর্ণন করিয়া [illegible]ন পরিচারিকাকে আহ্বান করিল। পরিচারিকা উপস্থিত হইলে তাহাকে [illegible]ধনপূর্ব্বক কহিল, "চাঁদ! আহারাদির উদ্‌যোগ কর, দুইজনের মত। [illegible]জী অদ্য এইখানেই আহার করিবেন। একগৃহেই আসন করিও। ইনি [illegible]র ভ্রাতুষ্পুত্র। মঙ্গলজীর অগ্নিমান্দ্য হইয়াছে, ইহাঁর নিমিত্ত তুমি সেই [illegible]র্ণর মহৌষধ অতিরিক্ত একপাত্র—"

[illegible]ীর মনোমত হইল না। "অতিরিক্ত একপাত্র" এই বাক্য শ্রবণে [illegible]মার ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া উত্তেজিতস্বরে সহসা বলি[illegible]

উঠিল, "না না, একপাত্র নহে, একটী সুবৃহৎ কলসী সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ করিয়া আনয়ন করিও!—বড়ই অগ্নিমান্দ্য, কিছুমাত্র ক্ষুধা নাই;—বিশেষতঃ সে ঔষধিতে আমার প্রগাঢ় ভক্তি,—বড়ই লালসা,—পান করিলেই চতুর্ব্বর্গ ফললাভ!—তুমি—"

পরিচারিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ত্রস্তভাবে ময়নাবিবি কহিল, "প্রত্যহ যেরূপ হয় তাহাই করিও। তবে মঙ্গলজীও নাকি পান করিবেন, সেই নিমিত্ত কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে আনয়ন করিলেও ক্ষতি নাই। যাও চাঁদ, শীঘ্র আয়োজন কর।"

পরিচারিকা বিদায় হইলে ময়নাবিবি কিঞ্চিৎ রুক্ষস্বরে মঙ্গলচাঁদকে কহিল, "দেখ দেখি তোমার কতদূর অন্যায়! কলসীপূর্ণ মহৌষধ!—পানে চতুর্ব্বর্গ ফললাভ!—বড়ই গর্হিত কর্ম্ম;—ভাগ্যে আমি সুধরাইয়া লইয়াছি, বিশেষতঃ চাঁদিও ততদূর চতুরা নহে, সেই নিমিত্তই ত রক্ষা; নতুবা সে ব্যক্তি কি মনে করিত বল দেখি? বড়ই অন্যায়! ছিঃ!"

"আমার না তোমার?" সপ্রতিভভাবে মঙ্গলচাঁদ কহিল, "আমার না তোমার? তুমি একপাত্র আনিতে বলিলে কেন, তাহাতেই ত কলসীর কথা উত্থাপন করিলাম? আর চতুর্ব্বর্গ ফললাভ বলাতে দোষটা কি হইল? বরং ঔষধের গুণই সম্যকরূপে পরিব্যক্ত করা হইয়াছে মাত্র!"

গম্ভীরভাবে ময়নাবিবি কহিল, "তাচ্ছিল্য কর না,—অবহেলার কার্য্য নয়, সাবধানে কথা কহা উচিত, পরিণাম ভাবিয়া কার্য্য করিও!"

"তাহাই করিব,—সে জন্য চিন্তা নাই!" এই পর্য্যন্ত বলিয়া ... তৎপরে মৃদুমন্দস্বরে পুনরায় কহিল, "আহা! নামটী কিন্তু দিব্য হইয়াছে;—রূপের উপযুক্তই নাম!"

"কাহার রূপ? কিসের নাম?"

"কেন, তোমার ঐ পরিচারিকাটীর?—চাঁদ বলিয়া যাহাকে স... করিলে? তাহারই বিষয় বলিতেছিলাম!"

"আমি রাখিব কেন? উহার নামই চন্দ্রভাগা! তবে চাঁদি ...লিয়া উহাকে সম্বোধন করিয়া থাকি বটে। আমি রাখিব কেন

অস্ফুটস্বরে মঙ্গলচাঁদ আপনাপনি বলিতে লাগিল, "আহা! চাঁদ! চাঁদ! চাঁদ! কিবে রূপ! কিবে গঠন! কিবে ভঙ্গী! আহাহা!"

"এ কি? অকস্মাৎ তোমার আবার ভাবান্তর কেন? অনুচ্চস্বরে আপন মনে কোন্ বিষয়ের তোলাপাড়া করিতেছ?"

"অপর কিছুই না,—কেবল তোমার ঐ পরিচারিকাটীর রূপের বিষয়ে!—উহাকে দেখিয়া আমারও পরিচারক হইতে ইচ্ছা হইতেছে!—তাহা আবার তোমারই অধীনে!"

"অমন ইচ্ছার মুখে ছাই! ছি! তোমার কি প্রবৃত্তি!"

"কেন মন্দটাই বা কি?—নিষ্কলঙ্ক মঙ্গলজী কি অন্যায় পদার্থে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন?—বলি ওধারে কিছু—"

"দেখ মঙ্গলজী!" কম্পিতকণ্ঠে গম্ভীরবদনে ময়নাবিবি কহিল, "দেখ মঙ্গলজী! তোমার পূর্ব্ব প্রস্তাবিত কার্য্যে যদি আমাকে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তাহা হইলে আমার এখানে তোমার সদাসর্ব্বদাই গমনাগমন করিবার আবশ্যক হইবে; সে স্থলে আমার সম্ভ্রমের প্রতি দৃষ্টি রাখা তোমার পক্ষে সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য! কেমন, বুঝিয়াছ ত?"

"সম্পূর্ণরূপেই!" সপ্রতিভ মঙ্গলচাঁদ ঔদাস্যভাবে কহিল, "সম্পূর্ণরূপেই!—কিন্তু ইহাতে আর দোষটা কি?—তুমি যেমন বক-ধার্ম্মিক, তেমনি ভণ্ড-তপস্বিনীই থাকিবে;—তবে আমার এই উপস্থিত ইচ্ছাটী—"

"ও কথা মুখেও আনিও না!" বাধা দিয়া তীব্রস্বরে ময়নাবিবি কহিল, "ও কথা মুখেও আনিও না! আমি এখন আর সে ময়নাবিবি নহি, আর এখানকার দাসদাসীরাও সকলেই নূতন,—ব্যবসা বাণিজ্য হইতে অবসর লইয়া, এক্ষণে ঈশ্বরোপাসনায় কালাতিপাত করিতেছি, ইহাই উহারা অবগত আছে;—দেখিও, তোমার কার্য্য-দোষে উহাদের চক্ষে যেন আমি ঘৃণাকর হইয়া না পড়ি! সাবধান! সাবধান!"

"কোন চিন্তা নাই।—সুধর্ম্মপরায়ণ পুণ্যশীল মঙ্গলজীর কথায় বা কার্য্যে সুধার্ম্মিকা ময়নাবিবির কিছুমাত্রও অনিষ্ট হইবে না!—কখনই না!"

"শুনিয়া সুখী হইলাম! আর একটী কথা! এটী ভদ্র-পল্লী,—অনেক

ভদ্রলোকেরই বসতি এখানে। অধিক রাত্রে আমার নিকট আগমন করিলে অনেকে অনেক প্রকার দূষ্যভাব গ্রহণ করিতে পারে ;—তুমি সে বিষয়ে সবিশেষই সাবধান হইও,—প্রয়োজন হইলে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আগমন করিও!—দিবাভাগে আগমন করাই সর্ব্বাপেক্ষা সুপরামর্শ। দেখিও, তোমার কার্য্যে আমার নামে যেন দুর্নাম রটনা না হয়!"

ময়নাবিবির এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই, রাত্রিকালে আগমন করিলে আহারাদি এবং মদিরা পান হইতে মঙ্গলচাঁদকে কিছুতেই নিরস্ত রাখিতে পারিবেন না, সেই নিমিত্তই এরূপ উপদেশ প্রদান! কিন্তু মঙ্গলচাঁদ সে উপদেশটী কতদূর যে পালন করিবেন, তাহা স্বয়ং মঙ্গলচাঁদই বলিতে পারেন না! সুতরাং সে বিষয়টী পারিব্যক্ত করা, আমাদের পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার নহে।

ময়নাবিবির শেষ কএকটী কথা শ্রবণে সহাস্যবদনে মঙ্গলচাঁদ কহিল, "তজ্জন্য চিন্তিত হইও না। পরোপকারী মঙ্গলজী তোমার একজন পরম বন্ধু, তাহার কার্য্যে কখনই তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে না! কিন্তু তোমার ঐ পরিচারিকাটী বড়ই সুন্দরী!—কি চমৎকার গঠন,—যেন নবনী নির্ম্মিত! আমার মন—"

"আবার ঐ কথা?" বিরক্তভাবে ময়নাবিবি কহিল, "আবার ঐ কথা? এইমাত্র নিষেধ করিলাম, পুনর্ব্বার ঐ কথার উত্থাপন?"

হাস্য করিতে করিতে মঙ্গলচাঁদ কহিল, "উহাতে আর দোষটা কি? সুন্দরী স্ত্রীলোকের রূপ বর্ণনা করিতে ক্ষতিটাই বা কি আছে?"

সেইভাবে ময়নাবিবি কহিল, "ক্ষতি বিস্তর!—সহস্র প্রকার!"

"বলিতেও দোষ? তবে তাহাকে দর্শনই করা যাউক!" এই কথা বলিয়া মঙ্গলচাঁদ আসন হইতে গাত্রোত্থান করিবার উপক্রম করিল।

সভয়ে নিবারণ করিয়া ক্রোধকম্পিতস্বরে অবরুদ্ধকণ্ঠে ময়নাবিবি গম্ভীর-ভাবে কহিল, "তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিবে না কি?—কোথায় যাও?"

প্রশান্তবদনে মঙ্গলচাঁদ উত্তর করিল, "কেন, চাঁদমণিকে ডাকিবার নিমিত্ত! তাহার সহিত যদি কথা কহিতে পারিব না, তাহার রূপ বর্ণন

করিতে পারিব না, কিছুই পারিব না, তবে একবার তাহাকে দর্শন করিয়া লওয়া যাউক!—কেন, ইহাতেও কি দোষ?"

ভগ্নকণ্ঠে ময়নাবিবি কহিল, "তুমি বাতুল হইলে নাকি?—উপবেশন কর,—মৃদুমন্দস্বরে কথা কও,—কেহ শুনিতে পাইলে লজ্জায় আর মস্তক তুলিতে পারিব না!"

"তাহাতে আর লজ্জা কি? আগমনকালীন চাঁদবিবির সহিত দুই চারিটীমাত্র কথা—"

"কথা?" শঙ্কাকুলিতচিত্তে ময়নাবিবি কহিল, "কথা? তবে তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ দেখিতেছি! উহার সহিত কি কথা কহিয়াছ?"

"কিছুই না!"

"তবে ও কথা বলিলে কেন?"

"মনে উদয় হইল বলিয়া!"

গম্ভীরভাবে ময়নাবিবি কহিল, "দেখ মঙ্গলজী! এ সকল পরিচারিকা-দিগের স্বভাব চরিত্র অতিশয় সুনির্ম্মল। ইহাদের সহিত অন্যায় ব্যবহার করিও না। করিলে, আমার নামে ভয়ানক কলঙ্ক রটনা হইবে, তাহা হইলে আমি লোকালয়ে মুখ দেখাইতে পারিব না। বারবার নিষেধ করিতেছি, উহাদের সহিত বাক্যালাপ করিও না।"

সস্মিতবদনে মঙ্গলচাঁদ কহিল, "বাক্যালাপও নহে, আর অন্ধকারে চিবুক ধারণও নহে?"

"চিবুক ধারণ?" আরক্তিমলোচনে ময়নাবিবি কহিল, "চিবুক ধারণ? তবে একটা কাণ্ড বাধাইয়াছ! অতি অভদ্রতার কার্য্য,—অতিশয় গর্হিত কর্ম্ম!—ভাল কি করিয়াছ সত্য করিয়া বল,—দেখি, যদি কোন প্রকারে সুধরাইয়া লইবার উপায় থাকে!"

হাস্য করিতে করিতে মঙ্গলচাঁদ কহিল, "না না, কিছুই করি নাই। চিবুক ধারণ করিলে কি আর রক্ষা ছিল?—তাহা হইলে তুমি কি ইহা জানিতে পারিতে না? আমার গণ্ডদেশ প্রতি নিরীক্ষণ করিলেই যে সে সন্দেহ তৎক্ষণাৎই ভঞ্জন হইয়া যাইত। চাঁদমণির চপেটাঘাতের চিহ্ন, আমার উভয়

গণ্ডেই যে নীলিমাবর্ণে সুরঞ্জিত হইয়া থাকিত! ভাই ময়নাবিবি! শ্রীবিষ্ণু! পিসী ঠাকুরাণী!—ধার্ম্মিক মঙ্গলজী এরূপ বাতুল নহেন, তাহার ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান আছে, বোধাবোধ পরিশূন্য নহে, হিতাহিতা বিবেচনা—চুপ কর, পদশব্দ শ্রবণ করিতেছি!" এই কথা বলিয়া ত্বরিৎগতিতে একখানি নীতিপুস্তক উন্মোচনপূর্ব্বক গম্ভীরভাবে তৎপ্রতি নেত্র নিবেশ করিল।

পরক্ষণেই চন্দ্রভাগা আসিয়া বিনীতভাবে কহিল, "আহার প্রস্তুত।" ময়নাবিবি শশব্যস্তে পরিচারিকাকে বিদায় দিয়া স্বয়ং আপনি মঙ্গলচাঁদকে পথ প্রদর্শন করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে চলিল। ভোজনাগারে প্রবেশপূর্ব্বক অতি সাবধানে গৃহদ্বারটী অর্গলযুক্ত করিয়া আহারের স্থানে উপবেশন করিল। গৃহ প্রবেশ করিয়াই মঙ্গলচাঁদ যে দক্ষিণহস্তের ব্যাপারে নিযুক্ত হইয়াছেন, পাঠক মহাশয়কে এ কথা বিশেষ করিয়া বলা বাহুল্যমাত্র।

আহার করিতে করিতে উভয়েই সিরাজ-মদিরার যথা উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। দূরদেশ হইতে সমাগত কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অপর কোন দেশে উপস্থিত হইলে তথাকার বিশিষ্ট লোকেরা তাহার প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধাভক্তি বিনিয়োগ করে; সিরাজ হইতে সমাগত হইয়াছে বলিয়া ইহারা সেই মদিরার প্রতি বারবার সেইরূপ গৌরব ও সম্মান প্রদর্শন করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। লজ্জাবতী কুলস্ত্রীরা যেমন অবগুণ্ঠন আবরণে অহরহ সমাচ্ছাদিত হইয়া থাকেন, আত্মীয় স্বজনের বিশেষ অনুরোধ ভিন্ন তাঁহারা যেমন কাহারও নিকট আপনার অবগুণ্ঠনটী উন্মোচন করেন না; সিরাজ সুন্দরী বারুণীও তাহার ভাণ্ডরূপ অবগুণ্ঠনে কুলস্ত্রীদিগের ন্যায় বিশেষরূপেই অবগুণ্ঠনবতী হইয়াছিলেন, স্বইচ্ছায় আপনার কমনীয় গাত্রের আচ্ছাদনটী উন্মুক্ত করেন নাই। কিন্তু ইহারা সেই লজ্জাবতীর লজ্জা ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত বারবার তাহার আবরণটী উন্মোচন করিতে লাগিলেন।—কেবল উন্মোচনমাত্র নহে, তাহারে আবার মুহুর্ম্মুহু পাত্রে পাত্রে নানাপ্রকারে ফিরাইতে ঘুরাইতে থাকিলেন। উপর্য্যুপরি পানে উভয়েরই চক্ষু রক্তবর্ণ, উভয়েরই হৃদয় প্রফুল্লিত, উভয়েরই তৎকালে প্রমত্ত অবস্থা।

পানাহার সমাপ্ত হইলে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে ময়নাবিবি কহিল,

"আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, তোমার পরামর্শমত কার্য্য করাই উচিত।—প্রস্তাবটী বড় মন্দ নহে, অর্থ উপার্জ্জনের বিলক্ষণ সুবিধা। তবে কিঞ্চিৎ সাবধান, কিঞ্চিৎ চতুরতার সহিত কার্য্য করিলে—"

প্রমত্তভাবে মঙ্গলচাঁদ বলিয়া উঠিল, "সাবধান এবং চতুরতায় মঙ্গলজী চির-অভ্যস্ত। মঙ্গলজীর কার্য্যে কখনই তুমি বিপদগ্রস্ত হইবে না!"

"তাহা হইলেই উত্তম!" এই কথা বলিয়া ময়নাবিবি চিন্তামগ্ন হইল।

ময়নাবিবিকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া মঙ্গলচাঁদ আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "নীরব হইলে কেন?—কি ভাবিতেছ?—চিন্তার বিষয় কি আছে?—একার্য্যে যত শীঘ্রই প্রবৃত্ত হইতে হয়, ততই উত্তম! তোমার পান্থ-নিবাসের প্রতিপোষক কোন সুধার্ম্মিকা সচ্চরিত্রা কুলবধূর নামটীমাত্র বলিয়া দাও না, এখনই সকল কার্য্য শেষ করিয়া আসিতেছি!"

"তাই ত, কাহার নামে পত্র লিখি?" সচিন্তিতভাবে এই কথা বলিয়া ময়নাবিবি ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে অস্ফুটস্বরে আপনাআপনি কএকটী স্ত্রীলোকের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল। কিঞ্চিৎপরে আনন্দের সহিত সহসা বলিয়া উঠিল, "হাঁ, পাওয়া গিয়াছে।—অব্যর্থ সন্ধান! কিন্তু পত্রখানি আমাকেই লিখিতে হইতেছে,—তোমার লিখনে কার্য্য দর্শিবে না।—অপরিচিত হস্তাক্ষর দর্শনে হয় ত রোগী কবিরাজের ব্যবস্থাপত্রমত ঔষধি সেবনে অসম্মত হইতে পারেন। আমার হস্তাক্ষরে সে চিন্তা নাই!—কেমন, তাহাই করা যুক্তিসিদ্ধ কি না?"

"হাঁ, তাহা হইলে ত আর কথাটী কহিতে হয় না!" প্রফুল্ল-আননে মঙ্গলচাঁদ কহিল, "তাহা হইলে ত আর কথাটী কহিতে হয় না, গমনেই কার্য্য-সিদ্ধি! তাহাই কর!" এই কথা বলিতে বলিতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক লিখিবার উপকরণাদি লইয়া ময়নাবিবির সম্মুখে সংরক্ষিত করিল।

লেখনী চলিতে লাগিল। যেখানে ভাবশুদ্ধ, অথবা উপযুক্ত শব্দবিন্যাস করিতে ময়নাবিবি অসমর্থ হয়েন, সুচতুর মঙ্গলচাঁদ সে সমস্ত বলিয়া দিতে থাকেন। আবার কোন পত্রখানির লেখা অপরিষ্কার, কোনখানি বা মসীলিপ্ত হওয়াতে পাঠোপযুক্ত হইল না বলিয়া কএকখানি এইরূপে অকর্ম্মণ্য

হইয়া গেল। পরিশেষে বিস্তর যত্ন, বিস্তর পরিশ্রমের পর একখানি প্রস্তুত হইলে তাহাতে স্বাক্ষর ও মোহরাঙ্কিত করিয়া মঙ্গলচাঁদের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক কহিল, "সাবধানে লইয়া যাও। দেখিও, মদিরার ঘোরে যেন পথিমধ্যে ফেলিয়া দিও না।"

"মদিরার ঘোর? কিছুমাত্র না! যত অধিক পরিমাণে আমি মদিরা পান করিতে থাকি, তত অধিক পরিমাণেই আমার দিব্য-জ্ঞান হইতে থাকে,—বড়ই সাবধান হইতে থাকি,—সুচতুর মঙ্গলজী কিছুই পরিত্যাগ করেন না! সকল বস্তুই তিনি সংগ্রহ করিয়া থাকেন! ভাল, এ পত্রখানি কাহার নামের? দেখি দেখি।" মঙ্গলচাঁদ এই কথা বলিয়া পত্রের শিরোনামটীতে দৃষ্টিনিক্ষেপ-পূর্ব্বক সচকিতে বলিয়া উঠিল, "বিবি ফুলমতী,' রূপতান্ মহল! একি? ইহাকে যে ধর্ম্মনিষ্ঠা বলিয়া জানি,—পতিব্রতা সতী বলিয়া সকলেই যে ইহার প্রশংসাবাদ করিয়া থাকে! উঃ! লোক চেনা কি বিষম ব্যাপার!" ইহা বলিয়া পাত্রস্থিত সিরাজ-সুন্দরীর যথারীতি সম্মান দানপূর্ব্বক কম্পিতপদে ভোজনাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

পঞ্চত্রিংশ কাণ্ড।

বিষময় পত্র।

গুর্জ্জররাজ্যের পূর্ব্বখণ্ডে বরদানগরের দক্ষিণদিকে "রূপতান মহল" নামে একটী স্থান আছে। প্রধান প্রধান আমীর ওমরাহ ও অপরাপর ধনবান লোকেরা প্রমোদ উৎসবের নিমিত্ত সেই স্থানে মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইয়া সময় অতিবাহিত করিতেন। সেই মহলের সদর রাস্তার পার্শ্বেরই একটী সুপ্রশস্ত রমণীয় উদ্যান। উদ্যানটী বিবিধ বৃক্ষরাজীতে পরিশোভিত। পুষ্পবৃক্ষগুলি সুশৃঙ্খলা মত শ্রেণীবদ্ধ। স্থানে স্থানে এক একটী সুদৃশ্য ও মনোহর প্রস্তরময় স্তম্ভ। স্তম্ভশিখরে ভাস্করী কাজ করা বিবিধ বর্ণের নানাপ্রকার

পাষাণ প্রতিমা। উদ্যানের মধ্যস্থলে একটী সুদীর্ঘ সরোবর। তাহার চতুর্দ্দিক সুনির্ম্মল শ্বেত প্রস্তর সোপানে পরিবেষ্টিত। তীরেই একটী পরম সুন্দর অট্টালিকা,—দিব্য চকবন্দী দ্বিতল অট্টালিকা। চতুর্দ্দিকে পলকাটা বৃহৎ বৃহৎ থাম।—স্তম্ভগুলি দ্বিতল পর্য্যন্ত উঠিয়া ছাদের সহিত সংলগ্ন হইয়াছে। প্রতি খোপে হরিদ্বর্ণে রঞ্জিত ঝিলিমিলি।—ভিতরে লৌহরেল সজ্জিত বারাণ্ডা।—বারাণ্ডা, বাটীর চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে। হঠাৎ দৃষ্টিপাত করিলেই কোন ধনবান বিশিষ্ট লোকের নিকেতন বলিয়াই অনুভূত হয়। বস্তুতও তাহাই। বাটীখানি গুর্জ্জরনিবাসী একজন মুসলমান বণিকের; নাম, মিজিতিয়ার খাঁ।

খাঁ সাহেবের বংশ-গৌরব ছিল না, তিনি সামান্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। যুবাকালে কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমে বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করাতে এক্ষণে ইনি বিপুল ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন। মধ্যে মধ্যে নবাব সরকারে অর্থ সাহায্য করাতে এই উদ্যান বাটীখানি সেই সরকার হইতে পারিতোষিকরূপে প্রাপ্ত হন। বাটীখানির তৎকালে এরূপ শোভনীয় অবস্থা ছিল না, কিন্তু তাঁহার স্বভাবতঃ সুচারু দৃশ্যের প্রতি সবিশেষ রুচি থাকাতে, এখানি এক্ষণে সুদৃশ্য ছবীর ন্যায় মনোহর দর্শনে পরিণত হইয়াছে। গৃহস্বামী এই উদ্যান বাটীখানি "বাগবাহার" বলিয়া নামকরণ করিয়াছেন।

মিজিতিয়ার দেখিতে নিতান্ত মন্দ নয়।—বর্ণ গৌর, গঠন কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, দেহযষ্টি দিব্য নিটোল, প্রশস্ত ললাট, বদন গম্ভীর, দৃষ্টি কোমল, কিন্তু তাহাতে বুদ্ধিচাতুর্য্য ও কার্য্যদক্ষতা যেন জীবন্তরূপে প্রকাশ পাইতেছে। বয়স অনুমান ৪৪।৪৫ বৎসর।

ব্যবসা বাণিজ্য এবং অপরাপর কারণে ব্যস্ত থাকাতে খাঁ সাহেব অধিক দিন পর্য্যন্ত দারপরিগ্রহ করেন নাই। বিপুল ধনরাশি সঞ্চয় করিবার পর, সম্প্রতি ইনি মুরাদ আলি নামক একজন নিঃস্ব অথচ সম্ভ্রান্ত কুলীনের বয়স্থা দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। এই পরিণয়-কার্য্যটী সহসা সম্পাদিত হইয়াছিল; আমীর মুরাদের সহিত কোন বিশেষ কারণে মিজিতিয়ার সাহেবের আলাপ পরিচয় হয়। তদবধি ইনি সাবকাশমত প্রায়ই নবপরিচিত মিত্রের

বাটীতে গমনাগমন, কোন বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে উপঢৌকনাদি আদান প্রদান, ও সময়ে সময়ে মিত্রভোজের নিমন্ত্রণে আগমনপূর্ব্বক যথাযথ আনুগত্য প্রদর্শন করিতেন। এই সকল কারণে অতি অল্পদিনমধ্যেই পরস্পরের সহিত পরস্পরের সবিশেষই বাধ্যবাধকতা জন্মিয়া উঠে।

আমীর সাহেবের পরিবারের মধ্যে তাঁহার সহধর্ম্মিনী, একটী পুত্র, এবং একটী দুহিতা মাত্র। পুত্রের নাম, মীর মোবারক আলি। বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর। কন্যার নাম বিবি কুলমতী। ইনি পঞ্চবিংশতির সীমা প্রায় অতিক্রম করেন, কিন্তু নানা কারণে এই বয়স পর্য্যন্তও ইহার পরিণয়কার্য্য সম্পাদন হয় নাই। অণূঢ়া অবস্থাতেই পিত্রালয়ে কালাতিপাত করিতেছিলেন।

ঘণিষ্ঠতা কিছু অধিক হইলে, আমীর সাহেব আপনার কন্যাকে নবমিত্রের সম্মুখে প্রায়ই আহ্বান করিতেন। ভোজন সময়ে পাচিকা সত্ত্বেও কোন প্রকার ব্যঞ্জন আনয়ন করিতে কন্যার প্রতিই আদেশ প্রদত্ত হইত। পিতার অনুজ্ঞাক্রমে কোন কোন সময়ে তাম্বূল দান, কখন বা ব্যজনী ব্যজন করিবার নিমিত্ত কন্যাকে বাধ্য হইতে হইত। এমন কি, উভয়ে যাহাতে নির্জ্জনে বিশ্রান্তালাপ করিতে পারে, সুচতুর পিতা তাহারও উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিতেন। ভারতবর্ষের সামাজিকতার নিয়মানুসারে কি ধনবান, কি মধ্যবিধ ভাবাপন্ন, কি দরিদ্র, সকল অবস্থার মুসলমানেই ত তাঁহাদের পুরকামিনীগণকে পরপুরুষের সম্মুখীন হইতে অথবা বাক্যালাপ করিতে অনুমতি প্রদান করেন না,—অনুমতি দেওয়া দূরে থাকুক, দৈবাৎক্রমে অপর কাহারও নয়নপথবর্ত্তিনী হইলে বরং তাঁহাদের লাঞ্ছনা বা তাড়নাই করিয়া থাকেন। আমীর সাহেব সে পদ্ধতির ব্যতিক্রম করিলেন কেন? কেনই বা তিনি অণূঢ়া যুবতী কন্যাকে নানা প্রকার সুন্দর আভরণে বিভূষিত করিয়া অল্পকাল পরিচিত মিত্রের সমক্ষে আনয়ন করিলেন? কেবল আনয়ন করা নহে, যাহাতে নির্জ্জনে দেখা সাক্ষাৎ হয়, তাহারও উপায় কৌশলক্রমে উদ্ভাবন করিয়া দিতেন। এরূপ করিবার তাৎপর্য্য কি? পাঠক মহাশয় এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর এই, কন্যাটি বয়স্থা, অদ্যাপিও তাহার

বিবাহকার্য্য সমাধা হয় নাই; রূপলাবণ্য দর্শনে খাঁ সাহেবের মনোমধ্যে যদি আসক্তিই জন্মিয়া উঠে, গুণের পরিচয় প্রাপ্তে তাঁহার অন্তরে যদি প্রণয়াঙ্কুরই সমুৎপন্ন হয়, রূপগুণে বশীভূত হইয়াই যদি তাহার পাণিগ্রহণে আগ্রহাতিশয়ই প্রকাশ করেন, এই কারণই তিনি আপন দুহিতাকে মিজিতিয়ারের নয়নপথে নিপতিত করিতেন, নির্জ্জনে দেখা সাক্ষাতের সুবিধা করিয়া দিবার তাৎপর্য্যও তাহাই।

বিবি ফুলমতী পরম সুন্দরী। গোলাপকোরকের ন্যায় সুন্দর বর্ণ,—নয়ন-স্নিগ্ধকর সুন্দর বর্ণ।—মস্তকের কেশ গুচ্ছ গুচ্ছ, কুঞ্চিতভাবে নিতম্বদেশ পর্য্যন্ত লম্বমান। নয়ন আকর্ণ বিস্তৃত, তারকা জ্যোতিপূর্ণ,—ওষ্ঠাধর বিম্বফলের ন্যায় রক্তিমবর্ণ, নাসিকাটী ললাটদেশ হইতে সরলভাবে আসিয়া অগ্রভাগটী ঈষৎ বক্রভাবে পরিণত। তৃতীয়ার চন্দ্রের ন্যায় অপরিসর ললাট। কটীদেশ ক্ষীণ,—ক্ষীণাঙ্গী। গঠন নাতি দীর্ঘ, নাতি খর্ব্ব। হস্তপদ সুগোল, যেন নবনী নির্ম্মিত। এক কথায় বলিতে গেলে, ফুলমতীর রূপলাবণ্য, যৌবনের প্রবল তরঙ্গে যেন নৃত্য করিতে করিতে উছলিয়া উঠিতেছে।

এইরূপ স্বর্গীয় রূপরাশি দর্শনে মিজিতিয়ার কি বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন? তাঁহার অন্তরক্ষেত্রে প্রণয়ের অঙ্কুর কি অঙ্কুরিত হইয়াছিল? আমীর সাহেবের আশাবৃক্ষে কি সুফল ফলিয়াছিল?—উত্তর অগ্রবর্ত্তী।—যে মোহিনীরূপ দর্শনে তরল-অন্তরবিশিষ্ট অথচ বিশুদ্ধ প্রণয়গ্রাহী ব্যক্তিমাত্রেই বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন,—যে রূপ দর্শনে বিভোর হইয়া রূপসীর অনুজ্ঞামতে জ্বলন্ত বহ্নিতে প্রবেশপূর্ব্বক আপন আপন প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পুরুষেরা ক্ষণকালের নিমিত্তও ইতস্ততঃ করে না,—যে লাবণ্য দর্শনে সংযমী জিতেন্দ্রিয় যোগী ঋষিগণ মোক্ষপদ লোষ্ট্রবৎ অনুমানে যাগ যজ্ঞ ধ্যান জ্ঞানের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া তাহারই চিন্তায়, তাহারই ধ্যানে অহরহ বিমল আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন; সেই অনুপম রূপরাশিই বিবি ফুলমতীর সর্ব্বশরীরে সম্যক-রূপেই পরিবিদ্যমান। এই আলৌকিক রূপ দর্শনে সামান্য মিজিতিয়ার যে জড়ীভূত হইয়া পড়িবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কথা কি?

ফুলমতীর ন্যায় রূপলাবণ্যবতী গুণবতী কামিনীর এতদিন বিবাহকার্য্য

নির্ব্বাহিত হয় নাই কেন?—কেহই কি তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে প্রার্থীত হন নাই? পিতা নিঃস্ব বলিয়া সম্ভ্রান্ত পরিবারেরমধ্যে না-ই হউক, মধ্যবিধ কোন গৃহস্থের হস্তেও ত আমীর সাহেব আপন দুহিতাকে সমর্পণ করিতে পারিতেন, তাহা করেন নাই কেন?—এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সহজেই তাহার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। সম্ভ্রান্ত এবং ধনবান কুলীনদিগের মধ্যে অনেকেই রূপগুণের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত করেন না। পাত্রী কুরূপাই হউক, আর তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সম্পূর্ণ দোষই থাকুক, সরলাই হউক, অথবা দুঃশীলাই হউক, সে বিষয়ে তাঁহাদের প্রায়ই ঔদাস্যভাব। বিবাহের সময় প্রচুর পরিমাণে অষ্টালঙ্কার এবং অপর্য্যাপ্তরূপে যৌতুক প্রাপ্ত হইলেই যথেষ্ট,—সকল দোষই তাহাতে ঢাকিয়া যায়; এবং আগ্রহের সহিতই শুভকর্ম্ম সুসম্পন্ন করিয়া মনে মনে অতুল আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। মুরাদ আলি অধিক যোত্রাপন্ন ছিলেন না, কুলমতীর বিবাহে যে বিপুল পরিমাণে যৌতুক প্রদান করিবেন, তাঁহার সে ক্ষমতা আদৌ নাই, সুতরাং প্রেয়তমা কন্যা কোন ধনবান আমীরের অঙ্কলক্ষ্মী হইবেন, এ আশা হইতে তাঁহাকে একেবারেই বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল। আর কোন গৃহস্থ পরিবারের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ নির্ব্বাহ করিলে লোক সমাজে মুখ দেখাইতে পারিবেন না, জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলেই তাঁহাকে হেয়জ্ঞান করিবে, এই ভয়ে সে কার্য্য করিতে তিনি কোনক্রমেই সাহস পান নাই।—তবে মিজিতিয়ারের পক্ষে সে আপত্তি নাই। খাঁ সাহেবের যদিও নীচকুলে জন্ম, কিন্তু বিপুল ধনসম্পত্তির অধিকারী! তাঁহাকে কন্যাদানে লোকালয়ে ততদূর নিন্দনীয় এবং আত্মীয় বান্ধবের নিকটেও উপহাসাস্পদ না হইতে পারেন।—কারণ, সর্ব্বদোষ হরে অর্থ! যাহার অর্থ আছে, তাহার আবার নীচকুলে জন্ম কি? তাহার আর কলঙ্ক কোথায়?—সে নীচ হইয়াও সুমহৎ,—শরীরে নানা প্রকার কলঙ্ক থাকিলেও তাহার দেহ অতিশয় সুপবিত্র।—মূর্খ হইলেও সে ব্যক্তি পরম বিদ্বান,—বুদ্ধিহীন হইলেও সে ব্যক্তি অতীব ধীমান!—বিশেষতঃ মিজিতিয়ার জামাতা হইলে মুরাদ আলির স্বার্থসাধন পক্ষে পরম সুবিধা! ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া খাঁ সাহেবকে কন্যাদান করিতে অভিলাষী হয়েন।

তাঁহার আশাও ফলবতী হইয়াছিল। মিজিতিয়ার খাঁ রূপবতী গুণবতী বিবি ফুলমতীর পাণিপীড়ন করিতে সম্মত হইলেন। ত্বরায়ই বিবাহকার্য্য সমাধা হইয়া গেল। খাঁ সাহেব হৃষ্টচিত্তে আপনার সহধর্ম্মিনীকে স্বকীয় নিবাস নিকেতনে লইয়া তাঁহাকে অন্তঃপুরচারিণী করিলেন।

অধিক বয়ঃজ্যেষ্ঠ পতি প্রাপ্তে বিবি ফুলমতী কি মনে মনে অসন্তুষ্টা ছিলেন?—কোন ধনবান আমীর সাহেবের পুত্রবধূ হইতে পাইলেন না বলিয়া অদৃষ্টের প্রতি কি দোষারোপ করিতেন? না,—সে বিষয়ে ত কিছুই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।—বাহ্য ব্যবহারে সমস্ত বিষয়ে ত তদ্বিপরীতই দর্শন হইয়া থাকে। পতির আজ্ঞা পালন, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন, তাঁহার সামান্য উপদেশ, ধর্ম্মপুস্তকের নীতিবাক্যের ন্যায় শিরোধার্য্য করিয়া লইতেন। পতির প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিমতি থাকাতে সকলের নিকটেই তিনি সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। পতিব্রতা সতী বলিয়া সকলেই তাঁহার যশ কীর্ত্তন করিত। তবে তাঁহার অন্তরের গুপ্ত-প্রকোষ্ঠে কি ভাবের আবির্ভাব হইত, তাহা কেবল ফুলমতীই বলিতে পারিতেন। আমরা সে বিষয়ে একেবারেই অনভিজ্ঞ।

মিজিতিয়ার খাঁর কি ভাব?—তিনি এই অমূল্য রমণীরত্ন লাভে কি পরিতুষ্ট ছিলেন? আত্মাকে কি চরিতার্থ জ্ঞান করিতেন?—ধর্ম্মপত্নীর সুমহৎগুণে, তাঁহাকে কি বশীভূত করিতে পারিয়াছিল?—ছিল,—রূপলাবণ্য সম্বন্ধ পর্য্যন্ত।—গুণগরিমার পক্ষে কিছুমাত্র না। পত্নী অসীম রূপবতী, তাহার রূপলাবণ্য দর্শনে তিনি কামের বশীভূত হইয়া তৎপ্রতি অনুরক্ত ছিলেন মাত্র। বিশুদ্ধ প্রণয় তাঁহার হৃদয়মধ্যে অণুমাত্রও স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। খাঁ সাহেব এ দিকে যদিও অমায়িক লোক, কিন্তু অধিক ধনসম্পত্তির অধীশ্বর হওয়াতে মনে মনে তাঁহার কিছু অহঙ্কার ছিল।—মুরাদ আলির ধনসম্পত্তি প্রচুর পরিমাণে না থাকাতে তাঁহাকে মনে মনে অতিশয় অবজ্ঞা করিতেন।—বিশেষতঃ বিবাহকালীন দুহিতাকে একটী কপর্দ্দকও যৌতুকস্বরূপ প্রদান না করাতে তাঁহার অন্তরে অবজ্ঞার পরিবর্ত্তে ঘৃণা আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সেই নিমিত্তই তিনি পত্নীর প্রতি

তাদৃশী প্রণয়ানুরাগ প্রকাশ করিতেন না। তবে বাহ্য দৃশ্যে হতাদর, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য, অথবা বিরক্তভাব, তাঁহার বদনে বা কার্য্যে কিছুমাত্রও লক্ষিত হইত না। মনের ভাব মনোমধ্যেই গুপ্ত হইয়া থাকিত। এরূপ অবস্থায় দাম্পত্য-প্রণয় যতদূর হওয়া সম্ভব, মিজিতিয়ারের সংসারে ততদূর পর্য্যন্তই পরিবিদ্যমান।

এই সকল আবশ্যকীয় পরিচয় প্রদান করিয়া এক্ষণে আমরা প্রকৃত কাহিনী আরম্ভ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত।—ভগবান মরীচিমালী নভোমণ্ডলের মধ্যপথ অতিক্রম করিয়া ত্রিযামে পদার্পণ করিয়াছেন। বিবি ফুলমতী আপনার উপবেশন-কক্ষে উপবেশন করিয়া সূচীকর্ম্মে সন্নিবিষ্ট। হঠাৎ গৃহদ্বার উদ্ঘাটনে জাফ্রি বেগম নামা তাঁহার একজন বিশ্বস্তা প্রিয় সহচরী সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। ফুলমতী কার্য্য হইতে বিরত হইলেন না। অপাঙ্গনয়নে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ জাফ্রি ?"

যোড়হস্তে সহচরী কহিল, "আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত একজন বহির্দ্দেশে অপেক্ষা করিয়া আছে। অনুমতি হইলে এখনই তাহারে আপনার সমক্ষে সমানয়ন করিতে পারি।"

"কে সেই ব্যক্তি ?—তাহার অভিপ্রায় কি ?"

"আজ্ঞা, একটী স্ত্রীলোক, অভিপ্রায়—"

হাস্য করিতে করিতে উৎফুল্ললোচনে বিবি ফুলমতী কহিলেন, "স্ত্রীলোক তাহা আমি জানি।—আমার সহিত অপর পুরুষের সংশ্রব কি ? বিশেষতঃ স্ত্রীলোক ভিন্ন পুরুষের এখানে আসিবার আর অধিকার কোথায় ?—প্রার্থনা করিতে সাহস করিবে কেন ? আমি তাহা বলিতেছি না। বলি, সে ব্যক্তি কি প্রয়োজনে এখানে আসিয়াছে, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

"বলিতে পারি না।—বলে, বিশেষ প্রয়োজনীয় পত্র আছে।"

"পত্র ?" আশ্চর্য্যভাবে ফুলমতী কহিলেন, "পত্র ? তবে সাহেবকে প্রদান করিতে বল।"

"বলিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে সম্মতা নহে। বলে, বিশেষ প্রয়োজনীয়, বিবির হস্তেই প্রদান করিব।"

"ভাল, পত্রখানি লইয়া আইস, পাঠ করিয়া যথাবিহিত উত্তর দিতেছি!"

"আজ্ঞা, তাহাও চাহিয়াছিলাম? কিন্তু স্বীকার পায় না। বলে, বড়ই গোপনীয়, বড়ই প্রয়োজনীয় পত্র। অধিকারী ভিন্ন অপর কাহাকেও প্রদান করিবার অনুমতি নাই;—হস্তান্তর করিতে একেবারেই নিষেধ!"

"ইহার অর্থ কি?" ফুলমতী আপনাআপনি কহিলেন, "ইহার অর্থ কি? হস্তান্তর করিতে নাই, এ কথার তাৎপর্য্য কি?" তৎপরে প্রিয় সখীকে সম্বোধনপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, "ভাল, তাহাকে লইয়া আইস। কি পত্র আনয়ন করিয়াছে, পাঠ করা যাউক।"

সহচরী প্রস্থান করিল। কিঞ্চিৎপরে একটী বর্ষীয়সী স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত। আগন্তুককে সম্বোধন করিয়া বিবি ফুলমতী কহিলেন, "কৈ, কোথায় পত্র? হস্তান্তর করিতে নাই, বড়ই প্রয়োজনীয়, বড়ই গোপনীয়! কিরূপ গোপনীয়, প্রদান কর দেখি; পাঠ করি?"

বর্ষীয়সী কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "বড়ই গোপনীয়, অপর কাহারও সমক্ষে—"

মনোভাব বুঝিতে পারিয়া ফুলমতী হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, "চিন্তা নাই, এ ব্যক্তি আমার পরম বিশ্বাসী, ইহার সমক্ষে প্রদান করিতে সঙ্কোচ করিও না! দাও, পাঠ করা যাউক।"

আগন্তুক অতি সতর্কভাবে আপনার গাত্রবস্ত্র হইতে একখানি সিল মোহর করা পত্র বাহির করিয়া অতি সন্তর্পণে বিবি ফুলমতীর হস্তে প্রদান করিল। বিবি ফুলমতী আবরণী উন্মোচনপূর্ব্বক মনোযোগসহকারে তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। পত্রখানি এইরূপে বর্ণবদ্ধ :—

"পরম শ্রদ্ধাস্পদা ধর্ম্মপরায়ণা শ্রীমতী বিবি ফুলমতী"

"স্বধর্ম্ম প্রতিপালকেষু।"

"রোকায় সকল সমাচার অবগত হইবেন। সম্প্রতি দোকানপাট উঠাইয়া দিয়াছি।—ব্যবসা বাণিজ্য না থাকাতে সংসার প্রতিপালনে বড়ই

কষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে আমার দোকান হইতে আপনি যে সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহার মূল্যের হিসাবে কেবল সহস্রমুদ্রামাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। বক্রী তিনসহস্রমুদ্রা যাহা আপনার নিকট পাওনা আছে, তাহা প্রদান করিলে বিশেষরূপ উপকৃত হই। পত্রবাহক মঙ্গলজীকে টাকা দিতে অণুমাত্রও ইতস্ততঃ করিবেন না। কারণ সে ব্যক্তি অতি বিশ্বাসীপাত্র! বিশেষতঃ এই পত্রের অপর পৃষ্ঠাতেই যখন প্রাপ্তি-স্বীকার লিখিয়া দিবে, তখন আর তাহাতে কিছুমাত্রই গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা নাই! আপনি তাহাই করিবেন।"

"আপনার সুপরিচিতা"

শ্রীমতী ময়না বেগম।"

পাঠ পরিসমাপ্ত করিয়া বিবি ফুলমতী সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "সে কি? সকল দেনাই ত পরিশোধ করিয়াছি, তবে আবার কিসের পাওনা?"

"আজ্ঞা, যে সকল দ্রব্য ময়নাবিবির দোকান হইতে ক্রয় করিয়াছেন, তাহারই মূল্যের নিমিত্ত!"

"তাহা ত বুঝিলাম! বহুদিবস হইল সে সকলের মূল্যও ত প্রদান করিয়াছি, তাহার রসিদও আমার নিকট সংগৃহীত।" এই কথা বলিতে বলিতে একটী পেটিকা উদ্ঘাটনপূর্ব্বক একখানি কাগজ বাহির করিয়া বিবি ফুলমতী পুনর্ব্বার কহিলেন, "দেখ, এই ফর্দ্দে সমস্ত দ্রব্যেরই দাম আছে, প্রাপ্তি-স্বীকার পর্য্যন্তও—"

"তাহা ত দেখিতেছি!" বাধা দিয়া বর্ষীয়সী কহিল, "আজ্ঞা হাঁ, তাহা ত দেখিতেছি! কিন্তু বলুন দেখি, ঐ সকল দ্রব্য কোন্ মাসের কোন্ তারিখে খরিদ করিয়াছেন?"

ফুলমতী কাগজ দেখিয়া কহিলেন, "এই গত বৎসরের শেষ দিবসে।"

"তবে বোধ হয়, তাহার পরেও দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া থাকিবেন, তাহারই মূল্যের নিমিত্ত—"

"না, একটী সামান্য সূচীমাত্রও ক্রয় করি নাই।"

"ক্ষমা করিবেন,—কিন্তু আমি অনুমান করি, আপনি বিস্মরণ হইতেছেন! মঙ্গলজী বিশেষ করিয়া—"

শেষ কএকটী কথা শ্রবণে বিবি ফুলমতী সোৎসুকে বলিয়া উঠিলেন, "ভাল, জিজ্ঞাসা করি, মঙ্গলজী কে?—পত্রে তাহার নাম দেখিতেছি বটে, কিন্তু কে সেই ব্যক্তি? ময়নাবিবির সহিত তাহার সম্পর্ক কি?"

"আজ্ঞা, সে ব্যক্তি ময়নাবিবির অছী ও আম্‌মোক্তার!—প্রাপ্য মুদ্রা সংগ্রহ করা, অবশিষ্ট বাণিজ্য দ্রব্যাদি যাহাতে উচিত মূল্যে বিক্রয় হয়, তাহার গ্রাহক অন্বেষণ—"

"ভাল, তাহা যেন হইল। কিন্তু সে ব্যক্তির এখানে আসিবার অভিপ্রায় কি? ভদ্রলোকের অন্দরে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা নাই, তবে তাহার বহির্দ্দেশে অপেক্ষা করিয়া থাকিবার ফল কি?"

"আজ্ঞা, রসিদ দিবার নিমিত্ত!" অঙ্গ ভঙ্গী করিয়া ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক বর্ষীয়সী কহিল, "আজ্ঞা, প্রাপ্তি-স্বীকার স্বাক্ষর করিবার নিমিত্ত!—তাহারই নামে ক্ষমতাপত্র প্রদত্ত, সুতরাং সে ভিন্ন অপর কাহারও স্বাক্ষর করিবার অধিকার নাই! সেই নিমিত্ত সে ব্যক্তি বহির্দ্দেশে অপেক্ষা করিয়া আছে। যাক্ ও কথা এখন থাক্,—এখন টাকার বিষয় কিরূপ ধার্য্য করিলেন?—দেয় মুদ্রা কোন্ তারিখে পরিশোধ করিতে পারিবেন, সেইটীই আমাকে বলিয়া দিউন। আমি আপন কার্য্যে চলিয়া যাই। আমার সহিত বাক্‌চাতুরী করিয়া বৃথা বৃথা সময় নষ্ট করিতেছেন কেন?"

ফুলমতীর বদনমণ্ডল রক্তিমবর্ণ ধারণ করিল। দাবীকারিনীর শেষ কএকটী কথা শ্রবণে তাঁহার কপোলদেশের শিরা সকল স্ফীত হইয়া উঠিল। সুকোমল অধরটী দন্তপাঁতির দ্বারা দাবনপূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। কিঞ্চিৎপরে তীব্র দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ক্রোধকম্পিতস্বরে কহিলেন, "তুমি ভদ্র ব্যবহারে একেবারেই অনভিজ্ঞ,—সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত কিরূপে কথা কহিতে হয়, সে বিষয় তোমার কিছুমাত্র বোধগম্য নাই।—আমি পুনর্ব্বার কহিতেছি, ময়নাবিবি ভ্রান্তিক্রমেই হিসাব প্রস্তুত করিয়াছে। আমি তাহার নিকট একটী পয়সাও ঋণী নহি।"

"তবে ময়নাবিবি কি মিথ্যা কহিয়াছেন?"

"আমি কি মিথ্যা কহিতেছি?"

"না না, আমি তাহা বলিতেছি না!—আপনি বিস্মরণ হইয়া থাকিবেন, হয় ত ভ্রমক্রমে—"

"আমার নহে, তোমার নিয়োগকর্ত্রীরই বটে। তাহার নিকট আমার এক কপর্দ্দকও ঋণ নাই।"

"আমিও কহিতেছি, ময়নাবিবির হিসাবে ভুল হয় নাই, এ টাকা তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য, এবং তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, এ টাকা তিনি আদায় করিয়া লইবেনই লইবেন! সহমানে না পাইলে অগত্যাই তাঁহাকে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। হয় ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঘটনা আপনার স্বামীকে বিজ্ঞাপন করিতে বাধ্য হইয়া পড়িবেন! তাহা হইলে আপনার পক্ষে সেটা বড় সুখের বিষয় হইবে না!—তাই বলিতেছি, যাহাতে সকল দিক রক্ষা পায়—"

ফুলমতীর চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল, তিনি আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কথা শেষ করিতে অবসর না দিয়া তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "সে পরামর্শ তোমার সহিত নহে। যদি আমার ভুলই হইয়া থাকে, কোন কারণে যদি আমি বিস্মৃতই হইয়া থাকি, তাহা হইলে সে বিষয়ের বিহিতবিধান ময়নাবিবির সহিতই করা যাইবে, তোমার সহিত তাহার কিছুমাত্রই সংশ্রব নাই, তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর, বৃথা বৃথা বাক্যব্যয় করিয়া আমাকে আর ত্যক্ত বিরক্ত করিও না।—যাহা করিতে হয়, বিবেচনাপূর্ব্বক সাবকাশমত করা যাইবে, তুমি আপন কার্য্যে চলিয়া যাও!"

"যে আজ্ঞা চলিলাম!—কিন্তু আপনি বিস্মৃত হইবেন না! কথাটী বড়ই গুরুতর! মনে যেন বিশেষরূপই স্মরণ থাকে!" অবজ্ঞাসহকারে এই কটী কথা কহিয়া সদম্ভে পাদবিক্ষেপ করিতে করিতে বর্ষীয়সী সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইল।

বর্ষীয়সীর সেই সকল কঠিন কথায় এবং তাহার অভদ্রাচরণে ফুলমতী অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার চক্ষু বাষ্পবারিতে পরিপূর্ণ হইল। এই ভাব দর্শনে সান্ত্বনাবাক্যে জাফ্‌রি বেগম কহিল, "আপনি ও বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিয়া ক্ষুব্ধ হইবেন না।—ব্যক্তিটা অতিশয় অভদ্র, সুতরাং ভদ্রব্যবহারে একেবারেই অনভিজ্ঞ।—অসভ্য লোকের কার্য্যই ঐরূপ,—মহৎ

অন্তরের লোকেরা তজ্জন্য ভ্রূক্ষেপও করেন না। বিশেষতঃ ময়নাবিবির সহিত ও বিষয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, পত্রবাহিকার সহিত তাহার কিছুমাত্রই সংস্রব নাই। আপনি চক্ষুজল সম্বরণ করুন।”

বস্ত্রাঞ্চলে নেত্রমার্জ্জনপূর্ব্বক বিবি ফুলমতী কহিলেন, “সে বিষয় সত্য, অসভ্য লোকের নিকট উহা ভিন্ন আর কি সদ্ব্যবহার আশা করা যাইতে পারে? আমি সে নিমিত্ত দুঃখিত নহি, এবং সে জন্য আমার চিত্তও ব্যাকুলিত হইতেছে না,—ময়নাবিবির পত্রই সে আকুলতার একমাত্র কারণ, আমার চক্ষের জল আকর্ষণ করিবার হেতুই এই পত্র!”

সহচরী যোড়হস্তে সবিনয়ে কহিল, “দাসীকে মার্জ্জনা করিবেন! কিন্তু ময়নাবিবির দোকানপাট উঠিয়া যাইবার পর, কোন দ্রব্যাদি কি আপনি ক্রয় করিয়াছিলেন?”

“না, এবং ছয়মাস পূর্ব্বেও নহে।”

“তাই ত, কি আশ্চর্য্য! ভাল, টাকা পরিশোধ করিবার পর, তাহার সহিত কি আপনার সাক্ষাৎ হয় নাই?”

“হইয়াছিল, একটীবারমাত্র।”

“কোথায়? আপনার এখানে?”

“না, এখানে নয়, তাহারই আপনে।”

“সেইখানে? দাসীকে মার্জ্জনা করিবেন! কিন্তু সেই সময় ত কোন দ্রব্যাদি ক্রয় করেন নাই? বিস্মৃতিক্রমে—”

বাধা দিয়া ফুলমতী কহিলেন, “না না, বিস্মরণ হই নাই,—ক্রয় করি নাই,—বিশেষতঃ সময় পাইয়াছিলাম কৈ?—ময়নাবিবির বাটীতে যে কারণে শেষবার গমন করি, তাহা কি তোমার স্মরণ নাই?—সে সময়ে আমার মনের কিরূপ বিকৃত অবস্থা, তাহা কি তোমার স্মরণ হইতেছে না?”

“আপনি কোন্ সময়ের কথা আজ্ঞা করিতেছেন?”

“তুমি নূতন হইলে নাকি?—সেই—যেবারে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত ময়নাবিবির বাটীতে অপেক্ষা করিয়া থাকে। সে বিষয় তুমি ভুলিয়া গেলে নাকি?”

"বিবি! কাহার সহিত সাক্ষাৎ? কিসের বিস্মরণ?"

"কি আশ্চর্য্য! আকাশ হইতে পড়িতে যে?—তুমিই পত্রবাহিকা,—ময়নাবিবির ওখানে আমার নিমিত্ত অপেক্ষা করিয়া আছে, এ সংবাদ—"

সহসা জাফ্‌রি বেগম বলিয়া উঠিল, "ও হো সেই কথা আজ্ঞা করিতেছেন? তাহা আমি বিস্মৃত হইব কেন? বিলক্ষণই স্মরণ আছে। ভাগ্যে সে সময় খাঁ সাহেব বাটীতে ছিলেন না, নতুবা—"

"হাঁ হাঁ তাহাই বটে, ব্যাখ্যা করিবার আবশ্যক করে না! আমি সে সংবাদ প্রাপ্তে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। এক দিকে কলঙ্কের ভয়, অপর দিকে অক্ষুণ্ণ সুবিমল প্রেম! কোন্ দিক রক্ষা করি? ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না! অবশেষে ভালবাসাই প্রবল হইয়া উঠিল!—গোপনে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ময়নাবিবির আপনে গমন করিলাম।—তাই বলিতেছি, সে সময় আমার মনের অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, তাহাতে দ্রব্যাদি মনোনীত করা, অথবা ক্রয় করা, আমার পক্ষে কতদূর সম্ভাবনা, তাহা তুমি আপন মনেই বুঝিয়া লও! আমার আর অধিক করিয়া বলিবার কিছুমাত্রই আবশ্যক করে না!"

"আজ্ঞা হাঁ সে কথা সত্য!" সচিন্তিতভাবে এই কটী কথা কহিয়া সহচরী জাফ্‌রি তৎপরে অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, "ও হো! আমি এখন সমস্তই বুঝিতে পারিতেছি!—কি কারণে দাবী করে, কি কারণে আপনি তাহার নিকট ঋণী, তাহা আমি এতক্ষণের পর বিলক্ষণরূপেই জানিতে পারিয়াছি!—হা অদৃষ্ট! পৃথিবী কি কুটিলচক্রেই বিঘূর্ণিত—কিরূপ জটিলতাতেই তাহা পরিপূর্ণিত! হায়!"

"প্রজ্বলিত আগ্রহে বিবি ফুলমতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন কেন কি হইয়াছে? কি বুঝিতে পারিয়াছ? কিসের চক্র?—কাহার জটিলতা?"

বিমর্ষভাবে জাফ্‌রি বেগম উত্তর করিল, "ঠাকুরাণী! ময়নাবিবির পত্র লিখিবার উদ্দেশ্য কি, তাহা কি এখনও আপনি বুঝিতে পারেন নাই?"

"না, অণুমাত্রও না।—কারণ কি?"

ময়নাবিবির সহিত আলাপ রাখা, তাহার বাটীতে গমনাগমনের ফল!"

"না না, তাহা হইতে পারে না। হয় ত ভুলক্রমেই হিসাব প্রস্তুত হইয়া থাকিবে। বোধ হয় তোমার সন্দেহ অমূলক!"

"আজ্ঞা না, অমূলক নহে, নিশ্চয়ই প্রশ্রয়-গ্রহণ! বিশেষতঃ বর্ষীয়সীর কথার ভাবেও সে বিষয় সপ্রমাণ করিয়াদিতেছে। 'পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঘটনা আপনার স্বামীকেই বিজ্ঞাপন করিতে বাধ্য হইবেন।' এ কথা প্রয়োগ করিবার তাৎপর্য্য কি? সেই নিমিত্ত বলিতেছি, ময়নাবিবির সহিত আলাপ, এবং তাহার বাটীতে পদার্পণ করিবার ফলই এই দাবী বিষয়ক পত্রখানি!"

ফুলমতীর বদন পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। তিনি বাম কপোল বামহস্তে ন্যস্ত করিয়া এবং বাম কফোণি জানুপরি সংস্থাপনপূর্ব্বক প্রগাঢ়চিন্তায়-নিমগ্না হইলেন। কিয়ৎক্ষণ এইভাবে থাকিয়া তৎপরে চিন্তাকুলিত অন্তরে ধীরে ধীরে কহিলেন, "হাঁ এখন স্পষ্টই প্রমাণ হইছেছে বটে!—তাই ত কি করা যায়? কিসে এ দায় হইতে রক্ষা পাই?—এখন ইহার সৎপরামর্শ কি?"

গম্ভীরবদনে জাফ্রি বেগম কহিল, "পতির চরণে নিপতিত হওয়া,—ভূতপূর্ব্ব ঘটনা সকল তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়া বলা,—তাহা হইলেই এ দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন; আপনি তাহাই করুন! খাঁ সাহেব উচ্চ প্রকৃতির লোক,—তাঁহার মন অতিশয় সরল, পূর্ব্বাপর ঘটনাগুলি শ্রবণ করিলে অবশ্যই তাঁহার অন্তরে করুণা-সঞ্চার হইবে, এবং তাহা হইলেই তিনি আপনাকে—"

ফুলমতীর সর্ব্বশরীর যেন রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল, সমস্ত কথা শ্রবণ না করিয়া তিনি উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "না না তাহা পারিব না,—সে কথা আমার মুখ হইতে বিনির্গত হইবে না,—প্রাণান্তেও না! অপর উপায় ভাবিয়া দেখ,—দুষ্টমতি ময়না যাহাতে টাকাগুলি ফাঁকি দিয়া না লইতে পারে, তাহার অন্য উপায় বলিয়া দাও!—নীরব হইলে কেন? বলি, অন্য উপায় কি কিছুই নাই?"

"কৈ, কিছুই ত দেখিতে পাই না। আপাততঃ কিছুই ত নিরাকরণ—"

সহচরীর কথায় বাধা পড়িল, সহসা গৃহদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া একব্যক্তি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। ফুলমতী চাহিয়া দেখেন, তাঁহার স্বামী মিজিতিয়ার

যাঁ। সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া জাফ্‌রি বেগম অবনত মস্তকে কিঞ্চিৎদূরে যাইয়া দণ্ডায়মান হইল। বিবি ফুলমতী শশব্যস্তে রসিদপত্র এবং ময়না-বিবির প্রেরিত দাবীপত্রখানি পেটিকামধ্যে সংস্থাপন করিয়া সহাস্য আস্যে স্বামীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক স্বীয় বামপার্শ্বে লইয়া বসাইলেন। প্রভুর ইঙ্গিতে জাফ্‌রি তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। নির্জ্জন হইলে খাঁ সাহেব কহিলেন, "কএকমুহূর্ত্ত হইল, তোমার ভ্রাতার নিকট হইতে একখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। বিষয় আশয় সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার নিমিত্ত অদ্য তাঁহার এখানে আগমন হইবে।—আর রজনীযোগে আমার সহিত পানাহার করিবেন, এ কথাও সে পত্রখানিতে লিখিত আছে।"

মনোযোগসহকারে সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া বিবি ফুলমতী কুণ্ঠিতভাবে ছাড়া ছাড়া কথায় কহিলেন, "আমি অনুমান করি,—ভরসা করি,—মোবারক পুনর্ব্বার অর্থের নিমিত্ত প্রার্থিত নহে।—আশা,—সকল দিকেই সুমঙ্গল,—প্রার্থনা,—ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা,—পুনরায় তাহাকে যেন সেইরূপ নিদারুণ কষ্টভোগ করিতে না হয়।—হায়! তাহার নিমিত্ত সর্ব্বদাই আমি ব্যাকুলিনী।"

"বিবি! চিন্তিত হইও না। মীর সাহেবের যদি অর্থেরই আবশ্যক হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার স্বামী সহজেই তাহা প্রদান করিতে পারিবেন।—ঈশ্বরের কৃপায় তাহার যথেষ্টই ধনসম্পত্তি আছে।—যদি ত্রিংশতি অথবা পঞ্চাশতসহস্রমুদ্রাই মোবারক আলি প্রার্থনা করেন, তাহাও তোমারও স্বামী—"

"তাহা আমি জানি।" বাধা দিয়া সোৎসুকে বিবি ফুলমতী কহিলেন, "তাহা আমি জানি। পঞ্চাশতসহস্র কেন, তদপেক্ষা বিংশতিগুণ হইলেও তুমি অম্লানবদনে প্রদান করিতে পারে, তাহা আমার সবিশেষই জানা আছে!—সে বিষয়ে আমার মনে সংশয়মাত্রও নাই। কিন্তু তাহা তুমি করিতে পারিবে না। আমার অনুরোধ, আর তাহাকে অর্থদান করিও না;—করিলে, তাহার পক্ষে ভয়ানক অনিষ্ট!—কারণ, যতই অর্থ পাইবে, ততই তাহার দুষ্কর্ম্ম উত্তরোত্তর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। ভাবিয়া দেখ,

যখনই তাহাকে অর্থসাহার্য্য করিয়াছ, তখনই সে ব্যক্তি একটা না একটা তুমুলকাণ্ড বাধাইয়া বসিয়াছে। এ অবস্থায় তাহাকে অর্থদান করা, আর তদ্দ্বারা তাহাকে নষ্ট করিয়া ফেলা, এ উভয় বিষয়ই তাহার পক্ষে এক প্রকার সমান। মোবারক যদিও আমার সহোদর ভ্রাতা, তাহার মঙ্গলের নিমিত্ত যদিও আমি আত্মজীবন দান করিতেও প্রস্তুত, কিন্তু বারবার তোমাকে অন্যায়রূপে ত্যক্ত বিরক্ত করাতে এখন তাহাকে ভ্রাতা বলিয়া সম্বোধন করিতেও আমার লজ্জা বোধ হয়! হায়! বড় দুঃখেই স্নেহময় ভ্রাতার প্রতি এরূপ কথা প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইতে হইল!"

সান্ত্বনাবাক্যে মিজিতিয়ার খাঁ কহিলেন, "তাহাতে আর লজ্জা কি?—সে আমার শ্যালক,—ভগ্নিপতির উপর প্রশ্রয় লইলে তাহাতে আর হানিই বা কি? বিশেষ আত্মীয়তা আছে বলিয়াই মোবারিক আলি এতদূর স্বাধীনতা—"

"হায়! যখনই তাহার নাম শ্রবণ করি, তখনই তাহার দুষ্ক্রিয়া ও তোমার মহানুভবতা, সদাশয়তা, অর্থ-সাহায্যের কথা সেই সঙ্গে আমার শ্রবণ বিবরে প্রবেশ করিয়া থাকে। হায়! অর্থের প্রয়োজন অথবা অপর কোনরূপ সাহায্যের আবশ্যক না হইলে, মোবারক কখনই এখানে আগমন করে না। তাহার চরিত্রই ঐরূপ। কিন্তু কখনই তুমি তাহাকে অর্থ সাহার্য্য করিও না।—তাহা হইলেই তাহার পক্ষে পরম মঙ্গল। কারণ, একবার হতাশ হইলে, অন্তরে তাহার চেতনা হইবে,—ঋণ করিলে তোমার নিকট হইতে আর সাহায্য পাইবে না, এ কথা তাহার মনে ধারণা হইলে, হস্ত সঙ্কোচ করিতে বাধ্য হইয়া পড়িবে, সুতরাং বৃথা বৃথা অপব্যয় করিতে আর সাহস পাইবে না। তুমি তাহাই করিও, তাহাকে আর অর্থ দান করিও না। যে রোগের যে ঔষধি, যে বিষের যে মন্ত্র, সে পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত, তাহা চা-ই চাই।—মোবারকের পক্ষে ইহাই সুমঙ্গল। স্মরণ করিয়া দেখ, সেই—সেবারে যখন তুমি তাহাকে বিংশতিসহস্রমুদ্রা প্রদান করিয়াছিলে, তদ্দ্বারা সে ব্যক্তি কি ভয়ানক ব্যাপারেই না সংলিপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে মান প্রাণ সমস্তই—"

বাধা দিয়া স্নেহপূর্ণস্বরে মিজ্জিতিয়ার খাঁ কহিলেন, "সে কথা মুখেও আনিও না।—স্মরণ করিলেও সর্ব্বশরীর কম্পিত হইয়া উঠে। অন্য কথার আলাপন কর।"

"তাহার আর সময় নাই।" আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বিবি ফুলমতী কহিলেন, "তাহার আর সময় নাই। বেলা অবসান প্রায়, এখন আহারাদি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ভৃত্যদিগকে উদ্যোগ করিতে বলি।"

খাঁ সাহেবও আসন পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "হাঁ, বেলা অবসান প্রায় বটে; আমিও বহির্বাটীতে গমন করি। আর একটী কথা! মোবারক সাহেব মাংসের পলান্ন বড়ই ভালবাসেন, আর আর খাদ্যদ্রব্যের সহিত তাহাও প্রস্তুত করিতে পাচিকার প্রতি আদেশ প্রদান করিও।" এই কথা বলিয়া তিনি সে কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন।

ষট্‌ত্রিংশ কাণ্ড।

দাম্ভিকতার উচিত পুরস্কার!

সন্ধ্যাকাল আগত।—অস্তগত দিবাকরের দুই একটী শেষ কিরণ-রেখা পশ্চিমাকাশের স্থানে স্থানে ক্রীড়া করিতেছে। তাহার রক্তাভ প্রতিবিম্ব উচ্চ উচ্চ পাদপকূটে ও সৌধশিখরে পতিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন নানা বর্ণের বহুমূল্য মণিমাণিক্যের অলঙ্কার শিরোপরি ধারণপূর্ব্বক তাহারা মহানন্দে মহাগর্ব্বে মনে মনে স্ফীত হইতেছে। কোথাও কতকগুলি কাক একত্র দলবদ্ধ হইয়া, কোন একটী বৃহৎ বৃক্ষের শাখায় উপবিষ্ট হইয়া চীৎকার রবে ঐক্যতান বাদনেই মনোনিবিষ্ট। কোথাও কতকগুলি বক, একত্রে শ্রেণীবদ্ধে অস্ফুট কলনাদে শূন্যদেশে শ্বেতস্রগ বিচরণ করিয়া আপন আপন কুলায়াভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে;—আবার কোথাও বা পেচককুল

নিবিড় বনস্থলীর নিভৃত প্রদেশে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ বিকৃত কর্কশ কণ্ঠরবে ভগ্নতানে মধ্যে মধ্যে ঝঙ্কার করিতেছে;—নিশাগমনের বিলম্বে যেন তাহারা উত্যক্ত হইয়া মহাকোপে নিশানাথকে ধিক্কার দিতে দিতে কোটর হইতে কোটরান্তরে প্রবিষ্ট হইতেছে। সুখস্পর্শ সান্ধ্য সমীরণ সন্ধ্যাগমে ধীরে ধীরে প্রবাহিত। দেখিতে দেখিতে দুই চারিটী নক্ষত্র নীল-গগনে উদিত হইয়া নিশাদেবীর আগমন বার্ত্তা তাহারা সেই সঙ্গে ঘোষণা করিয়া দিল। প্রকৃতি সতী অতিশয় চঞ্চলা, অথচ পরম সুন্দর, পরম রমণীয়। ক্রমে ক্রমে সমস্ত জগত এক অনতিগভীর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। রাত্রি প্রায় চারিদণ্ড।—এমন সময় একজন যুবক শকটারোহণে স্বয়ং অশ্ব চালনা করিতে করিতে মিত্তিরিয়ারের বাটীর সম্মুখে আগমনপূর্ব্বক বল্গা আকর্ষণে অশ্বদ্বয়ের দ্রুতগতির বিরাম করিল। পরক্ষণেই গতি মান্দ,—ক্রমে স্থির।

যুবকের বয়ঃক্রম অন্যূন দ্বাবিংশতি বৎসর।—গঠন কিঞ্চিৎ দীর্ঘ,—শরীর বলিষ্ঠ ও সুন্দর,—সহসা বদনমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অতি সরল প্রকৃতির লোক বলিয়াই অনুভূত হয়। কিন্তু তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু দুটীর প্রতি একবার মনোযোগের সহিত চাহিয়া দেখিলে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, তাহার সেই আপাতমধুর সুকুমার বহিরাবরণের অভ্যন্তরে ঘোর স্বার্থপরতা ও কুটিলতা সমভাবেই বিরাজিত। বস্তুতও তাহাই,—বিষয়াদি সম্বন্ধে অথবা মুদ্রাদির আদান প্রদানে, যে কোন হতভাগ্য ইহার সহিত একটীবার মাত্র ব্যবহার করিয়াছেন, সে ব্যক্তি বিষ বোধে ইহার আর ত্রিসীমানায়ও গমন করেন না। সাধুলোকে সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই দুর্জ্জনকে যেমন দুরপরিহার করিয়া থাকেন, ধার্ম্মিক ও ন্যায়পরায়ণ লোকেরাও ইহাঁর সহিত সেইরূপ আচরণ, সেইরূপ ব্যবহার করিতে ক্ষণকালের নিমিত্তও ইতস্ততঃ করেন না। স্বার্থসাধনের নিমিত্ত যে কোন গর্হিত কর্ম্ম হউক না কেন, ইনি অবাধেই তাহা সম্পাদন করিয়া থাকেন; তাহাতে ইহাঁর পলমাত্রও বিলম্ব হয় না। স্বর্ণ বা রৌপ্য হস্তগত করিবার নিমিত্ত যদি আপন সহোদরা, এমন কি জনক জননীকেও পরিত্যাগ অথবা জলাঞ্জলি দিবার

আবশ্যক হয়, তাহাতেও ইনি সকল সময়ে সর্ব্বতোভাবেই প্রস্তুত। অর্থের বিনিময়ে ইহাঁর কার্য্য বা ব্যবহার বিক্রীত হইয়া থাকে।—অন্তরে ইহাঁর দয়ার লেশমাত্রও নাই।—হৃদয় অতিশয় কঠিন, অতিশয় ক্রূরতায় পরিপূর্ণ। ইনি অর্থের দাস এবং অর্থ-পিশাচ, স্বার্থসাধনে সর্ব্বদাই তৎপর। এই অদ্ভুত চরিত্র যুবকের নাম; মোবারক আলি, ইনি মিজিতিয়ার খাঁর শ্যালক, বিবি ফুলমতীর কনিষ্ঠ সহোদর, আমীর মুরাদ আলির বংশধর, এবং তাঁহার সম্মানসূচক উপাধির একমাত্র উত্তরাধিকারী।

শকট হইতে অবতরণ করিয়া মোবারক আলি উৎফুল্ললোচনে ঘোটকের প্রতি একবার দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাদের ধূসর কেশর শোভিত গ্রীবাদেশে মৃদু সস্নেহ করাঘাত করিলেন। সগর্ব্বে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "যেমন গাড়ী, তদুপযুক্তই ঘোড়া হইয়াছে।—যেমন গঠন, তেমনিই ভঙ্গী।—কেবল টাকা ব্যয় করিলেই যে সৌখিন দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা যায় এমত নহে, সেই সঙ্গে মনোনীত করিবার ক্ষমতাটীও চাহিই চাহি! তাহা না হইলে সেই ব্যয়টী অপব্যয়ের সহিতই পরিগণিত হইয়া পড়ে! আমি কিন্তু সে বিষয়ে সবিশেষ সতর্ক।—মনোহর দ্রব্যাদি না হইলে কখনই আমি তাহা ক্রয় করি না! তাহার দৃষ্টান্তই আমার এই যান ও বাহন। আমি দম্ভের সহিতই বলিতে পারি এরূপ শকট ও এরূপ ঘোটক কোন ধনবান আমীরের আছে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ স্থল।—সার্থক টাকা ব্যয় করিয়াছিলাম!"

মোবারক বাটীরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দ্বাররক্ষক সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মীর সাহেবকে প্রভুর নিকট লইয়া যাইবার নিমিত্ত একজন ভৃত্যের প্রতি আদেশ প্রদান করিল। মোবারক গৃহাভ্যন্তরের চতুর্দ্দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে করিতে ভৃত্যের সহিত মিজিতিয়ারের বিশ্রামকক্ষে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। গৃহস্বামী তখন একটী দুর-বিসর্পীসংযুক্ত গভীর নিনাদী সট্‌কায় ধূমপানে অভিনিবিষ্ট; শ্যালকের আগমন দেখিতে পাইলেন না। ভৃত্য তদ্দর্শনে বিনীতভাবে নিবেদন করিল, "হুজুর! ছোট আমীর সাহেব আসিয়াছেন।"

মিজিতিয়ারের চমক ভাঙ্গিল, তিনি দ্বারাভিমুখে চাহিয়া দেখিলেন।

অমনি শশব্যস্তে আসন পরিত্যাগ করিয়া সহাস্যবদনে আমীর সাহেবের উভয় হস্ত ধারণপূর্ব্বক একখানি কৌচের উপর উপবেশন করাইয়া আপনি তৎপার্শ্বে যাইয়া সমুপবিষ্ট হইলেন। পরস্পরের সাদর সম্ভাষণ হইবার পর, মোবারক আলি উৎফুল্লভাব প্রকাশে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে, সংবাদ কি খাঁ সাহেব?—আপনার কাজকর্ম্ম কিরূপ চলিতেছে?"

"এক প্রকার মন্দ নহে! বড়ই ঝঞ্ঝট, অবকাশ না থাকাতে মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে—"

ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক মোবারক আলি কহিলেন, "তাহাতে আর আপনার দোষ কি?—আমিই তাহাতে প্রকৃত অপরাধী! সময়ে সময়ে সাক্ষাৎ করিতে পারি না বলিয়া, বরং আমিই তাহাতে সবিশেষ অপরাধী!—অতিশয় লজ্জিত!—ইচ্ছা, প্রতিদিন সাক্ষাৎ করি,—ঘটিয়া উঠে না!—নানা চিন্তা, নানা কারণে ব্যতিব্যস্ত,—সাবকাশ পাই না,—অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন!"

"মহৎলোকের কথাই এই!—আমার প্রতি আপনার এইরূপ অনুগ্রহই বটে!" গম্ভীরভাবে এই কটী কথা বলিয়া খাঁ সাহেব পুনর্ব্বার সট্‌কার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।—গৃহটী কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত নীরব।

মৌনভঙ্গ করিয়া মোবারক আলি কহিলেন, "আপনার ভবনটী অতি পরিপাটীরূপেই সুসজ্জিত। আপনি যে বিপুল ধনের অধিকারী, এই অট্টালিকার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই তাহার সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সার্থক পরিশ্রম করিয়াছিলেন!"

"আজ্ঞা হাঁ, ধর্ম্ম সঙ্গত, ন্যায় সঙ্গত পরিশ্রমের পুরস্কার এইরূপই হইয়া থাকে!"

"ধর্ম্ম সঙ্গত, ন্যায় সঙ্গত" এই কথা শ্রবণে মোবারক অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "কি অহঙ্কার! এটী শ্লেষোক্তি! তাহা আবার আমারই উপর!—মধ্যে মধ্যে আমি নানা উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করি বলিয়া ঐরূপ শব্দটী প্রয়োগ করা হইল!—কি আত্মম্ভরী! আমি ইহাকে অন্তরের সহিতই ঘৃণা করি!—দুঃখের বিষয় মনোভাব প্রকাশ করিতে পারিলাম না!—সময় আসুক, তখন এই অপমানের পরিশোধ

লইব!—এখন আমার কার্য্যোদ্ধারের আবশ্যক, সুতরাং মনের ভাব মনোমধ্যেই রাখিতে আমারে বাধ্য হইতে হইল,—সময়ে তখন দেখা যাইবে!” একে একে এই সমস্ত তোলাপাড়া করিয়া বিনম্রভাবে, প্রকাশ্যে কহিলেন, “তা বটেই ত! কিন্তু মুদ্রার অর্জ্জন অপেক্ষা তাহার সদ্ব্যয় করাটাই অতিশয় সুকঠিন!—বিষয়াদি সম্ভোগ না করিলে—”

কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে হঠাৎ গৃহদ্বার উদ্ঘাটনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত ভৃত্য আসিয়া বিজ্ঞাপন করিল, “আহার প্রস্তুত।” উভয়ে সে কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া ভিন্ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। আহার চলিতে লাগিল। রসনা তৃপ্তিকর নানাবিধ উপাদেয় মাংস, বিবিধ উপচারে প্রস্তুত হইয়া উভয়েরই জঠরমধ্যে ত্বরিতগতিতে লুকায়িত হইতেছে।—হৃদয় প্রফুল্লকর সুরাপাত্র সম্মুখে বিরাজমান; আমীর সাহেব ঘন ঘন তৎপ্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন; মধ্যে মধ্যে মিঃ জিতিয়ারও শ্যালকের দৃষ্টান্তের অনুগামী হইতে বিরত হইতেছেন না। পানের সহিত বহুবিধ কথোপকথন চলিতে লাগিল। “অমুক গদীর সহিত এবারে ব্যবসা বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি,—অমুকের মিয়াদী-হুণ্ডী ক্রয় করাতে অধিক টাকা লভ্য হইয়াছে,—অমুক দ্রব্য সময়ে বিক্রয় করাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই,—অমুকের গদীকে সাহায্য করাতে এ যাত্রা সেটী রক্ষা পাইয়াছে।” ইত্যাদি বিষয়ের যত কথাই খাঁ সাহেব ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন, মোবারক তাহাতে কেবল গ্রীবা হেলাইয়া, আর কখন বা “উত্তম করিয়াছেন,—বহুদর্শিতার পরিচয়,—দয়া দাক্ষিণ্যের জাজ্জ্বল্যমান সাক্ষ্য!” এইমাত্র সংক্ষিপ্তবাক্যে মিজিতিয়ারের প্রতি কথার উত্তর দান করিতেছেন, এবং সেই সঙ্গে আপনিও মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন। ভাবিতেছেন, “এ সমস্তই অতিরিক্ত ধনের অহঙ্কার ও গরিমা! লোকটা অতিশয় দাম্ভিক, কেবল টাকার কথা, লভ্যের কথা, সাহায্যের কথা লইয়াই ব্যতিব্যস্ত! কি কারণে আগমন করিয়াছি, সে কথা একটীবারও জিজ্ঞাসা করিতেছে না, পাশ-কথা ফেলিয়া সে বিষয়টী চাপা দিতেছে, কি অন্যায় বিচার! আমি এরূপ লোককে অন্তরের সহিতই ঘৃণা করিয়া থাকি!”

পানপাত্র শূন্য দর্শনে খাঁ সাহেব তাহাতে মদিরা পূর্ণ করিয়া মোবারকের হস্তে প্রদান করিলেন। শর্কর মিশ্রিত কোন উপাদেয় পানীয়দ্রব্য লোকে যেমন স্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে তাহা পান করিয়া থাকেন, শ্যালক মহাশয়ও সেইরূপভাবে পাত্রস্থিত সুরাসুন্দরীর প্রতি সেইরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেই সঙ্গে তাঁহার মনোমধ্যে এক অপূর্ব্বভাবের উদয় হইল। মনে করিলেন, "আমাকে প্রমত্ত করিবার অভিপ্রায়! বুঝিয়াছি! অচেতন করিবার নিমিত্ত নিতান্তই আকিঞ্চন। যাহাতে আমি আগমনের হেতুটী প্রকাশ করিতে না পারি, সেইটীই এখন ইহার আন্তরিক অভিলাষ!—সকলই বুঝিতে পারিতেছি।—পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকারও এ বিষয় অনুভব করিয়া লইতে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হয় না। কিন্তু মোবারক সে দরের লোক নহেন! খাঁ সাহেব অদ্যাপিও তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারেন নাই!—দুই এক পাত্রে ইহাঁর মস্তিষ্ক কখনই ক্ষীণ হইবা নহে! দেখা যাউক, কতক্ষণ ইনি ফল্গু-নদীর ন্যায় অন্তঃশীলা বহিতে পারেন! তবে কথা এই, হৃদয়টা এক্ষণে দিব্য রীতিমত প্রফুল্লিত হইয়াছে, মনোভাব এই সময়ই প্রকাশ করা কর্ত্তব্য! কৌশলক্রমে আপনার কার্য্যটী এই সময় উদ্ধার করিয়া লই!" একেএকে এই সমস্ত আলোচনা করিয়া প্রকাশ্যে কহিলেন, "মহাশয়! আমার পত্রখানি কোন্ সময় প্রাপ্ত হইলেন?"

"সন্ধ্যার পূর্ব্বে,—অপরাহ্নে।"

"পত্রখানি কি সমস্ত পাঠ করা হইয়াছিল?"

"হাঁ সমস্তই।"

"পুনশ্চ বিজ্ঞাপনটীও কি দেখিয়াছিলেন?"

"কেন, এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার তাৎপর্য্য?"

"অপর কিছুই নয়, যদি ভুলক্রমে—"

খাঁ সাহেব হাস্য করিয়া কহিলেন, "কারবারী লোকের পক্ষে ভ্রান্তিটী অতিশয় বিষময় কথা।—যে কোন পত্র হউকই না কেন, আমি তাহা মনোযোগের সহিতই পাঠ করিয়া থাকি,—অবিলম্বেই।"

এই সামান্য কথাতেও দোষ জন্মিল।—মোবারকের কর্ণে এই কএক টা

কথা কোমলভাবে প্রতিঘাত হইল না, অহঙ্কারজনিত বাক্যবিন্যাস, ইহা বলিয়াই তাঁহার অন্তর তৎক্ষণাৎই গ্রহণ করিয়া লইল। সুতরাং মনে মনে ভগ্নিপতিকে শতসহস্র প্রকারে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বার্থের অনুরোধে বিরক্তি বা অসন্তোষভাব প্রকাশ করিতে সাহস পাইলেন না। তাঁহার মনোচ্ছ্বাস মনোমধ্যেই প্রশান্তভাব ধারণ করিল। একপাত্র মদিরা পান করিতে করিতে কহিলেন, "তা বটেই ত! যে ব্যক্তি এরূপ কার্য্যক্ষম, তাহার অন্তরে এরূপ ভ্রান্তি, স্থান প্রাপ্ত হইবে কেন? তাহা বলিতেছি না; বলি, পত্রখানি আপনি তবে বিশেষরূপেই দর্শন করিয়াছেন? উত্তমই হইয়াছে! আমাকে আর সে বিষয়ের নিমিত্ত অধিক করিয়া কষ্ট লইতে হইবে না! অতি সুখেরই বিষয়!"

গিজিতিয়ার উত্তর করিলেন না। তিনি ঔদাস্যভাবে বর্ত্তিকার আলোকে একপাত্র মদিরা ধারণপূর্ব্বক তাহার গাঢ় লোহিতবর্ণ এক মনে দর্শন করিতে লাগিলেন। শ্যালকের সব কথা যদিও তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু উত্তর দান করা তাঁহার অন্তরে উচিত বলিয়া বিবেচিত হইল না, তিনি মৌনভাবেই বসিয়া রহিলেন।

ভগ্নিপতির ভাব দর্শনে মোবারক আপন অধর দংশনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিতভাবে কহিলেন, "পত্রে পরামর্শের কথা লিখিত ছিল, তাহার মর্ম্ম বোধ হয় আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন?"

"লেখা বুঝিয়াছি,—মুসবিধা অতি উত্তম হইয়াছে,—কিন্তু নিগূঢ় মর্ম্ম স্থির করিতে সমর্থ হই নাই।"

"কি মিথ্যাবাদী!—বলে বুঝিতে পারি নাই,—মুসবিদা অতি উত্তম হইয়াছে!—ফুঃ, উহার গোষ্ঠীর মস্তক হইয়াছে!—বুঝিয়াছি,—কেবল আমাকে অপ্রস্তুত করা,—আমার মানহানি করা, ইহাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য!—অভিপ্রায়টী প্রকাশ করিলে, হয় দম্ভের সহিত উত্তর করিবে, "ভাল দেওয়া যাইবে,"—আর না হয় ত অম্লানবদনে প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক আমার অপমানের একশেষ করিয়া আত্ম মনে প্রফুল্লিত হইতে থাকিবে!" মনে মনে এই সকল জল্পনা করিয়া মোবারক পুনর্ব্বার পানপাত্রের আশ্রয়

গ্রহণ করিলেন। কিঞ্চিৎ পরে খাঁ সাহেবকে সম্বোধন করিয়া সহাস্যআস্যে কহিলেন, "এইটী আর বুঝিতে পারেন নাই?—আপনি বৈষয়িক লোক, বিষয় কর্ম্মের জটিলতা ভেদ করিতে আপনার আবার বিলম্ব হইয়া থাকে?"

"কিরূপে পারিব?—বিষয় কর্ম্মের পরামর্শ, এইমাত্র লিখিত আছে, তাহাতে আপনার প্রকৃত উদ্দেশ্যটা কি, তাহা আমি কিরূপে বুঝিয়া লইব?"

"হাঁ এ কথা আপনি বলিতে পারেন বটে!" কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া মোবারক আলি কহিলেন, "হাঁ এ কথা আপনি বলিতে পারেন বটে! আপনার নিকট সত্য কথা বলিতে কি, আজকাল আমি বড়ই বিপদগ্রস্ত,—চমকিত হইবেন না,—কারবারী লোকের কর্ণে "বিপদগ্রস্ত" এই কথাটী অতি ভয়ানকরূপেই শব্দিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু আমি ততদূর বিপদজালে জড়ীভূত হই নাই।—তবে আপাততঃ চারিসহস্র মূল্যের দর্শনী-হুণ্ডী অথবা ঐ পরিমাণের নগদ-মুদ্রা প্রাপ্ত হইলে আমার পক্ষে বিশেষ উপকারে আইসে; আমি সেই টাকাটী উপযুক্ত কার্য্যেই ব্যয়িত করিব,—সদ্ব্যয় করিতে আমি বিলক্ষণ—"

কথা শেষ হইতে না হইতে মিজিতিয়ার খাঁ বলিয়া উঠিলেন, "অর্থের সদ্ব্যয় করিতে সকলেই জানে,—টাকা লইয়া কেহই আর আজকাল সমুদ্র-গর্ভে নিক্ষেপ করে না,—সে বিষয়ে সকলেই বিলক্ষণ সুপরিপক্ক!"

বলপূর্ব্বক হাস্য করিয়া মোবারক আলি কহিলেন, "ঠিকই কথা! আমারও ঐ অভিমত!—দুইজনেরই মতামত এক!" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তৎপরে জৃম্ভণ ত্যাগ করিতে করিতে পুনরায় কহিলেন, "সেই চারিসহস্রের কথাই বলিতেছি।—মহাশয় যদি কোন প্রকারে ঐ টাকাটা কাহারও নিকট হইতে যোগাড় করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে বড়ই উপকৃত হই!"

"কি?—উত্তমর্ণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ? আমি তাহাদের নিকট কখনই কর্জ্জ করি নাই, তাহাদের ত্রিসীমানায়ও গমন করি না,—কোন ব্যবসায়ী উত্তমর্ণের সহিতও আমার আলাপ পরিচয় নাই; সুতরাং কিরূপে আপনার সাহায্যে আসিতে পারি?"

"উত্তমর্ণের সহিত আলাপ পরিচয়? বিলক্ষণ!- তাহা কি সম্ভব হইতে পারে? যে লোক নবাব সরকারে শত শত সহস্রমুদ্রা কর্জ্জ স্বরূপ দান করিয়া থাকে, যে লোকের সহিত প্রধান প্রধান গদীর সংশ্রব, সেই লোক চারিসহস্র মুদ্রার নিমিত্ত উত্তমর্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিবে? অসম্ভব! এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য হয়? অন্তরে স্থান প্রাপ্ত হইবে কেন? আমি তাহা মনে করি নাই!—বলি, যদি আপনি কোন প্রকারে আপনার বন্ধু বান্ধবের নিকট হইতে এই টাকাটী যোগাড় করিয়া দেন, তাহা হইলে আমার পক্ষে সবিশেষই উপকার দর্শে। ঋণদান অবশ্যই কাজী সাহেবের সম্মুখেই হইবে,—এবং তাঁহারই সাক্ষাতে ঋণপত্রখানি লিখিয়া দিতেও প্রস্তুত আছি,—তাহাতে আমার কিছুমাত্রই আপত্তি নাই! সেই—"

"শুনুন!" বাধা দিয়া [illegible] খাঁ সাহেব কহিলেন, "শুনুন!" চারিসহস্র মুদ্রার প্রয়োজন, এবং তাহা আমারই নিকট হইতে সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়, এক প্রকার যাচিঞা করা,—বন্ধু বান্ধবের নাম এবং ঋণ কথাটী প্রয়োগ করা কেবল ভাণ মাত্র। কেমন, এইটীই আপনার অভিপ্রায় না?"

"না না তাহা নহে, অপরের নিকট হইতে!—আমি তাহাকে রীতিমত লেখা পড়া করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি!"

"আবার বলি, আমারই স্থানে যাচিঞা,—ভিক্ষা,—ভাল, তজ্জন্য চিন্তা নাই, প্রদান করিব স্বীকার করিলাম। তবে আমার—"

মহোল্লাসে মোবারক আলি বলিয়া উঠিলেন, "এই, ইহারই নাম যথার্থ মহানুভবতা!—এই, একেই বলে যথার্থ ভগ্নিপতি! মুক্তকণ্ঠেই এ কথা আমি স্বীকার করি!"

ঘৃণাব্যঞ্জক ঈষদ্ধাস্য মিজিতিয়ারের অধরপ্রান্তে প্রকটিত হইল! তিনি গম্ভীরবদনে কহিলেন, "শুনুন!—টাকাটী প্রদান করিব বটে, কিন্তু দুই একটী কথার পর!—আমার অন্তরের দুই একটী কথা—"

"সচ্ছন্দে,—যত ইচ্ছা,—দুই একটী কেন,—যত ইচ্ছা ততই,—আহা! এ জাতীয় মদিরা অতিশয় সুস্বাদু,—অতি উপাদেয়,—এরূপ পানীয় প্রাপ্ত

হইলে আমি সমস্ত নিশা অক্লেশেই অতিবাহিত করিতে পারি!—মহাশয় আর একপাত্র পান করুন না, অতি সুমধুর! আহা! একি! আপনাকে বাধা দিতেছি যে! কি কথা বলিবার ইচ্ছা করেন, বলুন!—আমি মনোযোগের সহিতই তাহা শ্রবণ করিতেছি!—বলি, বিশ্রামগৃহে যাইয়া কথা কহিলে ভাল হয় না? কি উৎপাত! পুনর্ব্বার আপনাকে বাধা দিলাম! ভাল, এইখানেই কথা চলুক,—তবে বিশেষ কোন কথাবার্ত্তায় মনোনিবেশ করিবার অগ্রে, আর এক বোতল মদিরা পান করিলে ভাল হয় না?" এইরূপ অসংযুক্ত কথা বলিয়া মোবারক আলি হর্ষোৎফুল্ল অন্তরে ভগ্নিপতির নয়নে বদনে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। মনে মনে ধ্রুব বিশ্বাস, অঙ্গীকৃত টাকাগুলি যেন তাঁহার সিন্দুকমধ্যেই সংরক্ষিত!

অবজ্ঞাসূচক মুখভঙ্গী করিয়া খাঁ সাহেব সুতীক্ষ্ণস্বরে কহিলেন, "মীর মোবারক আলি! আপনার পরিবারের সহিত প্রথম যখন আলাপ পরিচয় হয়, এবং কি উপলক্ষে তাহা সংঘটন হইয়াছিল, তাহা অবশ্যই আপনার স্মরণ থাকিতে পারে; সেই দিবস হইতে—"

"মহাশয় ও কথার উত্থাপন কেন? বহু দিবসের কথা, এ ক্ষেত্রে—"

"এখনই তাহা বুঝিতে পারিবেন!—বহু দিবসের কথার জল্পনায় প্রয়োজন কি, এখনই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইবেন।—বাধা দিবেন না, শ্রবণ করুন! বিশেষতঃ যে ব্যক্তি বিনা বিবেচনায় চারিসহস্র রৌপ্যমুদ্রা অবাধে প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছে, সভ্যতার অনুরোধে অন্ততঃ তাহার দুই একটী কথাও শ্রবণ করা আপনার পক্ষে অতীব কর্ত্তব্য!"

"যে আজ্ঞা, তাহাতে আমি বিরোধী নহি!—তবে কথা এই, উপস্থিত অবস্থায় সে বিষয়ের আন্দোলনে ফল কি?"

"আবার বলি, এখনই জানিতে পারিবেন! শুনুন!—প্রায় দুই তিন বৎসর গত হইল, দাতাজীর স্বাক্ষরিত একখানি মিয়াদি-হুণ্ডী, মীর মোবারক আমার গদীতে বন্দক রাখিয়া টাকা লইয়া যান।—মিয়াদ গতে দাতাজীর নিকট প্রেরণ করাতে তিনি সেখানি জাল বলিয়া নির্দ্দেশ—"

সচকিতে গৃহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক মোবারক ব্যগ্রভাবে

বলিয়া উঠিলেন, "মহাশয় করেন কি? যদি এ কথা কেহ শ্রবণ করে, ভগ্নি কুলসতীর কর্ণে যদি এ কথা সংপ্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে তিনি মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইবেন যে!—ক্ষমা চাহি, ও প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করুন!"

"সে চিন্তা নাই; আপনার সহোদরা দূরে, অন্দরে আছেন, তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে কেন? তিনি আমাদের কথোপকথন শুনিতে পাইবেন কেন?"

"ভাল তাহা যেন হইল।—কিন্তু গত বিষয়ের অনুশোচনায় ফল কি? আপনার ইহাতে এতদূর আগ্রহ কেন?"

"আগ্রহ?—অনুশোচনা?" মোবারকের কথায় তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিয়া খাঁ সাহেব কহিলেন, "আগ্রহ?—অনুশোচনা?—যে আজ্ঞা, আমি বিরত হইলাম।—কিন্তু সেই সঙ্গে টাকার বিষয়েও তাহাই হইবে। চলুন, বিশ্রাম-গৃহে যাওয়া যাউক।" এই কথা বলিয়া তিনি আসন পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইবার ভাব প্রকাশ করিলেন।

ত্রস্তভাবে ভগ্নিপতির হস্ত ধারণ করিয়া মীর মোবারক ব্যগ্রভাবে কহিলেন, "না মহাশয়, যাইবার আবশ্যক করে না, যাহা বলিতেছিলেন বলুন!—কিন্তু এরূপ বাক্যবানে আমাকে প্রবিদ্ধ করিবার তাৎপর্য্য কি?"

আসন পরিগ্রহ করিয়া গম্ভীরবদনে মিজিতিয়ার সাহেব কহিলেন, "আমার কেমন স্বভাব, যাহাকে কোন প্রকারে সাহায্য দান করি, তাহাকে এইরূপেই উত্যক্ত করিয়া থাকি, আমার স্বভাবই এইরূপ! শুনুন!—সেই হুণ্ডী যখন জাল বলিয়া পরিগণিত হইল, তখন আমীর মুরাদ আলিকে সে বিষয় তৎক্ষণাৎ বিজ্ঞাপন করিলাম,—শান্তিরক্ষকের স্নগোচর না করিয়া সে সংবাদ তাঁহারই নিকট পাঠাইয়া দিলাম। তিনি আমার বাটীতে আগমনপূর্ব্বক যাহাতে সেই ঘৃণিত বিষয়টী গোপনে মিটিয়া যায়, তজ্জন্য তিনি আমাকে বিস্তর উপরোধ, বিস্তর অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধের কাতরোক্তি শ্রবণে আমার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল, আপনার ও আপনার জনকের নিকট হইতে রীতিমত ঋণপত্র গ্রহণ করিয়া জাল-হুণ্ডী ধ্বংশ করিতে স্বীকার পাইলাম। আপনার নিকট লোক প্রেরিত হইল, কিন্তু সন্ধান পাইল না! ভৃত্য আসিয়া বিজ্ঞাপন করিল, আপনি দেশান্তরে! বৃদ্ধ হতাশ্বাস হইয়া

রোদন করিতে লাগিলেন, আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না,—তাঁহারই নিকট হইতে ঋণপত্র লইয়া জাল হুণ্ডী ছিন্ন করিয়া ফেলিলাম। কিন্তু সেই ঋণপত্রখানি অদ্যাপিও যে পরিশোধ হয় নাই, এ কথা এ স্থলে উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র। কেমন, এ সমস্ত সত্য কি না?"

"আজ্ঞা হাঁ, সমস্তই সত্য, ইহা আমি অস্বীকার করি না;—কিন্তু আর কেন, আর আমাকে দগ্ধীভূত করেন কেন? ক্ষান্ত হউন না!"

"স্বীকার পাইয়াছেন সমস্ত কথা শ্রবণ করিবেন, তবে আবার নিবারণ করিবার প্রয়োজন কি?" গিজিভিয়ার এই পর্য্যন্ত বলিয়া তৎপরে পূর্ব্বের ন্যায় সুতীক্ষ্ণস্বরে পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "স্মরণ করুন, সেই উপলক্ষে আপনার পরিবারের সহিত আমার আলাপ পরিচয় হয়। ঘনিষ্ঠতা অধিক হইলে আমি আপনার সহোদরার পা[illegible] সেই "শুভ ঘটনার দুই তিনমাস পরে এক দিবস আপনি আমার নিকট আগমন করিয়া বিজ্ঞাপন করিলেন, একটী বহু মূল্যের জমীদারী বিংশতিসহস্রমুদ্রায় বিক্রীত হইতেছে, সাহায্য পাইলে তাহা আপনি ক্রয় করিতে সক্ষম হয়েন। শুনিয়া বিশ্বাস করিলাম, টাকাও প্রদত্ত হইল। কিন্তু সেই টাকার কিরূপ সদ্ব্যয় করিলেন? জমীদারী কি ক্রয় করা হইয়াছিল?—তৎপরিবর্ত্তে একজনের সর্ব্বনাশ, দলীল জাল, তাহার বিষয়াদি ক্রোকজব্দ করিয়া বসিলেন। সে ব্যক্তি নিরুপায় হইয়া অবশেষে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল; ধর্ম্মাধিকরণের সূক্ষ্ম-বিচারে প্রতিবাদীর নামে গ্রেফ্‌তারি পরোয়ানা বাহির হওয়াতে আবার আপনি প্রবাসে যাইতে অথবা নির্জ্জন স্থানের আশ্রয় লইতে বাধ্য-হইয়া পড়িলেন। আবার আপনার পিতা আমার নিকট—"

এই সুতীব্র ভৎসনাবাক্য শেষ হইতে না হইতেই মোবারক আলি সন্ত্রস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, "স্বীকার করি,—আপনি যে অভিযোক্তাকে মুদ্রা দানে নিরস্ত করিয়াছিলেন, এ কথা ত আমি মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করিয়া থাকি,—আপনি যে আমার উদ্ধারকর্ত্তা, সে কথা ত বারবারই আপনারে বিজ্ঞাপন করিয়াছি? আর সে নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ত অণুমাত্রও ত্রুটি করি নাই?"

"আজ্ঞা হাঁ, মৌখিকে সহস্র প্রকারে, কিন্তু অন্তরে একটীবারমাত্রও নহে!—আমীর মোবারকের কথা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, তাহা আমি বিলক্ষণরূপেই অবগত আছি!"

"কেন কেন মহাশয়?" শূন্য হৃদয়ে ভগ্নস্বরে মোবারক আলি কহিলেন, "কেন কেন মহাশয়?—কিসে—কিসে অবিশ্বাস?—কি কার্য্যে—কি—কি—"

কঠিন দৃষ্টি বিনিক্ষেপে কঠোরস্বরে খাঁ সাহেব কহিলেন, "যে লোক পরের নাম জাল করিতে পারে,—পরস্ব হরণের নিমিত্ত যে লোক দলীল পরিবর্ত্তন করিতে সদাসর্ব্বদা সমভাবেই প্রস্তুত, তাহার কথায় বিশ্বাস কি?—তাহার কথায় আর ভরসার কোথায়? অন্তরে যেটী, মুখেও যে তাহাই, সে বিষয়ের সবিশেষ স্থিরতা কি?"

এই সমস্ত বাক্যাবলী আমীর সাহেবের হৃদয়ে বজ্রের ন্যায় প্রবিদ্ধ হইতে লাগিল,—হৃদয়ে ঘোর ঝটিকার ভীষণ গণ্ডগোল;—অপমানে তাঁহার সমস্ত শরীর জর্জ্জরীভূত। মনোভাব গোপন করিবার ক্ষমতায় অদ্বিতীয় হইয়াও তিনি সে ভাব লুক্কায়িত করিতে সমর্থ হইলেন না।—স্বভাব বিরোধী হইয়া বসিল;—জ্যোৎস্নাস্নাত অতল সাগরের গভীর মূর্ত্তি তাঁহার বদনমণ্ডলে পূর্ণরূপে প্রতিভাত করাইয়া স্বভাব তাহা বিশিষ্টরূপে প্রকাশ করিয়া দিল। তিনি অধোবদনে উপবেশন করিয়া রহিলেন। কথা কহিলে পাছে তাঁহার স্বর বিকৃত হইয়া পড়ে, খাঁ সাহেব যদি তাঁহার মনোভাব অবগত হইতে সমর্থ হন, এই ভয়ে তিনি নীরব হইয়া রহিলেন, কথা কহিতে সাহস করিলেন না।

মিজিতিয়ার পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "জীবন-তৃপ্তিকর ভোজন ব্যাপারের সময় বিশুদ্ধ সুখ আলাপনই বিশেষ নীতিসিদ্ধ। কিন্তু আমি কেন যে আজ তাহার বিপরীত আচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার যথোচিত কারণ এখনই আপনি সম্যকরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারগ হইবেন। মনে করিবেন না যে, আমি কোন প্রকার হিংসা দ্বেষ অথবা শত্রুতা-প্রণোদিত হইয়া গত বিষয়ের উত্থাপনে আপনাকে ত্যক্ত বিরক্ত করিতেছি। ভীষণ তরঙ্গাকুল

গিরিনদ সম উন্মত্ত হৃদয়বেগ উচ্ছলিত হওয়াতে সেই সকল কথা আপনা হইতেই বাহির হইয়া পড়িতেছে; প্রতিরুদ্ধ করিবার ক্ষমতা নাই। আমি অনেক সহ্য করিয়া আসিতেছি; এই হৃদয়ে অনেক সুতীক্ষ্ণ শেল প্রবিদ্ধ হইয়াছে, এক দিনের মিমিত্তও, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও আকুলিত হয় নাই, প্রশান্ত জলাশয়ের ন্যায় ঘৃণা ও অবমান-সূর্য্যের প্রতপ্ত কিরণানল আপন হৃদয়ে অনেকদিন পর্য্যন্ত ধারণ করিয়াছে; কিন্তু অদ্য রজনীতে হঠাৎ সেই হৃদয় নিহিত পাবকরাশি এককালে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, এখন কে তাহা নিবারণ করে?—এই সকল কথা আপনার অন্তরে অতিশয় কষ্টকর বলিয়া অনুভূত হইতে পারে বটে, কিন্তু কি করি, নিরুপায়! অন্ধ-হৃদয় আত্মতৃপ্তির জন্য আপনাকে সে কষ্ট প্রদান না করিয়া কোনক্রমেই ক্ষান্ত থাকিতে পারিল না।—আপনি উচ্চবংশসম্ভূত আমীর, আর আমি একজন সামান্য পণ্যব্যবসায়ী বণিক মাত্র।—আমার অপেক্ষা আপনার বুদ্ধিবৃত্তি অধিকতর তীক্ষ্ণ, অধিকতর সুমার্জ্জিত, এবং অধিকতর তেজস্বিনী! সুতরাং আমার মনের উপস্থিত বিকারটী অবশ্যই আপনি বুঝিয়া লইতে সক্ষম হইতেছেন! আর একটী কথা! আমি পণ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ী হই, আর যাহাই হই, কিন্তু অর্থ ব্যবহারে অতিশয় সরল।—উন্নতমস্তকে মিজিতিয়ার সে বিষয়ে সদাসর্ব্বদাই গর্ব্ব করিতে পারেন। আর বিষয় কর্ম্মের সম্বন্ধে মিজিতিয়ারকে মূর্খ বলিয়া বিবেচনা করিবেন না, সে বিষয়ে তিনি সবিশেষ পারদর্শী,—আপনার অপেক্ষাও অধিকতর সুপণ্ডিত। লোকের সহিত একটীবারমাত্র ব্যবহার করিলেই আমি জানিতে পারি, এ ব্যক্তি কিরূপ ধাতুতে বিনির্ম্মিত! আপনি যে সেই সুদক্ষ লোকের নয়নে ধূলি প্রদানপূর্ব্বক এই চারিসহস্রমুদ্রা হস্তগত করিয়া লইতেছেন, এরূপ চিন্তাকে মনোমধ্যে স্থান দান করিবেন না, উদয় হইলে তাহা তৎক্ষণাৎই দূরীভূত করিয়া দিবেন!" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি একবার মোবারকের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; দেখিলেন, শ্যালকের বদনমণ্ডল প্রাবৃট জলদাবৃত গগনবৎ গম্ভীর! মোবারক কোন কথারই উত্তর দান করিলেন না, কেবল একবার নীরসভাবে ঈষদ্ধাস্য করিলেন মাত্র! তীক্ষ্ণদর্শী মিজিতিয়ার সে

হাস্যের ভাব সহজেই বুঝিয়া লইতে সমর্থ হইলেন,—তাহা ক্রোধ ও জিঘাংসাব্যঞ্জক।

খাঁ সাহেব পুনর্ব্বার আরম্ভ করিলেন, "দান পাত্রের অবস্থানুসারে দাতা, ভিক্ষুককে যথোপযুক্ত দান করিয়া থাকেন!—কেহ কপর্দ্দক, কেহ এক, এবং কেহ বা শতমুদ্রাও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আবার অবস্থাভেদে কোন কোন সময়ে দাতাকে অর্দ্ধেক রাজ্যও প্রদান করিতে বাধ্য হইতে হয়। সেই নিমিত্তই বলিতেছি, আপনি উচ্চ অবস্থার লোক, মনে করুন, চারি সহস্রমুদ্রার যোগ্য ভিক্ষুকই আপনি। সেইরূপ জ্ঞান করিয়াই আপনাকে ঐ টাকা প্রদান করা যাইবে। আপনি একজন উচ্চবংশসম্ভূত সম্মানশালী ভিক্ষুক,—কুলে, শীলে, মানমর্য্যাদা সকল বিষয়েই আপনি শ্রেষ্ঠতর! বিশেষতঃ আপনি যখন স্বয়ংই—আমার নিকট ভিক্ষা গ্রহণের নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন, তখন আপনাকে উচ্চ[illegible]ন না করিয়া কোনক্রমেই ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না, সুতরাং তাঁহাই আপনাকে প্রদান করা উচিত!"

ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে মোবারকের গম্ভীর বদনমণ্ডল দ্বিগুণতর নিবিড়, অধিকতর গভীরভাব ধারণ করিল,—তাঁহার মস্তিস্কে যেন উত্তপ্ত লৌহ-শলাকা প্রবিদ্ধ হইতে লাগিল,—হৃদয়, দ্রুত স্পন্দিত হইয়া তাঁহার দেহযষ্টি সহসা প্রকম্পিত করিয়া দিল; তিনি আর স্থিরভাবে থাকিতে পারিলেন না। উন্মত্তের ন্যায় আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক চকিতভাবে আপনার কেশ-গুচ্ছ দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিলেন। বিকৃতকণ্ঠে চীৎকারস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আর কেন? যথেষ্ট—যথেষ্ট হইয়াছে!—এখনও কি আপনার দুর্দ্দম প্রতিজিঘাংসাবৃত্তির পরিতুষ্টি হয় নাই? নিবৃত্ত হউন,—ক্ষমা করুন,—কঠোর তিরস্কারে আমারে আর অধিক অবমাননা, অধিক লাঞ্ছনা করিবেন না!—উঃ! আপনি এত নিষ্ঠুর কেন?"

"আমি নিষ্ঠুর?" রোষকষায়িতলোচনে মিজিতিয়ার সাহেব কহিলেন, "আমি নিষ্ঠুর?—আপনি কোন্ মুখে এ কথা উচ্চারণ করিলেন? ভাবিয়া দেখুন, আপনি,—শুদ্ধ আপনি কেন?—আপনার জন্মদাতা, এমন কি, আপনার মাতাঠাকুরাণী পর্য্যন্তও আমার প্রতি যেরূপ নিষ্ঠুরতা, যেরূপ নির্দ্দয়তা ও

যেরূপ কঠোরতা আচরণ করিয়া আসিতেছেন, তাহার সহিত তুলনা করিতে হইলে এই সকল বাক্যগুলি তাহার শতাংশের একঅংশও প্রতিদান স্বরূপ হইবে না! "গর্ব্বিত স্পর্দ্ধিত আত্মম্ভরী" এই সকল সুসম্ভাষণ ভিন্ন আপনাদের শ্রীমুখ হইতে আর কোন কথাই প্রাপ্ত হইয়া থাকি না।—যে দিন হইতে এই সামান্য পণ্যব্যবসায়ী আপনাদের সহিত সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে, যে দিন হইতে এই হীনবংশোদ্ভব আপনাদের সুবিমল আশ্রয়তলে নীত হইয়াছে, সেই দিন হইতে যে আপনি আমারে মনের সহিতই ঘৃণা করিয়া থাকেন, তাহা আমি বিলক্ষণরূপেই পরিজ্ঞাত আছি।—অনেক কষ্টে অনেক যত্নে আপনাদের কৃত অপমান, ঘৃণা ও জিঘাংসা, আমি আপন হৃদয়ে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু আজি আর তাহা পারিলাম না, আজি সেই মুষ্টি-ভিক্ষুক কুলশীল বিহীন মিজিতিয়ার, তাঁহার হৃদয়ের যথার্থ ভাব প্রকাশ করিয়া উচ্চ কুলোদ্ভব মোবারক আলিকে সম্যকরূপে পরিজ্ঞাত করিয়া দিলেন! যাহাকে আপনি মনের সহিত ঘৃণা করিয়া থাকেন, তাহারই নিকট হইতে দান গ্রহণে সমুদ্যত, ইহাই আপনার পক্ষে যথেষ্ট অপমান, এবং ইহাতেই মিজিতিয়ারের জিঘাংসাবৃত্তি পরিতুষ্টি লাভ করিয়াছে! আজি আমার শুভদিন, সুপ্রভাত, মহামানী আমীর মুরাদ আলির বংশধর মহাত্মা মোবারক আলি, অদ্য যে দীনহীন পণ্যব্যবসায়ীর ভর্ৎসনা লাঞ্ছনা ও অবমাননা প্রশান্তভাবে সহ্য করিতেছেন, ইহাতেই আমার মনোভিলাষ সম্পূর্ণরূপেই সফল হইয়াছে! আর না, যথেষ্ট! এক্ষণে চলুন, আপনার প্রার্থিত অর্থ প্রদান করিয়া আপনার মনঃতুষ্টি সাধন করি!"

মিজিতিয়ার ধীরে ধীরে আপনার আরক্তনয়নদ্বয় মোবারকের মুখের দিকে ফিরাইলেন। দেখিলেন, আলি সাহেব নিস্পন্দভাবে কাষ্ঠপুত্তলিবৎ দণ্ডায়মান। তাঁহার নয়নদ্বয় গভীর আরক্ত ও এক অত্যদ্ভুত জ্যোতির্বিশিষ্ট। মুখে বাক্য নাই, চক্ষে পলক নাই, একেবারেই স্তম্ভিত ও নিশ্চল!

মোবারকের স্কন্ধদেশে মৃদু করাঘাত করিয়া খাঁ সাহেব কোমলস্বরে কহিলেন, "ভাই, রাগ করিও না, মনোবেগ ধারণ করিতে পারি নাই বলিয়াই

ওরূপ কঠোর কথা প্রয়োগ করিয়াছি; ক্ষমা করিও! চল, আমার সহিত, মুদ্রা গ্রহণ করিবে চল!"

মোবারক কল-চালিত-পুত্তলির ন্যায় শূন্যমনে মিজিতিয়ারের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন।

কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়াই একটী সুপ্রশস্ত পরিষ্কৃত এবং সুদীর্ঘ অঙ্গন-গৃহ। সেই অঙ্গনগৃহ অতিক্রম করিয়া উভয়ে সম্মুখস্থ একটী প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রকোষ্ঠটী নাতি দীর্ঘ, নাতি ক্ষুদ্র; ইহা অন্তঃপুর ও বহির্বাটীর মধ্যভাগে অবস্থিত। প্রকোষ্ঠের বাতায়ন উন্মুক্ত করিলে নিম্নতলে একটী ক্ষুদ্র উদ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্যানস্থ বকুল বৃক্ষের দুই একটী শাখা, বাতায়নতল স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। কক্ষের মধ্যস্থলে একটী বৃহৎ কাচ-নির্ম্মিত গোলক, রজ্জু হইতে লম্বিত। গোলক হইতে মৃদুমন্দ আলোক বিনির্গত হইয়া গৃহটীকে কথঞ্চিৎরূপে আলোকিত করিতেছে। গৃহের উভয় পার্শ্বে দুইটী বড় বড় লৌহময় সিন্দুক, একদিকে কাষ্ঠের ত্রিপদের উপর একটী লৌহ-পেটিকা সংস্থাপিত। পেটিকা হইতে একখানি হুণ্ডী বাহির করিয়া খাঁ সাহেব তাহাতে আপনার নাম স্বাক্ষর করণানন্তর মোবারকের দক্ষিণহস্তে অর্পণ করিলেন। প্রবল প্রভঞ্জনবেগে মেঘরাশি অন্তরিত হইলে মধ্যাহ্ণ গগণ যেমন সূর্য্যালোকে উজ্জ্বলিত হইয়া থাকে, এই হুণ্ডীখানি প্রাপ্ত হইয়া মোবারকের বিমর্ষ অন্ধকার বদনমণ্ডলের কালিমারেখা তৎক্ষণাৎ সেইরূপ বিলীন হইয়া গেল। তাঁহার অধর প্রান্তে ঈষৎ হাস্যরেখার প্রতিভাত হইতে লাগিল। পরক্ষণেই আবার অন্যভাব। হুণ্ডীখানি পাঠ করিতে করিতে তাঁহার মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ হইয়া উঠিল; তিনি ত্বরিত নয়নে মিজিতিয়ারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, "আপনি যে লোকের উপর এই হুণ্ডীখানি প্রদান করিলেন, আমি তাহার নিকট হইতে ইহার এককপর্দ্দকও প্রাপ্ত হইব না!"

"কেন কেন, প্রাপ্ত হইবেন না কেন?"

"আজ্ঞা তাহার নিকট আমি আট দশসহস্রমুদ্রা ঋণী আছি!"

মিজিতিয়ারের গণ্ডস্থল সহসা আরক্তবর্ণ ধারণ করিল, তিনি অধর দংশন

করিয়া ক্ষণকাল চিন্তামগ্ন রহিলেন। সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যখন এত টাকা ঋণী, তখন এই চারিসহস্রমুদ্রা আপনার এমন কি উপকারে আসিবে?"

"তজ্জন্য বিশেষ চিন্তা নাই, পিতাঠাকুর তাহার অন্য প্রকার উপায় অবলম্বন করিবেন।"

"তাহা যেন হইল; কিন্তু আপনার উপস্থিত প্রার্থনাটী কি প্রকারে পূরণ করি? ভাল, অপর গদীর উপর আর একখানি হুণ্ডী দিলে চলিতে পারে না?"

বিষণ্ণবদনে মোবারক ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "চলিবে না কেন, কিন্তু তাহাতেও অনেক ব্যাঘাত আছে। টাকা পাইয়াছি, উত্তমর্ণেরা এ কথা জানিতে পারিলে, নানা প্রকার উৎপাত সংঘটন করিবে। সেই নিমিত্ত মহাশয়ের নিকট হইতে হুণ্ডী গ্রহণে অস্বীকৃত হইতেছি।"

"তাই ত কি করা যায়?"

"আজ্ঞা, অনুগ্রহ করিয়া যদি নগদ টাকা প্রদান করেন, তাহা হইলে সকল দিকেই সুবিধা হইয়া দাঁড়ায়।"

ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া মিজিতিয়ার খাঁ কহিলেন, "নগদ টাকা এক্ষণে কোথায় পাইব? তবে যদি আগামীকল্য আমার গদীতে গমন করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনার প্রার্থনাটী তৎক্ষণাৎই পূরণ করিতে পারি।"

"আপনার গদীতে? কোন্ সময়?"

"কোন্ সময়?" অন্যমনস্কভাবে এই কথা বলিয়া মিজিতিয়ার খাঁ তৎপরে বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ হাঁ হইয়াছে, অপেক্ষা করুন! এই সিন্দুকমধ্যে দেখিতেছি।" ইহা বলিয়া তিনি গৃহস্থিত বামদিগের সিন্দুকের ডালাটী উন্মুক্ত করিয়া ফেলিলেন। বর্ত্তিকা-বিক্ষিপ্ত উজ্জ্বল আলোকরশ্মি তন্মধ্যে পতিত হওয়াতে সিন্দুকের ভিতর হইতে অকস্মাৎ স্নিগ্ধ জ্যোতিরেখা পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল। মোবারকেরও দৃষ্টি সেই দিকে, তিনি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "একি? জহরতের সিন্দুকে টাকা নাকি?"

ঈষদ্ধাস্য করিয়া মিজিতিয়ার খাঁ কহিলেন, "এটা বন্ধকী সিন্দুক।—

সে দিন ব্যস্ততা প্রযুক্ত ইহারই মধ্যে স্বর্ণমুদ্রার তোড়াটী রাখিয়াছিলাম, টাকার সিন্দুক নহে।" এই কথা বলিয়া তিনি সিন্দুকের ভিতর হইতে মোহরের পুঁটলিটী অতি আয়াসসহকারে উত্তোলন করিয়া লইলেন। সার্দ্ধ দুইশত স্বর্ণমুদ্রা মোবাকের হস্তে প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, "বাকী টাকা ফিরত—"

বাধা দানে মোবারক আলি সাশ্চর্যভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের টাকা? কাহার বাকী?"

হাস্য করিতে করিতে খাঁ সাহেব উত্তর করিলেন, "বিক্রয়ের পর চারি হাজার টাকা বাদে যাহা উদ্বর্ত্ত হইবে, তাহাই।"

"যে আজ্ঞা তাহাই হইবে!" এইমাত্র সংক্ষিপ্ত উত্তর দান করিয়া মোবারক স্বর্ণমুদ্রা, স্বর্ণালঙ্কার এবং দীপ্তিমান মণিমাণিক্যের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে বারবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঈর্ষা, লিপ্সা, দুরাকাঙ্ক্ষা, ক্রমে ক্রমে তাঁহার হৃদয়মধ্যে উদিত হইয়া অন্তরকে এককালে আকুলিত করিয়া তুলিল। চারিসহস্রমুদ্রার নিমিত্ত মিজিতিয়ারের স্থানে তিনি যেরূপ অপমানিত হইয়াছেন, খাঁ সাহেব এ সমস্ত প্রদান করিয়া তদপেক্ষা সহস্রগুণে যদি তাঁহাকে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা করিতেন; তাহা হইলে তিনি সহাস্যবদনে সে সমস্ত গ্রহণপূর্ব্বক মিজিতিয়ার কৃত সকল অবমাননাই উদরমধ্যে পরিপাক করিয়া মহানন্দে মহোল্লাসে সেই স্থানে তৎক্ষণাৎই বারবার নৃত্য করিতে পারিতেন!

মোবারক দেখিলেন, সার্দ্ধ দুইশত স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করাতেও সে তোড়ার আকৃতিটী কিছুমাত্রই হ্রাস প্রাপ্ত হইল না। মনে মনে ভাবিলেন, ইহার মধ্যে না জানি কতশত স্বর্ণমুদ্রাই নিহিত হইয়া রহিয়াছে। তিনি সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! টাকাকড়ী দলীলপত্র সমস্তই কি এই সিন্দুক মধ্যে রক্ষিত হইয়া থাকে?"

"আজ্ঞা না তাহা নহে। তাহার একটী স্বতন্ত্র স্থান আছে। এ সিন্দুকে কেবল বন্ধকী-জিনিষপত্র এবং অপরাপর কর্ম্মকাজের কাগজপত্র সংরক্ষিত হইয়া থাকে মাত্র।"

মোবারক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "সমস্ত বন্ধকী দ্রব্যই কি ইহার মধ্যে নিহিত করিয়া রাখা হয়?"

"না, সামান্য দ্রব্যাদিই ইহার মধ্যে থাকে, বহুমূল্য মণিমাণিক্য এবং অপরাপর ক্বমতীয় দ্রব্যাদি রক্ষার নিমিত্ত অন্য একটা বৃহত্তর আছে।"

অনন্যমনে অধর দংশনপূর্ব্বক অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া অস্পষ্টস্বরে মোবারক আলি বলিতে লাগিলেন, "কি স্পর্দ্ধা! কি অহঙ্কার! টাকার কি মোহিনী-শক্তি! নীচকুলোদ্ভব ব্যক্তি, আমীর হইলাম বলিয়া মনে মনে স্ফীত হইতে থাকে! উঃ! সামান্য লোকের এরূপ তেজ কোনক্রমেই সহ্য করা যায় না! কি অহঙ্কার! কি গর্ব্ব! এরূপ চরিত্রের লোককে আমি অন্তরের সহিতই ঘৃণা করিয়া থাকি!"

সিন্দুকটী বন্ধ করিতে করিতে মির্জ্জিতিয়ার সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি বলিতেছেন?"

ঈষৎহাস্যপূর্ব্বক মোবারক উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা না, অপর কিছুই নয়; আপনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, সেই নিমিত্ত মনে মনে আপনার প্রসংশাবাদ করিতেছিলাম মাত্র!"

উভয়ে সে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। গৃহস্বামী গৃহদ্বার অবরুদ্ধ করিয়া মোবারকের স্কন্ধদেশে হস্তার্পণপূর্ব্বক প্রশান্তভাবে কহিলেন, "আপনি এক্ষণে অন্তঃপুরে আপনার ভগ্নির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসুন, কিন্তু সাবধান! আমাদের অদ্যকার কথোপকথন তাঁহার নিকটে যেন কোনক্রমেই পরিব্যক্ত করা না হয়!—করিলে, আপনারই অমঙ্গল, বিবি ফুলমতী আপনারে ঘৃণার চক্ষেই দর্শন করিতে থাকিবেন। লজ্জায় আর তাঁহার নিকট মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারিবেন না। সাবধান! সতর্ক হইয়া চলিবেন। আর এইমাত্র আপনি যে সুরাদেবীর সবিশেষ প্রসংশাবাদ করিয়াছিলেন, তাহা আমার বিশ্রামগৃহেই প্রস্তুত করিয়া রাখিব, প্রত্যাগমনকালে সানুগ্রহে পান করিয়া যাইবেন।"

উপরোক্ত কএকটী কথা মোবারকের কর্ণে অশনিবৎ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল,—মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। বহুকষ্টে

মনোভাব গোপনপূর্ব্বক তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন, "অদ্যকার এই ঋণের বিষয়ে আপনি কিরূপে প্রবোধিত হইবেন? কিসে আপনার মনঃতুষ্টি সংসাধিত হইবে? একখানি কাগজ প্রদান করুন না, তাহাতে এই চারি-সহস্রের কথা লিখিয়া দিয়া—"

বাধা দানে মিজিতিয়ার খাঁ গম্ভীরভাবে কহিলেন, "বৃথা একখণ্ড শুভ্র কাগজ মসীলিপ্ত করিবার প্রয়োজন কি?"

এই কথা শ্রবণে মোবারক উচ্চরবে হাস্য করিয়া উঠিলেন। সে হাস্যে আনন্দ বা সন্তোষ, এ উভয় ভাবের কোন চিহ্নই প্রকাশ পাইল না। বরং তৎপরিবর্ত্তে ক্রোধ ও প্রতিহিংসা স্বতই প্রকাশমান হইতে লাগিল। মিজিতিয়ার যদিও তাঁহার মনোভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন বটে, কিন্তু কিছুমাত্র উত্তর দান করিলেন না,—সম্পূর্ণরূপেই অবহেলা করিলেন। মৃদুমন্দ পাদবিক্ষেপ করিতে করিতে বাহির মহলে চলিয়া গেলেন। মোবারকও আপনার সহোদরা ভগ্নির সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত অন্তঃপুরাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।

শ্যালক মহাশয় ফুলমতীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক মিজিতিয়ার প্রদত্ত সুরাপানে অধিকতর প্রমত্ত হইয়া আপনার শকটোপরি সমারূঢ় হইলেন। কতক সুরাদেবীর মাহাত্ম্যে আর কতক বা সুবর্ণকান্তি সুবর্ণ মুদ্রার অধীশ্বর হওয়াতে তাঁহার মস্তিষ্ক বিলক্ষণরূপেই সমুত্তপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার হৃদয়ের আনন্দোচ্ছ্বাস তাঁহার শরীর ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছিল না। লাঞ্ছনার উপর লাঞ্ছনা, গঞ্জনার উপর গঞ্জনা, তিরস্কারের উপর পীড়ন সহ্য করিয়াও তিনি যে স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত দৃঢ় সংকল্প করিয়াছিলেন, তাহা সম্যকরূপেই সাধিত হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার আর অভাব কি? এক্ষণে তাঁহাকে আর পায় কে? তিনি মনে মনে নৃত্য করিতে করিতে শকটোপরি আরোহন করিলেন। কষাঘাত করাতে শকট যোজিত অশ্বদ্বয় নিক্ষিপ্ত তীরবৎবেগে ছুটিয়া চলিল। সেই সময় তিনি নানারূপ সুখস্বপ্ন সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। নিশীথ নীলগগনে কৃষ্ণ-অষ্টমীর অর্দ্ধচন্দ্র মৃদুমন্দরূপে সুভাসমান। সুমন্দ সমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া রথ্যার

দুইপার্শ্বস্থ বনকুসুম সমূহের সৌরভ চারিদিকে বিকীর্ণ করিয়া দিতেছে। রজনী-দেবী দ্বিযাম অতিক্রম করিয়া ত্রিযামে পদার্পণ করিয়াছেন। গমন করিতে করিতে মোবারকের মনে উদয় হইল, যেন তিনি সুখময় পরিস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঔদাস্যভাব প্রকাশে চলিয়া আসিতেছেন। বিরহবিধুরা অপ্সরাগণ তাঁহাকে প্রত্যাবৃত্ত করাইবার নিমিত্ত কাকুতি মিনতি করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছে। সহসা তাঁহার মনে দয়ার উদয় হইল, পরিকুলের বিলাপধ্বনি শ্রবণে তাঁহার হৃদয় যেন একেবারেই বিগলিত হইয়া গেল। তিনি সবেগে অশ্ববল্গা সমাকর্ষণ করিলেন। বিষম আকর্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া অশ্বদ্বয় সম্মুখের দুইপদ ঊর্দ্ধভাগে সমুত্তোলনে সবেগে লম্ফ প্রদান করিল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে শকটখানি রাজবর্ত্মের একপার্শ্বে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। মোবারক ও তাঁহার একমাত্র অশ্বপাল ভূমিতলে তৎক্ষণাৎই প্রলম্বমান। উভয়েরই প্রাণ বিষমরূপেই সঙ্কটাপন্ন; অশ্বদ্বয় একপদ অগ্র বা পশ্চাৎগমন করিলে উভয়েরই প্রাণবায়ু সেই মুহূর্ত্তেই বহির্গত হইয়া যাইত। কিন্তু তাহা ঘটিতে পাইল না,—সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন। শুভ্র পরিচ্ছদধারী এক ব্যক্তি দ্রুতপদে অশ্বদ্বয়ের সম্মুখীন হইয়া বল্গা ধারণে ঘোটকের গতির অবরোধ করিল। অবসর প্রাপ্তে মোবারক আলি শকটতল হইতে সরিয়া আসিলেন। ত্বরিতগতিতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মহানন্দে বলিয়া উঠিলেন, "আঃ! রক্ষা পাইলাম! তুই বেটা বেশ লোক! তোকে বিলক্ষণরূপেই পুরস্কার করিব! শকটখানির সমুদ্ধার কর্ দেখি,—তোর বাড়ী কোথায়?"

শেষ কথার উত্তর দান না করিয়া আগন্তুক, অশ্বপালকে স্থানান্তরে সংস্থাপনপূর্ব্বক সমূহ বলের সহিত শকটখানির উদ্ধার সাধন করিল। মোবারক আলি সহর্ষে কহিলেন, "বাঃ! তুই বেটা বেশ লোক!—তুই বেটা কাজের মানুষ বটে!—দেখি, শকটখানির কিরূপ দশা ঘটিয়াছে।—আঃ! বাঁচা গেল!— কোন প্রকার বিশেষরূপ ক্ষতি হয় নাই,—কেবল বামপার্শ্বের উত্থান-পীটটী ভগ্ন হইয়াছে মাত্র। ওরে বেটা! তোর নাম কি? আমার কথায় উত্তর দান করিতেছিস্ না কেন?"

আগন্তুক কথা কহিল না, কেবল আকার ইঙ্গিতে বিজ্ঞাপন করিল সে মূক, ভগবান তাহাকে বাক্‌শক্তি হইতে চিরকালের জন্য বঞ্চিত করিয়াছেন।

মোবারক স্বর্ণমুদ্রার পুঁটলিটী বাহির করিয়া বন্ধন খুলিতে খুলিতে প্রমত্ত-ভাবে কহিলেন, "যাহা হউক, তুই বেটা বড় কাজের মানুষ!—তোকে এখনই পুরস্কার করিতেছি! জন্মাবচ্ছিন্নে যাহা তুই কখনও চক্ষে দর্শন করিস্ নাই, তাহাই তুই অদ্য আমার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবি;—তোকে মোহর প্রদান করিব! মীর মোবারকের সামান্য উপকারে আসিলেও তিনি লোককে এইরূপেই প্রত্যুপকার করিয়া থাকেন! তুই বেটা বড়ই ভাগ্য-বান! যৎসামান্য পরিশ্রমে—"

তাঁহার বাক্যস্রোত রুদ্ধ হইয়া গেল। পারিতোষিক প্রদানের নিমিত্ত যেমন তিনি সমুদ্যত হইয়াছেন, আগন্তুক অমনি সবলে তোড়াটী কড়িয়া লইয়া বিকট হাস্য করিতে করিতে পার্শ্বস্থিত বনমধ্যে বিদ্যুৎবেগে পলায়ন করিল। কি সর্ব্বনাশ! এত আশার ধন এককালেই অন্তর্হিত। ক্ষণকালের নিমিত্ত মোবারক আলি বজ্রাহতের ন্যায় বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে বনের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় মদিরার ক্রম তাঁহার মস্তিস্ক হইতে এককালে ছুটিয়া গেল!

মোবারকের হৃদয় উচ্চ চন্দ্রলোকে উঠিতে উঠিতে সহসা দারুণ বেগ সহকারে অতল নিপাতে নিপতিত হইল। তিনি সেই নিশীথ চন্দ্রালোক শোভিত বিজন পথিমধ্যে হৃতধন হইয়া শোকসন্তপ্তহৃদয়ে শূন্যমনে ক্ষণকাল স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। চোর তাঁহার আশা-বিলসিত স্বর্ণমুদ্রার পুঁটলিটী অপহরণপূর্ব্বক বহুদূরে প্রস্থিত হইয়াছে। হায়! হায়! কি হইবে? তিনি একবার মনে করিলেন, অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, সাহসে হৃদয় বাঁধিয়া অপহারকের অনুসরণে ধাবমান হই, দুই একপদ অগ্রসর হইয়াই আবার দ্বিগুণতরবেগে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। পাঠক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, মোবারক এত লাঞ্ছনা এত গঞ্জনা সহ্য করিয়াও যে সমস্ত মুদ্রারাশি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎসমুদয় অপহৃত হইতে দেখিয়াও তিনি কেন অপহারকের অনুধাবনে কৃতসংকল্প হইলেন না? উত্তর অগ্রগামী;—

মোবারকের হৃদয় একদিকে যেমন হিংসা দ্বেষ ঘৃণা স্বার্থপরতাদিতে পরিপূরিত, অন্যদিকে সেইরূপ ঘোর ভীরুতা ও কাপুরুষতায় এককালে কলুষিত। দুইপদ অগ্রসর হইয়াই ভয় হইল, পাছে চোর তাঁহার শ্রীঅঙ্গ ছুরিকাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলে! একেই ত তাঁহার সমস্ত অর্থ পর হস্তে নিপতিত হইয়াছে, তাহাতে আবার দুঃসাহসিককার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, আপন জীবনকে সঙ্কটাপন্ন করিবেন কেন? এই ভাবিয়া তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। চোরের অনুসরণে সাহস করিলেন না। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার অশ্বপালের অল্প অল্প চৈতন্যের উদয় হইতেছিল, ভূমিতলে পতিত হইয়া সে ব্যক্তি এই সকল ব্যাপার স্বপ্নের ন্যায় দর্শন করিতেছিল; সম্পূর্ণ জ্ঞানের উদ্রেক হইবামাত্রই সে ব্যক্তি ভূমি হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "হজুর! কি হইয়াছে? ও ব্যক্তি কি চোর? চুরি করিয়া কি পলাইয়া গেল?"

শূন্যনয়নে হতাশব্যঞ্জকস্বরে মোবারক আলি উত্তর করিলেন, "হাঁ! সমস্তই! সমস্তই! সমস্ত টাকাই অপহরণ করিয়াছে!" এই পর্য্যন্ত বলিয়া পরক্ষণেই ঈষদ্ধাস্যসহকারে শিরসঞ্চালনপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, "না না, লইতে পারে নাই!—দুরাচার চেষ্টা করিয়াছিল বটে, কিন্তু সফল মনোরথ হইতে সক্ষম হয় নাই!—আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে!"

মোবারকের এরূপ স্বর ও বাক্য পরিবর্ত্তনের কারণ এই, অন্যমনস্ক ও মহাদুঃখে মন আকুলিত থাকাতে, সত্য কথা তাঁহার মুখ হইতে প্রথমে বহির্গত হইয়া পড়ে। পরক্ষণেই বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, ও কথাটী প্রয়োগ করা তাঁহার পক্ষে উচিত কার্য্য হয় নাই; উহাতে ভীরুতারই পরিচয় প্রদান করা হইতেছে মাত্র। ভৃত্য তাঁহাকে কাপুরুষ মনে করিবে, ইহা তিনি যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করিলেন না; সুতরাং তৎক্ষণাৎ প্রথমোক্তবাক্য সমুদয় পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেন।

অশ্বপাল সহজেই বুঝিয়া লইল, তাহার প্রভু কিরূপ সাহসী পুরুষ!

সপ্তত্রিংশ কাণ্ড।

—:০:—

পরিত্রাণ লাভ !

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার তিন চারিদিবস পরে, একদা নিশাযোগে বণিকপ্রবর মিজিতিয়ারের বাটীতে একটী মহাভোজ সমারদ্ধ হয়। এতদুপলক্ষে নগরের ধনী, নির্ধন, মধ্যবিধ, সকল অবস্থার লোকেই সপরিবারে নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। সন্ধ্যার প্রক্কাল হইতে রজনী দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত মিজিতিয়ারের ভবনে লোক সমাগমের মহাসমারোহ। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি সমূহের মধ্যে কেহ শকট, কেহ অশ্ব, কেহ শিবিকারোহণে, আর কেহ কেহ বা পদব্রজেই সমাগত হইতেছিল। শকটের গড় গড় শব্দে, ঘোটকের তীব্র ক্ষুরধ্বনিতে, শিবিকা বাহকদিগের হম্ হম্ রবে, এবং কঠিন চর্ম্ম-পাদুকাধারীদিগের মস্‌মসায়মান শ্রীচরণ নিনাদে, "বাগবাহারের" সম্মুখস্থ রথ্যা, ঘন ঘন প্রতিধ্বনিত। কেহ হাসিতে হাসিতে আসিয়া হাস্য-প্রফুল্লবদনে বিস্তৃত আসনে আপনিই উপবেশন করিতেছেন, কেহ বা অভিমানভরে ঈর্ষ্যা-বিঘর্ষিতনয়নে বিশ্রাম-ভবনের দ্বারদেশে মিজিতিয়ারের সসম্মান সম্ভাষণ প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান। মিজিতিয়ার সাহেব মর্য্যাদাপূর্ণ অভ্যর্থনা না করিলে, তিনি কখনই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবেন না। খাঁ সাহেবেরও তাহাতে ত্রুটি নাই ; তিনি সকলকেই যথারীতি সম্মান বর্দ্ধন করিয়া সকলেরই মর্য্যাদা রাখিতে ক্ষান্ত হইতেছেন না।

ওদিকে অন্তঃপুরেও তদনুরূপ বা তদধিক সমারোহ,—তদধিক গণ্ডগোল। শিবিকারোহিনী সিমন্তিনীগণ সকলেই অন্তঃপুরে সকৌতূহলে সমাগত। কেহ ভগ্নিসহকারে, কেহ শিশু-পুত্র কন্যা পৌত্রাদি পরিবৃতা হইয়া, আবার কেহ বা একাকিনী শিবিকাযান আলোকিত করিতে করিতে একে একে সমুপস্থিত হইতেছেন। তাঁহাদের সমভিব্যাহারী শিশুসন্তানকুলের ক্রন্দন কোলাহলে, তাঁহাদের আপনাদের শিঞ্জিনীধ্বনিতে এবং সর্ব্বাপেক্ষা কোকিলকণ্ঠী কামিনীগণের কলকণ্ঠ নিঃস্বনে "বাগবাহারের" অন্তর্ভাগ অদ্য

এক অপূর্ব্ব কোলাহলে প্রতিশব্দিত। দিব্যালঙ্কৃতা রমণী সমূহের জ্যোতির্ম্ময়ী ভূষণ প্রতিভায়, রূপবতীর সুধাময় হাস্যবিকাশে, এবং সলজ্জা কাম-বিমোহিত কোমল কটাক্ষপাতে যেন নিরন্তর বিদ্যুল্লতা বিস্ফুরিত হইতেছে। বিবি ফুলমতী দ্বারদেশে উপস্থিত থাকিয়া সাদর ও সম্মানসূচক সম্ভাষণে সকলকে আপ্যায়িত করিতেছেন। তাঁহার অমিয়ময় অভ্যর্থনাতে অনেকেরই উদর পরিপূর্ণ। সহাস্যআস্যে কাহারও চরণ বন্দনা, কাহাকেও আলিঙ্গন, আবার কাহাকে সাদর চুম্বন করিয়া তিনি আসনে উপবেশিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সে হাস্যে মধুরতা কৈ?—প্রফুল্লতা কৈ? যে সুধাময় মধুর হাস্য তাঁহার অধরপ্রান্তে নিরন্তর বিরাজিত হইয়া সকলের মনোহরণ করিতে সমর্থ হইত, তাহা এখন কোথায়? কি জন্যই বা তাহা অকস্মাৎ এককালে অন্তর্হিত হইয়া গেল?—যে দিন মঙ্গলজীর নিয়োজিত বর্ষীয়সী তাঁহার হস্তে সেই বিষময় দাবী-পত্র প্রদান করিয়াছিল, সেই দিন হইতেই তাঁহার অন্তরমধ্যে এইরূপ শোচনীয় বিমর্ষভাব স্থান গ্রহণ করিয়াছে। সেই দিন হইতেই তাঁহার হৃদয়াগারে শোকদ্দীপক বিষাদরাশি একত্রিত হইয়া তাঁহার মুখমণ্ডলে ঈষৎ কালিমারেখা অঙ্কিত করিয়াদিয়াছে। বিষম বিষময়ী চিন্তায় জর্জ্জরিত হইয়াও প্রিয় সহচরী জাফরি বেগমের উপদেশমত আপন স্বামীকে সমস্ত বিষয় জ্ঞাপিত করিতে তাঁহার আদৌ সাহস হয় নাই। এদিকে বিনা কারণে অনর্থক কতকগুলা অর্থ ব্যয়িত হইবে, তাহাই বা তিনি কি প্রকারে অনুমোদন করিতে পারেন? এইরূপ নানা সন্দেহে আন্দোলিত হইয়া তাঁহার হৃদয় একেবারে আকুলিত হইয়া উঠিয়াছে।

বলা বাহুল্য যে, মিজিতিয়ার এ মহোৎসবে শ্বশুর ও শ্বশ্রূ পরিবারকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে আর কেহ আগমন না করিয়া কেবল মিজিতিয়ারের গুণধর শ্যালক মহোদয় মোবারক আলি সাহেবই সমাগত হইয়াছেন। উৎসবের আমোদ প্রমোদে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে আইসেন নাই, সে বাসনা তাঁহার ধনাপহ্নতের সহিত একেবারেই অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। তবে যে এত লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহ্য করিয়াও তিনি এই হীন বণিক ভবনে পদার্পণ করিয়াছেন, তাহার কারণ কি?—আপাততঃ চারিসহস্রমুদ্রা

ব্যতীত বরদানগরে তিনি আর ক্ষণকালের নিমিত্তও তিষ্ঠিতে পারিতেছেন না। অধুনা এই মুদ্রা প্রাপ্ত হইলে উত্তমর্ণদিগকে উহা হইতে কিছু কিছু প্রদান করিয়া তাহাদিগকে কথঞ্চিৎ নিরস্ত করিতে পারেন; নতুবা তাঁহার আর কিছুতেই নিস্তার নাই। বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া এখনই তাহারা কারাগারে বিনিক্ষেপপূর্ব্বক অপমানের একশেষ করিয়া ফেলিবে। কিন্তু কিরূপেই বা এ মুদ্রা হস্তগত করা যাইতে পারে?—সহোদরা বিবি কুলমতী ধনাঢ্যের বণিতা, এই বিপদ সময়ে তিনি কি কিছু সাহায্য করিতে পারেন না?—সম্ভাবনা কৈ?—তিনি ধনাঢ্যের বনিতা বটেন, কিন্তু তাঁহার স্বামী সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত তাঁহার হস্তে যা কিছু প্রদান করেন, তন্মধ্য হইতে এককালে এত অধিক সংখ্যা সংগ্রহ করিয়া আপন ভ্রাতার অভাব বিমোচনে কিরূপে কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হয়েন?—আর এক উপায়,—মিজিতিয়ারের নিকট চোরের সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলা;—কিন্তু তাহারই বা পথ কৈ?—একে ত মিজিতিয়ার তাঁহার কোন কথাই বিশ্বাস করেন না; তাহাতে আবার তাঁহার সেই কথার পোষকতা করিবে কে? একমাত্র সাক্ষী তাঁহার অশ্বপাল;—তাহাকেও তিনি মিথ্যাবাক্যে প্রতারিত করিয়াছেন। তবে উপায় কি?—কি প্রকারে তিনি আপন মনোভিলাষ পরিপূরণ করিবেন?—তবে কি উপায় নাই?—আছে,—সেটী কিন্তু তাঁহার শেষ অবলম্বন!—উৎসব ব্যাপার সমাহিত হইবার পূর্ব্বে আপন ভগ্নির নিকট উপস্থিত হইয়া কোনক্রমে আপন বিষম দায় বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক, তাঁহার দ্বারা ভগ্নিপতিকে অনুরুদ্ধ করা!—সরল হৃদয়া বিবি কুলমতী তাঁহার প্রতি অতিশয় স্নেহ মমতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, কএকবার তিনি সময়ে সময়ে তাঁহাকে সামান্যরূপে সাহায্য দান করিতেও পরাঙ্মুখ হয়েন নাই, এবারেও তাহাই সম্ভব।— বিপন্ন ভ্রাতাকে আনুকুল্য করিবার নিমিত্ত আপন স্বামীকে অনুরোধ করিতে অবশ্যই তিনি বিরত থাকিবেন না। এইরূপ আশাই হৃদয়ে পোষণ করিয়া মোবারক আলি অদ্য মিজিতিয়ারের আতিথ্য গ্রহণের জন্য "বাগবাহার" ভবনে আগমন করিতে বাধ্য হইয়াছেন; আমোদ প্রমোদ করিবার নিমিত্ত নহে।

পাঠক মহাশয়ের সুবিদিতার্থ আমরা বিজ্ঞাপন করিতেছি যে, তাঁহাদের বহুদিনের সুপরিচিত ফরাসী ডাক্তার মহাশয় ইভান লেরি এবং শ্রেষ্ঠি প্রধান দাতাজী পুত্র শ্রীমান সুন্দরজী এই উৎসবোপলক্ষে আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও যবনের সহিত পানাহার করিতে ডাক্তারের পক্ষে হয় ত কিছুই আপত্তি না থাকিতে পারে, কিন্তু সুন্দরজী মহাশয় হিন্দু হইয়া যবনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে কিরূপে তাঁহার মতি প্রবৃত্তি হইল?—এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর এই, বণিক প্রবর মিক্সিতিয়ার এবং তাঁহার পিতা উভয়েই সমব্যবসায়ী। পণ্য দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়, আদান প্রদান এবং ব্যবহার বিনিময়ে উভয় গদীর সহিত সবিশেষ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকাতে, পরস্পরের সহিত পরস্পরের অতিশয় সৌহার্দ্দ্য জন্মে। সেই কারণে খাঁ সাহেব নৃত্য গীত দর্শন শ্রবণ করিবার নিমিত্ত দাতাজীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার শরীর অপটু থাকাতে নিমন্ত্রণ রক্ষাকরণার্থ, আপন পুত্র সুন্দরজীকে প্রেরণ করিয়াছেন,—পানাহারের নিমিত্ত নহে।

এদিকে অন্তঃপুরমধ্যে বিবি কুলমতী নীরস হাস্যে আপন হৃদয়ের সন্তাপরাশি আবৃত করিয়া মহা সমাদরে সকল রমণীকে পানভোজন ব্যাপারে ব্যাপৃত হইতে অনুরোধ করিতেছেন। যে যে গৃহে নৃত্য গীত হইতেছিল, তিনি এক একবার সেই সকল স্থানে প্রবেশপূর্ব্বক দর্শকমণ্ডলীকে তাম্বুল এবং আতর গোলাপ প্রভৃতি নানাপ্রকার সুগন্ধদ্রব্য দানে আপ্যায়িত করিয়া আসিতেছেন। এমন সময় পরিচারিকা আসিয়া ময়নাবিবির পত্রবাহিকা, পূর্ব্ব পরিচিতা বর্ষীয়সীর আগমন বার্ত্তা মৃদুস্বরে জ্ঞাপিত করিল। শুনিয়া বিবি কুলমতী বিষম বিভ্রাটে নিপতিত হইলেন। যে আশঙ্কায় তাঁহার চিত্ত এতদিন আকুলিত ছিল, আজি এই আনন্দের দিনে সহসা তাহাই আসিয়া উপস্থিত। মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার কমল সুকুমার গণ্ডস্থলে সবেগে শোণিতরাশি সঞ্চারিত হইয়া তাঁহার মুখমণ্ডলে এক আরক্তিম ভাব ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ করিতে লাগিল। তিনি ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া দাসীর প্রতি বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক কহিলেন, "দেখিতেছ আমি মহাব্যস্ত!—তাহাকে বিদায় করিয়া দাও নাই কেন?"

দাসী সবিনয়ে নিবেদন করিল, "আজ্ঞা, সে কিছুতেই যাইতে চাহে না।—কেবল বলে, আমি কি ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি ?"

বিবি কুলমতী মনোভাব গোপন করিয়া নিদ্রোত্থিতের ন্যায় ভাব প্রকাশে কহিলেন, "হাঁ হাঁ ভুলিয়াছিলাম,—বিশেষ প্রয়োজন বটে !—তুমি তাহাকে রংমহলের বিশ্রামকক্ষে অপেক্ষা করিতে বল, আমি শীঘ্রই সেই স্থানে যাইয়া সাক্ষাৎ করিতেছি !"

সম্মানসহকারে মস্তক অবনত করিয়া পরিচারিকা বিদায় গ্রহণ করিল। কুলমতী অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "কি বিষম সঙ্কট !—ঋণী নহি, অথচ পরিশোধের নিমিত্ত অপমান সহ্য করিতে হইতেছে ! এখন কি প্রকারেই বা এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারি ?" এই সমস্ত কথার আন্দোলনে শূন্যহৃদয়া বিবি কুলমতী ধীরে ধীরে পাদবিক্ষেপ করিতে করিতে রংমহলের কক্ষাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এদিকে পরিচারিকা বর্ষীয়সীকে বিবির অনুমতিক্রমে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবেশিত করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে, এমন সময়ে পথিমধ্যে প্রভুর সহিত তাহার সহসা সাক্ষাৎ সন্দর্শন। পরিচারিকা সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। মিজিতিয়ার তৎপ্রতি নেত্রপাতপূর্ব্বক প্রভুত্ব-ব্যঞ্জকস্বরে আদেশ করিলেন, "দেখ, তোমার কর্ত্রীঠাকুরাণীকে একবার ডাকিয়া আন, বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া পরিচারিকা সবিনয়ে কহিল, "আজ্ঞা তিনি এক্ষণে একটু ব্যস্ত আছেন, এইমাত্র একটী লোকের—"

বাধা দিয়া মিজিতিয়ার সাহেব কহিলেন, "একটী কেন, শত শত লোকের সহিতই তাঁহার আজ আলাপ সম্ভাষণ, তাহা আমি বিলক্ষণরূপই অবগত আছি। কিন্তু একটী বিষয় জিজ্ঞাসার বিশেষ প্রয়োজন। এখনই তাঁহাকে সংবাদ প্রদান কর। আমি এই পার্শ্বস্থিত গৃহেই অপেক্ষা করিতেছি।"

পরিচারিকা ভূমিতলে দৃষ্টিপাত করিয়া বিনীতভাবে কহিল, "আজ্ঞা, তিনি সেখানে নাই। রংমহলে একজনের সহিত কথোপকথনে—"

"রংমহল ?—রাত্রিকালে রংমহলে কেন ?—কাহার সহিত কথোপকথন ?"

"আজ্ঞা সে দিন—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া পরিচারিকার আর বাঙনিষ্পত্তি হইল না, অধোবদনে দণ্ডায়মান রহিল।

"কোন্‌দিন? কিসের কথা বলিতেছ?

"আজ্ঞা যে স্ত্রীলোকটী ইতিপূর্ব্বে সেই এক দিবস আসিয়াছিল, তাহারই কথা নিবেদন করিতেছি।"

"কোন্‌দিন? কাহার কথা?"

"আজ্ঞা যে স্ত্রীলোক সেই একখানি পত্র—"

"পত্র?" আশ্চর্য্যভাবে আন্দোলিতস্বরে মিজিতিয়ার সাহেব কহিলেন, "পত্র?—হাঁ হাঁ এখন স্মরণ হইয়াছে।—সে দিন তোমাকেই সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম বটে!—ভাল, বারবার সে লোক বিবির সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত এখানে আগমন করে কেন? তাহার অভিপ্রায় কি? তুমি কি তাহার কিছু সন্ধান রাখ?"

"আজ্ঞা—আজ্ঞা—"

"সঙ্কোচ করিও না, বলিয়া যাও।"

সাহস প্রাপ্তেও পরিচারিকার মুখ হইতে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। কিঞ্চিৎ বিলম্বে এইমাত্র উত্তর করিল, "আজ্ঞা সে দিন যে পত্রবাহিকা বিবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল, এ-ই সেই!"

"তাহা ত বুঝিলাম, কিন্তু তাহার অভিপ্রায় কি? কি জন্য আগমন করিয়াছ?—তাহার বিষয় তুমি কতদূর পর্য্যন্ত সুপরিজ্ঞাত?"

"আজ্ঞা—"

"আজ্ঞা আবার কি?—প্রকাশ করিয়া বল।—আবার বলি, সঙ্কোচ করিবার কারণ নাই!—বলিয়া যাও!"

পরিচারিকা নিরুপায় হইয়া কহিল, "বিশেষ সংবাদ বলিতে পারি না, তবে মুদ্রাদির আদান প্রদান সম্ভব!—বোধ হয় টাকা লইতে আসিয়াছে!"

"টাকা?" সবিস্ময়ে মিজিতিয়ার খাঁ বলিয়া উঠিলেন, "টাকা? এ কথা তুমি কিরূপে জানিলে? টাকা আদায় করিতে আসিয়াছে, এ কথা তোমার মনোমধ্যে কি সূত্রে ধারণা হইল?"

“আজ্ঞা তাহারই প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি!—বর্ষীয়সীর কথার ভাবে তাহা বলিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে!”

“এ সময়ে?—এ উৎসবের দিনে?—সে কি আর উপযুক্ত সময় পায় নাই?—দিবসে আসিতে বলিয়া দাও নাই কেন?”

“বলিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে সম্মতা নহে!—বলে, আবার কে পরিশ্রম করিয়া আসিবে? সেই নিমিত্ত বিবির অনুমতিক্রমে, অগত্যাই তাহাকে রংমহলে লইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছি!”

আপন বণিতার ঋণদায়িতা শ্রবণে ধনবান মির্জিতিয়ারের আপাদ মস্তক সহসা বৈদ্যুতিক বলে প্রকম্পিত হইয়া উঠিল!—ধমণীমধ্যে প্রতপ্ত শোণিত-স্রোত তীব্রবেগে বহমান হইয়া তাঁহার মস্তিষ্ককে অকস্মাৎ বিকৃত ভাবাপন্ন করিয়া দিল। তথাপি সামান্য পরিচারিকার সম্মুখে উচ্ছলিত হৃদয়বেগ প্রকাশ করা অবৈধ বিবেচনায় যথাসাধ্য সংগোপনপূর্ব্বক প্রশান্তভাবে কহিলেন, “না না, তুমি তবে ভালরূপ অবগত নহ! বিবিজান কখন কাহারও নিকট এক কপর্দ্দকও ঋণী নহেন! তোমার ওটা বুঝিবার নিতান্তই ভ্রম! যাও, তোমার কর্ত্রীঠাকুরাণীকে একবার ডাকিয়া আন!”

পরিচারিকা মস্তক অবনত করিয়া প্রস্থানের জন্য উদ্যম করিয়াছে, এমন সময় খাঁ সাহেব পুনরায় কহিলেন, “শুন শুন, আর এক কথা!—যতক্ষণ তোমার কর্ত্রীঠাকুরাণী আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তথায় প্রত্যাবৃত্ত না হয়েন, সেই বর্ষীয়সীকে ততক্ষণ সেই স্থানে অপেক্ষা করিতে কহিও!”

ইতিমধ্যে উদ্বিগ্নহৃদয়া বিবি ফুলমতী অন্যমনে নির্দ্দিষ্ট রংমহলের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, সম্মুখে সেই ক্রূরা বর্ষীয়সীর জঘন্যমূর্ত্তি তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইল। মঙ্গলচাঁদের প্রতিনিধি সচ্ছন্দে একখানি পর্য্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক পাদপীঠে আপন চরণদ্বয় রক্ষা করিয়া আপন মনেই বিশ্রাম করিতেছিল। ফুলমতীর আগমন দর্শনে ক্রূরমতী তাহাতে ভ্রমক্রমেও-ভ্রূক্ষেপ করিল না। দণ্ডায়মান হইয়া যথারীতি সম্মান প্রদর্শনে তাহার একেবারেই ঔদাস্যভাব! কেবল চরণদ্বয় পাদপীঠ হইতে অপসারিত করিয়া ভূমিতলে সংরক্ষিত করিল মাত্র। বিবি ফুলমতী মনে মনে অতিশয়

সংক্ষুব্ধ হইলেন। কিন্তু বহুকষ্টে মনোভাব সম্বরণপূর্ব্বক ধীর গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "তোমার কি কাণ্ড জ্ঞান একেবারেই বিবর্জ্জিত? উৎসবের দিন ভিন্ন তোমার কি আর অপর সময় ঘটিয়া উঠিল না?"

"উৎসব আবার কি? সময় আবার কি?—টাকা পাইব সেই নিমিত্তই আসিয়াছি! ইহাতে আর কালাকালের বিচার করিব কি?" সতেজে এই সকল কথা সমুচ্চারণে বর্ষীয়সী পর্য্যঙ্কোপরি সমুন্নত হইয়া বসিল, কিন্তু গাত্রোত্থান করিবার কোন প্রকার আকার ইঙ্গিত প্রকাশ করিল না।

তিরস্কারব্যঞ্জকস্বরে বিবি ফুলমতী কহিলেন, "মানী লোকের কিরূপ মান মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হয় তাহা তুমি আদৌ অবগত নহ!—যাক্, সে কথা তোমার সহিত নহে!—তোমাকে উপদেশ দিবার নিমিত্তও আমার এখানে আগমন হয় নাই!—তোমার ময়নার প্রেরিত পত্রের বিষয়ে এইমাত্র বলিতেছি, কল্য প্রত্যুষেই প্রত্যুত্তর—"

বর্ষীয়সী এই ভর্ৎসনাবচনে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া আসন পরিত্যাগ করিল, কিন্তু পূর্ব্ব স্বর পরিত্যাগ করিল না। বাধা দিয়া সেইভাবেই বলিতে লাগিল, "আজ্ঞা হাঁ, তাহা ত বুঝিলাম!—কল্য প্রত্যুত্তর দান করিবেন, তাহা ত এক্ষণে শুনিতে পাইলাম! কিন্তু রাত্রি পোহাইলে আবার আপনাকে কালে ধরিবে! কাল কাল করিয়া বহুকালই আপনি অতিবাহিত করিবেন! আমার পরামর্শ শুনুন! যাহাতে এ বিষয় একটা শীঘ্রই শেষ হইয়া যায়—"

"শেষ আবার কি?" বিবি ফুলমতী বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "শেষ আবার কি? আমি বারবার বলিতেছি, ময়নার নিকট আমি এক কপর্দ্দকও ঋণী নহি!—হিসাব দৃষ্টে এখনই তাহা সপ্রমাণ করিতে পারি!"

"আজ্ঞা, ময়নাবিবিও বলিতেছেন, ও সমস্ত মুদ্রা আপনার নিকট ন্যায়-মতেই প্রাপ্তব্য!—সেই নিমিত্তই—"

"কখনই নহে! কখনই নহে! তাহার ইহা নিতান্তই ভ্রম। এক কপর্দ্দকও আমি তাহার নিকট ঋণী নহি!"

"আজ্ঞা, ময়নাবিবিও বলেন, সমস্ত হিসাবই ঠিক!—হিসাবে এক কপর্দ্দকেরও ভুল হয় নাই! খাতা প্রমাণে ঐ টাকাই আপনার নামে খরচ

পড়িয়া রহিয়াছে! গণ্ডগোল করেন কেন? যাহাতে এই অসন্তোষকর বিষয়টী সহজেই চুকিয়া যায়, সে বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করুন!—সামান্য বিষয়ের নিমিত্ত আপনার ন্যায় উচ্চপদস্থা মহিলার বাক্‌বিতণ্ডা করা কোনক্রমেই উচিত হয় না! যাহা হয় ন্যায়মত একটা শেষ করিয়া ফেলুন!"

"কতবার বলিব?—আমি ন্যায়মতেই বলিতেছি, ইহা তোমার নিয়োগকর্ত্তৃত্বই সবিশেষ ভুল!"

"আজ্ঞা ময়নাবিবিও বলিয়াছেন, ইহা অণুমাত্রও ভ্রমপূর্ণ নহে। হিসাব দৃষ্টেই ঐরূপ পত্র প্রেরণ করা হইয়াছে!"

বৃদ্ধার এই ভীতিপ্রদ তীব্রবচনে বিবি ফুলমতীর সহসা হৃৎকম্প উপস্থিত। তাহার অনলোদ্গারি কুটিল কটাক্ষ দর্শনে প্রিয় সখী জাফরি বেগমের কথা মনোমধ্যে উদয় হওয়াতে ইহা যে প্রকৃত বল প্রকাশ, তাহা তিনি তৎক্ষণাৎ অনুভব করিয়া লইলেন। কিন্তু এ অবস্থায় কি করিলে সকল দিকে সুবিধা হয়, তাহা তিনি কোনক্রমেই স্থির করিতে পারিলেন না। বর্ষীয়সীকে দূরীভূত করিয়া দিবেন, কি অবনতমস্তকে তাহার সেই অন্যায্য দাবীপত্রের মুদ্রাগুলি পরিশোধে সকল বিষয় সংগোপনে লুক্কায়িত করিয়া রাখিবেন, ইহা তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া কোনমতেই স্থিরীকরণ করিতে পারিলেন না। এই সঙ্কট সময় পরিচারিকা আসিয়া বিজ্ঞাপন করিল, "খাঁ সাহেব আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তৎপরে বর্ষীয়সীকে সম্বোধনপূর্ব্বক পুনরায় কহিল, "বিবির প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত তুমি এইখানে অপেক্ষা করিয়া থাক।"

পরিচারিকার এই কএকটী কথা শ্রবণে বিবি ফুলমতীর হৃদয় সবিস্ময়ে সহসা স্তম্ভিত প্রায়। পরক্ষণেই প্রকৃতিস্থ হইয়া পরিচারিকার সহিত সে গৃহ পরিত্যাগে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। গমন করিতে করিতে সকৌতূহলে সহচরীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ও কথা প্রয়োগ করিবার তাৎপর্য্য কি?"

"আজ্ঞা, কোন্ কথাটী অনুমতি করিতেছেন?"

"কেন, ঐ বর্ষীয়সীকে অপেক্ষা করিবার কথা!"

"আজ্ঞা, সাহেবের অনুমতি ছিল।"

"বর্ষীয়সীর আগমন, খাঁ সাহেব কিরূপে জানিতে পারিলেন?"

"আজ্ঞা, আমারই প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছিলেন। বর্ষীয়সীর আগমনের কারণ আমাকে বারবার জিজ্ঞাসা করাতে নিরুপায়ে অগত্যাই আমি তাঁহাকে সে বিবরটী বিজ্ঞাপন করি, সেই নিমিত্তই তিনি ওরূপ আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাতে যদি অপরাধ হইয়া থাকে, তজ্জন্য বিনীতভাবে ক্ষমা—"

"না না, ইহাতে আর তোমার অপরাধ কি? আপন কর্ত্তব্যই প্রতিপালন করিয়াছ!" এই কথা বলিয়া বিবি ফুলমতী চিন্তামগ্না হইলেন। তাঁহার চিন্তার পার নাই, মন অতিশয় আকুলিত হইয়া উঠিল। বর্ষীয়সীর বিষয় নিজিতিয়ার সাহেব জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কি কথা বলিয়া তদুত্তর প্রদান করিবেন, তাহা তিনি কোনমতেই স্থিরীকরণ করিতে পারিলেন না, চিন্তাশ্লথ চরণে ধীরে ধীরে আপন স্বামীর সন্নিকটে সমুপস্থিত। দৃষ্টি ভূমিতলে বিনিক্ষিপ্ত, মস্তিষ্ক ঘন ঘন বিঘূর্ণিত, হৃদয় দুরু দুরু করিয়া ক্ষণে ক্ষণে বিকম্পিত! স্বামীর মুখপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে তাঁহার আর কোনক্রমেই সাহস হইল না।

নিজিতিয়ার সাহেব তাঁহাকে দেখিবা মাত্র সস্নেহে স্বীয় বক্ষে ধারণপূর্ব্বক সুমধুরবচনে প্রেমপূর্ণভাবে কহিলেন, "প্রিয়তমে! অদ্য আমার একটী বিষয়ে ভুল হইয়াছে! এই উৎসব ব্যাপারে বহুল পরিমাণে অর্থব্যয়! পূর্ব্ব হইতে তোমাকে অর্থ সাহায্য করা আমার পক্ষে অতীব উচিত কার্য্য ছিল। কিন্তু তাহার এখনও সময় যায় নাই। এই চাবীগুচ্ছ গ্রহণ কর, প্রয়োজন মত মুদ্রাদি লইয়া ত্বরায়ই আবার প্রত্যাবৃত্ত হইও! কোন বিশেষ কথা আছে, আমি এইখানেই তোমার নিমিত্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিব!"

বিবি ফুলমতী প্রস্থান করিলেন। অর্থ সংগ্রহের উপায় হইলেও বিষম চিন্তাসমূহ তাঁহার অন্তর হইতে এককালে অন্তর্হিত হইয়া যাইল না। তিনি আপনা আপনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "হায়! স্বামী আমাকে ঋণীরূপে স্থির নিশ্চয় করিয়াছেন! অথচ আমি একটীমাত্র কপর্দ্দক কাহারও নিকট হইতে গ্রহণ করি নাই! দুরদৃষ্ট! সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে আমার

সাহস হইল না!—সাহস?—সর্ব্বনাশ! শুনিলে কি আর রক্ষা থাকিত?—তাঁহার কোপানল হইতে আমি কি আর নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিতাম?—তাহা হইলে খাঁ সাহেব কি সে সমস্ত নিদারুণ দোষ মার্জ্জনা করিয়া পুনরায় আমারে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইতেন?—সম্ভবপর বলিয়া ত কখনই বিবেচিত হয় না!” ইত্যাকার ভাবিতে ভাবিতে তিনি যথাসময়ে কোষাগারে সমুপস্থিত হইলেন। ক্ষুণ্ণমনে সনিশ্বাসে সিন্দুক হইতে টাকা লইয়া রংমহলের বিশ্রাম-গৃহে বর্ষীয়সীর নিকট পুনরাগমন করিলেন।

মঙ্গলচাঁদের কর্ম্মিষ্ঠা প্রতিনিধির প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিনিক্ষেপপূর্ব্বক বিবি ফুলমতী কিঞ্চিৎ কঠোরস্বরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “এই লও, টাকা গ্রহণ কর! কিন্তু দাবীকারিণীকে বিজ্ঞাপন করিও যে, আমি তাহার নিকট একটী তাম্রখণ্ডমাত্রও ঋণী নহি! তবে যৎসামান্য বিষয়ের নিমিত্ত তোমাদের ন্যায় নীচ স্বভাবা স্ত্রীলোকদিগের সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করা অবৈধ বিবেচনায়ই এই স্বর্ণমুদ্রা তোমাকে প্রদান করিলাম! কিন্তু সাবধান! পুনর্ব্বার এ বাটীর ত্রিসীমানায়ও পদার্পণ করিও না! করিলে, অপমানের সহিতই দূরীকৃত হইবে! সাবধান!”

এই সকল অপমানসূচকবাক্যে বর্ষীয়সী ভ্রূক্ষেপও করিল না। মুদ্রারাশি দর্শনে তাহার অন্তঃকরণ মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। সাহ্লাদে আগ্রহসহকারে বলিয়া উঠিল, “আজ্ঞা না, আমার কেশাগ্রও দর্শন করিতে পাইবেন না! ভ্রমক্রমেও আর এ বাটীতে পদার্পণ করিব না! তবে স্বর্ণমুদ্রাগুলি দুইসহস্র রৌপ্যমুদ্রার সমতুল হইবে ত?”

অবজ্ঞাসূচক হাস্যসহকারে বিবি ফুলমতী ঘৃণাব্যঞ্জকস্বরে কহিলেন, “সে বিষয়ের নিমিত্ত চিন্তা নাই। সুবিধামত বিক্রয় করিতে পারিলে, তদতিরিক্ত বরং যৎকিঞ্চিৎ লাভ হইবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কিন্তু কৈ প্রাপ্তি স্বীকার-পত্র কোথায়?—দাবীপত্রে মঙ্গলজীর নামই উল্লিখিত, তোমার নাম গন্ধ তাহাতে ছন্দাংশেও পরিবর্ণিত নাই। সুতরাং এ মুদ্রা তোমাকে প্রদান করিলে কি প্রকারে আমার হৃদ্‌প্রত্যয় হইতে পারে? তোমার হস্তে প্রদান করিলে মধুমুখী ময়না যে এ সমস্ত করায়ত্ত করিতে পারিবে, তাহারই বা

স্থির নিশ্চয় কি? মঙ্গলচাঁদের স্বাক্ষরিত প্রাপ্তি-স্বীকারপত্র ভিন্ন এতাধিক স্বর্ণমুদ্রা কি প্রকারে তোমার হস্তে অর্পণ করিতে পারি?"

"আচ্ছা, তাহা আমারই নিকট সংগৃহীত;' এই লউন!" ত্রস্তভাবে এই কএকটী কথা সমুচ্চারণে বর্ষীয়সী আপন অঙ্গরাখাভ্যন্তর হইতে একখানি প্রাপ্তি-স্বীকারপত্র বহিষ্করণপূর্ব্বক ফুলমতীর সম্মুখভাগে সংস্থাপন করিল।

সকোপনয়নে সুতীক্ষ্ণস্বরে বিবি ফুলমতী কহিলেন, "যাও, প্রস্থান কর! পুনরায় আর এ বাটীতে প্রবেশ করিতে সমুদ্যত হইও না! আর তোমার সেই নিয়োগকর্ত্তৃরে বিজ্ঞাপন করিও, পুনরায় কোনরূপ প্রতিনিধি প্রেরণ করিলে খাঁ সাহেব তাহার যথোচিত দণ্ডবিধান করিবেন! লও, মুদ্রা লইয়া দূরীভূত হও!"

এই সমস্ত অপমান ও তিরস্কারবাক্যে বর্ষীয়সীর তিলমাত্রও ভ্রূক্ষেপ নাই। কৌশলার্জ্জিত স্বর্ণমুদ্রা সংস্পর্শে তাহার অন্তর চলচলভাবে দোদুল্যমান। ব্যঙ্গভাব প্রকাশে ঈষদ্ধাস্য করিয়া বিবি ফুলমতীকে অভিবাদনপূর্ব্বক সে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া আসিল।

বিবি ফুলমতী স্বামী সন্নিধানে পুনরায় সমুপস্থিতা। কৃতজ্ঞহৃদয়ে উৎফুল্ললোচনে মিজিতিয়ারের মুখ প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া সস্নেহে তাঁহার উভয় হস্ত ধারণপূর্ব্বক গদগদ বচনে কহিলেন, "প্রাণনাথ! অদ্য আপনি যে কার্য্য সমাহিত করিলেন, তাহা আমি এ জীবনে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও বিস্মৃত হইতে পারিব না! এই নিন্, সিন্দুক ও কোষাগারের চাবীগুচ্ছ গ্রহণ করুন!"

সহাস্যআস্যে মিজিতিয়ার সাহেবের প্রশান্তবদনে প্রত্যুত্তর, "সেকি? আমার দ্বারা এরূপ কি কার্য্য সমাচরিত হইয়াছে, যাহাতে তুমি এতদূর কৃতজ্ঞতা প্রকাশে যত্নবতী! সাংসারিক এবং অন্যান্য নানারূপ ব্যয় ভূষণের নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে আমি তোমারে কোষাগারে প্রবেশ করিতে ইঙ্গিত করি নাই বলিয়া, আমিই বরং তোমার নিকট বিশিষ্টরূপেই অপরাধী! চাবীগুচ্ছ প্রত্যর্পণ করিবার প্রয়োজন হইতেছে না, আবশ্যকমত আর এক সময় প্রদান করিও। এক্ষণে যে নিমিত্ত আমার আগমন

কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যসহকারে শ্রবণ কর। নিমন্ত্রিত মহিলাগণের সঙ্গে যে সকল শিশু সন্তান সমাগত হইয়াছে, যাহাতে তাহাদের রীতিমত আশীর্ব্বাদ রক্ষা হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করিতে ত্রুটি করিও না।” এই কথা বলিয়া উত্তরের নিমিত্ত প্রতীক্ষা না করিয়া তিনি সে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। বিবি ফুলমতীও অন্যমনে আপন অঙ্গরাখাভ্যন্তরে চাবীগুচ্ছ রক্ষা করিতে করিতে শশব্যস্তে কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইতে চলিলেন!

অষ্টত্রিংশ কাণ্ড

অভীষ্ট সিদ্ধি,—নির্ঘাতবাক্য,—হৃদয় বিনিময়!

নৈদাঘ নিশীথের গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে বণিক প্রবর মিজিতিয়ারের “বাগ-বাহার” ভবনে সেই রজনীতে নানা রঙ্গের প্রমোদ-তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছিল। কোথাও নৃত্যগীত, কোথাও একতান বাদন, আবার কোথাও বা বিবিধ কৌতুক ক্রীড়া। স্থানে স্থানে দলবদ্ধ দর্শক ও শ্রাবকগণ একত্রে উপবেশন করিয়া আপনাপন চক্ষু কর্ণের সন্তোষ বিধান করিতেছেন। একটী সুসজ্জিত প্রশস্ত প্রকোষ্ঠমধ্যে বিস্তৃত গালিচার উপর কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একত্রিত হইয়া নানা বিষয়ের কথোপকথন করিতে ব্যাপৃত ছিলেন। এই দলের মধ্যে ডাক্তার প্রবর লেরি, শ্রেষ্ঠীপ্রধান দাতাজী-তনয় মহানুভব সুন্দরজী, এবং গুণধর মোবারক আলি ও আর আর কএকটী ভদ্রব্যক্তি একত্রে সমাসীন। ইহাঁরা সকলেই সেই সময়ে বিবিধ প্রসঙ্গের কথাবার্ত্তায় বিনিযুক্ত রহিয়াছেন। কথার প্রসঙ্গে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন, “এবার ধনগোপালের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে! আহা! বেচারার বড়ই বিপদ—”

কথা শেষ হইতে না হইতেই সোৎসুকে মোবারক আলি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন কেন?—তাহার কি হইয়াছে?—কিসের বিপদ?”

"কেন, মহাশয় কি অবগত নহেন ? সেই শিবনগরের বাটীর ব্যাপার ?"

"তাহা ত জানি, কিন্তু তাহার সহিত ধনগোপালের সম্পর্ক কি ?"

"সেই বাটী যে তিনিই ক্রয় করিয়াছেন !" মোবারকের প্রশ্নে প্রথম বক্তার এইমাত্র সংক্ষিপ্ত উত্তর।

অপর একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, অল্প মূল্যের দ্রব্য বুঝি বহু-মূল্যে ক্রয় করিয়াছেন ?"

"আজ্ঞা তাহা নহে, তদ্বিপরীত! স্বল্প মূল্যেই ক্রয় করা হইয়াছে, কিন্তু—"

"তবে তবে ?—তবে দায়গ্রস্ত কেন ?"

"আজ্ঞা, ভোগে আইসে কৈ ?"

"মহাশয়ের কথা ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।—অল্প মূল্যে ক্রয়, অথচ ভোগে আইসে না, এ কথার অর্থ কি ?—তবে দলীলপত্রের বুঝি কিছু গোলযোগ আছে ?—সেই নিমিত্তই বুঝি দখল পান না ?"

"আজ্ঞা, দলীলপত্র সমস্তই বিশেষরূপ পরিশুদ্ধ, তাহাতে কিছুমাত্রই গোলযোগ নাই ;—বিক্রেতার নিকট হইতেও নিয়মিতরূপে অধিকারও প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু দৈব বিড়ম্বনায় নৈসর্গিক ব্যাপারে—"

"নৈসর্গিক ব্যাপার ? সে আবার কি ? কিছুই ত বুঝিতে পারিলাম না।"

"আপনি পারিবেন না বটে। এ দেশে আপনি সম্প্রতি আগমন করিয়াছেন, সুতরাং আপনার পক্ষে ইহা সম্পূর্ণরূপেই প্রহেলিকার ন্যায় জ্ঞান হইবে বটে, কিন্তু গুর্জ্জরবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই এ ব্যাপার বিশিষ্টরূপেই সুবিদিত। যদি শুনিবার ইচ্ছা থাকে, তবে সুন্দরজী মহাশয়কেই জিজ্ঞাসা করুন, ইনি আমা অপেক্ষা সে বিষয়ে অধিকতর সুপরিজ্ঞাত, বিশেষরূপ বিবর্ণনে এখনই আপনার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিয়াদিবেন !"

প্রশ্নকর্ত্তা সোৎসুকে সুন্দরজীর মুখ প্রতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিক্ষেপ করিলেন। মনোভাব বুঝিতে পারিয়া শ্রেষ্ঠীপুত্র সানুরাগে গম্ভীরবদনে কহিলেন, "যে আজ্ঞা, আপনার কৌতূহল এখনই নিবারণ করিয়াদিতেছি, কিন্তু ইংরাজী ভাষায় কথা কহিলে ভাল হয় না ? ডাক্তার সাহেব আছেন, গুর্জ্জরী ভাষায় কথা কহিলে, আমাদের ওলরি মহোদয়ের তাহা কোনক্রমেই বোধগম্য হইবে

না, সুতরাং ইনি মূকের ন্যায়ই বসিয়া থাকিবেন, এবং সেই সঙ্গে ইহাঁর মনে মনে বিরক্তি হইবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আর আপনাদেরও তাহাতে কিছুমাত্রই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, আপনারা সকলেই সে ভাষা বিশেষরূপই সুপরিজ্ঞাত! কি বলেন? সেই ভাষাই কি ব্যবহার করিব?"

"ক্ষতি কি?" হাস্য করিতে করিতে মোবারক আলি কহিলেন, "ক্ষতি কি?—উত্তমই কল্প!—এই সঙ্গে আর একটী বিষয়েরও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। ডাক্তার সাহেব শ্রবণ করিয়া সেই বিষয়ে কিরূপ অভিমত প্রকাশ করেন, এবং তাঁহার সাহসই বা কি পর্য্যন্ত দুরতিক্রম্য, এই সঙ্গে তাহারও—"

মোবারকের এই পরিহাসবাক্য শ্রবণে সুন্দরজী ব্যতীত আর আর সকলেই উচ্চরবে হাস্য করিয়া উঠিলেন, তাঁহার কথা শেষ করিতে দিলেন না। হাস্য কোলাহলের অবসান হইলে শ্রেষ্ঠী-কুমার সাহেবের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহাশয়কে একটী অদ্ভুত ব্যাপার শ্রবণ করাইতেছি। কিন্তু প্রসঙ্গটী আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আপনাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিলাম না।—ভাল মহাশয়! আপনি কি ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাসস্থাপন করেন?"

মৃদুমন্দ হাস্যসহকারে ডাক্তার সাহেব উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা না, কোনকালেই না! কেবল আমি বলিয়া নহে, বোধ হয় পাশ্চাত্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে এক প্রাণীরও উহাতে বিশ্বাস নাই!"

"তবে বোধ হয় এ বৃত্তান্ত শ্রবণে আপনার কৌতূহল কিছুমাত্রই উদ্রিক্ত হইবে না। কিন্তু অনুমান করি,—ভরসা করি,—প্রস্তাবিত বিবরণটী শ্রবণ করিতে আপনার পক্ষে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা না থাকিতে পারে!"

"প্রতিবন্ধকতা? অণুমাত্রও না! বরং আপনার প্রস্তাবনার ভূমিকা শ্রবণেই আমার কৌতূহল অধিকতরই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে! ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি আর না-ই করি, মহাশয় সানুগ্রহে যাহাই বলিবেন, আগ্রহের সহিতই আমি তাহা অবিচলিতচিত্তে শ্রবণ করিব! কি বলিতেছিলেন, বলুন না!"

সসম্ভ্রমে আপনার শিরোদেশ ঈষৎ অবনত করিয়া সুন্দরজী মহাশয় প্রস্তাবিত বিষয়টী আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। "এই নগরের দক্ষিণ পশ্চিম

কোণে "শিবনগর" নামে একটী মধ্যবিধ গ্রাম আছে। উক্ত ধনগোপাল ঐ গ্রামে আপন বাসার্থে একখানি বৃহৎ উদ্যানবাটী ক্রয় করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত একদিনের জন্যও তিনি তাহা ব্যবহার করিতে পারিলেন না। স্বয়ং থাকিতে না পারিয়া যাহাতে অন্য কেহ সেখানি ভাড়া লইতে স্বীকৃত হয়, তদ্বিষয়েও তিনি সবিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন, কিন্তু দুরদৃষ্ট-ক্রমে তাঁহার সে অভিলাষ অণুমাত্রও সুসিদ্ধ হইল না।"

সহসা সবিস্ময়ে ডাক্তার সাহেব বলিয়া উঠিলেন, "মার্জ্জনা করিবেন, কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া কিছুতেই আমি শান্ত থাকিতে পারিতেছি না! ভাল মহাশয়! কি কারণে তিনি তাহা ব্যবহার করিতে পারিলেন না?—ভূতের উপদ্রবে বুঝি?" এই শেষ কএকটী কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার অধরপ্রান্তে ঈষৎ হাস্যরেখা প্রতিভাত হইল!

"আজ্ঞা হাঁ, তাহাই বটে! ভূতের উপদ্রবেই বটে!—নৈসর্গিক বিপৎপাতের অধীন হইয়া তিনি কি প্রকারে সেই বাটীতে অবস্থান করিতে পারেন? অথবা অপর কে-ই বা কোন্ সাহসে হৃদয়-বন্ধনপূর্ব্বক তাহা ভাড়া লইতে অগ্রসর হইবে? সুতরাং সেখানি ক্ষতির তালিকায় পড়িয়া এক প্রকার নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে।—সেই বাটী সজ্জীভূত করিতে যে বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই বলিয়াই ইনি তাঁহার ক্ষতির বিষয় এইমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন।" এই কথা বলিয়া প্রথম বক্তার প্রতি সুন্দরজী মহাশয় অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিলেন।

মনোযোগসহকারে এই সমস্ত কথা শ্রবণপূর্ব্বক ডাক্তার সাহেব প্রশান্তভাবে কহিলেন, "সেটা মনের ভ্রান্তি মাত্র! চন্দ্রলোকে মানবের অস্তিত্বের ন্যায়, ভূতের সমাগম তিনি মনোমধ্যে ধারণা করিয়া রাখিয়াছেন মাত্র! বাস্তবিক কিছুই নহে!"

"আজ্ঞা, মনে মনে কল্পনা নহে, মনের ভ্রান্তি নহে, ইহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ!"

"চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ?—সে আবার কি প্রকার মহাশয়?"

"আজ্ঞা, বিজ্ঞাপন করিতেছি। ধনগোপাল—"

সুন্দরজীকে বলিবার অবকাশ না দিয়াই সভাসীন ব্যক্তিদিগের মধ্যে

ভূতযোনির বিষয়ে যিনি যাহা যাহা অবগত ছিলেন; শৈশবাবস্থায় বৃদ্ধা পিতামহীর ক্রোড়দেশে শায়িত হইয়া যিনি যেরূপ ভূতের গল্প উদরস্থ করিয়াছিলেন, সে সমস্ত একে একে উদ্গার করিয়া ধনগোপালের বাটীর উপরে আরোপিত করিতে লাগিলেন। এ বিষয় কতদূর সত্য, পাঠক মহাশয় আমাদের আখ্যায়িকার সহিত কিছুদূর গমন করিলেই সে ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে পারিবেন। সময়ক্রমে প্রস্তাবিত বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, নানারূপ অমানুষিক কাণ্ড নিচয় দর্শন করিয়া আপনাদেরও শরীর শিহরিয়া উঠিবে, বিস্ময়ে হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া যাইবে, বিভীষিকাময় কাণ্ড সমূহ অবলোকনে অন্তরমধ্যে ভয়ের উদ্রেক হইবারও সবিশেষ সম্ভাবনা!

উক্ত বিষয় অবলম্বন করিয়া কেহ কহিলেন, "সেখানে একটা বিকটাকার কবন্ধ আছে, তাহার উদরের উপর মুখ, মূলার ন্যায় দন্ত, নাসিকা ও চক্ষুর্দ্বয় রন্ধ্র প্রবিষ্ট! সে শালবৃক্ষোপম বৃহৎ ভুজদ্বয়ে জীব জন্তু আক্রমণপূর্ব্বক সজীবই গ্রাস করিয়া ফেলে!"

আবার কেহ বলিলেন, "সেখানে একটা ভীষণ প্রেত আছে! তাহার দেহ কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট! কিন্তু মুণ্ডটী একটী বৃহৎ জালার ন্যায়, চক্ষু দুইটী বড় বড় সরার মত, তাহা আবার উজ্জ্বল রক্তবর্ণ এবং ঘূর্ণায়মান! চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ, এবং সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অতি কদর্য্য সুদীর্ঘ কৃমি নিরন্তরই বিলম্বিত! তাহার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ কর্কশ এবং অনুনাসিক! সে প্রশ্বাস দ্বারা সম্মুখস্থ প্রাণীপুঞ্জ আকর্ষণপূর্ব্বক তাহাদিগকে সজীবই চর্ব্বণ করিতে থাকে!"

এই সমস্ত কথা শ্রবণে ডাক্তার সাহেব ধীরভাবে কহিলেন, "সেকি মহাশয়? ইহাও কি সম্ভবপর? কখনই নহে! মনের বিকার মাত্র! জনরবের শত রসনা!"

আখ্যানকর্ত্তার পোষকতা করিবার জন্য নিকটস্থ এক ব্যক্তি সহসা বলিয়া উঠিলেন, "বিলক্ষণ মহাশয়!—বলেন কি? বিকার মাত্র?—যে ব্যক্তি তাহার করাল গ্রাস হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছিল, তাহারই প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি! লোকটী অতি বিশ্বাসী!—বিশেষতঃ সে ব্যক্তির শ্মশ্রু-বিরহিত মস্তক ও লোমবিহীন শরীর দর্শনে আমাদের প্রতীতিও দৃঢ়তররূপে

বর্দ্ধনশীল! জিজ্ঞাসায় জানিলাম, ভূত প্রেতের নিশ্বাসেই তাহার ঐরূপ শোচনীয় অবস্থা!"

ডাক্তার লেরি সেইভাবেই উত্তর করিলেন, "আমার ত কিছুতেই বিশ্বাস হয় না! ইহা প্রতারণাবাক্য! আপনি প্রতারিত হইয়াছেন!"

"না না মহাশয়, প্রতারিত নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সে ব্যক্তি অতিশয় বিশ্বাস-পাত্র। এই দেখুন, স্মরণ করিয়াও আমার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল!" এই কথা বলিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রতিপোষক আপন কণ্টকিত হস্ত ডাক্তার সাহেবের সম্মুখভাগে ধারণ করিলেন!

এইরূপ যিনি যাহা অবগত ছিলেন, একেএকে সমস্তগুলি ভয়বিহ্বল হৃদয়ে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ডাক্তার সাহেব অবহিতচিত্তে সকলেরই বর্ণনাগুলি ক্রমে ক্রমে শ্রবণ করিলেন। ক্ষণকাল পরে মৃদুমন্দ হাস্যসহকারে সুন্দরজীর মুখ প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক ধীর গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি বলেন মহাশয়? এ সকল বিষয়ে আপনার কতদূর দৃঢ়বিশ্বাস?"

"আজ্ঞা, লোকের মুখে ত শুনিতে পাই বটে,—বিশ্বাসী লোকেও ত ও কথা বলিয়া থাকে বটে, তবে আমি স্বয়ং কিছুই দর্শন করিতে পাই নাই, এই পর্য্যন্ত। ফলতঃ এ বিষয়ে অবিশ্বাসের কারণও কিছুমাত্র দেখিতে পাইতেছি না!"

"অপরে যাহাই বলুক, কিন্তু মহাশয়ের ন্যায় জ্ঞানী লোকের মনে এরূপ ধারণা হওয়া কখনই উচিত কার্য্য হয় না!—ভূত, এ কথা কথাই নহে! দুষ্টলোকের ছল চাতুরী মাত্র!"

মোবারক এতক্ষণ নীরবে সকলের কথোপকথন শ্রবণ করিতেছিলেন, কোন পক্ষেই কোনরূপ মতামত প্রকাশ করেন নাই, এক্ষণে প্রয়োজন অনুমানে অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, "ভাল কথা স্মরণ হইল!—সে বিষয়ের মর্ম্মভেদ কিরূপে করিবেন?" এই পর্য্যন্ত বলিয়া ঈষৎ গম্ভীরভাবে পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "প্রায় দুই সপ্তাহ অতীত হইল, আমার কোন আত্মীয়, কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করেন; প্রত্যাগমনকালে রাত্রি অধিক হওয়াতে পান্থশালায় স্থান প্রাপ্ত হইলেন না। সুতরাং নিরুপায়

হইয়াই ঐ বাটীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে তাঁহাকে বাধ্য হইতে হইল। প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে সভয়ে দর্শন করিলেন, যে গৃহে তিনি শয়ন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে অন্তরিত হইয়া তিনি একটী বৃহদাকার পুরীষ-স্তূপের উপর শায়িত হইয়া রহিয়াছেন! তাঁহার সর্ব্বশরীর দুর্গন্ধময় নাড়ীর দ্বারা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ! দীর্ঘ শ্মশ্রুমধ্যে নানা জাতীয় কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভেক শাবক অনায়াসেই লম্ফ ঝম্প প্রদান করিতেছে! তবেই বিবেচনা করুন দেখি, ইহা ভৌতিক ব্যাপার নহে ত আর কি?"

"আজ্ঞা, কখনই নহে! ইহা দুষ্টলোকের দুরভিসন্ধি মাত্র!—ভূত ও নহে, কিছুই নহে!—কেবল মন্দ লোকের ষড়যন্ত্র ও কলকৌশল!"

"স্বীকার করিলাম!—দুষ্টলোকের দুরভিসন্ধি ইহা আমি মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করিলাম! কিন্তু সে ব্যক্তির নিদ্রাভঙ্গ হইল না কেন? ওরূপ অবস্থায় সে ব্যক্তি কিরূপে নিদ্রা-সুখ অনুভব করিতে সক্ষম হইল? সে বিষয়ের সদুত্তর কি?

মোবারকের প্রশ্নের পোষকতা করিয়া অপর একটী ভদ্রলোক ভয়বিহ্বল-কম্পিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "বটেই ত, বটেই ত!—সেরূপ তীব্র দুর্গন্ধে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না কেন? ইহার উচিত উত্তর কি? ডাক্তার সাহেব সে বিষয়ের প্রকৃত কারণ কিরূপে নির্দ্ধার্য্য করিয়া লইবেন?"

গম্ভীরবদনে মোবারক আলি কহিলেন, "তাহাই ত বলিতেছি।—অনাবৃত স্থানে আনীত হইয়াও তাঁহার চেতনা হইল না কেন? তাহার উত্তর প্রদান করুন দেখি? ইহা কি স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার?"

ক্ষণকাল চিন্তার পর ডাক্তার সাহেব কহিলেন, "বোধ হয় সে ব্যক্তি মদিরা পানে চেতনাশূন্য হইয়াছিল, সুতরাং অবসরক্রমে দুষ্টলোকের মনস্কামনা অবাধেই সুসিদ্ধ!"

"না না তাহা নহে। সে ব্যক্তি কোনরূপ মাদকদ্রব্য স্পর্শই করে না।—তাহার ন্যায় সচ্চরিত্র ও নির্দ্দোষ ব্যক্তি এই গুর্জ্জররাজ্যমধ্যে অতি অল্পমাত্রই দেখিতে পাওয়া যায়!"

প্রশান্তভাবে ডাক্তার সাহেব কহিলেন, "তবে এ ক্ষেত্রে আর এক সিদ্ধান্ত

হইতে পারে; এক প্রকার রোগ আছে, তদ্দ্বারা আক্রান্ত হইলে নিদ্রিত ব্যক্তি নিদ্রাবশেই নানাস্থানে বিচরণ করিয়া বেড়ায়, এবং নানারূপ দুঃসাহসিক কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিয়া থাকে। হয় ত সে ব্যক্তিও সেই সময় সেই রোগে সমাক্রান্ত হইয়াছিল, তাহাতেই তাহার ঐরূপ দশা সংঘটিত হইয়া থাকিবে!"

"আজ্ঞা না, তাহা নহে।—নিদ্রায় আবার পরিভ্রমণ কি?—অসম্ভব! এ ব্যক্তি ভূত প্রেতের মায়া প্রভাবেই সেইরূপ সমাচ্ছন্ন! রোগও নহে, মনের বিকারও নহে,—ভূত প্রেতের বিভীষণ মায়া!"

"ভাল, সে কথা আপনাকে আর এক সময়ে প্রণিধান করাইয়া দিব। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যদি ভূতের উপদ্রবে সে বাটীতে কেহই তিষ্ঠিতে পারে না, তবে আপনার সেই আত্মীয়টী সে রাত্রে তথায় কিরূপে আশ্রয় প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হইলেন?"

"কেন, দ্বাররক্ষক উদ্যানপাল প্রভৃতি সকলেই ত সেই স্থানে অবস্থান করিয়া থাকে? তাহাদের দ্বারাই সে ব্যক্তি আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিল!"

"ভাল, তাহা যেন হইল!" মৃদুমন্দ হাস্য করিয়া ইভান লেরি কহিলেন, "ভাল, তাহা যেন হইল! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই সকল লোকের প্রতি কি ভূত প্রেতের অত্যাচার সমাচরিত হয় না? তাহারা কিরূপে সেই নৈসর্গিক উৎপীড়ন হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে সুসমর্থ হইয়া থাকে?"

"বিলক্ষণ মহাশয়! সমস্ত উদ্যানই কি নৈসর্গিক উৎপীড়নে সংক্রামিত? তাহা নহে,—কেবল ঐ উদ্যানস্থ প্রমোদ-ভবনেই ভূতেরা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; তদ্ভিন্ন আর কোথাও কোনরূপ উপদ্রব নাই। দ্বাররক্ষক উদ্যানপাল প্রভৃতির আবাসগৃহও সতন্ত্র; সুতরাং ভূতের দ্বারা উৎপীড়িত হইবার কোন প্রকার আশঙ্কা নাই, সেই নিমিত্তই সকলের রক্ষা।"

ডাক্তারপ্রবর লেরি মহোদয়ের জ্ঞানালোক বিভাসিত হৃদয়মধ্যে অমূলক ভূতের অস্তিত্ব কোনক্রমেই স্থান প্রাপ্ত হইল না! তথাপি সকলের আগ্রহাতিশয় দর্শনে তিনি ঈষৎ ক্ষুণ্ণমনে উত্তর করিলেন, "আপনাদের ন্যায় সভ্য-মহোদয়গণের হৃদয়ে এরূপ জঘন্য ভ্রম, অতীব দুঃখের বিষয়! যাহা হউক, যাহাতে ইহা একেবারে নির্ম্মূলিত হইয়া যায়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া একান্ত

পক্ষেই আবশ্যক হইতেছে! আপনাদের উচিত, কোন রাত্রিযোগে সেই বাটীর অভ্যন্তরে অবস্থান করা, এবং তাহা হইলেই ইহার প্রকৃত তথ্য আবিষ্করণে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধ মনোরথ হইতে'পারিবেন! নিরন্তর গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া থাকা অপেক্ষা, একবার কিছু আয়াস স্বীকারে তাহার দূরীকরণ করা বিশিষ্টরূপেই পরিকর্ত্তব্য!"

এই উপদেশ শ্রবণে উপস্থিত সকলেই পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণপূর্ব্বক নীরবে অবনতমস্তকে উপবিষ্ট হইয়া রহিলেন। মনোভাব বুঝিতে পারিয়া ইভান লেরি ধীর গম্ভীরস্বরে পুনর্ব্বার আরম্ভ করিলেন, "তবে যদি আপনারা কেহই এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী না হয়েন, তাহা হইলে আমাকেই ইহা নিজ-স্কন্ধে গ্রহণ করিতে হইতেছে!"

এককালে সকলেরই বিস্ময়বিস্ফারিতনয়ন ডাক্তার সাহেবের মুখ প্রতি সন্ন্যস্ত হইয়া রহিল। তিনি সুন্দরজীকে সম্বোধনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "আপনারা আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না! আমি ইহার জন্য পঞ্চাশত সহস্রমুদ্রা পর্য্যন্ত পণ রাখিতেও প্রস্তুত আছি! যদি এই কার্য্য সাধনে অকৃতকার্য্য হই, তাহা হইলে তাহার শাস্তি স্বীকার স্বরূপ উক্ত মুদ্রা সংখ্যা আপনাকে অর্পণ করিব! কেমন, স্বীকার আছেন কি?"

সুন্দরজী মনে করিলেন, ডাক্তার সাহেব বুঝি তাঁহার সহিত পরিহাস করিতেছেন। সুতরাং তিনিও পরিহাসচ্ছলে উত্তর করিলেন, "যে আজ্ঞা, যদি পণের টাকা আমাকে প্রদান করিতে না হয়!—আপনি জয়লাভ করিলে আমার নিকট হইতে যদি পণের টাকা গ্রহণ না করেন, তাহা হইলেই স্বীকৃত আছি!"

"তাহাই স্বীকার!" গম্ভীরবদনে ডাক্তার সাহেব কহিলেন, "তাহাই স্বীকার!—আপনার ইচ্ছামত কার্য্য করিতেই প্রস্তুত! যদি সফল মনোরথ না-ই হই, আপনি জয় ও মুদ্রা লাভ করিবেন; আর কৃতকার্য্য হইলে আপনাকে এক কপর্দ্দকও প্রদান করিতে হইবে না! ভাল, এই সর্ত্তেই স্বীকার পাইলাম!

"আপনি বিদ্রূপ করিতেছেন নাকি? বিনা পণে এত টাকা ক্ষতি স্বীকার করিবেন? আপনি রহস্য করিতেছেন বটে?"

"আজ্ঞা না, রহস্য নহে! অন্তরের যথার্থ ভাবই পরিব্যক্ত করিয়াছি! বিদ্রূপবাক্য প্রয়োগ করিব কেন? মহাশয়ের ন্যায় মহাত্মা ব্যক্তির সম্মুখে এবং এরূপ গুরুতর ব্যাপার অনুষ্ঠানের সময় আমার মুখ হইতে কি কখন বিদ্রূপবাক্য বিনিসৃত হইতে পারে?"

মোবারক স্থির নিশ্চয় জানেন যে, কেবল সাহেব কেন? সমগ্র জগতের মধ্যে সাহসিকতম পুরুষ আসিলেও এইরূপ দুরূহ জীবন সংশয়কর অসাধ্য ব্যাপার সাধনে কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না; সুতরাং ইঁহাকে নিশ্চয়ই সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইতে হইবে। শুদ্ধ পরাজয় নহে, সেই সঙ্গে পঞ্চাশত সহস্রমুদ্রাটীও হস্তান্তর ইহা এক প্রকার স্থির নিশ্চয়! তবে সুন্দরজী এতটা টাকা অকারণ প্রাপ্ত হয় কেন? মনে মনে এই সকল আন্দোলন করিয়া রহস্যভাব প্রকাশে সাহেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, "সাহেব! আপনি পণ রাখিলেন কেন?—যে দুঃসাধ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন, ইহাতে আপনার জীবন রক্ষাই সংশয় স্থল, পরাজয় ত অতি সুদূরেরই কথা! যদি কখন প্রাণ লইয়াও নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারেন, তবে সেই সঙ্গে কতকগুলা অর্থ, অনর্থক ব্যয়িত হয় কেন? আর একান্তই যদি ঐ মুদ্রা পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া থাকেন, তবে শ্রেষ্ঠীপুত্র সুন্দরজীকে প্রদান করিবেন কেন? উঁহার পিতা বিপুল ধনের অধিকারী! উঁহাকে প্রদান করিলে আর সবিশেষ ফল কি? বরং আমার সহিতই পণ রাখুন, আমি—"

কথা অবসান হইবার পূর্ব্বেই ডাক্তার সাহেব স্থিরকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "একজনের সহিত পণ করিয়া তাহা অন্তরিত করা আমাদের জাতির কোনকালেই রীতি পদ্ধতি নাই! তবে যদি উনি ইহাতে অস্বীকার পান, তাহা হইলে তখন অন্যরূপ বিবেচনা করা যাইবে!" এই কএকটী গম্ভীর-বচনে মোবারকের পরিহাস বাক্যগুলি যেন অতিশয় লজ্জা পাইতে লাগিল, তিনি আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না,—নীরবে মস্তক অবনত করিয়া অপ্রস্তুতভাবে বসিয়া রহিলেন।

ইভান্ সেরির এই সমস্ত বাক্যাবলী শ্রবণে সুন্দরজী মহাশয় হাস্যসংকারে

উত্তর দান করিলেন, "আজ্ঞা, লাভের বিষয়ে কে কোথায় অস্বীকার করিয়া থাকে ?" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তৎপরে তিনি গম্ভীরভাবে পুনরায় কহিলেন, "আমি বলিতেছি কি, এরূপ দুঃসাহসিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা কোন্‌-ক্রমেই উচিত কার্য্য নহে।—বিশেষ বিবেচনা, বিশেষ আন্দোলনের পর সে বিষয়ের স্থির মীমাংসা। আপনি তাহাই করিবেন। সহসা প্রতিশ্রুত হইবার প্রয়োজন হইতেছে না, বিপদ ঘটিবে।"

"আজ্ঞা না, সে জন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না! আর প্রতিজ্ঞা করিয়াই বা তাহা আমি কি প্রকারে খণ্ডন করিতে পারি? তাহাতে আমার নামে অতিশয় অপযশ হইবে যে?—দাম্ভিক ও অহঙ্কারী অনুমানে আপনারাই যে মনে মনে আমারে অতিবাদই ঘৃণা করিতে থাকিবেন? যাহা হউক, সে বিষয়ের উচিত পরামর্শ কি? দুষ্টলোকের দুরভিসন্ধি হইতে কিপ্রকারে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারা যায়? সে বিষয়ের সদ্‌যুক্তি কি? দুষ্টলোকের যে ক্রিয়াকলাপ,—সে স্থানে যে দুষ্টলোক আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ থাকিতেছে না! তাহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায়ান্তর কোথায়? বিনা অস্ত্রে কিরূপে তথায় নিশাযাপন করিতে সাহসী হইতে পারি?"

"কেন, বিনা অস্ত্রে গমন করিবেন কেন? অস্ত্র শস্ত্রাদিতে সজ্জীভূত হইয়াই যাইতে পারিবেন। তাহাতে আমাদের কিছুমাত্রই ওজর আপত্তি নাই। বিশেষতঃ ভৌতিক বল বিক্রমের নিকট অস্ত্রশস্ত্রাদি কোন্‌কালে ফলদায়ক হইয়া থাকে?"

"তাহা আমি বুঝিয়া লইব! তবে আর একটী কথা!—অস্ত্রশস্ত্রাদি যেন ব্যবহার করিতে পাইলাম, কিন্তু অন্ধকারে তৎসমুদয় কি কার্য্যে পরিণত হইবে?—আলোকাদির সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে তীক্ষ্ণতর নশ্বর প্রহরণও যে অকর্ম্মণ্যরূপেই পরিগণিত হইয়া পড়ে। সে বিষয়ের সামঞ্জস্য কি?"

"কেন, অন্ধকারে থাকিতে হইবে কেন? সমস্ত নিকেতনটীই আলোকিত করিয়া রাখিতে পারিবেন। অন্ধকারে নিশাযাপন করিতে হইবে কেন?"

"ভাল, তাহা যেন হইল! কিন্তু পরিচর্য্যার জন্য দুই একটী পরিচারক ত সঙ্গে লওয়া আবশ্যক, সে বিষয়ে আপনাদের অভিমত কি?" এই

প্রশ্ন সমুত্থানে ইভান লেরি সুন্দরজীর বদন প্রতি কোমল দৃষ্টি সংযত করিয়া রহিলেন।

"দাস ও রক্ষক যত ইচ্ছা তত‍ই লইয়া যাইতে পারেন। কিন্তু কথা এই, সেই রাত্রিকালে সেই প্রমোদ-ভবনের মধ্যে একজনও আপনার নিকট উপস্থিত থাকিতে পাইবে না। একাকীই আপনাকে সেই নিশা অতিবাহিত করিতে হইবে!"

"যে আজ্ঞা, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইল! বিস্তর লোকেরই বা প্রয়োজন কি, একজন মাত্র সামান্য ভৃত্য হইলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইবে!"

"ভাল, সেই কথাই অবধারিত! তবে কোন্‌দিবস সে বাটীতে অবস্থান করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন? কল্য না পরশ্ব?"

"এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার তাৎপর্য্য?"

"আজ্ঞা অপর কিছুই নহে, তবে পরশ্ব দিবস আমিও নাকি ঐ দিকে যাত্রা করিতেছি, মহাশয়ের নিশাযাপন, তদ্‌নুসঙ্গিক সাহসিকতা সেই গ্রামে তৎক্ষণাৎই নাকি শ্রবণপূর্ব্বক সাতিশয় প্রীতিলাভ করিতে পারিব, সেই নিমিত্তই ও কথার সমুত্থাপন; অপর কোন গূঢ় অভিপ্রায়ের নিমিত্ত নহে।"

"আজ্ঞা, পরশ্ব দিবস গমন করিবার সুবিধা নাই!" প্রশান্তভাবে ডাক্তার সাহেব কহিলেন, "আজ্ঞা, পরশ্ব দিবস গমন করিবার সুবিধা নাই! সেই দিন প্রাতেই আমাকে একবার হেমাভাই প্রেমাভাইয়ের শাখা-গদীতে গমন করিতে হইতেছে! বিশেষ প্রয়োজন, না যাইলে নানা কার্য্যের বিঘ্ন বাধা! তাহার পরদিবস—"

হেমাভাই প্রেমাভাইয়ের নাম শ্রবণে সুন্দরজীর সর্ব্বাঙ্গ সহসা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি আগ্রহসহকারে বলিয়া উঠিলেন, "হেমাভাই প্রেমাভাই?—তাঁহাদের সহিত কি মহাশয়ের আলাপ পরিচয় আছে?"

"আজ্ঞা হাঁ বিশিষ্টরূপেই!" গম্ভীরবদনে ডাক্তার সাহেব কহিলেন, "আজ্ঞা হাঁ বিশিষ্টরূপেই! শুনিয়াছি মহাশয়ের সহিতও তাহাদিগের বহু ব্যাপৃত কারকারবার! যদি কোনরূপ সুপারিসপত্রের প্রয়োজন হইয়া থাকে,—বাণিজ্য ব্যবসা সম্বন্ধে কোন প্রকার উপরোধ অনুরোধ করিলে

যদি তাহাতে আপনাদিগের সবিশেষ সাহায্য বা সুবিধা হইবার উপায় হয়, তাহা হইলে এখনই আমি সে কার্য্য সম্পাদন করিতে অন্তরের সহিতই প্রস্তুত! অনুমান করি, আমার উপরোধ অবহেলা করিতে কোনক্রমেই তাঁহারা সুসমর্থ হইবেন না! এক্ষণে মহাশয়ের যেরূপ অভিপ্রায়!”

“আজ্ঞা, অর্থাদি বা পণ্যদ্রব্যের সাহায্যের নিমিত্ত নহে। তবে একটী বিষয় অবগত হইবার আমার নিতান্তই অভিলাষ। সে বিষয় যখনই আমাদের মনোমধ্যে সমুদিত হয়, তখনই আমাদের অন্তর এক অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্বভাবে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে! সেই অভিনব ভাবের প্রকৃত অর্থ, হৃদয়ের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা! মহাশয়! এই গদীর সহিত বহুদিবস হইতেই আমাদের অভিবাদই প্রতিদ্বন্দিতা ছিল।—এককালে পিতার যখন অতিশয় দুঃসময়, তিনি যখন বিপদজালে শোচনীয়রূপে বিজড়ীভূত; গদীর স্বাক্ষরিত সমস্ত হুণ্ডীই সেই সময় ইহাঁরা ক্রয় করিয়া পিতাঠাকুরের নিকট দাবী করিয়া বসেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পরিশোধের নির্দ্ধারিত দিবসে লোক প্রেরণ করা দূরে থাকুক, বরং সেই হুণ্ডীগুলির অপর পৃষ্ঠায় প্রাপ্তি স্বীকার পর্য্যন্তও—”

সুন্দরজীর কথায় বাধা দানে ডাক্তার সাহেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক মীর মোবারক আলি কহিলেন, “মহাশয়! উনি সমস্ত বিষয় উত্তমরূপে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইতেছেন না। আমিই আনুপূর্ব্বিক সমুদয় বৃত্তান্ত পরিপরিবর্ণন করিয়া মহাশয়ের সুগোচর করিয়াদিতেছি।” এইরূপ ভূমিকা করণানন্তর দাতাজীর বাণিজ্য ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অবধি পুনরভ্যুদয় পর্য্যন্তের আমূল বৃত্তান্ত একেএকে প্রকাশ করিয়া বলিলেন। পরিশেষে কহিলেন, “ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে গদীকে নষ্ট করিবার নিমিত্ত হেমাভাই প্রেমাভাইয়ের ততদূর আগ্রহ ও আকিঞ্চন, সেই গদীর সেইরূপ শোচনীয় দুর্দ্দিন উপস্থিত হইলে তাহার প্রতি কোন প্রকার উৎপীড়ন না করিয়া যাহাতে সেটী রক্ষা পায়, তদ্বিষয়েরই উপায় উদ্ভাবনে ব্যতিব্যস্ত। কেবল উদ্ভাবন মাত্র নহে, আনুকূল্য দানে তাহার উদ্ধার সাধন করিতেও কাল বিলম্ব করিলেন না। ইহারই বা অর্থ কি?

এ কার্য্য করিবার তাঁহাদের তাৎপর্য্যই বা কি ছিল? করতলে প্রাপ্ত হইয়াও তাহাকে বিধ্বংসিত করিয়া ফেলিলেন না কেন? এই অদ্ভুত ব্যবহারের নিগূঢ় কারণ পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত সুন্দরজী মহাশয় বহুবারই তাঁহাদের নিকট লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কথা তাঁহারা কিছুতেই স্বীকার পান নাই। জিজ্ঞাসা করিলে, "আমরা সে বিষয়ে নিতান্তই অনভিজ্ঞ,—আমাদের নিকট ঋণী ছিলেন না,—প্রতিনিধিও প্রেরণ করি নাই!" এইরূপ ভাসা ভাসা কথায়ই উত্তরদানপূর্ব্বক একাল পর্য্যন্ত দাতাজীকে প্রতারিত করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে সুন্দরজীর সবিশেষ অনুরোধ, সেই গদীর উপর আপনার যদি কোনরূপ প্রভুত্ব বা কর্ত্তৃত্ব থাকে, তাহা হইলে সেই বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্বটী অবগত হইয়া ইহাঁকে অথবা ইহাঁর পিতাকে তদ্বিষয় সময়ক্রমে বিজ্ঞাপন করেন। কেমন মহাশয়? ইহাই আপনার আন্তরিক ইচ্ছা কি না?" এই শেষ কএকটী কথা উচ্চারণ করিয়া তিনি সুন্দরজীর প্রতি নেত্রপাত করিলেন।

সাগ্রহে সুন্দরজী মহাশয় উত্তর করিলেন, "হাঁ মহাশয়, তাহাই বটে।"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ডাক্তার সাহেব অন্যমনস্কভাবে কহিলেন, "বোধ হয় আপনার পিতার ভ্রম হইয়া থাকিবে,—হয় ত ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু হিসাব বহিতে লিখিয়া রাখিতে বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন,—ব্যস্ততা প্রযুক্ত হয় ত তাঁহার সে কথা স্মরণই ছিল না! এ সমস্যার মীমাংসা ইহা ভিন্ন আর কিছুই ত স্থিরীকরণ করিতে পারিতেছি না!"

"আজ্ঞা না, তাহা নহে।—প্রথম দিবস পিতাও ঐরূপে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন বটে, হিসাবে ভুল, এই কথাই প্রথমে তাঁহার মনোমধ্যে ধারণা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তৎপরে হিসাব দৃষ্টে সে ভ্রম তাঁহার অন্তর হইতে এককালেই অপসারিত হইয়া গেল। তিনি যে তাঁহাদের নিকট ঋণী ছিলেন, এ কথা বুঝিয়া লইতে তাঁহার আর মুহূর্ত্তের নিমিত্তও অপেক্ষা রহিল না। বিশেষতঃ হীরকাবলীরই বা অর্থ কি? "কুসীদ প্রদত্ত" এ কথাই বা তাহাতে সমঙ্কিত হইল কেন? তাই বলিতেছি, হেমাভাই প্রেমাভাই যে তাঁহার প্রকৃত উপকারক, ইহাতে আর সংশয় মাত্রও নাই। তবে কথা এই,

সাহায্য দান করিয়া তাঁহারা এযাবৎকাল পর্যন্তও অস্বীকার করিয়া আসিতেছেন কেন? জিজ্ঞাসা করিলে ঐ একই উত্তর। জানি না, শুনি নাই, বলিতে পারি না" এইরূপই ঔদাস্যভাব! কিন্তু ইহার মধ্যে যে কোনরূপ গূঢ়তম কারণ পরিবিদ্যমান, তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ থাকিতেছে না!"

আশ্চর্য্যভাব প্রকাশে ডাক্তার সাহেব বলিয়া উঠিলেন, "কি আশ্চর্য্য!—কথনই সম্ভবপর নহে!—উপকার করিয়া অস্বীকার পাইবে কেন? ইহাতে আর তাহাদের ক্ষতি বৃদ্ধি কি, আপত্তিই বা কি আছে?"

"আজ্ঞা, তাহাই ত নিবেদন করিতেছিলাম, ইহাতে আর তাঁহাদের কি অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইতে পারে? আমি ত তাহা কিছুতেই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। মহাশয়ের বিদ্যা বুদ্ধি অধিক, শুনিয়াছি য়ুরোপীয়-গণ সকল বিষয়ে সবিশেষই পারদর্শী! আপনি যদি কোনরূপে প্রগাঢ় বিদ্যা প্রভাবে সেই দুর্ভেদ্য রহস্যের নিগূঢ় মর্ম্ম উদ্ভেদ করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে চিরকালের নিমিত্তই আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ হইয়া থাকি।"

ডাক্তার সাহেবের বদনমণ্ডল ক্রমশঃ গম্ভীরতর, তাঁহার নয়ন হইতে এক প্রকার অপূর্ব্ব জ্যোতি বিনিসৃত, এবং তাঁহার হৃদয়মধ্যেও এক অদ্ভুত ভাবের সমুদ্ভব! তিনি ক্ষণকাল চিন্তার পর গম্ভীরভাবে কথঞ্চিৎ কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "তবে বোধ হয় কোন ব্যক্তি আপনার পিতার নিকট কোন বিষয়ে পূর্ব্ব হইতেই ঋণী ছিল, সে ব্যক্তি ঐ রূপেই বোধ হয় তাহার সেই ঋণ পরিশোধ করিয়া থাকিবে; আমার বিবেচনায় ইহা বলিয়াই ত স্থির নিশ্চয় হইতেছে!"

"আজ্ঞা হাঁ, তাহা ত বুঝিলাম। কিন্তু কে সেই ব্যক্তি, তাহা জানিবার উপায় কি?"

"কেন, তাহারও ত বিলক্ষণ সদুপায় ছিল,—এই বিষয় সবিশেষ অবগত হইবার অন্য এক সুপ্রশস্ত পন্থাও ত সুপরিষ্কৃত ছিল?—জাহাজের মালিম সারেং প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিলেই ত আপনি তাহার সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইতে পারিতেন? তাহা করেন নাই কেন?"

"করিয়া ছিলাম!" আগ্রহসহকারে সুন্দরজী মহাশয় প্রত্যুত্তর করিলেন, "করিয়াছিলাম!—সারেং প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইয়াছিল। একটী ইংরাজ সাহেব জাহাজ ও মালামাল ক্রয় করণানন্তর আমার পিতার সম্পত্তি বলিয়া তৎসমুদায় বরোজবন্দরে উপস্থিত করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহারা এই পর্য্যন্তই বলিতে সক্ষম হইল, তদ্ভিন্ন আর কিছুই তাহারা অবগত নহে।"

"তবে ত ঠিকই হইয়াছে, সেই ইংরাজ সাহেবের দ্বারাই যে প্রদত্ত, তাহাতে ত আর কণামাত্রও সন্দেহ থাকিতেছে না?—আপনার পিতার নিকট হয় ত সে ব্যক্তি কোন প্রকার বিশেষ ঋণেই আবদ্ধ ছিল, সেই ঋণ পরিশোধ করিবার নিমিত্তই হয় ত তাহার ঐরূপ কোশলময় পন্থার অবলম্বন! আমার বিবেচনায় ইহাই ত সাধারণ যুক্তিপথে অতি সুস্পষ্টরূপেই বিভাসিত হইতেছে!"

"আজ্ঞা, পিতার ত স্মরণ হয় না। তিনি বলেন, ইংরাজের সহিত আমার কোনকালে কোন সূত্রেই আলাপ পরিচয় ছিল না;—সুতরাং এ সিদ্ধান্ত হৃদয়মধ্যে কিরূপে পরিগ্রহণ করিয়া লওয়া যাইতে পারে?"

"আজ্ঞা, মার্জ্জনা করিবেন,—কিন্তু মহৎলোকের স্বভাবই ঐ প্রকার!—উপকার করিয়া বিস্মৃত হয়েন, কিন্তু কেহ যৎসামান্য উপকার করিলে চিরজীবনের নিমিত্তই তাঁহাদের হৃদয়ে প্রগাঢ়রূপেই তাহা সমঙ্কিত হইয়া থাকে। আপনার পিতা হয় ত এককালে তাহার উপকার করিয়া থাকিবেন; কিন্তু সময়ক্রমে এবং নানা কার্য্যের গোলযোগে তাহা একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছেন। সেই নিমিত্তই তাঁহার আর স্মরণ হয় না। এ ক্ষেত্রে ইহা বলিয়াই ত অন্তরমধ্যে উপলব্ধি হইতেছে!"

"আজ্ঞা, পিতা বলেন, উপকারও নয়, কিছুই নয়, দৈব কর্ত্তৃকই তিনি উপকৃত হইয়াছেন। এইটীই তাঁহার মনে মনে সুদৃঢ় বিশ্বাস।"

সবিস্ময়ে ডাক্তার লেরি বলিয়া উঠিলেন, "দৈব কর্ত্তৃক?—ইহাও কি কখন সম্ভবপর?"

"আপনারা দৈবে বিশ্বাস স্থাপন করেন না বটে, কিন্তু আমরা করি! ভারতবাসীরা সকলেই করিয়া থাকে!"

সকৌতূহলে লেরি মহোদয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কিরূপ মহাশয় ?"

"আজ্ঞা সে কথা যদি প্রকাশ করি, হয় ত আপনি আমার পিতাঠাকুরকে কুসংস্কারাপন্ন জ্ঞান করিয়া মনে মনে অবজ্ঞা করিতে থাকিবেন !"

সন্ত্রস্ত ভাবে গম্ভীরস্বরে ডাক্তার সাহেব উত্তর দান করিলেন, "কি ! মহানুভব দাতাজীকে অবজ্ঞা ?—তবে বলুন না কেন, আমার ইষ্টদেবকেও আমি মনে মনে হেয়জ্ঞান করিতে পারি ? অর্থাৎ ভদ্রলোকে কি ভদ্রলোককে মনে মনে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া থাকে ? তা আপনার পিতার কি প্রকার সংস্কার ? যদি বাধা না থাকে, তবে অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করুন না !"

উৎসাহ প্রাপ্তে শ্রীমান সুন্দরজী কহিলেন, "পিতার ধারণা, পিতার বিশ্বাস, হেমাভাইও নহে, প্রেমাভাইও নহে, সাহেবও নহে, কেহই নহে— তাঁহার উদ্ধারকর্ত্তা ঈশ্বর নিয়োজিত স্বর্গীয় দূত ! স্বর্গ হইতেই তিনি সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন !"

ডাক্তার সাহেবের মুখ হইতে বাক্যস্ফূরণ হইল না, তিনি শূন্য নয়নে সুন্দরজীর বদন প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। প্রশ্ন করিতে বিরত দেখিয়া মোবারক আলি সুন্দরজীকে সম্বোধনপূর্ব্বক সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "ঈশ্বর কর্ত্তৃকই সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হয় বটে, তিনি ইচ্ছাময়,—তাঁহার ইচ্ছাক্রমে সমস্ত কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে বটে ; কিন্তু স্বর্গীয় দূত, সে আবার কি ? এ কথার ভাব গ্রহণ করিতে ত কোনক্রমেই সমর্থ হইতেছি না।"

"আমি উহা ঐরূপেই প্রকাশ করিলাম বটে, কিন্তু উহার প্রকৃত অর্থ এই, পিতা বলেন, তাঁহার উদ্ধারকর্ত্তা অপর কেহই নহেন, তাঁহার অধীনস্থ একটী সামান্য কর্ম্মচারী মাত্র !"

সচকিতে মোবারক আলি সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কর্ম্মচারী ? তাহা আবার সামান্য অবস্থাপন্ন ? সে আবার কিরূপ মহাশয় ?—এইরূপ অত্যদ্ভুত সাহায্য দানে সে ব্যক্তি কিরূপে ক্ষমবান হইল ?"

"আজ্ঞা, পিতার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সেই কর্ম্মচারী দ্বারাই তাঁহার উদ্ধারসাধন হইয়াছে। মৃত্যুকালে সেই কর্ম্মচারীর পিতা আমার জনককে বিজ্ঞাপন করিয়াছিল, "আপনার যখন দুঃসময় হইবে,—বন্ধুবান্ধব সকলেই যখন

আপনাকে একেএকে পরিত্যাগ করিবে,—সামান্য সাহায্য দান করিতেও যখন কেহ তিলমাত্রও অগ্রসর হইবে না,—সেই সময় আমার পুত্র ঈশ্বরের দূতরূপে প্রেরিত হইয়া, আপনাকে সেই মহাশঙ্কট হইতে উদ্ধারসাধনপূর্ব্বক পিতৃঋণ কিয়ৎপরিমাণে পরিশোধ করিবে!” সেই স্বর্গীয় দূত—পিতার অতিশয় স্নেহপাত্র, অথচ দুষ্টলোক কর্ত্তৃক ভয়ানকরূপে উৎপীড়িত, আমার মাননীয় জনকের অভ্যুদয়ের একমাত্র মূল কারণ, অপর কেহই নহেন,—সেই মৃত্যু শয্যাশায়ী বৃদ্ধ শুকলালের পুত্র “মাতঙ্গী” পোতের প্রধান অধ্যক্ষ, ধীশক্তিসম্পন্ন শ্রীমান রঞ্জনলাল!”

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ডাক্তার সাহেব এতক্ষণ অন্যমনস্কভাবে শূন্য-নয়নে চিত্রার্পিতের ন্যায় আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রশ্নোত্তরের সঙ্গে সঙ্গে যতই সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল, ডাক্তার সাহেবের মুখ-মণ্ডলও ততই বিকৃত ভাবান্তর প্রাপ্ত হইতে থাকিল। তাঁহার আপাদ মস্তক সহসা যেন এক ভীষণ বৈদ্যুতিক বলে বিকম্পিত হইয়া উঠিল। তাঁহার গোপালবিনিন্দিত সুকুমার মুখবর্ণের বিনিময়ে এক গভীরতর আরক্তিম বর্ণ বিকাশমান,—তাঁহার বিস্ফারিত আবক্ত নয়নদ্বয়ে এক অদ্ভুত জ্যোতি জীবন্তরূপে প্রতিভাত,—ললাট এবং কপোলের শিরা সমুদয় তরল শোণিতে পরিপূর্ণিত হইয়া নীলিমাবর্ণে পরিদৃশ্যমান,—নাসারন্ধ্র হইতে গভীর নিশ্বাস প্রশ্বাস বর্ষণাকর্ষণে তাঁহার বক্ষদেশ ঘন ঘন স্ফীত ও প্রকম্পিত! যেন বাহ্যজ্ঞান পরিশূন্য চলৎশক্তি হীন কোন বিশেষ রোগীর ন্যায় তিনি সেই দলমধ্যে সমাসীন থাকিলেন! সুন্দরজীর বাক্য সকলেই অবহিতচিত্তে শ্রবণ করিতেছিলেন, সেই নিমিত্ত কেহই তাঁহার প্রতি অপাঙ্গনয়নেও দৃষ্টিপাত করেন নাই। কথা অবসান হইলে মোবারকের দৃষ্টি ডাক্তার সাহেবের মুখমণ্ডলের উপর নিপতিত হওয়াতে তিনি সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, “একি? আপনার এরূপ ভাব কেন?—কি হইয়াছে?”

ডাক্তারের মুখে কথা নাই, চক্ষে পলক নাই, শরীর সামর্থ্য হীন!—মোবারকের বাক্য তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল না, তিনি নীরবে উপবেশন করিয়া রহিলেন। এই অভাবনীয় অবস্থান্তর দর্শনে সুন্দরজী ত্বরিতহস্তে

সুশীতল গোলাপ এবং আর আর সুগন্ধি দ্রব্যাদি লইয়া সাহেবের বদনে ও মস্তকে সিঞ্চন করিবার উদ্যোগ করিলেন। ইঙ্গিতে নিবারণ করিয়া সুন্দরজীর মুখের প্রতি স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক ইভান লেরি অতি কোমলস্বরে কহিলেন, "আপনার কষ্ট লইবার প্রয়োজন নাই, আমি প্রকৃতিস্থ হইয়াছি,—উহা কিছুই নহে,—সময়ে সময়ে আমার এইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে, ইহা আমার পৈত্রিক রোগ!—আমার পিতাঠাকুরও সময়ে সময়ে ইহার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকিতেন! যাহা হউক, এই রোগ অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী! আপনি তজ্জন্য চিন্তিত হইবেন না, আমি এক্ষণে সম্পূর্ণরূপেই আরোগ্য লাভ করিয়াছি!"

সুন্দরজীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মোবারক আলি আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! এইমাত্র যে রঞ্জনলালের নামোল্লেখ করা হইল, তাঁহাকেই যদি আপনার পিতা প্রকৃত উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া বিশিষ্টরূপে অবগত আছেন, তবে আবার অপরের নিকট হইতে তাহার সবিশেষ তত্ত্ব লইবার প্রয়োজন কি?"

"আজ্ঞা, তাঁহার বাসস্থানের বিষয়? কোথায় যাইলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে, সে বিষয় ত পিতাঠাকুর অবগত নহেন?"

ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক মোবারক আলি আশ্চর্য্যভাবে কহিলেন, "আপনার পিতা উপকারককে জানিতে পারিয়াছেন, কিন্তু তাহার বাসস্থানের বিষয় নির্ণয় করিতে পারেন নাই?"

"আজ্ঞা, পিতা যাহা বলেন, সে কথা শ্রবণ করিলে এখনই আপনারা হো হো শব্দে হাস্য করিয়া উঠিবেন! এবং পিতাকেও—"

"কেন কেন, এরূপ করিব কেন?—তিনি সে বিষয়ে কি বলেন?—তাঁহার মনে কিরূপ ধারণা?"

"আজ্ঞা, পিতা বলেন, বাসস্থান স্বর্গে!—হিংসা, দ্বেষ, শোক দুঃখ বিরহিত যে দিব্যধাম, সেই স্থানবাসীই তিনি!—সেই নিমিত্তই—"

বাধা দিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কিঞ্চিৎ বিকৃতস্বরে ইভান লেরি সহসা বলিয়া উঠিলেন, "মহাশয়! মার্জ্জনা করিবেন, কিন্তু ও প্রসঙ্গে আর প্রয়োজন কি? কষ্ট পরিত্যাগকরিয়া শাখা কথার জল্পনায় বৃথা বৃথা সময় অতিবাহিত করিতেছেন

কেন? এক্ষণে শিবনগরের সেই বাটীর বিষয়ে কিরূপ ধার্য্য করিলেন? পরশ্ব ব্যতীত অপর কোন্ সময়ে আপনার সেখানে গমন করিবার সুবিধা হইবে?"

"আমার আর ঘটিয়া উঠিবে না।—আপনি সেখানে এক দিবস নিশাযাপন করিবেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট।"

"প্রতীত হইবেন কিরূপে? আমি যে তথায় নিশাযাপন করিয়াছি, এ কথা আপনার কিরূপে হৃদয়মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইবে?"

"কেন, আপনার কথা?—আপনি আসিয়া বিজ্ঞাপন করিলে তৎক্ষণাৎই আমাদের হৃৎপ্রত্যয়, আপনি তাহা করিলেই ত করিতে পারেন?"

"যথেষ্ট অনুগৃহীত হইলাম,—কিন্তু সে কার্য্য করা আমার পক্ষে কোনক্রমেই উচিত হয় না।—একজন সাক্ষীর নিতান্তই আবশ্যক!—আমি যে সেখানে যথার্থই একদিন নিশাযাপন করিয়াছি, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ—"

"যে আজ্ঞা, আপনি যদি নিতান্তই পীড়াপীড়ি করেন, তবে সেথায় এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করিতে অগত্যাই আমাকে বাধ্য হইতে হইতেছে।—ভাল, আমার একজন বিশেষ বিশ্বাসী লোক সেই গ্রামে আপনার নিমিত্ত এক সপ্তাহ কি দুই সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিবে। কেমন মহাশয়! ইহা হইলেই বোধ হয়, আপনার সুবিধা হইতে পারে? কিরূপ অনুমতি করেন? আপনার সুবিধা হইবে ত?"

"সম্পূর্ণরূপেই!" ইভান লেরি কহিলেন, "সম্পূর্ণরূপেই!"

নিজিতিয়ার এই সময় তথায় উপস্থিত হইয়া সমাদর সহকারে সকলকে আহারার্থ অভ্যর্থনা করিলেন। ডাক্তার সাহেব শরীরের অসুস্থতা বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক মিজিতিয়ারের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রমোদ সভা হইতে প্রস্থিত হইলেন। শ্রেষ্ঠীতনয়ও যে ভোজন ব্যাপারে যোগ না দিয়া তথা হইতে চলিয়া আসিবেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র কি?

সুন্দরজী "বাগবাহার" ভবন হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আপনার শকটখানির অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাহা দেখিতে পাইলেন না। কোন কার্য্যোপলক্ষে তিনি স্বয়ং শকটখানি স্থানান্তরে

প্রেরণ করিয়াছিলেন, শকটচালক সে কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া তখন পর্য্যন্তও তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারে নাই। কিয়ৎদূর গমন করিলেই পথিমধ্যে শকটখানির উদ্দেশ পাইবেন ভাবিয়া, তিনি পদব্রজেই তদনুসন্ধানে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পথ অতিবাহিত হইয়াছে, এমন সময় তাঁহার গাত্রাবরণীতে কঠিনরূপে টান পড়িল। তিনি পশ্চাৎদিকে ফিরিয়া চাহিলেন। সুদীর্ঘ শ্মশ্রুবিশিষ্ট শুভ্র পরিচ্ছদধারী খর্ব্বাকৃতি এক ব্যক্তি তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইল। কারণ জিজ্ঞাসা করিবার অগ্রেই সেই লোক আকার ইঙ্গিতে বিজ্ঞাপন করিল, "ভিক্ষুক,—আহার হয় নাই, কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রার্থনা!" ভিক্ষুকের এইরূপ অভদ্র আচরণ দর্শনে সুন্দরজীর তাহাতে কিছুমাত্র বিরক্তি বোধ হইল না। ভাবিলেন, এ ব্যক্তি নিতান্তই অসভ্য, সুতরাং দাতার নিকট কিরূপে ভিক্ষা প্রার্থনা করিতে হয়, সে বিষয়ে সম্পূর্ণরূপেই অনভিজ্ঞ। মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া ভিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত যেমনই তিনি টাকার থলীয়াটী বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে বহিষ্করণ করিয়াছেন, অমনি সেই ভেকধারী ভিক্ষুক, তাঁহার হস্ত হইতে সেই চর্ম্মবিনির্ম্মিত পুটলিটী কাড়িয়া লইয়া পার্শ্বস্থিত প্রান্তরভাগে সবেগে পলায়নপর হইল। দস্যু দুর্ব্বৃত্তের এই দুঃসাহসিকতা দর্শনে সুন্দরজীর পদদ্বয় স্বকার্য্য সাধনে ক্ষণকালের নিমিত্ত বিরত হইয়া রহিল। পরক্ষণেই তিনি ক্রুদ্ধ কেশরী বিক্রমে প্রবল সমীরণবেগে অপহারকের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই দুরাচার দস্যু সেই স্থান হইতে শত হস্ত দূরে পলায়ন করিতে না করিতেই তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধৃত করিয়া ফেলিলেন। ক্ষিপ্রহস্তে একখানি লুক্কায়িত সুতীক্ষ্ণ ছুরীকা কোষমধ্য হইতে নিষ্কাশনপূর্ব্বক সুন্দরজীকে হনন করিবার নিমিত্ত দুর্বৃত্ত দস্যু তৎক্ষণাৎই সমুদ্যত হইল। কলকৌশল এবং বাহুবলে ছুরীকাখানি কাড়িয়া লইয়া দূরস্থ রাজপথের দিকে তিনি তাহা সবেগে বিনিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্রহীন দস্যু বহুকষ্টে মুক্তিলাভের পর, অস্ত্র সংগ্রহের কামনায় রাজপথাভিমুখে বিক্রুতবেগে প্রধাবিত। কিন্তু কিছুতেই নিস্তার নাই। অসীম সাহসী সুন্দরজী পুনর্ব্বার তাহাকে করকবলিত করিয়া ফেলিলেন। উভয়ের মধ্যে ভয়ানকরূপ

মল্লযুদ্ধ সমুপস্থিত। সুন্দরজীর দুর্দ্ধর্ষ বাহুবলে দুরন্ত দস্যু অবিলম্বেই ভূপৃষ্ঠ-শায়ী। বক্ষোপরি বামজানু সংস্থাপনপূর্ব্বক তিনি তাহারে ঘোরতররূপে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন [illegible]ত দস্যুরও বিরাম নাই। নিষ্কৃতিলাভের নিমিত্ত সে ব্যক্তি প্রাণপণে দ্বিগুণিতরূপে বল প্রকাশ করিতে লাগিল। নির্জ্জন স্থান,—নিভৃততম প্রদেশ, সাহায্য প্রাপ্তিরও আশা ভরসা নিতান্ত পক্ষেই বিরল, পরিত্যাগ করিলেও নিস্তার থাকিবে না, ছুরীকা সংগ্রহে দুর্ব্বৃত্ত হয় ত তখনই তাঁহার প্রাণান্ত করিয়া ফেলিবে। কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাঁহার পক্ষে সকল দিকে সুবিধা, ভাবিয়া চিন্তিয়া দাতাজী-পুত্র সে বিষয়ে কিছুমাত্রই স্থিরীকরণ করিতে পারিলেন না। এ দিকেও বিষম বিভ্রাট; দুরন্ত দস্যুর বিকট অঙ্গোৎক্ষেপণে ক্রমে ক্রমে তিনি অতিশয় পরিক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এই সঙ্কট সময়ে সুদূরে শকটের ঝন্ ঝন্ শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে সংপ্রবিষ্ট হওয়াতে অগৌণে সাহায্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা বিবেচনায় তিনি তাহারে আরও অধিক সুদৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া রহিলেন। পরাজিত তস্কর নিরুপায়ে এতক্ষণের পর শ্রমরুদ্ধকণ্ঠে অশুদ্ধ মিশ্র হিন্দি ও ইংরাজী ভাষায় ছাড়া ছাড়া কথায় বলিতে লাগিল, "লও, তোমার টাকা ফিরাইয়া লও! আমাকে আর উত্যক্ত করিও না, ছাড়িয়া দাও, আমি আপন কার্য্যে চলিয়া যাই!"

সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া সুন্দরজী মহাশয় বারবার উচ্চৈঃস্বরে শকট চালককে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাঁহার চীৎকারধ্বনি শ্রবণে শকট-চালক সবেগে অশ্ব চালিত করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত। এ ব্যক্তি অপর কেহই নহেন, আমাদের সুধর্ম্মপরায়ণ সর্ব্বগুণসম্পন্ন সুহৃদবর মীর মোবারক আলি।

অশ্বের গতি সংরুদ্ধ হইতে [illegible] হইতে মীর মোবারক তৎক্ষণাৎ শকট হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক ভূমিতলে অবতরণ করিলেন। এবং "এই—এই সেই বেটা! সেই মুসলমান বেটা। সে রাত্রে আমার সর্ব্বস্ব চুরি করিয়াছে!" এই কথা বলিতে বলিতে সুন্দরজীকে সাহয্য প্রদান করিবার জন্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

"আজ্ঞা না মহাশয়, এ ব্যক্তি মুসলমান নহে, একজন ছদ্মবেশী ইংরাজ! কথার উচ্চারণ এবং ভাষাতেই তাহা সম্যকরূপেই প্রকাশ পাইয়াছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহাকে একটীবার ধৃত করুন দেখি, আমি এখনই দুরাত্মাকে বন্ধন করিয়া ফেলিতেছি।"

কথার স্বরে লোক চিনিতে পারিয়া মোবারক সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "এ কে? সুন্দরজী মহাশয় নাকি? বাঃ! বাঃ! বেশ হইয়াছে, বীরপুরুষের ন্যায়ই কার্য্য করিয়াছেন আপনি! ধরিতেছি—দৃঢ়রূপেই ধরিতেছি;—আপনি বেটাকে বন্ধন করিয়া ফেলুন।"

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, মোবারক আলি অতিশয় কাপুরুষ;—তাঁহার হৃদয়ে সাহসের লেশমাত্রও নাই; তবে বিপদসূচক সমস্ত কার্য্যই যখন এক প্রকার পরিসমাপ্ত প্রায়, কেবল বন্ধন করা মাত্র অবশিষ্ট আছে; তখন তাঁহার সেই ভীরুতার স্থানে সাহস আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। তিনি আস্ফালনপূর্ব্বক দস্যুকে ভূমি হইতে উঠাইতে উঠাইতে কহিলেন, "এইবার—এইবার বেটাকে বিলক্ষণরূপ প্রহার দিতেছি;—আপনি ইহাকে শীঘ্রই বন্ধন বরিবার উপায় করুন,—কিন্তু কি প্রকারে বন্ধন করিবেন?—রজ্জু কোথায়?"

"চিন্তা নাই, আমার উষ্ণীষই বন্ধন-রজ্জুর সহকারিতা করিবে;—ইহার ন্যায় দুই তিনটা চোরকেই আমি তদ্দ্বারা বন্ধন করিতে সমর্থ হইব। আপনি সাবধানের সহিত জড়াইয়া ধরুন, এখনই আমি সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া ফেলিতেছি।" এই কথা বলিয়া সুন্দরজী দস্যুকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আপন শিরস্ত্রাণটী ত্বরিতহস্তে উন্মোচন করিতে লাগিলেন।

দুরন্ত দস্যু মোবারকের প্রতি তীব্রদৃষ্টি বিনিক্ষেপপূর্ব্বক কঠোর অথচ শ্লেষপূর্ণস্বরে বলিয়া উঠিল, "ভাল—ভাল, নিরীহ ভদ্রলোকের প্রতি এইরূপেই অত্যাচার করিতে হয় বটে!—বলি, মোহরের সিন্দুকের বিষয়টী কি মনে পড়ে?—স্বর্ণালঙ্কার?—হুঁ হুঁ বাচ্ছা!"

এই কথা শ্রবণে মোবারক আলির সর্ব্বাঙ্গের শোণিতরাশি সহসা যেন পরিশুষ্ক হইয়া যাইল,—পদদ্বয় তাঁহার শরীরকে বহন করিতে অশক্ত হইয়া

ঘন ঘন প্রকম্পিত হইতে লাগিল,—হস্তদ্বয়েরও সেই দশা! তাহারা যেন পক্ষাঘাতরোগ সমাক্রান্তে একেবারেই সামর্থ্য হীন! সুচতুর চোর অমনি ভীষণ বেগসহকারে তাঁহার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বিদ্রুতগমনে প্রান্তরস্থিত একটী প্রশস্ত পরিখা সলম্ফে সমুত্তীর্ণ হইয়া অপর পারে চলিয়া গেল। সুন্দরজীর শিরস্ত্রাণ তখন অর্দ্ধোন্মুক্ত হইয়াছে মাত্র; তিনি তদবস্থাতেই পলায়নপর চোরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন। কিন্তু সেই পরিখার নিকটস্থ হইবামাত্র তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। চোরের ন্যায় অসীম সাহসিকতা অবলম্বন করা অবৈধ বিবেচনায় অগত্যাই তাঁহাকে ক্ষুণ্ণ মনে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল। মোবারকের নিকট পুনরুপস্থিত হইয়া তিনি ঈষৎবিরক্তি ও বিস্ময়মিশ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! ও কি হইল?—আপনি উহাকে ছাড়িয়া দিলেন কেন?"

ঈষৎ অপ্রতিভভাব প্রকাশে মোবারক আলি ক্ষীণস্বরে উত্তর করিলেন, "কি জানি মহাশয়! উহা ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না! কোন আকস্মিক বেদনায় আমাকে —"

"ইহা অতিশয় অন্যায়! আমি এত কষ্ট ও জীবন সংশয় করিয়া উহাকে সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করিলাম, আর আপনি তাহাকে অনায়াসেই ছাড়িয়া দিলেন? কিন্তু ও ব্যক্তি মোহরের সিন্দুক বলিয়া কি একটা কথা উচ্চারণ করিল না?"

মোবারকের শুভ্র গণ্ডস্থলে সবেগে শোণিতরাশি একত্রিত হইল; তিনি ত্রস্তভাবে কহিলেন, "কৈ? কি বলিয়াছিল? কিছুই ত বুঝিতে পারি নাই,—কিছুই ত শুনিতে পাই নাই,—কি বলিয়াছিল?" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তৎপরে আপনার পঞ্জরদেশে করতল স্থাপনপূর্ব্বক খিন্নস্বরে পুনরায় কহিলেন, "আঃ! অকস্মাৎ এই পার্শ্বদেশে একটা দারুণ বেদনা অনুভূত হওয়াতেই এই শোচনীয় ব্যাপারটী সংঘটিত হইল;—নতুবা বেটাকে মারিয়াছিলাম আর কি!" এই শেষোক্ত কএকটী কথা বলিবার সময় তিনি সদন্তে আপন অধর দংশন করিতে লাগিলেন।

"ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়!—বেটা এরূপ প্রকারে চুরি করিবে—"

"চুরি ?—তবে আপনার নিকট হইতে কিছু অপহরণ করিয়াছে বুঝি ?

"অতি যৎসামান্য, তজ্জন্য আমি কিছুমাত্রই দুঃখিত নহি।—তবে দুর্ব্বৃত্ত যে পলাইয়া গেল, ইহাতেই আমার অতিশয় মনঃক্ষোভ হইতেছে।"

"মহাশয়কে ত পূর্ব্বেই বিজ্ঞাপন করিয়াছি, দারুণ বেদনার নিমিত্তই চোর বেটা পলায়ন করিতে সক্ষম হইল!—আকস্মিক বেদনা, কি করিব, নিরুপায়! নতুবা কি দুরাচার আমার হস্ত হইতে সহজে পরিত্রাণ পাইতে পারিত? যাক্, সে কথা থাক্, এক্ষণে মহাশয়কে একটী বিষয়ের বিশেষ অনুরোধ! অনুগ্রহ করিয়া রক্ষা করিলে আপনার নিকট চিরকালের নিমিত্তই আমি ঋণী হইয়া থাকি। প্রার্থনা এই, আপনি এ কথা আর কাহারও নিকট ব্যক্ত করিবেন না! করিলে, আমি অতিশয় লজ্জিত ও অবমানিত হইব। সংসারের লোকজন অনেকেই কুপ্রবৃত্তির বশীভূত; প্রকৃত কারণ না জানিতে পারিয়া হয় ত তাহারা আমাকে কাপুরুষ জ্ঞানে নিন্দাবাদ করিতে পারে!—সেই নিমিত্তই মহাশয়কে এইরূপ উপরোধ অনুরোধ!"

প্রশান্তভাবে আশ্বস্তবচনে সুন্দরজী মহাশয় কহিলেন, "আপনি যাহাতে লজ্জিত ও অবমানিত হইবেন, এরূপ কার্য্য আমা হইতে কখনই হইবে না, তজ্জন্য আপনি স্থির নিশ্চয় থাকুন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, দুরাচারকে দেখিবা মাত্র কি একটা কথা বলিয়া উঠিলেন না?—সে রাত্রে চুরি করিয়াছে, এমনি একটী কথা প্রয়োগ করিয়াছিলেন না?"

"কৈ, না, কিছুই ত বলি নাই? চুরির কথা? সে আবার কি? কিছুই ত স্মরণ হইতেছে না। কিসের চুরি?—আপনার এই উপস্থিত ঘটনার?"

প্রভুর স্মরণ শক্তিকে উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত তাঁহার অশ্বপাল তাঁহার সম্মুখীন হইয়া সবিনয়ে বিজ্ঞাপন করিল, "ধর্ম্মাবতার! এই সেই ব্যক্তি!—সে রাত্রে যে আপনার নিকট হইতে চুরি—"

অশ্বপালের কথা শেষ হইতে না হইতেই মোবারক আলি সহসা বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ হাঁ, প্রয়াস পাইয়াছিল বটে, কিন্তু সক্ষম হয় নাই! আমি সেই কথাই বলিতে যাইয়া, গোলমালে অন্যপ্রকার বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলাম! বিশেষতঃ ওরূপ সময়ে স্থিরচিত্ত মনুষ্যও বিভ্রান্ত ও বিচলিত হইয়া থাকে,

সুতরাং আমার মনোবিকার প্রাপ্ত হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কথা কি ?”

“আজ্ঞা হাঁ হুজুর ! বড়ই বিভ্রান্ত !” অশ্বরক্ষক এরূপ নীরসভাবে এই কএকটী কথা উচ্চারণ করিল যে, মোবারক আলি যে মিথ্যা কহিতেছেন, সে বিষয় বুঝিয়া লইতে সুন্দরজীর ক্ষণমাত্রও আর বিলম্ব হইল না। কিন্তু কি কারণে মীর সাহেব মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিবেন, তাহা তিনি সিদ্ধান্ত করিতে কোনক্রমেই সমর্থ হইলেন না।

প্রসঙ্গটী যত শীঘ্রই শেষ হইয়া যায়, আলি সাহেবের পক্ষে ততই উত্তম, ইহা ভাবিয়া তিনি বিভ্রান্তস্বরে বলিতে লাগিলেন, “তবে ইহাই ধার্য্য হইল, ও কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করা কোনক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। আর একটী নিবেদন! “বাগবাহার” ভবনেও যেন এ কথা প্রকাশিত হইয়া না পড়ে। আমার ভগ্নি অতিশয় ভয়াতুরা ; এ পল্লীতে রাত্রিকালে দস্যু তস্কর বিচরণ করিয়া বেড়ায়, এ বিষয় তাঁহার কর্ণে যদি ঘুণাগ্রেও প্রবিষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে বড়ই বিপদ! নিদ্রা তাঁহার চক্ষু হইতে এককালেই বিদায় গ্রহণ করিবে,—সুখ সচ্ছন্দে এক রজনীও তিনি নিদ্রা সুখ সম্ভোগ করিতে পারিবেন না।—দস্যুকে ধৃত করিবার অন্য উপায় অবলম্বন করা যাইবে। গোপনে শান্তিরক্ষকের নিকট গমনপূর্ব্বক ইংরাজ তস্করের বিষয় বিশেষ করিয়া বলিয়া দিব ; তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে, কিছুরই কোনরূপ চিন্তা থাকিবে না! তাহাই উত্তম, তাহাই ধার্য্য রহিল!”

সুন্দরজী কোন উত্তর করিলেন না। ইত্যবসরে তাঁহার শকটখানি প্রত্যাগত হওয়াতে তিনি তদুপরি আরোহণপূর্ব্বক আপন আবাস ভবনাভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

নৈদাঘ বিভাবরী দ্বিযাম অতিক্রম করিয়া ত্রিযামের শেষভাগে সমাগত প্রায়। গৃহাভিমুখী অশ্বিনীদ্বয় দ্রুতবেগে প্রধাবিতা। গন্তব্যস্থানে সমুপস্থিত হইলেই তাহাদের সমস্ত ক্লেশের অবসান, বল্‌গাদিযোজিত-বপু বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া যামিনীর অবশিষ্ট অংশটী অক্লেশে অতিবাহিত করিতে পারে, মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়াই যেন তাহারা গৃহাভিমুখে ত্বরিতবেগে অগ্রগামিনী। এরূপ ভয়ানক বিক্রমগতি

দর্শনে বেগ সংযম করিবার নিমিত্ত অশ্বচালক যথাসাধ্য আয়াস পাইতে লাগিল, কিন্তু কোনক্রমেই তাহাতে সফল মনোরথ হইতে পারিল না। এইরূপ অবস্থায় কএকমুহূর্ত্ত অতিবাহিত। ভাবগতিক দর্শনে শ্রীমান সুন্দরজী শকট হইতে লম্ফ প্রদান করিবার উদ্যোগ করিলেন। অমনি সেই সময় পার্শ্বস্থিত বৃক্ষ সংঘাতে শকটখানি বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। প্রতিঘাতে অশ্বচালক এবং অশ্বপালদ্বয় দূরে দূরে বিনিক্ষিপ্ত। আরোহী মহাশয়ও অব্যাহতি পাইলেন না। তিনিও ভূপৃষ্ঠে অশ্বপদতলে সবেগে প্রলম্বমান। সকলেই অসাড় অজ্ঞান,—নিদারুণ আঘাত প্রাপ্তে সকলেরই চৈতন্যলোপ। সুন্দরজী মহাশয়ের অতিশয় শোচনীয় অবস্থা; আঘাতটী যদিও সাংঘাতিকরূপে পরিণত হয় নাই বটে, কিন্তু উন্মত্তা তুরঙ্গিনীর পদতলের সন্নিকট নিপতিত থাকাতে তাঁহার অমূল্য জীবন নিতান্তই সঙ্কটাপন্ন। লৌহ সংযুক্ত পদাগ্রভাগের কণামাত্রও তাঁহার মস্তকে সংস্পর্শিত হইলে তৎক্ষণাৎই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ। তাহাও ঘটিবার উপক্রম হইয়া উঠিল। প্রমত্তা অশ্বিনী লম্ফ প্রদান করিতে সহসা তীব্রবেগে সমুদ্যতা। সেই সঙ্কট সময়ে—সেই আশু প্রাণনাশক বিপদকালে একটী নবীনাবালা তড়িৎবেগে আগমনপূর্ব্বক ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহার উদ্ধারসাধন করিয়া লইল। অশ্বিনীদ্বয় উভয় পার্শ্বের অট্টালিকা এবং পতিতভূমি প্রকম্পিত করিতে করিতে গৃহাভিমুখে প্রধাবিতা।

আঘাত গুরুতর হইয়াছে কি না জানিবার নিমিত্ত উদ্ধারকারিনী সুন্দরজীর দেহের প্রতি আগ্রহসহকারে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল। কোন স্থান ক্ষত বিক্ষত অথবা ভঙ্গ বিভঙ্গ দর্শন করিতে না পাইয়া অচেতন ব্যক্তির উষ্ণীষবিচ্যুতমস্তক আপন উরুদেশে সংস্থাপনপূর্ব্বক বস্ত্রাঞ্চল গ্রহণে বীজন করিতে আরম্ভ করিল। কেবল ইহাই পর্য্যাপ্ত নহে, সংজ্ঞাহীনের ললাট, কপোল যুগল, এবং উভয় গণ্ড অপর হস্ত দ্বারা ধীরে ধীরে কোমলভাবে মর্ষণ করিতেও ক্ষান্ত হইল না।

কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রদেব তাঁহার কলঙ্করেখাঙ্কিত বদনমণ্ডলটী এতক্ষণের পর নৈশগগনে সুস্নিগ্ধরূপে সুপ্রকাশ করিলেন। তাঁহার সুবিমল রজতরশ্মি হতচেতন সুন্দরজীর মুখের প্রতি নিপতিত হইবামাত্র শুশ্রূষাকারিনীর হৃদয়

এক অভিনব ভাবে পরিপূরিত হইয়া উঠিল, কৃত্তিকাবল্লভ বিনিন্দিত রূপ দর্শনে নবীনাবালার অন্তর একেবারেই বিমুগ্ধ প্রায়। শুশ্রূষা কার্য্যে তাহার আর অণুমাত্রও আস্থা বা যত্ন রহিল না। একহস্তে ভূখণ্ড এবং অপর হস্তে আপন গণ্ডস্থলটী সন্ন্যস্ত করিয়া যুবতী ললনা নির্নিমেষলোচনে সেই অলৌকিক রূপমাধুরী একাগ্রচিত্তে দর্শন করিতে লাগিল। মানব শরীরে এরূপ রূপরাশি যেন কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না, তাহার উভয় নয়ন ইহা বলিয়াই স্থিরীকরণ করিয়া লইল। চিত্ত বিশিষ্টরূপে সমাকৃষ্ট,—মন সেই ভাবেই তন্মনস্ক,—অপূর্ব্ব ভাবের সমুদ্ভবে তাহার হৃদয় একেবারেই বিভোর!

ষোড়শীবালার এই ভাব অচিরকালমধ্যেই সংঘাত প্রাপ্ত। শ্রীমান সুন্দরজীই তাহাতে বাধা দিলেন। ধীরে ধীরে আপন চক্ষু উন্মীলনপূর্ব্বক রমণীর মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপে কথঞ্চিৎ ক্ষীণস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কোথায় আমি? আর আর সকলেই বা কোথায়?" এই কএকটী কথা সমুচ্চারণে গাত্রোত্থান করিবার নিমিত্ত তিনি অল্পে অল্পে আয়াস পাইতে লাগিলেন।

বীণাতন্ত্রীর ন্যায় সুমধুর নিক্বণে সাগ্রহে নবীনা যুবতী স্নেহপূর্ণস্বরে কহিল, "গাত্রোত্থান করিবেন না, আরও কিঞ্চিৎ এই ভাবে অবস্থান করুন, শরীর অতিশয় অপটু, আয়াস করিলে পুনরায় মোহ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা। আমি আপনাকে বীজন করিতেছি!"

"না, এক্ষণে আমি সম্পূর্ণরূপেই প্রকৃতিস্থ! শরীরও নিতান্ত সামর্থহীন বলিয়া অনুমিত হইতেছে না। প্রাণদায়িনী! বীজনের আবশ্যক করে না।" সকৃতজ্ঞহৃদয় সুন্দরজী এই কএকটী কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই ধীরে ধীরে সমুত্থিত হইলেন।

উদ্ধারকারিণী গাত্রোত্থান করিয়া সুস্নিগ্ধবচনে সুন্দরজীকে কহিল, "আজ্ঞা, শরীর আর অপটু নহে কিসে? ভয়ানক আঘাত, ভয়ানক অবস্থা হইতে কোনক্রমে পরিত্রাণ, সুতরাং ক্লিষ্ট হইবারই ত সবিশেষ সম্ভাবনা। এরূপ অবস্থায় যৎসামান্য পরিশ্রম করিলেই অতিশয় শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িবেন যে? অতি সন্নিকটে আমার বাটী, মিনতি করি, অন্ততঃ দুই একদণ্ডের

নিমিত্তও সে স্থানে অবস্থান করিয়া এই ঘটনাজনিত ক্লেশ অপগত করিতে যত্নবান হউন।”

সুন্দরজীর কর্ণে এ সমস্ত বাক্যাবলী প্রতিঘাত হইল বটে, কিন্তু তদুত্তর দানে সে সময় তিনি একেবারেই অসমর্থ হইলেন। পুরাণ বা প্রাচীন কাব্যগ্রন্থে নায়িকা অথবা অপর সুন্দরী যুবতীর রূপলাবণ্যের বিষয় যাহা তিনি সময়ে সময়ে পাঠ বা শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই নবীনা যুবতীর তুলনায় সেই সকল বরবর্ণিনী যেন কোনক্রমেই সমতুল হইতে পারে না, ইহা বলিয়াই তাঁহার হৃদয় তৎকালে গ্রহণ করিয়া লইল। যুবতীর কণ্ঠস্বরও যেন কিন্নরীগণের সুশ্রাব্য সঙ্গীত অপেক্ষাও অধিকতর হৃদয়গ্রাহী, এইরূপই তিনি তৎকালে অনুমান করিয়া লইলেন। কএক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত তাঁহার বাহ্যজ্ঞান আংশিকরূপে তিরোহিত। সতৃষ্ণনয়নে নবীনাবালার বদনমণ্ডলের প্রতি এরূপ আগ্রহ দৃষ্টি সংযত করিয়া রহিয়াছেন, মনোমধ্যে এই বিষয় সমুদিত হওয়াতে সহসা তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। যুবতীর সানুনয় অনুরোধে তিনি সসম্ভ্রমে বিনীতভাবে প্রত্যুত্তর করিলেন, “আজ্ঞা না, আমার তদ্দূর পরিক্লান্ত অবস্থা নহে, এখন সম্পূর্ণরূপেই বল প্রাপ্ত হইয়াছি। তবে জীবনদায়িনীর অনুরোধ অবশ্য অবশ্যই আমার শিরোধার্য্য! যে কোন অনুজ্ঞা হউকই না কেন, অন্ধের ন্যায়ই তৎসমস্ত পালন করা আমার পক্ষে বিশিষ্টরূপেই পরিকর্ত্তব্য! কিন্তু আমার অশ্বপাল ও অশ্বচালক?”

“আজ্ঞা, এ আবার কি অনুমতি করিতেছেন?” কোমলস্বরে বিনম্রবচনে গর্ব্ববিরহিতা কামিনী অবনতমস্তকে কহিল, “আজ্ঞা এ আবার কি অনুমতি করিতেছেন? আমার দ্বারা আর আপনার প্রাণ রক্ষা হইল কোথায়? ভগবানই রক্ষাকর্ত্তা, তাঁহারই অনুগ্রহে আপনি এই দারুণ বিপদ হইতে অবাধেই সমুত্তীর্ণ, তবে আমি কেবল সে স্থলে এক প্রকার যৎসামান্য হেতুভূত হইয়াছিলাম মাত্র। ভাগ্যবশে যথাসময়ে ঘটনাক্ষেত্রে সমুপস্থিত হওয়াতে এই দুর্ব্বিপাক অপনোদন করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছি মাত্র। আমার দ্বারা আর উপকার সাধন হইল কোথায়?”

“উদারচেতাদিগের কার্য্যই এই প্রকার বটে, আপন কৃত সুমহৎ কার্য্য

তাঁহারা এইরূপেই গোপনভাবে সংরক্ষিত করিবার প্রয়াস করিয়া থাকেন বটে, উচ্চ অন্তরের জাজ্জ্বল্যমান সুদৃষ্টান্তই ইহা। এক্ষণে আমার জীবন-দায়িনীর নাম? এই মহান বিপদ হইতে আমাকে যিনি নিরাদ করিয়াছেন, সেই সরলা বালার নাম?"

"মহাশয়! আমি অতি অনাথিনী—পর অন্নে পর গৃহে প্রতিপালিতা,—অতি যৎসামান্য ভাবাপন্ন অবস্থাই আমার। "আজ্ঞা, আপনি" এরূপ সম্ভ্রম-সূচক সম্ভাষণের উপযুক্ত পাত্রী কখনই আমি নহি।"

রমণীর এইরূপ কুণ্ঠিতভাব দর্শনে সান্ত্বনাবাক্যে সুন্দরজী মহাশয় কহিলেন, "যৎসামান্য ভাবাপন্ন?—তাহাতে আর কি এমন সবিশেষ লজ্জা বা অপরাধ হইয়াছে? আপন জীবিকা আপন উপায়ে অর্জ্জন করাই ত মহৎ অন্তরের বিশিষ্ট পরিচয়! কুণ্ঠিত হইবেন না, আমার চক্ষে আপনি স্বর্গীয় দেব কন্যার ন্যায় গুণগরিমায় বিভূষিতা। যে কোন বৃত্তির আশ্রয়ে আপনার জীবন যাত্রা বিনির্ব্বাহিত হইয়া আসুক না কেন, কিন্তু আপনি যে আমার জীবন দান করিয়াছেন,—আপনার সাহায্যেই যে আমার প্রাণরক্ষা হইয়াছে, ইহজন্মে তাহা আমি কখনই বিস্মৃত হইতে পারিব না, এ ঋণ কোনকালে কোন উপায়ে পরিশোধ হইবার নহে। যাক, সে কথা এখনকার নহে, কার্য্যক্ষেত্রে ভবিষ্যতে সে বিষয়ের বিহিত বিবেচনা! এক্ষণে আপনার নাম? প্রাণদাত্রী অথচ আত্মগৌরব গোপনকারিনীর সবিশেষ পরিচয়?"

নবীনাবালার হৃদয় মহানন্দে উদ্বেলিত! সুন্দরজীর এই সমস্ত প্রশংসাবাদ শ্রবণে তাহার চিত্ত এক অদ্ভুতভাবে পরিপূরিত! সলজ্জভাবে অবনতমস্তকে উত্তরদানে সমুদ্যতা, সহসা সেই সময় জলপূর্ণবর্ত্তিকা হস্তে অপর একটী প্রৌঢ়া রমণী সেই স্থানে সমুপস্থিত হইয়া উত্তরকারিনীর রসনাগ্রবর্ত্তী উক্তির ব্যাঘাত তৎক্ষণাৎই বিসম্পাদন করিয়া দিল। আগন্তুকের দর্শনমাত্রে ষোড়শী যুবতীর সভয়ে সঙ্কুচিত ভাব। উভয়ের একত্রে অবস্থান দর্শনে কথঞ্চিৎ বিকৃতস্বরে প্রৌঢ়া রমণী সুন্দরজীর চিত্তহারিনীকে সম্বোধনপূর্ব্বক তীব্রকণ্ঠে কহিল, "কি লো? তোর এত অধিক বিলম্ব হইল কেন? কাহার সহিত কথা কহিতেছিস্? এ ব্যক্তি কে?"

"আজ্ঞা, একজন বিপদগ্রস্ত, ভদ্রবংশসম্ভূত মহাত্মা!—শকট বিপর্য্যস্ত হওয়াতে—"

সম্বোধিতা কামিনীর বাক্যাবসান হইতে না হইতে আগন্তুক কঠোরস্বরে বলিয়া উঠিল, "ইস্! ভারি যে আন্তরিক বিষম টান! ভদ্রবংশসম্ভূত মহাত্মা! অথচ ভয়ানক বিপদজালে জড়ীভূত! চক্ষে ধূলি প্রদান করিবার অপর কোন সদুত্তর রসনা হইতে বিনির্গত হইল না বুঝি?—বিঘোর নিশীথে একাকিনী এরূপ অবস্থায় উদ্ধত স্বভাব যুবকের সহিত কথোপকথন করিতে অন্তরে কি তোর কণামাত্রও লজ্জাভাবের সমুদ্ভব হইল না? ধিক্! ছি লো ছি!"

এই অন্যায় তিরস্কার শ্রবণে সরলা বালার চক্ষু প্রান্ত হইতে দুই একবিন্দু উষ্ণ অশ্রু পর্য্যায়ক্রমে বিগলিত। প্রাণদায়িনীর সেইরূপ কাতরভাব দর্শনে আগন্তুককে সম্বোধনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ তিরস্কারব্যঞ্জকস্বরে কোমলহৃদয় সুন্দরজী মহাশয় কহিলেন, "একি? সহসা আপনি এরূপ অসংলগ্ন গঞ্জনা প্রদান করিতেছেন কেন? বৃথা বৃথা একজন নিরপরাধিনীর চরিত্রের উপর এরূপ ভয়ানক দোষারোপ করিবার কারণ কি? যথার্থই ত ঘটনাক্রমে আমার শকট বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, যথার্থই ত—"

বাধা দানে শ্লেষপূর্ণস্বরে প্রৌঢ়া কামিনী ব্যঙ্গভাবে কহিল, "শকট বিপর্য্যস্ত? বটেই ত?—এই যে তিন চারিখানি শকট এই স্থানে চূর্ণ বিচূর্ণিত হইয়া রহিয়াছে বটে!" এই কএকটী কথা সমুচ্চারণপূর্ব্বক রোরুদ্যমানা কামিনীর দিকে মুখ ফিরাইয়া পুনরায় কহিল, "এখন সে বিষয়ের সবিশেষ সংবাদ কি? পত্রখানি কি তাহার হস্তেই প্রদান করা হইয়াছিল? তৎপাঠে মঙ্গলচাঁদ কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন?"

"মঙ্গলচাঁদ" এই শব্দটী মাত্র শ্রবণে ষোড়শীবালার বিগলিত নয়নাশ্রু সহসা আপনা হইতেই পরিশুষ্ক হইয়া গেল। বহুকষ্টে হৃদয়বেগ সংযমপূর্ব্বক কম্পিতকণ্ঠে কাতরস্বরে বিনীতভাবে প্রত্যুত্তর করিল, "আজ্ঞা হাঁ তাহারই হস্তে প্রদান করা হইয়াছে! পরশ্ব অপরাহ্নে মুদ্রাদি লইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ সন্দর্শন করিবে, এ কথা বিশেষরূপেই ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছে। কিন্তু ঠাকুরাণী মিনতি করি, আমাকে আর যে ব্যক্তির নিকট প্রেরণ

করিবেন না। মঙ্গলচাঁদ অতিশয় অভদ্র! যেরূপ অযথা বাক্যাবলী বিনিয়োগ করে—"

"থাক্ থাক্, তোর মুখে আর নীতিকথা ভাল শুনায় না! এখন আয়, আমার সঙ্গে চলিয়া আয়!" এই কএকটী কথা সমুচ্চারণপূর্ব্বক ম্লানবদনা নবীনা বালার মুখের প্রতি তীব্রদৃষ্টি বিনিক্ষেপ করিয়া অগ্রসর হইতে আকার ইঙ্গিত করিল। নবীনা ললনা নিরুপায়! দ্বিরুক্তি করিতে আর সাহস করিল না, মন্থর গমনে বর্ষীয়সীর অগ্রে অগ্রে পদচালনা করিতে লাগিল।

সুন্দরজী কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত নির্ব্বাক। এই সমস্ত কথোপকথন শ্রবণে তিনি দুই তিনমুহূর্ত্ত মূকের ন্যায় স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। বিস্ময়ভাব তিরোহিত হইবামাত্র গৃহাভিমুখিনী যুবতী কামিনীর উদ্দেশে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "জীবনদায়িনী! আপনার নাম জানিতে পারিলাম না! পাছে আপনার কর্ত্রীঠাকুরাণী আপনার উপর আরও অধিক ত্যক্ত বিরক্ত হয়েন, সেই নিমিত্ত অনুসরণ করিতেও সাহস পাইতেছি না। আমার নাম সুন্দর! মহানুভব দাতাজী মহাশয়ের একমাত্র পুত্র! আপনার নিকট চিরঋণেই আবদ্ধ! প্রয়োজন হইলে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন!"

সুন্দরজীর দৃষ্টি পুরোভাগেই সন্ন্যস্ত! তাঁহার প্রাণপুতলী উদ্ধারকারিনী দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া যাইলেও তিনি দুই তিনমুহূর্ত্ত সেই দিকেই নেত্রপাত করিয়া রহিলেন।

উনচত্বারিংশ কাণ্ড।

উপদ্রুত আবাসভবন!

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, "শিবনগর" একটী সামান্য পল্লীগ্রাম মাত্র। নগর বলিয়া অভিহিত হইলেও তাহাতে নাগরিক ধূমধাম বা কলহ গণ্ডগোল কিছুমাত্রই শ্রুতিগোচর হয় না। নিরীহ গ্রামিকগণ এক অভিন্ন প্রণয়সূত্রে

পরস্পর আবদ্ধ হইয়া পরমানন্দে তথায় কালযাপন করিয়া থাকে। গ্রামটী মধ্যবিধ; ইহার পরিধি অনুমান দুইক্রোশ পরিমিত। চতুর্দ্দিক ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজি-পরিবেষ্টিত বলিয়া দূর হইতে ইহাকে একটী সুবৃহৎ পরমসুন্দর অটবী বলিয়া অনুমান হয়। গ্রামটী অনেকগুলি মৃণ্ময় গৃহবাসে সুশোভিত। গ্রামের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিলে, কএকটী ইষ্টক নির্ম্মিত অট্টালিকাও নয়নগোচর হইয়া থাকে। শিবনগরের আবাসগৃহগুলি এক শ্রেণী বদ্ধ নহে; কোথাও দশ, কোথাও পাঁচ, আবার কোথাও বা ত্রিশ চল্লিশটী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সমবস্থিত। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শস্যক্ষেত্র এবং তৎসমীপে পয়ঃপ্রণালী সমূহ বিনির্ম্মিত থাকাতে সিঞ্চণের নিমিত্ত কৃষকদিগকে দূর হইতে জল আনয়নের কষ্টভোগ করিতে হয় না। পথ সমুদয় অতিশয় পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন, এবং তাহাতে ধূলার লেশমাত্রও নাই। রথ্যাগুলি যদিও মৃত্তিকাবিশিষ্ট, কিন্তু তৎপ্রদেশের ভূমি অতিশয় কঠিন এবং শকটাদির সবিশেষ গমনাগমন না থাকাতে নিদাঘকালেও তথায় ধূলির নাম গন্ধও পরিলক্ষিত হইত না।

বেলা অপরাহ্ন তৃতীয় ঘটিকা। গ্রীষ্মকালের সূর্য্য এখনও প্রায় সমভাবে তেজোময়, সমভাবে অনলকণাবর্ষী। গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপে বিহঙ্গকুল এখনও বন্যবৃক্ষ সমুদয়ের নিবিড় পত্রাবলীমধ্যে নীরবে নিস্পন্দভাবে অবস্থিত। গবাদি গ্রাম্য পশুগুলি তপনতাপতপ্ত শ্যামল দূর্ব্বাদলে স্পৃহাশূন্য হইয়া সরোবরস্থিত জলজলতা ভক্ষণে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেছে। রাখাল বা রক্ষকগণ স্নিগ্ধ বটচ্ছায়াতলে একত্রে দলবদ্ধ হইয়া, কেহ গায়ক কেহ সঙ্গতকারের পদ অধিকারপূর্ব্বক গানের তালে বেতালে করতালি প্রদানে মনোনিবিষ্ট। আবার কেহ বা প্রসারিত তরুশাখা অবলম্বনে, থাকিয়া থাকিয়া যেন নাগরদোলায় দোদুল্যমান হইতেছে। এমন সময় তিনটী লোক শিবনগরের প্রশস্ত মৃণ্ময় রথ্যার উপর দিয়া গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন পাশ্চাত্য পরিচ্ছদধারী ফরাসী দেশীয় যোদ্ধৃগণের ন্যায় সমরবেশে সসজ্জিত। তাঁহার দক্ষিণহস্তে দ্বিনলবিশিষ্ট একটী সুবৃহৎ বন্দুক দৃঢ়মুষ্টিতে পরিবদ্ধ রহিয়াছে। কটিদেশে অসি পূরিত ধাতুজকোষ বামপার্শ্বে প্রলম্বিত থাকাতে

উরুদেশ ও ভূমিতলে প্রতিহত হইয়া মধ্যে মধ্যে ঝন ঝন শব্দে শব্দিত হইতেছে। গুলি ও বারুদের চারিটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চর্ম্মনির্ম্মিত থলিয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশের মধ্যভাগে চর্ম্ম-রজ্জু সহকারে আলম্বিত। এই পাশ্চাত্য পরিচ্ছদধারী যোদ্ধৃবেশ সুসজ্জিত বীরপুরুষ আর কেহই নহেন, মিত্রভোজ উপলক্ষে মিজিতিয়ার ভবনে নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রেষ্ঠীতনয় সুন্দরজীর সহিত যিনি সেই অপূর্ব্ব পণে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, ইনিই সেই;—পাঠক মহাশয়ের বারবার পূর্ব্ব পরিচিত মহানুভব ডাক্তার, ইভান লেরি।

ডাক্তার সাহেব নিজকৃত অঙ্গীকার রক্ষা করিবার জন্য সুন্দরজীর প্রেরিত জনৈক ভদ্র কর্ম্মচারী ও একজন আপন অনুচর সমভিব্যাহারে "শিবনগর" গ্রামে নিশাযাপন করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার হৃদয় সাহসে পরিপূর্ণ, বদনমণ্ডল উৎফুল্ল হাস্য-প্রভায় বিভাসিত। তিনি স্থিরচিত্তে সঙ্গীদিগের সহিত ধীর পদে গমন করিতেছেন। অপর দুইজন গুর্জ্জরবাসীর পরিচ্ছদ পরিহিত। উভয়ের এক দেশীয় বেশভূষা হইলেও তন্মধ্যে সবিশেষ তারতম্য পরিলক্ষিত হইতেছিল। একজনের সুপরিচ্ছন্ন ভদ্র পরিচ্ছদ, অপরের সামান্য দরিদ্রবেশ। প্রথমোক্ত ব্যক্তি শ্রেষ্ঠীতম নিয়োজিত কর্ম্মচারী, ইঁহার নাম ইদলজী! দ্বিতীয় ব্যক্তি ডাক্তার সাহেবের অনুচর, নাম রটুলাল সিং। এ ব্যক্তি ডাক্তার মহোদয়ের কতকগুলি পুস্তক এবং অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী-পরিপূর্ণ পশম ও চর্ম্মনির্ম্মিত একটী বৃহৎ থলিয়া বামহস্তে সংধারিত করিয়া চলিয়াছে।

ইভান লেরি ও ইদলজী, সেই অনুচর সমভিব্যাহারে ক্রমশঃ শিবনগরের প্রান্তস্থিত একটী বৃহৎ বটবৃক্ষের তলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় কতকগুলি রাখাল পূর্ব্ব বর্ণিতরূপে একত্র দলবদ্ধ হইয়া, একটী প্রলম্বিত তরুশাখা অবলম্বনে পরস্পর দোলাচলী করিতেছিল। তাহারা সাহেবকে সন্নিকটবর্ত্তী দর্শন করিয়া সভয়ে সবেগে পলায়নপর হইল। আর যাহারা তরুশাখায় সমারূঢ় ছিল, তাহারা ত্বরিতগতিতে অবতরণ করিতে অক্ষম হওয়াতে বৃক্ষের ঘন পত্রাবলীমধ্যে মুখ লুকায়িত করিয়া সশঙ্ক শশকের ন্যায় ভয়স্তিমিতনেত্রে ডাক্তার সাহেবের মুখমণ্ডল ঘন ঘন নিরীক্ষণ করিতে

লাগিল। মনে নিশ্চয়ই বিশ্বাস, এইরূপ আবরণে আবরিত হওয়াতে সাহেব তাহাদিগকে কোনক্রমেই দেখিতে পাইলেন না।

বৃক্ষতল অতিক্রান্ত হইলে ইদলজী গ্রামের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশপূর্ব্বক সাহেবকে সম্বোধন করিয়া ফরাসী ভাষায় কহিলেন, "মহাশয়! ঐ দেখুন, ঐ যে কএকটা নারিকেল বৃক্ষের মধ্য দিয়া একটী অট্টালিকা দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ঐখানে আপনাকে অদ্য রাত্রি অতিবাহিত করিতে হইবে!" বলিতে বলিতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। কিঞ্চিৎ পরে ঈষৎ খিন্নস্বরে পুনর্ব্বার আরম্ভ করিলেন, "আহা! ওরূপ সুন্দর বাটীটী মানবের বাসযোগ্য হইল না, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে? ঐ বাটীটী দেখিবামাত্র হৃদয়ে এক অদ্ভুত বিভীষিকার আবির্ভাব হইয়া থাকে। সাহেব! আপনি যে কি প্রকারে এক নিশা ঐ বাটীতে যাপন করিতে সাহসী হইতেছেন, তাহা ভাবিয়াই আমরা অতিশয় চিন্তিত হইতেছি। যাহা হউক, আপনার সাহসকে ধন্য বলিতে হইবে!"

ইদলজীর এই ভীতিজনক উক্তিতে লেরি সাহেব ঈষৎহাস্যসহকারে উত্তর করিলেন, "দেখুন, এক্ষণে কি হয়! আপনারা যতই ভীতি প্রদর্শন করিতেছেন, আমার হৃদয় ততই যেন দৃঢ়তর সাহসে উৎসাহিত হইতেছে! জয় পরাজয়, সমস্তই ভবিষ্য-অন্ধকূপের অন্ধতম প্রদেশমধ্যে নিহিত। কিন্তু আমার হৃদয়ে এই প্রতীতি বিলক্ষণরূপে দৃঢ়বদ্ধ যে, আমি এই কঠোর পণে নিশ্চয়ই জয়লাভ করিতে কৃতকার্য্য হইব!"

"ভগবান যেন তাহাই করেন! কিন্তু আমাকে সঙ্গে লইয়া আসিবার প্রয়োজন কি? নিশাযাপনের ফলাফল, স্বমুখে বিজ্ঞাপন করিলেই ত যথেষ্ট হইত? আমাকে সঙ্গে আনিবার আর বিশেষরূপ লভ্যটা কি?"

"আমার মনোভাব পূর্ব্বেই ত পরিব্যক্ত করিয়াছি! বিনা সাক্ষ্যে এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে কিরূপে সাহস পাইতে পারি? সেই নিমিত্তই মহাশয়ের এই কষ্ট!—নিরুপায় হইয়াই মহাশয়কে ক্লেশ প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছি!"

মৃদুমন্দ হাস্য করিতে করিতে ইদলজী মহাশয় কহিলেন, "ইহাতেও ত

আপনার মনস্কামনা সুসিদ্ধ হইবে না? সাক্ষী পাইবেন কোথায়? নিশাযাপন ত আর একত্রে হইবে না? সুতরাং আপনার উদ্দেশ্য কিরূপে সফল হইতে পারে?"

"নিশাযাপন একত্রে না-ই হউক, কিন্তু প্রবেশ ও নির্গমের সময় আপনি ত উপস্থিত থাকিবেন, তাহা হইলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইল!"

"আজ্ঞা, ইহা ত আপনার বাক্যের দ্বারা সম্পূর্ণরূপেই প্রতিপাদিত হইতে পারিত? আমার প্রভুকে এ কথা বিজ্ঞাপন করিলেই ত তিনি তৎক্ষণাৎ বিশ্বাস করিতে পারিতেন?"

"তিনি বিশ্বাস করিতেন বটে, কিন্তু অপর লোকের তাহাতে বিশ্বাস জন্মাইবার সম্ভাবনা কি? পরের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই সন্তুষ্ট, এরূপ সৎস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি অন্বেষণ করিলে এ জগতে কয়জন প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে? অধিকাংশ লোকই স্বার্থান্ধ; যে কএকটী সাধুচরিত্রের লোক আছেন, তাঁহারাও প্রতারক কর্ত্তৃক বারবার প্রতারিত হইয়া আর কিছুতেই পরের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে সম্মত হয়েন না; সুতরাং এ অবস্থায়—"

"আজ্ঞা হাঁ, সে সমস্তই সত্য, কিন্তু আপনার পক্ষে ইহা এক সতন্ত্র কথা! আপনার পণ সম্পূর্ণরূপেই অন্যতর! জয় হইলে লভ্য নাই, পরাজয়ে পঞ্চাশত সহস্রমুদ্রা দণ্ডের স্বরূপ ক্ষতিপূরণ স্বীকার করিতে হইবে। সে স্থলে আপনাকে অবিশ্বাস করিবার হেতু আর কোথায় থাকিতেছে?"

"লাভ নাই কেন? বিলক্ষণই আছে!—অনেক দিনের বদ্ধমূল একটী কুসংস্কার যদি উন্মুলিত করিতে কৃতকার্য্য হই, তাহা হইলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইবে,—ইহাই আমার পরমলাভ!"

"হাঁ সমর্থ হইলে ত হয়! কিন্তু তাহার সম্ভাবনা কোথায়? এ পর্য্যন্ত এ উদ্যান-ভবনটী একটী "হামাম-বাদগরের" ন্যায় হইয়া রহিয়াছে। অদ্যাবধি কেহই উহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নিষ্কৃতিলাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। সে বিষয়ের কি বিবেচনা করিলেন? সাহেব! নিরস্ত হউন, বৃথা আয়াস পাইবেন না,—জীবনকে সঙ্কটাপন্ন করিবেন না! মিনতি করি, প্রত্যাবৃত্ত হউন!"

শেষ কএকটী কথায় কর্ণপাত না করিয়া ডাক্তার লেরি সোৎসুকে

জিজ্ঞাসা করিলেন, "হামাম-বাদগর কি? সেটীও কি একটী প্রমোদ-ভবন? তাহাও কি এইরূপ নৈসর্গিক উপদ্রবে পরিপূর্ণ?"

"আজ্ঞা প্রমোদ-ভবন নহে, সে একটী স্নানাগার।—নৈসর্গিক ব্যাপারে পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু ভূতপ্রেতের উপদ্রবে নহে;—মায়াময় ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারে সমাচ্ছাদিত। তাহার মধ্যে যে কেহ প্রবেশ করিত, তাহার আর কিছুতেই নিস্তার থাকিত না। সেই স্থানেই তাহার প্রাণ পর্য্যন্ত নাশ হইয়া যাইত। তাই বলিতেছি, এ প্রদেশের ঐ বাটীটীও ভৌতিক ইন্দ্রজালে সমাচ্ছন্ন। ওখানে নিশাযাপন করিলে নিশ্চয়ই আপনার প্রাণনাশ হইবে। আমার অনুরোধ, প্রভুর সবিশেষ অনুরোধ, আপনি এই দুরূহ ব্যাপার হইতে ক্ষান্ত হউন!—কি বলেন, প্রত্যাবৃত্ত হইব কি?"

সহাস্যবদনে ডাক্তার লেরি প্রত্যুত্তর করিলেন, "বহুদূর অগ্রসর হইয়াছি, প্রত্যাবৃত্ত হইবার আর সময় কৈ? কিন্তু সেই হামামের বিষয় কি হইল? তাহার ইন্দ্রজাল কি কেহই ভেদ করিতে সমর্থ হয় নাই! সেটী কি অদ্যাপিও সেইরূপেই বর্ত্তমান আছে?"

"আজ্ঞা না, সে ইন্দ্রজাল লণ্ডভণ্ড হইয়া গিয়াছে। তয় বাদসাহের পুত্র হাতেম মহাত্মাই তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সে সমস্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু—"

পূর্ব্বের ন্যায় হাস্য করিতে করিতে ইভান লেরি কহিলেন, "দেখুন আমিই বা সেই হাতেম হই!—হামাম-বাদগরের ন্যায় এই প্রমোদ-ভবনের কুটিল ইন্দ্রজাল বা আমার দ্বারাই ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া যায়! এক্ষণে দেখা যাউক, কি হইতে কি হয়!"

"ঈশ্বর যেন তাহাই করেন!" গম্ভীরভাবে ইদলজী কহিলেন, "ঈশ্বর যেন তাহাই করেন!"

এইরূপ পথোপকথনে অসমসাহসী ডাক্তার লেরি ও ইদলজী সেই অনুচর সমভিব্যাহারে ক্রমশঃ শিবনগরের অভ্যন্তরে সংপ্রবিষ্ট। ক্রমে দুই একখানি করিয়া বাটী অতিক্রম করিতে করিতে অবশেষে তাঁহারা সেই নির্দ্দিষ্ট উপক্রত-ভবন দ্বারে সমুপস্থিত হইয়া কৌতূহলবিস্ফারিতনয়নে বাটীর চতুর্দ্দিকে

একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বাটীটী হঠাৎ দেখিলে পতিত বলিয়া অনুমান হয়। বাটীর চারিদিক, তন্মধ্যস্থ উদ্যান-ভূমি, ভিতরের সংকীর্ণ পথ সমূহ, সমস্তই বন্যলতা ও তৃণগুল্মে গাঢ়তর সমাবৃত। অট্টালিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার পথটীর উপর লোকজনের যাতায়াতে একটী অপ্রশস্ত ঈষৎ পরিষ্কার রেখা পরিদৃশ্যমান হইতেছিল।

আগন্তুকেরা ক্রমে ক্রমে উদ্যান-ভবনের সিংহদ্বার, অবশেষে সেই পথ অতিক্রম করিয়া অট্টালিকার প্রশস্ত অঙ্গনোপরি যাইয়া সমুপস্থিত হইলেন। কিন্তু জনমানবের সমাগম দেখিতে পাইলেন না। ইদলজী উদ্যানপালকে আহ্বান করিতে লাগিলেন, কোনই উত্তর প্রাপ্ত হইলেন না। তিন চারিবার ডাকাডাকির পর ভদ্র পরিচ্ছদধারী এক ব্যক্তি তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। ইহার নাম নিমচাঁদ, উদ্যানের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য এ ব্যক্তি আপন প্রভু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া এই স্থানে অবস্থান করে।

প্রকৃত কথা গোপনপূর্ব্বক তাহাকে সম্বোধন করিয়া ইদলজী মহাশয় কহিলেন, "দেখ, ইনি একজন সম্ভ্রান্ত সাহেব! গ্রামে আর কোন বাসযোগ্য বাটী না থাকাতে এইখানেই ইহাঁকে অনয়ন করিয়াছি! ইনি—"

বাধা দিয়া সাশ্চর্য্যভাবে উদ্যানপাল নিমচাঁদ কহিল, "মহাশয়! আপনি বুঝি নূতন লোক? সেই নিমিত্তই এই কথা বলিতেছেন!—এ বাটীতে—"

কথা অবসান হইবার পূর্ব্বেই ইদলজী মহাশয় কহিলেন, "সকলই জানি, কিন্তু কি করিব, বাসোপযোগী অট্টালিকা বা অপর বাটী না পাওয়াতেই সাহেবকে এখানে আনয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছি!"

"আজ্ঞা, ইহা অপেক্ষা বৃক্ষতল যে শতগুণ পরিমাণে নিরাপদ!—এ পল্লীতে না-ই হউক, অপর পল্লীতে ত অন্বেষণ করিলে প্রাপ্ত হইতে পরিতেন? তাহা না করিলেন কেন? আর এখানে থাকিবার কথা যাহা বিজ্ঞাপন করা হইল, সে বিষয়ে বক্তব্য এই, প্রভুর বিনা অনুমতিতে কি প্রকারে আমি বসবাস করিতে দিতে সাহসী হইতে পারি?"

ঈষৎ হাস্যসহকারে ইদলজী মহাশয় কহিলেন, "না, তাহা নহে,—বসবাসের নিমিত্ত নহে। কেবল অদ্য রাত্রের নিমিত্তই অবস্থান,—কল্য

প্রত্যুষেই চলিয়া যাইবেন। ইহাতে বোধ হয় তোমার পক্ষে কোনরূপ বাধা বা আপত্তি না থাকিতে পারে।”

“আজ্ঞা, আপত্তিও নাই, বাধাও নাই! কিন্তু এ বাটীতে কি নিশাযাপন করা যুক্তিযুক্ত হইতেছে? প্রাণনাশ হইবার সম্ভাবনা যে? অপর স্থানের অন্বেষণ করিলেন না কেন?”

“পাইলাম কৈ?—উপযুক্ত স্থান প্রাপ্ত হওয়া আর যায় কোথায়? সামান্য কুটিরে ত আর ইহাঁকে—”

“আজ্ঞা, তাহাও যে উত্তম ছিল,—সামান্য কুটিরের আশ্রয় গ্রহণও যে সর্ব্বতোভাবে পরিকর্ত্তব্য ছিল! কিন্তু এই স্থানেই যদি ইহাঁকে রাখিবার আপনার সবিশেষ আগ্রহ হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাই হইবে! তবে কথা এই, তাহার পূর্ব্বে সাহেবকে একবার বিজ্ঞাপন করা,—এ বাটীর ভীতিজনক বিষয় ইহাঁর একবার কর্ণগোচর করিয়া দেওয়া!—দেখুন,—শ্রবণ করিয়াও যদি তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন!”

“তাহা আমি বলিয়াছিলাম, সে বিষয়ের সমস্তই আমি ইহাঁকে নিবেদন করিয়াছি! কিন্তু উনি কিছুতেই শুনিলেন না, উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিলেন! বারবার বলাতে হাস্য করিতে করিতে উত্তর করিলেন, ‘স্বর্ণ অট্টালিকা পাইলেও সে স্থানে অবস্থান করিব না, এ রহস্য আমাকে সন্দর্শন করিতে হইবেই হইবে। কৌতুহল পরিবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা চরিতার্থ না করিয়া কোনক্রমেই ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না! রত্নখচিত স্বর্ণ অট্টালিকা প্রাপ্ত হইলেও তাহা আমার পক্ষে একেবারেই পরিত্যজ্য!’ আমি নিরুপায়! তথাপি সাহেবের অজ্ঞাতসারে অপর দুই একটী বসতবাটীর অনুসন্ধানে যত্নবান হইয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোথাও বাসোপযোগী কোন বাটী প্রাপ্ত না হওয়াতে অগত্যাই আমি ইহাঁকে এখানে আনয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছি! এখন তুমি স্থান দান করিলে সমস্ত বিষয়ই শেষ হইয়া যায়!”

“সে স্থলে আমার আর আপত্তি কি?” কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া নিমচাঁদ কহিল, “সে স্থলে আমার আর আপত্তি কি?”

ডাক্তার লেরি মূকের ন্যায় এতক্ষণ অবস্থান করিতেছিলেন, একটীমাত্র বাক্যও তাঁহার মুখ হইতে বিনিস্মৃত হয় নাই? নিমচাঁদের শেষ কথা পরিসমাপ্ত হইলে ইদলজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও ব্যক্তি কি বলিতেছে? বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিয়াছি বলিয়া ও ব্যক্তি বিরক্ত হইয়াছে বুঝি?"

"আজ্ঞা তাহা নহে, ভৌতিক বৃত্তান্ত উত্থাপনে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিতেছিল, অবশেষে অগত্যাই সম্মতি দান করিয়াছে।—বিনা অনুমতির নিমিত্ত নহে।"

নিমচাঁদ অগ্রবর্ত্তী,—উদ্যান-ভবনের বহিঃসোপান অতিক্রম করিয়া আপন কটিদেশস্থ রৌপ্যশৃঙ্খল সংবদ্ধ কুঞ্চিকা দ্বারা দক্ষিণ দিকের প্রবেশ দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিল। মারবলবিশিষ্ট সুপ্রশস্ত সোপান-মঞ্চ অনুগামী লেরি ডাক্তার প্রভৃতির নয়নপথে তৎক্ষণাৎই পরিদৃশ্যমান। একেএকে সকলেই দ্বিতীয়তলের চত্বরোপরি সমুপস্থিত। উদ্যানরক্ষক গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিলে লেরি ও ইদলজী অনুচর সমভিব্যাহারে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

গৃহটী দিব্য পরিসর,—দীর্ঘ প্রস্থে বিলক্ষণ পরিসর।—অভ্যন্তরভাগ মধ্যবিধরূপে সজ্জীকৃত।—ভিত্তি সমূহে নানা প্রকার পশু পক্ষীর প্রতিমূর্ত্তি নানাবর্ণে চিত্রিত হইয়া গৃহের শোভা এক প্রকার পরিবর্দ্ধন করিতেছে। তবে বিনা সংস্কার ও বিনা যত্নে সে গুলি স্থানে স্থানে বিলক্ষণরূপেই বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া আছে। দেয়ালে দেয়ালগিরি ও ছবী। কক্ষমধ্যে সাতটী ঝাড়, তন্মধ্যে ছয়শাখাবিশিষ্ট ছয়টী, এবং মধ্যস্থলেরটী আটশাখাবিশিষ্ট। ছবীগুলির চিত্রংকার্য্য দেখিতে অতিশয় হৃদয়গ্রাহী; সেগুলি স্ব স্ব স্থানে বিরাজ করিয়া গৃহের শোভা সম্পাদন করিতে কোনক্রমেই ত্রুটি করিতেছে না। গৃহের মধ্যস্থলে মর্ম্মরপ্রস্তর বিনির্ম্মিত একখানি মনোহর সুগোল মেজ। মেজের চতুর্দ্দিকে মখমল মণ্ডিত কএকখানি কাষ্ঠাসন মণ্ডলাকারে সংস্থাপিত। গৃহতল দুই অঙ্গুলী পরিমিত স্থূল ইরাণী গালিচায় সমাবৃত; কিন্তু অতিশয় অপরিষ্কার এবং স্থানে স্থানে জঘন্যরূপে পরিছিন্ন;—তাহার উপরিভাগে খড়কুটা শুষ্কতৃণ গুল্ম ও চাল ডাল এবং অন্যান্য শস্যবীজ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত

হইয়া রহিয়াছে। গৃহের দৈর্ঘে এক দিকে শার্সী ও খড়খড়ীবিশিষ্ট নয়টী বাতায়ন, অপরদিকে কবাটযুক্ত নয়টী প্রবেশ দ্বার। সে গুলি আবার সুদৃঢ়রূপে চাবী দ্বারা আবদ্ধ। প্রস্থে দুইটী করিয়া প্রবেশ দ্বার, এক দিকের উন্মুক্ত দ্বার দিয়া সম্মুখে একটী শয়নকক্ষের অভ্যন্তর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কি দ্বার, কি বাতায়ন, সমস্তগুলিই রঙ্গিণ পর্দ্দায় সমাবৃত। বাতায়ন ইত্যাদির প্রতি পর্দ্দা সমভাগে বিভক্ত হইয়া বিনটকরা রেশম নির্ম্মিত রজ্জু সহযোগে গুচ্ছাকারে সংবদ্ধ। ছাদের নিম্নভাগ একখানি বিচিত্র চন্দ্রাতপে সমাচ্ছাদিত; চন্দ্রাতপ যে স্থানে সন্নিবেশিত হইলে গৃহের শোভা সমধিকরূপে সুসম্পাদন করে, তাহা না হইয়া কথঞ্চিৎ নিম্নে সংস্থাপিত হওয়াতে প্রকোষ্ঠের শোভা অনেক অংশে হ্রাস করিয়া দিয়াছে।

গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র ডাক্তার সাহেবের সুতীক্ষ্ণ নয়ন একবার চারিদিকে ত্বরিতগতিতে ভ্রমণ করিয়া আসিল। রুদ্ধ দ্বারগুলির প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশপূর্ব্বক ইদলজীর দ্বারা উদ্যানরক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি? ওদিকের দ্বারগুলি অবরুদ্ধ হইয়া আছে কেন?"

নিমচাঁদ উত্তর করিল, "আজ্ঞা, ও গুলি ঐরূপই আবদ্ধ থাকে।"

কথোপকথনের সময়ে ইদলজীই দ্বিভাষীর কার্য্য সমাহিত করিতেছিলেন, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

ডাক্তার সাহেব পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বদ্ধ রাখিবার কারণ? উন্মুক্ত থাকিলেই ত ভাল হয়? বিশুদ্ধ বায়ুর সমাগমে স্বাস্থের পক্ষে ত উপকার দর্শে? খুলিয়া দাও না কেন, গৃহটীতে পরিষ্কার বায়ু সঞ্চালন করুক?"

"আজ্ঞা, তাহার উপায় নাই! গৃহমধ্যে কাচ নির্ম্মিত কতকগুলি বহুমূল্য দ্রব্যসামগ্রী সংরক্ষিত আছে, খুলিয়া দিলে ভাঙ্গিয়া যাইবে যে?"

"কেন, ভাঙ্গিয়া যাইবে কেন? দ্বার উন্মোচন করিলে দ্রব্যাদি ভাঙ্গিয়া যাইবে এ কথার অর্থ কি? সেগুলি কবাটগাত্রে সংলগ্ন হইয়া আছে নাকি?"

"আজ্ঞা,—না, তাহা নহে, দ্বার উন্মোচন করিলে ভূতেরা তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিবে!"

হাস্য করিতে করিতে ডাক্তার লেরি বলিয়া উঠিলেন, "সেকি? ভূতে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে? তবে এ প্রকোষ্ঠের দ্রব্যসামগ্রী ভাঙ্গিয়া ফেলে নাই কেন? সকল দ্রব্যই ত অটুট হইয়া গৃহের শোভা বর্দ্ধন করিতে ত্রুটি করিতেছে না? এ সকলের উপর উপদ্রব করিতে ক্ষান্ত থাকে কেন?"

"আজ্ঞা, তাহাও ত হইয়া থাকে? এই দেখুন না কেন, গৃহমধ্যে চাল ডাল খড় কুটা প্রভৃতি নানাবিধ জঞ্জাল চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে! প্রত্যহ পরিষ্কার করিয়া রাখি, আবার প্রত্যহই প্রাতঃকালে উঠিয়া এইরূপ ভয়ানক অত্যাচার দর্শন করিতে পাই! তাই বলিতেছি, এ ঘরেও ত তাহাদের উপদ্রব এক দিনের নিমিত্তও ফাঁক যায় না?"

ইভান লেরি সেই ভাবেই বলিলেন, "যদি ভৌতিক উপদ্রবই হয়, তবে দ্বার রুদ্ধ রাখিলেই বা তাহাদের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার সম্ভাবনা কোথায়? তাহাদের গতিবিধি ত সর্ব্বত্রেই অক্ষুন্ন, তবে গৃহদ্বার সংবদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহাদের গমনাগমন প্রতিরুদ্ধ হইয়া যায়, তাহারই বা অর্থ কি?"

"আজ্ঞা, হয় ত দেখিতে পাই! দ্বার রুদ্ধ রাখিলে নিষ্কৃতি, নতুবা কোন-ক্রমেই আর অব্যাহতির আশা ভরসা নাই! এক দিবস এক দণ্ডের নিমিত্ত খুলিয়া রাখিয়াছিলাম, আসিয়া দেখি, সমস্ত দ্রব্যাদি লণ্ডভণ্ড ও বিচূর্ণীত হইয়া উদ্যানভূমিতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে!"

"অসম্ভব ব্যাপার! কখনই হইতে পারে না!—ইহা নিশ্চয়ই দুষ্টলোকের দুরভিসন্ধি। ভূতের আশঙ্কায় অভিভূত না থাকিয়া শান্তিরক্ষকের নিকট অভিযোগ করা উচিত কার্য্য ছিল,—তাহাদের আশ্রয় গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে পরিকর্ত্তব্য ছিল! অতিশয় অসম্ভব কথা!"

"আজ্ঞা, তাহারও ত্রুটি হয় নাই! পত্রের দ্বারা সে সংবাদ বারবারই প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু ফললাভ হইল কোথায়? শান্তিরক্ষকদিগের আগমনে সে সমস্ত ভৌতিক ব্যাপার আর অপনোদন হইলই বা কি প্রকারে? বরং বহুক্ষণ এই গৃহে অবস্থান করাতে লাভে হইতে কাহারও হস্তপদ, কাহারও মস্তক এবং কাহারও বা সর্ব্বাঙ্গ একেবারেই চূর্ণীকৃত!

আবার কাহারও বা আঘাত ব্যতিরেকে সর্ব্বগাত্রে গোময় ও বিষ্ঠা এবং মুখময় চূণকালী প্রগাঢ়রূপে প্রলেপিত! এই প্রকার শোচনীয়রূপে শিক্ষা-প্রাপ্ত হইয়া মহারাজ বিষণচাঁদ ও তাঁহার অনুচরগণ এ বাটী হইতে দূরীকৃত হইয়াছিলেন! তাই বলিতেছি, অনুষ্ঠানের ক্রটি কিছুমাত্রই হয় নাই!—এরূপ স্থলে নিশাযাপন করিতে সাহেব যে কি সাহসে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাহা আমি অনুধাবন করিতে নিতান্ত পক্ষেই অক্ষম হইতেছি!"

"হুঁ! এতদূর পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে? মহারাজ বিষণজীও সদলে অপদস্থ হইয়াছেন? ভাল, দেখা যাউক, আমার ভাগ্যে কিরূপ হয়!" ডাক্তার সাহেব মনে মনে এই সমস্ত বিষয় আন্দোলন করিয়া কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত চিন্তামগ্ন হইলেন।

আপনার ব্যাখ্যাবলীর প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত না হওয়াতে উদ্যানরক্ষক নম্রমুখে নিম্নস্বরে আপনাপনি বলিতে লাগিল, "বুঝিয়াছি, তোমার নিতান্তই দুর্ব্বুদ্ধি! অপরাপর লোকের যে দশা ঘটিয়াছে, তোমার ভাগ্যেও যে তাহাই হইবে, ইহা আমি দিব্যচক্ষে স্পষ্টরূপেই দর্শন করিতে পাইতেছি!" তৎপরে ইদলজীর দিকে মুখ ফিরাইয়া প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিল, "যাহা হউক, সাহেবের আহার্য্য বিষয়ে কিরূপ আয়োজন করিব?—আর আপনিও বোধ হয় অদ্য রাত্রি সাহেবের সহিত এখানে অবস্থান করিতেছেন, আপনারও আহারাদি—"

"না, আমি এখানে থাকিতেছি না। আর আহার্য্য বিষয়ের কথা আমি এখনই ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।" ইদলজী সাহেবকে সে কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি উত্তর করিলেন, "না অণুমাত্রও ক্ষুধা নাই, আমি অদ্য রাত্রে জলস্পর্শও করিব না, ক্ষুধা নাই!" এইরূপ উত্তর করাতে নিমচাঁদ আহারার্থে তাঁহাকে পুনর্ব্বার অনুরোধ করিল, লেরি সাহেব পুনর্ব্বার অস্বীকৃত হইলেন। অবশেষে কহিলেন, "আপাততঃ প্রয়োজন হইতেছে না। ক্ষুধা হইলে পরে দেখা যাইবে!"

নিমচাঁদ বিদায় গ্রহণ করিল। দুই একটী কথাবার্ত্তার পর ইদলজী মহাশয় কহিলেন, "যদি অনুমতি করেন, আমি এক্ষণে বিদায় গ্রহণ করি। একটী বিশেষ কাজ আছে, বেলাও আর অধিক নাই, সুতরাং—"

সহাস্যআস্যে ইভান লেরি কহিলেন, "ভূতের ভয়ে পলায়ন বুঝি?—দিনমানেই ভূতের ভয়? বেলা অবসান বটে, কিন্তু সন্ধ্যা হইতে এখনও চারি পাঁচদণ্ড বিলম্ব! ইতিমধ্যেই আপনার ভূতের ভয়?"

ইদলজী হাস্য করিতে করিতে উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা, যথার্থই আমার বিশেষ প্রয়োজন, সত্যই আমাকে কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে—"

"তাহা আমি বুঝিয়াছি, আপনাকে রহস্য করিতেছিলাম মাত্র। আমারও কিঞ্চিৎ প্রয়োজন আছে,—এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিবার বিশেষ আবশ্যক;—সে আমার নিমিত্ত এই গ্রামের প্রান্তভাগে অপেক্ষা করিয়া থাকিবে।—চলুন, আমিও যাই।"

উভয়েই সে গৃহ হইতে বহির্গমন করিলেন। অনুচর রটুলাল তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে আগমন করিতে লাগিল; উদ্যানপালের আবাস-গৃহের নিকট উপনীত হইলে, ডাক্তার সাহেব আপন অনুচরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "দেখ, দ্বিনল বন্দুকটীর দুই চোঙ্গে কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে বারুদ দিয়া একটীর পরিবর্ত্তে দুইটী করিয়া গুলি দিবে; আর তরবারখানি থলিয়াস্থিত শাণ-প্রস্তরের দ্বারা তীক্ষ্ণরূপে ধার করিয়া রাখিও! সাবধান! ইহার অন্যথা যেন না হয়!" এই পর্য্যন্ত বলিয়া গুটিকতক রৌপ্যমুদ্রা আপনার অঙ্গরাখাভ্যন্তর হইতে বহিষ্করণপূর্ব্বক নিমচাঁদের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, "তোমাদের ঐ ঘরের সমস্ত ঝাড়গুলিতেই আলোক প্রদান করিও।—এই লও, বাতি ক্রয় করিবার নিমিত্ত মূল্য গ্রহণ কর।"

মুদ্রা গ্রহণপূর্ব্বক নিমচাঁদ বিনীতভাবে বিজ্ঞাপন করিল, "আজ্ঞা, এখানে মোমবাতি অতিশয় দুষ্প্রাপ্য!—সহসা ক্রয় করিতে যাইলে প্রাপ্ত হওয়া যায় না!—সুতরাং মুদ্রা প্রদানের কিছুমাত্রই প্রয়োজন নাই।"

ইদলজীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক ডাক্তার সাহেব মৃদুমন্দ হাস্যসহকারে বলিতে লাগিলেন, "এতক্ষণ ত আপনি দ্বিভাষিকের কার্য্য করিলেন, এইবার উহাকে বলিয়া দিন যে, ঐ মুদ্রায় নারিকেলতৈল ক্রয়পূর্ব্বক তদ্দ্বারাই যেন ঝাড়গুলি আলোকিত করিয়া রাখে। অবশিষ্ট মুদ্রা প্রত্যর্পণ করিবার প্রয়োজন নাই, পরিশ্রমের পারিতোষিক স্বরূপ তাহা আমি উহাকে প্রদান করিলাম।

ইদলজী সাহেবের উপদেশ মত কার্য্য করিয়া, তাঁহার মুখপ্রতি সরলতা-ময় দৃষ্টি সংযোগে মৃদুমন্দভাবে কহিলেন, "তবে এক্ষণে আমি বিদায় গ্রহণ করি, কল্য প্রত্যুষেই আবার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ সন্দর্শন হইবে!" পরক্ষণেই তাঁহার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল; তিনি ধীর গম্ভীরস্বরে "এখন সেই সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন,—সমস্ত দেবদেবী সানুকূল হইয়া অভেদ্য কবচরূপে আপনার সমস্ত শরীর আবৃত করিয়া রাখুন!" এই কএকটী কথা সমুচ্চারণপূর্ব্বক সাহেবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আপনার গন্তব্যস্থানাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।

চত্বারিংশ কাণ্ড।

তদন্তের ফল।

ডাক্তার সাহেব উদ্যানভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দ্রুতপদ বিক্ষেপে গ্রামের প্রান্তভাগে আগমনপূর্ব্বক একটী সুবৃহৎ বটবৃক্ষের শাখাতলে দণ্ডায়মান হইলেন। স্থানটী অতিশয় নির্জ্জন,—জনমানবের সমাগম নাই, প্রকৃতি অতিশয় মনোহারিনী। কুলায়ান্বেষী বিহঙ্গমকুলের কলধ্বনি এবং বিবরস্থ ঝিল্লি সমূহের পঞ্চমতান অনর্গল শ্রুতিগোচর হইতেছে। সুমন্দ সমীরণ বন্যবৃক্ষের পত্রাবলী পরিকম্পনে গোধূলির শুভাগমন বার্ত্তা সাহ্লাদে বিঘোষণ করিয়া দিতেছে। সেই সংবাদ শ্রবণে কানন-কুসুম সকল অবগুণ্ঠ উন্মোচনপূর্ব্বক যেন সহাস্যবদনে সন্ধ্যাদূতীর অভ্যর্থনা করিবার জন্য সাগ্রহচিত্তে অপেক্ষা করিয়া আছে। সুমধুর সুস্নিগ্ধ সময়।—কিন্তু ইভান, লেরির সে দিকে ভ্রমক্রমেও দৃষ্টিপাত নাই। তিনি কিয়ৎক্ষণ বৃক্ষমূলে

অবস্থান করিয়া নীরবে পাদচারণ করিতে করিতে কিয়দ্দূর অগ্রগমন করিলেন। আবার প্রত্যাগত হইয়া পুনর্ব্বার স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। এইরূপে কএক মুহূর্ত্ত অতিবাহিত। এমন সময় এক ব্যক্তি মৃদুমন্দ পাদবিক্ষেপে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। আগন্তুকের অধিকরূপ পরিচয় দিবার আর আবশ্যক করে না,—নাম বলিলেই পাঠক মহাশয় তাহাকে তৎক্ষণাৎই চিনিতে পারিবেন। ইনি আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত পর্‌মল্‌জী।—বিষণজী কর্ত্তৃক উৎপীড়িত, ওসমান আলি দ্বারা প্রতিপালিত সেই ধীরপ্রকৃতি অনুতাপী পর্‌মল্‌জী।

অতি সন্নিকট হইলে পর্‌মল্‌জী মহাশয় সাহেবের মুখ প্রতি নীরবে কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণপূর্ব্বক যেন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার উপক্রম করিলেন, কিন্তু সাহস প্রাপ্ত হইলেন না;—মনোমধ্যে কোন ভাবের উদয় হওয়াতে তিনি সে কার্য্য হইতে সহসা বিরত হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ পাইলেন। তদ্দর্শনে ডাক্তার সাহেব উৎসাহব্যঞ্জক আস্তে গম্ভীরস্বরে ইংরাজী ভাষায় বলিয়া উঠিলেন, "চলিয়া যাইতেছেন কেন? যদি কোনরূপ বিশেষ কথা পরিব্যক্ত করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তবে প্রকাশ করিয়া বলুন না।"

"কথা আছে বটে, কিন্তু আপনিই যে সেই ব্যক্তি, সে বিষয়ের নিশ্চয়তা কি?" ইংরাজী ভাষায় এই কএকটী বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক উত্তর প্রতীক্ষায় পর্‌মল্‌জী মহাশয় ডাক্তার সাহেবের বদন প্রতি নয়নার্পণ করিয়া রহিলেন।

লেরি মহোদয় সেই ভাবেই পুনরায় কহিলেন, "কেন, কোন সাহেবের সহিত আপনার এই স্থানে দেখা সাক্ষাৎ হইবার কথা ছিল না?—অদ্য আপনার নিমিত্ত এক ব্যক্তি এই স্থলে অপেক্ষা করিয়া থাকিবে, পূর্ব্ব হইতে এই কথা অবধারিত হইয়াছিল না?"

সতর্কভাবে পর্‌মল্‌জী মহাশয় কহিলেন, "সে কথা যথার্থ বটে, কিন্তু ইহাতে আমার হৃদ্‌প্রত্যয় কি প্রকারে হইবে? আপনিই যে সেই ব্যক্তি, ইহা আমি কি প্রকারে অবগত হইতে সমর্থ হইব?—বিশেষ কথায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে কোনরূপ বিশেষ সঙ্কেতের আবশ্যক!—যে পর্য্যন্ত সেইটী না

জানিতে পারিতেছি, সে পর্য্যন্ত কিরূপে আপন হৃদয়মধ্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে সাহসী হইতে পারি ?"

"আপনার সতর্কতা দেখিয়া অতিশয় পরিতুষ্টি লাভ করিলাম। ভাল, পরীক্ষা করিয়া দেখুন,—সন্তোষকর অভীষ্ট প্রত্যুত্তর যদি প্রদান করিতে পারি, তবেই আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবেন, পরীক্ষা করিয়া দেখুন !"

"ভাল তাহাই হউক !" পর্‌মল্‌জী গম্ভীরবদনে কহিলেন, "ভাল তাহাই হউক। আপনারই বাক্যপ্রমাণ তাহাই স্বীকার পাইলাম !—আপনি মহৎলোক, সুতরাং অগ্রেই আমার সে বিষয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত !—এ স্থলে অপর কথা কহিবার পূর্ব্বে, প্রথমে সাদরসম্ভাষণে ভদ্রলোকের অভ্যর্থনা করাই ভদ্রোচিত কার্য্য, ইহা আমি মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করিতেছি। এ ক্ষেত্রে তাহাই উত্তম,—তাহাই করি,—এবং সেই বাক্য মুখ্য যাবনীক ভাষাতেই প্রয়োগ করা, আমার বিবেচনায় সম্পূর্ণরূপেই যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে! এ অবস্থায় তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইলাম !" এইরূপ সুদীর্ঘ ভূমিকা করিয়া তিনি তৎপরে ধীর-গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "বেনিডিসাইট !" (মঙ্গলমন্ত্র)

ডাক্তার সাহেব যেন হর্ষান্বিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার স্বর কিছুমাত্রই পরিবর্ত্তিত হইল না। তিনি গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন, "আপনি যেমন বিদেশীয় অথচ মুখ্য ভাষায় আপন মনোভাব পরিব্যক্ত করিয়া আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিলেন; সে স্থলে আপনাদের মাতৃভাষায়ই তাহার সদুত্তর প্রদান করা, আমার পক্ষে সর্ব্বতোভাবেই পরিকর্ত্তব্য !—কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনাদের দেশীয় ভাষায় আমার কিছুমাত্রও ব্যুৎপত্তি জন্মে নাই। তবে এ দেশে থাকিতে থাকিতে দুই চারিটী কথা কোনরূপে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি মাত্র! তন্মধ্যে একটীমাত্র শব্দ প্রয়োগ করিলেই, আমার উচ্চারণ এবং তদ্বিষয়ে পরিপক্কতা কতদূর পর্য্যন্ত উৎকৃষ্টতায় পরিণত হইয়াছে, তাহা আপনি সহজেই বুঝিয়া লইতে সক্ষম হইবেন !" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি অতি পরিষ্কার এবং পরিশুদ্ধরূপে "রত্নগিরি" এই শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক সহর্ষে পর্‌মল্‌জীর মুখের প্রতি জয়োল্লাসিতনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন।

উত্তর প্রাপ্তে,—"রত্নগিরি" শব্দটী কর্ণগোচর হইবামাত্র পর্‌মল্‌জী

মহাশয় কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে কহিলেন, "সাহেব! অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।—নিদর্শন ভিন্ন অপরিচিত ভদ্রলোকের নিকট নিগূঢ় গুপ্ত-কথা কি প্রকারে পরিব্যক্ত করিতে সাহসী হইতে পারি? বিশেষতঃ আমার প্রতি প্রভুর এইরূপই অনুমতি প্রদত্ত ছিল! তবে তাঁহার ব্যাখ্যানুসারে যদিও আপনার পরিচ্ছদ, অবয়ব এবং আকৃতি দর্শনে, আপনিই যে সেই, ইহা আমি সন্দেহ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাঁহার অনুজ্ঞামতে বিনা সঙ্কেত কথায়—"

"না না, অনুনয় বিনয়ের আবশ্যক করে না,—আপন কর্ত্তব্যকর্ম্ম প্রতি-পালন করিয়াছেন, ইহাতে আর আপনার অপরাধ কি? বরং সতর্কতার সহিত কার্য্য করাতে তদ্বিনিময়ে প্রশংসাবাদই প্রাপ্ত হইতে পারেন!" এই পর্য্যন্ত বলিয়া ডাক্তার সাহেব ত্রস্তভাবে একবার চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ-পূর্ব্বক মৃদুমন্দস্বরে পুনরায় কহিলেন, "এখন সেখানকার সংবাদ কি?—প্রিয়বন্ধু ওসমান আলি আপনাকে যে নিমিত্ত ভীমগড়ে প্রেরণ করিয়া-ছিলেন, সে বিষয়ে আপনি কতদূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য?—কি কি সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আসিলেন?"

"আজ্ঞা একেএকে সমস্তই বিজ্ঞাপন করিতেছি।" পর্‌মল্‌জী কহিলেন, "আজ্ঞা একেএকে সমস্তই বিজ্ঞাপন করিতেছি। প্রভু ওসমান আলির নিকট হইতে সুপারিসপত্র গ্রহণপূর্ব্বক প্রথমে আমি জেল-দারোগার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া ভীমগড়ের সন্নিকটে কোন একটী গৃহস্থের বাটীতে বাসা গ্রহণ করিলাম। দুর্গমধ্যে প্রবেশ না করিয়া বহির্দ্দেশে অবস্থিতি করিবার কারণ এই যে, আসপাশের লোকের দ্বারা সে বিষয়ের যতদূর সুলুক সন্ধান প্রাপ্ত হইতে পারিব, জেল-দারোগার নিকট সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার কিছুমাত্রই সম্ভাবনা নাই। ইহা ভাবিয়া একজন গৃহস্থের বাটীতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সল্প আয়াসে আমার সেই মনোরথটী সম্পূর্ণরূপেই সুসিদ্ধ হইল, সবিশেষ সংবাদ যথাসময়েই পরিজ্ঞাত হইতে সক্ষম হইলাম।"

ধীরভাবে ডাক্তার সাহেব এই পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়া ঈষদ্ধাস্যসহকারে পর্‌মল্‌জীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার সমস্ত কথাই প্রিয়বন্ধু ওসমান

আলিকে বিজ্ঞাপন করিতে হইবে নাকি? কিরূপ যান বাহনে তথায় উপস্থিত হইলেন, কোন্ সময় কোথায় অবস্থিতি করিলেন, রাত্রিকালে সুখসচ্ছন্দে সুনিদ্রা হইয়াছিল কি না, এই সমস্ত দৈনিক বিবরণই কি তাঁহাকে বিজ্ঞাপন করিতে হইবে?"

কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া পর্মল্জী উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা তাহা নহে, রঞ্জনলালের আমূল বৃত্তান্ত প্রভু ওসমান আলিকে বিজ্ঞাপন করিলেই যথেষ্ট হইবে। তবে এ সকল কথা প্রয়োগ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, প্রথমে জেল-দারোগার কাছে গমন না করাতে যে একটী সুমহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে, তাহাই মহাশয়কে ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছিলাম।"

মহানুভব ডাক্তার লেরি স্থির দৃষ্টিতে বক্তার মুখের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন; পর্মল্জী তদন্ত বৃত্তান্ত পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন।

"সর্প দংশনে রঞ্জনলাল হতজীবন হইয়াছিল বা বিষ প্রভাবে বিচেতিত থাকাকে মৃতভ্রমে তাহার নির্জীবদেহ দুর্গবাসিগণ শ্মশানভূমিতে প্রক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা জানিবার জন্য একটী সদুপায় উদ্ভাবন করিলাম। মৃত ব্যক্তির পরিধান বস্ত্র ও শয্যাদি আহরণ করিবার জন্য যাহারা শ্মশান-ভূমিতে অহরহ বিচরণ করিয়া থাকে, তাহাদের নিকট এ বিষয়ের প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়া। সৌভাগ্যক্রমে তাহাদের বাসস্থানের সন্ধান পাওয়াতে লোক প্রেরণে তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া আনিলাম। রঞ্জনের অবস্থা সংক্রান্ত সমস্ত ঘটনা একেএকে বিবরণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করাতে সে ব্যক্তি উত্তর করিল, 'আজ্ঞা হাঁ, স্মরণ হইয়াছে। আজ প্রায় আট দশবৎসর অতীত হইল, এক ব্যক্তি "ভীমগড়" হইতে পর্ব্বতগুহায় বিনিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। যে রাত্রে তাহার দেহ শ্মশানভূমিতে নিপতিত হয়, সংবাদ প্রাপ্তে তাহার পরদিন প্রত্যুষেই আমরা সে ব্যক্তির পরিধান বস্ত্র ও শয্যাসামগ্রী সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু মৃতব্যক্তির কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হইল না।' এ সকল কথা শ্রবণে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া তাহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করাতে সে ব্যক্তি পুনরায় কহিল, 'মহাশয়! বাল্যকাল হইতে আমরা ওকার্য্যে সবিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছি;

চিরকালই দর্শন করিতে পাই যে, মৃত ব্যক্তি শ্মশানভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহার শবদেহের কোন না কোন চিহ্নই সে স্থানে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে; শৃগাল কুক্কুর কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলেও তাহার ক্ষুদ্রতম সামান্য অস্থিখণ্ডও আমরা পরদিন নয়নগোচর করিয়া থাকি। কিন্তু এ স্থলে তাহার শরীরের কণামাত্রও দৃষ্টিগোচর হইল না। ইহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, সে ব্যক্তি কখনই মানবলীলা সম্বরণ করে নাই, ভ্রমক্রমে জীবদ্দশাতেই সে স্থানে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে; চেতন প্রাপ্তে চলিয়া গিয়াছে। অথবা তাহার আত্মীয় কুটুম্ব সে স্থানে সেই সময় উপস্থিত ছিলেন, সংকারের নিমিত্ত হয় ত তাঁহারাই তাহা স্থানান্তরে লইয়া গিয়া থাকিবেন।' আমার বিশ্বাস হইল না,—শেষ কএকটী কথা অসম্ভবপর বলিয়া বিবেচনা হইতে লাগিল। রঞ্জনের জ্ঞাতিকুটুম্ব কোথায়? আর থাকিলেও ওরূপ গুপ্তভাবে তাহার মৃতদেহ লইয়া যাইবার তাৎপর্য্য কি?—দারোগার নিকট আবেদন করিলেই ত প্রাপ্ত হইতে পারিত, তবে এরূপ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিবার উদ্দেশ্য কি? ইহাতেই স্থির সিদ্ধান্ত, চেতন প্রাপ্তেই সে ব্যক্তি তথা হইতে গোপনভাবে পলায়ন করিয়াছে! মনে মনে এই সকল আন্দোলন করিয়া প্রবল আহ্লাদে একেবারে উন্মত্ত হইয়া পড়িলাম! আমার মন তখন—"

"ভাল, তাহার কারণ কি? এত অধিক আনন্দ হইবার কারণ কি?—স্বীকার পাইলাম, সে ব্যক্তি বিঘোর অচেতনেই সেই শ্মশানভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল! কিন্তু তজ্জন্য আপনার মনে মহানন্দের আবির্ভাব হইবার তাৎপর্য্য কি? বন্দী প্রাণত্যাগই করুক, অথবা কৌশলক্রমে তথা হইতে কোন প্রকারে অব্যাহতি প্রাপ্তই হউক, ইহাতে আর আপনার আনন্দের বিষয় কি?" পূর্ব্বস্বরে এই কএকটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ডাক্তার সাহেব উত্তর প্রতীক্ষায় পরমলক্ষ্মীর বদনমণ্ডলে তীক্ষ্ণদৃষ্টি সংযত করিয়া রহিলেন।

"আজ্ঞা, তাহার এক কারণ আছে!" কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া পরমলক্ষ্মী মহাশয় বিনীতভাবে প্রত্যুত্তর করিলেন, "আজ্ঞা, তাহার এক বিশেষ কারণ আছে! কিন্তু তাহা মহাশয়ের নিকট প্রকাশ করিতে নিতান্ত পক্ষেই অসমর্থ, তজ্জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি! মনোবেগ সম্বরণ করিতে না

পারাতেই ঐরূপ বাক্য আমার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল। যদি একান্তই জানিবার বাসনা হইয়া থাকে, তবে আমার প্রভু ওসমান আলিকে সে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেই তাহার সবিশেষ তথ্য অবগত হইতে পারিবেন! আমি নিরুপায়!"

"না, জানিবার কোনরূপ বিশেষ স্পৃহা নাই, তবে আপনার বাক্য শ্রবণে আমার কৌতূহল নাকি এক প্রকার উদ্রিক্ত হইয়াছিল, সেই নিমিত্তই ও কথার উত্থাপন! নতুবা বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না! ভাল, তাহার পর কি হইল বিজ্ঞাপন করুন।"

পরমলজী পুনর্ব্বার আরম্ভ করিলেন। "এই সমস্ত নিগূঢ় সংবাদ প্রাপ্ত হইবার পর, যথা সময়ে আমি ভীমগড়ে প্রবেশপূর্ব্বক জেল-দারোগার হস্তে মহানুভব ওসমান আলির অনুজ্ঞাপত্রখানি প্রদান করিলাম। জিজ্ঞাসা করাতে 'সর্প দংশনে মৃত্যু হইয়াছে' এইমাত্র সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদান করিয়া কারা-চিকিৎসকের নিদর্শন-পত্রখানি আমার হস্তে সমর্পণ করিলেন। পাঠ করিলাম,—তাহাতে রঞ্জনলালের অপঘাতে মৃত্যু, দেহ পরিক্ষা ইত্যাদি সমস্ত বিষয় স্পষ্টরূপেই পরিবর্ণিত রহিয়াছে। সে বিষয়ে অধিক প্রশ্ন করিলে আর আর সমাচার অবগত হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই বিবেচনায়, রঞ্জনের কারাগৃহ পরিদর্শন করিবার নিমিত্ত তৎপরে ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। আমার এই যৎসামান্য বাসনা বিজ্ঞাপন করাতেই দারোগা সাহেবের বদনমণ্ডল বিশুষ্ক হইয়া গেল। তিনি মূকের ন্যায় ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে আমি পূর্ব্ব প্রশ্ন পুনর্ব্বার উত্থাপন করিলাম।"

"কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া দারোদা সাহেব উত্তর করিলেন, 'সে স্থান অতি অন্ধকারময়, অতিশয় দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ। তাহা পরিদর্শন করিয়া আর কি লাভ হইবে?—তিষ্ঠিতে পারিবেন কেন?,"

"দারোগার ভাবভঙ্গী দর্শনে আমার সন্দেহ পরিবর্দ্ধিত হইল। প্রশান্তভাবে কহিলাম, "সেখানে ত আর অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে নে, একবার দর্শন কারিবামাত্র। তাহাতে আর অধিক কষ্ট হইবার সম্ভাবনা কোথায়?"

দারোগা সাহেব ছাড়া ছাড়া কথায় পুনরায় কহিলেন, 'অতিশয়

অন্ধকার,—আলোক—না—হইলে—কিরূপে—প্রবেশ—করিবেন ?—দিন-মান—এখন আলোক—,"

"বাধা দিয়া হাস্ত করিতে করিতে আমি উত্তর করিলাম, "আলোকের নিমিত্ত চিন্তা কি ? একজনকে আদেশ করিলে ত এখনই প্রাপ্ত হইতে পারেন, তবে আপনি এরূপ চিন্তিত হইতেছেন কেন ?"

" 'যে আজ্ঞা, যদি একান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে চলুন।' এই কথা বলিয়া দারোগা সাহেব আসন পরিত্যাগপূর্ব্বক অনুচর সমভিব্যাহারে পাতাল-পুরী অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; আমিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ-অনুগমন করিতে ক্ষান্ত রহিলাম না।"

"প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত হইলে দারোগা সাহেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কৈ, আলোক আনিতে অনুমতি করিলেন না?—অন্ধতম প্রদেশ, বিনা আলোকে কিরূপে প্রবেশ করিব ?"

" 'আজ্ঞা, নিতান্ত অন্ধকার নহে,—এখন দিনমান,—বিনা আলোকেও কার্য্য শেষ হইতে পারে !' "

"দারোগার কথা শ্রবণে আমি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম। দুই একটী সোপান পংক্তি অবতরণ করিতে না করিতে ভিতরে ঘোর অন্ধকার বলিয়া অনুমিত হইল। তখনই ত্রস্তপদে সে স্থান হইতে উপরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দারোগার দিকে মুখ ফিরাইয়া গম্ভীরভাবে কহিলাম, "ওখানে যে অতিশয় অন্ধকার! বিনা আলোকে কি প্রকারে প্রবেশ করা যাইতে পারে ? আলোক আনিতে আজ্ঞা করুন না।"

"উত্তেজনা করিয়া দারোগা সাহেব কহিলেন, 'আলোকের প্রয়োজন কি ? আমি অগ্রে অগ্রে পথ প্রদর্শন করিতে করিতে যাইতেছি, চলুন না !,"

"আমার সন্দেহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহার প্রকৃত কারণ নিরাকরণ করিতে সমর্থ হইলাম না। তবে মনোমধ্যে সহসা এইমাত্র ধারণা হইল যে, অবশ্যই ইহার মধ্যে কোনরূপ গূঢ়তম কারণ পরিবিদ্যমান আছে, নতুবা এরূপ করিতেছে কেন ?—মনে করিলাম, হয় ত কোন বিষয় গোপন করিবার চেষ্টা, আলোক আনীত হইলে হয় ত কোন

বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িবে, সেই নিমিত্ত এইরূপ উপায় অবলম্বন করিতেছে। যাহাই হউক, বিনা আলোকে সে স্থানে প্রবেশ করা কোনমতেই যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলাম না। দারোগার কথায় এইমাত্র উত্তর করিলাম, "আলোক আনয়ন বিষয়ে বারবার আপনি এত অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন কেন?—দেখিতেছি অন্ধতম প্রদেশ, আপনি তাহা আত্মমুখেই স্বীকার করিয়াছেন, সে ক্ষেত্রে আলোক আনিবার বিষয়ে আপনার পক্ষে ক্ষতিবৃদ্ধিই বা কি? বরং সবিশেষই সুবিধা! সচ্ছন্দে সকল বিষয় পরিদর্শন করিতে সক্ষম হইব!"

"'না, অপর কোন কারণ নাই, তবে এ বিষয় যত শীঘ্রই সমাধা হইয়া যায়, ততই উত্তম,—সেই নিমিত্তই ওরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলাম! অপর কারণ কিছুই নাই!' দারোগা সাহেব এই পর্য্যন্ত বলিয়া তৎপরে ভৃত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, 'যাও, শীঘ্র একজন উল্কাধারীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আইস।'"

"ভৃত্য বিদায় গ্রহণ করিল। কিঞ্চিৎ পরে তাহার সহিত একজন উল্কাধারী একটী প্রজ্জ্বলিত উল্কা হস্তে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা অন্ধপুরীতে প্রবেশ করিলাম। তথাকার দূষিত বায়ু ও দুর্গন্ধে অতিশয় কষ্ট বোধ হইতে লাগিলেও কর্ত্তব্যকর্ম্ম জ্ঞানে সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপও করিলাম না। রঞ্জনের কারাকূপের গৃহদ্বার উন্মুক্ত হইলে তাহার চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতে করিতে সহসা একটী সুড়ঙ্গপথ আমার নয়নপথে নিপতিত হইল। আমি সাশ্চর্য্যে বলিয়া উঠিলাম, "একি? কারাকূপে সুড়ঙ্গ পথ কেন? ইহা অবলম্বন করিয়া কোন্ স্থানে যাইয়া উপস্থিত হওয়া যায়? সুড়ঙ্গপথেরই বা প্রয়োজন কি?"

"আমার শেষ কথার উত্তর দান না করিয়া দারোগা সাহেব কহিলেন, 'একটী উন্মাদ বন্দীর গৃহে!,"

"উন্মাদ?—উন্মাদের সহিত এ গৃহবাসীর বাক্যালাপে কি উপকার দর্শিতে পারে? যদি তাহার নির্জ্জনবাসের কষ্টদূর করিবার জন্য দয়া প্রকাশে এই উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন, তবে এরূপ পথের আশ্রয় গ্রহণ

করাইলেন কেন? সময়ে সময়ে গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেই ত এ বাধা সমাধা হইতে পারিত, তাহা না করিলেন কেন?"

"ম্লানবদনে অবনতমস্তকে দারোগা সাহেব উত্তর করিলেন, 'আজ্ঞা, না, তাহা নহে। আমার অনুজ্ঞাক্রমে এ পথ বিনির্ম্মিত হয় নাই! গুপ্তভাবে একজন বন্দীই এই কার্য্যটী সংসাধন করিয়াছে।,"

"আমি আশ্চর্য্যভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বন্দী?—অসম্ভব! অস্ত্র পাইল কোথায়?"

" 'আজ্ঞা তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু পথটী ত—' "

"দারোগার কথায় বাধা দিয়া সকৌতূহলে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে সেই বন্দী? কে এই সন্ধিটী খনন করিল?"

" 'নিঃসন্দেহ রঞ্জনলাল!' দারোগা সাহেব উত্তর করিলেন, 'নিঃসন্দেহ রঞ্জনলাল! সে ব্যক্তি অতিশয় মেধাবী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বলিষ্ঠ, সেই এই পথ খনন করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই!,"

ধীরভাবে অবিচলিতচিত্তে ডাক্তার সাহেব এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিতেছিলেন, পরমলজীর এই শেষ কথা কর্ণগোচর হইবামাত্রই সহসা অতি নিম্নস্বরে আপনা আপনি বলিয়া উঠিলেন, "অন্ধ! অপরিনামদর্শী! মূর্খ! কাহার কিরূপ ক্ষমতা, তাহা কিছুমাত্রই বোধগম্য নাই!—ধন্য মেধা!—ধন্য বুদ্ধি!—ধন্য বিদ্যা!"

মৃদুস্বরে এই কএকটী কথা উচ্চারিত হইলেও পরমলজীর কর্ণে সেই সমস্ত তৎক্ষণাৎই প্রতিঘাতিত হইল। কিন্তু ভাবার্থ গ্রহণ করিতে তিনি কোনক্রমেই সমর্থ হইলেন না। সোৎসুকে লেরি মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি বলিতেছেন? দীর্ঘ কাহিনী শ্রবণে উত্যক্ত হইতেছেন বুঝি!"

"না, উত্যক্ত নহে, তবে কাহিনীটী নাকি অতিশয় দীর্ঘ, সেই নিমিত্ত আমার মনে কিছু আশঙ্কার উদয় হইতেছে! পাছে বিস্মৃত হইয়া যাই, প্রিয়বন্ধু ওসমান আলিকে সুচারুরূপে যদি এই সমস্ত কথা প্রকাশ করিতে নাই পারি, সেই জন্যই আমি কিছু উদ্বিগ্ন হইতেছি! ভাল, তাহারও

উপায় আছে! স্মরণার্থ সমস্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া লইতেছি!” এই বলিয়া ডাক্তার সাহেব অঙ্গরাখাভ্যন্তর হইতে একখানি অতি ক্ষুদ্র পুস্তিকা ও একটী সীস-লেখনী বহিষ্করণপূর্ব্বক কএকটী কথা বর্ণবদ্ধ করিয়া গম্ভীরবদনে সুগম্ভীরস্বরে পুনর্ব্বার কহিলেন, “ভাল বলিয়া যাউন, লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়াছি, আর কোন বিষয়েরই চিন্তা নাই, এক্ষণে সচ্ছন্দেই আপনি আপনার তদন্তের ফলাফল ক্রমে ক্রমেই পরিব্যক্ত করিতে পারেন! বলিয়া যাউন।”

পরমলজী বলিতে লাগিলেন। “দারোগার সেই সমস্ত কথা শ্রবণে আমি কিঞ্চিৎ রুক্ষস্বরে তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলাম; “যে-ই করুক, কিন্তু আপনার পক্ষে ইহা অতিশয় গর্হিত কার্য্য হইয়াছে। আপনার উপরেই তত্ত্বাবধানের ভার! দুর্গরক্ষক, শরীররক্ষক, এবং অস্ত্রধারী অন্যান্য প্রহরীরও অপ্রতুল নাই; কারাগারে বন্দীভাবে থাকিয়া যে ব্যক্তি এরূপ সুবৃহৎ সুড়ঙ্গ খনন করিল, উৎকীর্ণ প্রস্তর ও ইষ্টক চূর্ণাদি স্থানান্তরে বিনিক্ষিপ্ত হইল, ইহার কিছুমাত্রই সন্ধান রাখিলেন না! এ কিরূপ কার্য্য? বিলক্ষণ তত্ত্বাবধান করিয়াছেন দেখিতেছি যে!”

“দারোগা সাহেব নিরুত্তর, আমি পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলাম। “আপনি বিলক্ষণ কার্য্যক্ষম দেখিতেছি! কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বাতুলই হউক, আর যাহাই হউক, সে ব্যক্তিকে এ বিষয়ের কোন কথা কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? তাহার নিকট এ বিষয়ের কিছু অনুসন্ধান লইয়াছিলেন?”

“অবনতবদনে দারোগা সাহেব উত্তর করিলেন, ‘আজ্ঞা, সে ব্যক্তি পাগল, জটাধারী ব্রহ্মচারী, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার আর সময়—,”

“কথা সমাপ্ত করিবার অবসর না দিয়া অধিকতর উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিলাম, “সময় অসময় কি? তবে তাহাও করিতে অমনোযোগী হইয়াছেন? ভ্রূক্ষেপই করেন নাই,—পাগল বলিয়াই উড়াইয়া দিয়াছেন!—অপর কিছু না-ই হউক, স্তোকবাক্যে বিশেষ সতর্কতার সহিত সুকৌশলে প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিলে, অন্ততঃ দুই একটী প্রকৃত কথাও ত তাহার নিকট হইতে অবগত হইতে পারিতেন? তাহা না করিলেন কেন? তাহাতেও অমনোযোগ?”

" 'আজ্ঞা—আজ্ঞা—আজ্ঞা—সময়—'এই পর্য্যন্ত বলিয়া দারোগার আর বাঙনিষ্পত্তি হইল না। তিনি নীরবে অধোবদনে ভূমিতলে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন।"

"কারণ বুঝিতে না পারিয়া পূর্ব্বের ন্যায় কঠোরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সময় আবার কি? আট দশবৎসরের মধ্যেও আপনার সময় হইয়া উঠিল না? এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে একদিনও উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইলেন না?—বিলক্ষণ উপযুক্ত লোকের প্রতি দুর্গরক্ষণের ভার সমর্পিত হইয়াছে বটে! চলুন, আপনার কার্য্য আমিই সম্পাদন করিতে যাই,—চলুন, আমিই সেই পাগল আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া আসি।"

"দারোগার পদদ্বয় যেন পাষাণবৎ অচল; অতি মৃদুস্বরে, 'আজ্ঞা—আজ্ঞা—আজ্ঞা—,এইমাত্র ক্ষীণশব্দ তাঁহার মুখ হইতে বিনিস্থত হইল মাত্র।"

"তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহার বদনমণ্ডলের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া সেই ভাবেই জিজ্ঞাসা করিলাম, "সঙ্কোচ করিতেছেন কেন? কি হইয়াছে প্রকাশ করিয়া বলুন না। যদি কোন গুরুতর ব্যাপারই সংঘটিত হইয়া থাকে, এখন তাহা গোপন করিলে আপনার পক্ষে সুমঙ্গল হইবারই বা আর আশা ভরসা কোথায়? গোপন করেন কেন? প্রকাশ করিয়া বলুন না!"

" 'আজ্ঞা—সে—ব্যক্তি—পলায়ন—করিয়াছে!' আমার বারবার উত্তেজনা-বাক্যে দারোগা সাহেবের এইরূপ শোচনীয় প্রত্যুত্তর!"

"আমি একেবারেই স্তম্ভিত, ক্ষণকাল নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। বাক্যস্ফূর্ত্তি হইলে তীব্র কঠোর, অথচ ব্যঙ্গস্বরে সহসা বলিয়া উঠিলাম, "তবেই বুঝিয়া লইয়াছি! বিলক্ষণই পাগল বটে!—পাগল ব্যক্তি পলায়ন করিবার পথ অন্বেষণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকে, ইহা এই প্রথমবার শ্রবণ-গোচর হইল!—বিচিত্র ব্যাপার!—আমার চক্ষে জটাধারী ভয়ানকরূপেই উন্মাদ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে বটে!—ভাল, সে ব্যক্তি কবে পলায়ন করিয়াছে?—কোন্ পথ অবলম্বনে?"

"আমার এই তিরস্কারবাক্য শ্রবণ করিয়া দারোগা সাহেব অধোবদনে উত্তর দান করিলেন, 'আজ্ঞা, এই পথেই!—বৈ[illegible]র মৃতদেহ যে রাত্রে পর্ব্বত

গুহায় বিনিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, দয়ানন্দ ব্রহ্মচারীও সেই রজনীতে এই সুড়ঙ্গ পথ অবলম্বনে পলায়ন করিয়াছে! সেই নিমিত্তই সন্ধি খননের কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে সময় পাই নাই।' "

"সন্ধি খননের কিছুমাত্রই সংবাদ রাখিলেন না, তৎপরে যত অনুসন্ধান লইতেন, তাহা আমি দিব্যচক্ষেই দর্শন করিতেছি। ভাল, সুড়ঙ্গ পথ অবলম্বনে সে ব্যক্তি পলায়ন করিল কিরূপে? ও পথে ত এই গৃহেই উপস্থিত হওয়া যায়।—তা, এ গৃহদ্বার এবং উপরকার লৌহ-কবাট সদাসর্ব্বদাই ত অবরুদ্ধ হইয়া থাকে, তবে সে ব্যক্তি কিরূপে—"

"আমার কথায় বাধা দিয়া বিনীতভাবে দারোগা সাহেব উত্তর করিলেন, 'আজ্ঞা হাঁ, অবরুদ্ধ থাকে বটে, কিন্তু রঞ্জনের মৃতদেহ স্থানান্তরিত করিবার সময় কেহই বিদিত ছিল না যে, এই গৃহের সহিত ঐ গৃহের কোনরূপ সাক্ষাৎ সংযোগ আছে। সুতরাং নিঃসন্দেহচিত্তে গৃহদ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াই সকলে স্বকার্য্যসাধনে বহির্গত হয়। পরদিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় আহার সামগ্রী প্রদান করিবার নিমিত্ত এখানকার রসদদার, দয়ানন্দের আবাসকূপে প্রবেশ করিয়া দেখে, অধিবাসী তথায় উপস্থিত নাই,—গৃহটী মানবশূন্য, বন্দী পলায়ন করিয়াছে! সংবাদ প্রাপ্তেই আমি সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলাম; তদন্তে এই সুড়ঙ্গটী পরিদৃশ্যমান হইল,—নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইতে আর বিলম্ব হইল না।—নিশাকালে এই পথ অবলম্বনে বন্দী যে পলায়ন করিয়াছে, ইহা আমি সহজেই অনুমান করিয়া লইলাম!' "

"ভাল, তাহা যেন বুঝিলাম! কিন্তু তৎপরে অনুসরণে লোক প্রেরণ করেন নাই কেন? জড়ের ন্যায় কালহরণ করিবার তাৎপর্য্য কি?"

"আমার এই প্রশ্ন শ্রবণে দারোগা সাহেব কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণমনে উত্তর করিলেন, 'কালহরণ আর কোথায় করা হইয়াছিল? এ ব্যাপার পরিজ্ঞাত হইবার পরেই সে ব্যক্তির অনুসরণে চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু সন্ধান প্রাপ্ত হইলাম না। দক্ষিণ পশ্চিম দিকে যাহারা গমন করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন আসিয়া বিজ্ঞাপন করিল, 'একটী জটাধারী ব্রহ্মচারীর স্কন্ধে ভর দিয়া একটী পীড়িত ব্যক্তি অদ্য অতি প্রত্যূষেই সেই দিকে—' "

"বাধা দিয়া সোৎসুকে আমি বলিয়া উঠিলাম, "তবে ত ঠিকই হইয়াছে, এ-ই সেই ব্যক্তি,—রুগ্ন ব্যক্তিই সেই—" এইপর্য্যন্ত বলিয়া হঠাৎ কোন কথা স্মরণ হওয়াতে মনোভাব গোপনপূর্ব্বক পুনরায় কহিলাম, "ভাল, তাহার পর কি হইল বলিয়া যাউন ;—অনুসন্ধানে আর আর কি কি বিষয় অবগত হইতে পারিলেন? তৎপরেই তাহাদের অনুসরণে অশ্বারোহী রক্ষিদিগকে প্রেরণ করিলেন না কেন?"

এই কএকটী কথা শ্রবণে ডাক্তার সাহেব অতি কোমলস্বরে পরমলক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মহাশয়? কি বিষয় স্মরণ হইল? দারোগাকে বন্দীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, ইত্যবসরে আপনার মনোমধ্যে আবার কি ভাবের আবির্ভাব হইল?—কৌতূহল বৃদ্ধি হইয়াছে, যদি কোন বাধা না থাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া বলুন না মহাশয়!"

সম্বোধিত ব্যক্তি গম্ভীরভাবে কহিলেন, "বাধা?—কিছুমাত্রই নাই! বলিতেছি অবধান করুন! পীড়িত ব্যক্তির কথা শ্রবণমাত্রেই জানিতে পারিয়াছিলাম, এ-ই সেই রঞ্জনলাল! ব্রহ্মচারী পর্ব্বতগুহা হইতে ইহার উদ্ধারসাধনপূর্ব্বক ইহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছেন! শ্মশানচারীর সেই সমস্ত কথা সেইক্ষণে দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হওয়াতে দারোগাকে বলিতে যাইতেছিলাম, এ-ই সেই রঞ্জনলাল! সর্পদংশনে তাহার মৃত্যু হয় নাই, ভ্রমক্রমে পর্ব্বতগুহায় বিনিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, ব্রহ্মচারীর দ্বারা উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছে, এ-ই সেই রঞ্জনলাল! কিন্তু তৎপরে অন্য ভাবের উদয় হওয়াতে সে বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মচারীরই কথা দারোগা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম। আমার বাক্য শ্রবণে--"

"ভাল মহাশয়! রঞ্জনের প্রতি আপনি এরূপ অনুরক্ত কেন? তাহার নিষ্কৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই আপনি মহানন্দে একেবারেই উৎফুল্ল হইয়া উঠেন কেন? কি নিমিত্তই বা আপনার এতদূর মহোল্লাস?"

"আজ্ঞা, পূর্ব্বেই ত আপনাকে সে বিষয় বিজ্ঞাপন করিয়াছি?" বিনীতভাবে পরমলক্ষ্মী কহিলেন, "আজ্ঞা, পূর্ব্বেই ত আপনাকে সে বিষয় বিজ্ঞাপন করিয়াছি? প্রভু ওসমান আলিকে জিজ্ঞাসা করিলেই সমস্ত বিষয় অবগত

হইতে পারিবেন। রঞ্জনের মঙ্গলোদ্দেশে আমার যে কেন এতদূর আকিঞ্চন, তিনিও তাহা সম্যকরূপেই সুপরিজ্ঞাত! আপনি তাঁহারই নিকট অনুসন্ধান লইবেন, সকল তথ্যই সুপ্রকাশ হইয়া পড়িবে;—আমি সে বিষয় পরিব্যক্ত করিতে একেবারেই অসমর্থ, তজ্জন্য বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা!"

"না না, আমারই অন্যায় হইয়াছে!—আপনার অনিচ্ছা সত্ত্বে পুনর্ব্বার ও কথা উত্থাপন করাতে আমারই বরং অন্যায় হইয়াছে! স্মরণ ছিল না, ক্ষমা করিবেন! তদন্তের ফলাফল অনুগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার আরম্ভ করুন।"

পরমলজী বলিতে লাগিলেন, "আমার বাক্য শ্রবণে দারোগা সাহেব উত্তর দান করিলেন, 'আজ্ঞা, অনুষ্ঠানের ত্রুটি হয় নাই, অশ্বারোহীই প্রেরণ করিয়াছিলাম,—সংবাদ প্রাপ্তেই দুই তিনজন অশ্বারোহী সে ব্যক্তির অবলম্বিত পথে তৎক্ষণাৎই প্রধাবিত হইয়াছিল, কিন্তু কিছুই কার্য্যকর হইল না। সমস্ত দিন বৃথা পরিশ্রমের পর শ্রান্তক্লান্ত হইয়া সকলে একটী পান্থশালায় যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। ব্রহ্মচারীর কথা আশ্রম-স্বামীকে জিজ্ঞাসা করাতে সে ব্যক্তি ত্রস্তভাবে কহিল, 'একজন ব্রহ্মচারী একটী রুগ্ন শিষ্য সমভিব্যাহারে এই স্থানে সমাগত হইয়া জটাজুট ও শ্মশ্রুরাজি সমস্তই পরিমুণ্ডন করণানন্তর ভিক্ষা দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ আহার্য্যসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া পশ্চিমদিকের পথ অবলম্বনে বহুক্ষণই চলিয়া গিয়াছে।' রক্ষীরা নিরুপায়!—তখন রাত্রি, আশ্রম স্বামীর নিকট হইতে এই তত্ত্ব অবগত হইয়াও তাহারা পলাতকের অনুসরণ করা ফলোদায়ক বিবেচনা করিল না। পরদিন প্রত্যূষেই নির্দ্দিষ্ট দিকে গমন করিয়াছিল, কিন্তু কিছুই অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইল না,—পলাতক ব্রহ্মচারী একেবারেই অদৃশ্য!,"

"ভাল, তাহা যেন বুঝিলাম; আপনি যে আপনার কর্ত্তব্যকর্ম্ম পালনে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই, তাহা যেন হৃদয়মধ্যে এক প্রকার বিশ্বাসযোগ্য হইল! কিন্তু একটী বিষয়ে যে ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে? বন্দীর পলায়ন ও সুড়ঙ্গ খননের কথা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বিজ্ঞাপন করেন নাই কেন? এতদিন সংগোপনে সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছিলেন কেন?"

"আমার এই প্রশ্ন শ্রবণে দারোগা সাহেব-উত্তর করিলেন, 'আজ্ঞা,

অপর কোন কারণে নহে, কেবল সামান্য উন্মাদ বন্দী অনুমানে। তাহার পলায়নে রাজ্যের আর ইষ্টানিষ্ট হইবার সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং অনাবশ্যক বোধে তৎসংবাদ প্রেরণ করিতে আমার সেরূপ ঔদাস্যভাব।,"

"অবজ্ঞাসূচকভাবসহকারে ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক কহিলাম, "অনাবশ্যক? বটেই ত! অতি যৎসামান্য ব্যাপার! ভাল একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কারাগার ও বন্দিদিগের অবস্থা বিষয়ের বিবরণ কর্তৃপক্ষের নিকট কি আপনাকে বিজ্ঞাপন করিতে হয় না? আপনি স্বেচ্ছাক্রমে সকল কার্য্যই কি সম্পাদন করিয়া থাকেন?—সেগুলি কি আপনার স্বেচ্ছাধীন?"

" 'আজ্ঞা না, তাহা নহে। আমার প্রতি সবিশেষ অনুজ্ঞাই প্রদত্ত হইয়া আছে। কারাগার ও বন্দিদিগের অবস্থা বিষয়ের যথাযথ বিবরণ আমাকে প্রতিবর্ষেই প্রেরণ করিতে হয়। বিশেষতঃ এই গৃহের বন্দীর বিষয়টা!,"

"দারোগার এই শেষ কএকটা বাক্য শ্রবণে সাশ্চর্য্যভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহার মধ্যে আবার ইতর বিশেষ কি? বন্দীর মধ্যে তারতম্য, এ আবার কি অপরূপ কথা?"

" 'আজ্ঞা, মহারাজ বিষণচাঁদের অনুজ্ঞা ছিল যে, এই ঘরের বন্দী, রঞ্জনলালের কার্য্যকলাপ, এমন কি তাহার যৎসামান্য বাক্যবিন্যাসও যথা সময়ে তাঁহাকে—,"

"দারোগার কথা অবসানের পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ বিকৃতস্বরে কহিলাম, "তাহা আমি জানি,—উহার সম্বন্ধে যে ঐরূপই আদেশ প্রদত্ত হইবে, তাহা আমার পূর্ব্ব হইতেই জানা আছে! ভাল, অপর গৃহের বন্দীর বিষয়ে কিরূপ বিধি ব্যবস্থা সংবদ্ধ? তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেও কি কর্তৃপক্ষদিগের একেবারেই নিষেধ?"

"আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া দারোগা সাহেব উত্তর করিলেন, 'আজ্ঞা, সে ব্যক্তির সম্বন্ধে কোনরূপ বিশেষ অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হই নাই। তবে বন্দীভাবে রক্ষা করিতে হইবে, এইরূপ সামান্য উপদেশই বর্ণবদ্ধ ছিল মাত্র।,"

"ঘৃণা মিশ্রিত হাস্যসহকারে বলিয়া উঠিলাম," "বুঝিয়াছি, সেই নিমিত্তই তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন নাই! বিলক্ষণ বন্দীভাবেই

তাহাকে রক্ষা করা হইয়াছিল বটে! এখন চলুন, আপনার সেই পলাতক আসামীর কারাকূপটী একবার পরিদর্শন করিয়া আসি!"

"দারোগা সাহেব অগ্রসর হইলেন। ক্ষণকালমধ্যে ভূতপূর্ব্ব বন্দীর আবাস-কূপে একেএকে সমুপস্থিত হইলাম। লৌহ-খট্টার ভগ্ন বিভগ্ন অবস্থা দর্শনে সাশ্চর্য্যে দারোগা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "একি? বন্দীর শয্যা খট্টার লৌহদণ্ড ও অন্যান্য উপকরণাদি কোথায় যাইল? এ শয্যাটীর এরূপ বিকৃত অবস্থা কেন?'

" 'আজ্ঞা, পূর্ব্বেই ত মহাশয়কে নিবেদন করিয়াছি, এ গৃহবাসী একটা উন্মাদগ্রস্ত লোক! শয্যা বা বস্ত্রাদির প্রতি তাহার কিছুমাত্রই আদর বা যত্ন ছিল না! দ্রব্যসামগ্রী কোথায় লইয়া কি করিয়াছে, তাহা আমি সবিশেষ অবগত নহি। পাগলের মন, হয় ত কোথায় ফেলিয়াই দিয়াছে।' "

"দারোগার কথায় উত্তর দান না করিয়া আমি হস্তস্থিত যষ্টি প্রহারে গৃহভিত্তির চারিদিক পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। হঠাৎ এক স্থান হইতে শূন্যগর্ভ শব্দ বহির্গত হওয়াতে সেই স্থানটী সবিশেষ মনোযোগসহকারে দর্শন করিলাম। যষ্টির ঘাত প্রতিঘাতে একখানি সুবৃহৎ চতুষ্কোণ প্রস্তর ভিত্তিচ্যুত হইয়া পড়িল। অমনি একটী সুগভীর গহ্বর আমার নয়নপথে সহসাই নিপতিত হইল। বিশেষরূপ নিরীক্ষণ করাতে তন্মধ্যে করাত ও খননোপযোগী নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র দর্শন করিতে পাইলাম। সবিস্ময়ে তৎক্ষণাৎ দারোগা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "একি? অস্ত্রাদি এখানে কিরূপে আসিল? দেখিতেছি ও সমুদায় ঐ লৌহ-খট্টারই উপকরণাদি; তাহা হইতেই এ সমস্ত বিনির্ম্মিত। কিন্তু নির্ম্মাণ উপযোগী যন্ত্র কি প্রকারে করায়ত্ত করিতে সুসমর্থ হইয়াছে?"

"এই কথা শ্রবণে কারা-অনুচর শশব্যস্তে সমস্ত অস্ত্র গুলি ভিত্তিগহ্বর হইতে বহিষ্করণপূর্ব্বক ভূমিতলে সংস্থাপন করিতে লাগিল। তন্মধ্যে একখানি "উখা" দর্শনে আমি জয়োল্লাসিতলোচনে পুনর্ব্বার বলিয়া উঠিলাম, "এই এতক্ষণের পর নিগূঢ় রহস্যের সম্পূর্ণরূপেই উচ্ছেদ! কিরূপে বিনির্ম্মিত, তাহা আমি এতক্ষণের পর অবগত হইতে সুসমর্থ

হইলাম। এই ক্ষুদ্রতম "উথ"খানিই যে, সমস্ত যন্ত্রাদির একমাত্র জন্মদাতা, তাহা স্থির করিয়া লইতে একটী পঞ্চমবর্ষীয় বালকেরও অণুমাত্র বিলম্ব হয় না!—হাঁ, বিলক্ষণ উন্মাদ বন্দী বটে!—অতি নিরীহ লোক, কোন দ্রব্যেই তাহার আস্থা বা যত্ন ছিল না।"

"দারোগা সাহেব নিরুত্তর, তাঁহার মুখ হইতে একটী কথাও বিনিসৃত হইল না। তিনি মৃৎপুত্তলির ন্যায় স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। গৃহের উত্তর দিকে একটী ক্ষুদ্র দ্বার দর্শনে দারোগা সাহেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ দ্বারটী কিসের? ইহা উদ্ঘাটন করিলে কোন্ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করা যায়?"

"দারোগার মুখে কথা নাই, উত্তর দানে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া উল্কা-ধারী বিনীতভাবে কহিল, 'আজ্ঞা স্নানাগারে যাইবার।'"

"অগ্রসর হও!" উল্কাধারীকে কহিলাম, "অগ্রসর হও! ও গৃহটী দর্শন করিয়া আসি। দেখি, উহার মধ্যেও যদি উন্মাদকৃত কোনরূপ সুচারু কারুকার্য্যের পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারি!"

"আমার এই উপহাস টিপ্পনিবাক্যে দারোগা সাহেবের যেন চৈতন্যো-দয় হইল। তিনি সলজ্জভাবে অধোবদনে উত্তর করিলেন, 'আজ্ঞা, মহা-শয়কে ত পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি, ব্রহ্মচারী পলায়ন করিলে পর এই সুড়ঙ্গটীর সবিশেষ তত্ত্ব অবগত হইতে পারিয়াছিলাম, এবং সে সময় রঞ্জনের উপরেই সেই কার্য্যের সন্দেহ দৃঢ়মূল হওয়াতে এ গৃহের কিছুমাত্রই অনুসন্ধান—,'"

"উপযুক্ত তত্ত্বাবধারক!" বাধা দানে এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া উল্কা-ধারীকে অগ্রসর হইতে আদেশ প্রদান করিলাম। দ্বারটী উদ্ঘাটিত হইলে সাগ্রহে দারোগা সাহেব কহিলেন, 'আজ্ঞা, কিঞ্চিৎ সাবধান হইয়া পাদ-বিক্ষেপ করিবেন! সম্মুখেই একটী সুগভীর কূপ পরিবিদ্যমান আছে! দেখিবেন, তাহাতে যেন—,"

"গৃহের নিম্নভাগে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক আমি কঠোরস্বরে বলিয়া উঠিলাম, "এ কিরূপ রহস্য!—কূপ কোথায়? কিছুই ত দৃষ্টিগোচর হয় না। একটী

ক্ষুদ্রতম বিবরও পরিলক্ষিত হইতেছে না, ইহার মধ্যে সুগভীর কূপ আবার কোথা হইতে নয়নপথে নিপতিত হইল ? এ কিরূপ রহস্য ?”

“শশব্যস্তে দুই একপদ অগ্রসর হইয়া দারোগা সাহেব ত্বরিতনেত্রে গৃহের ভূমিতল একবার নিরীক্ষণ করিয়া লইলেন। কূপের চিহ্নমাত্রও দর্শন করিতে না পাইয়া বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে অনুচরের মুখের প্রতি সহসা প্রশ্নপূর্ণ সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ বিক্ষেপ করিলেন।”

“ভাবার্থ বুঝিতে পারিয়া অনুচর সবিস্ময়ে উত্তর করিল, ‘তাই ত, কূপটী কিরূপে অন্তর্হিত হইল ? এমন সুগভীর সুপ্রশস্ত কূপ, কিরূপে তাহা মৃত্তিকা দ্বারা পরিপূরিত হইয়া গেল ?’ এই পর্য্যন্ত বলিয়া তৎপরে বিনীত-ভাবে পুনরায় আরম্ভ করিল, ‘আমি অনুমান করি, বহুদিবস এই গৃহটী অবরুদ্ধ থাকাতে ধূলি ও জঞ্জাল একত্রিত হইয়া কূপটীর এইরূপ অবস্থা করিয়া তুলিয়াছে ! বাঃ ! কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ! এত বড় সুগভীর সুপ্রশস্ত ও সুবৃহৎ মহাকূপ, কালবশে একেবারে গৃহভূমির সহিতই সমতল ! বাঃ ! কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ! ধন্য কাল ! তোমার কি অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা ! কি অপরিসীম শক্তি !,”

“অনুচরের এই মূর্খোচিতবাক্য প্রয়োগের সময় আমি অনুমাত্রও বাধা প্রদান করিলাম না। তাহার বিদ্যা ও বুদ্ধির কতদূর প্রাখর্য্য, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য মনোমধ্যে কৌতূহলের উদ্রেক হওয়াতে আমি ধীরভাবে তাহার সমস্ত কথাই এতক্ষণ শ্রবণ করিতেছিলাম। বাক্য অবসান হইলে আমি কোনক্রমেই প্রশান্তভাবে নীরবে অবস্থান করিতে পারিলাম না, উচ্চরবে হাস্য করিয়া উঠিলাম। হাস্যবেগ ঈষৎ মন্দীভূত হইলে শ্লেষব্যঞ্জকস্বরে কহিলাম, “বিলক্ষণ সিদ্ধান্ত বটে ! অকাট্য প্রমাণ ! তোমার বিদ্যাবুদ্ধির যেরূপ প্রখরতা, তোমার প্রভুর কার্য্যপ্রণালীও সেইরূপ সুপ্রশংসনীয় !” এই পর্য্যন্ত বলিয়া গৃহের চতুর্দ্দিক পূর্ব্বের ন্যায় যষ্টি দ্বারা পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। সহসা গৃহতল হইতে সেইরূপ শূন্যগর্ভ শব্দ বহির্গত হওয়াতে হস্ত দ্বারা সেই স্থানের আচ্ছাদন প্রস্তরটী বহুকষ্টে অপসারিত করিয়া ফেলিলাম। মৃৎসোপানবিশিষ্ট একটী সুড়ঙ্গপথ তৎক্ষণাৎ আমার

নয়নদর্পণে প্রতিবিম্বিত হইল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে দারুণ বিস্ময় ও কৌতূহলে আমি একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। বিষম বিস্ময়ের কথঞ্চিৎ সমতা হইলে দারোগার দিকে মুখ ফিরাইয়া ক্রোধকম্পিত কঠোর-স্বরে বলিতে লাগিলাম, "হা! কি নিরীহ নির্ব্বিরোধী উন্মত্ত ব্যক্তিরই আপনি তত্ত্বাবধারক হইয়াছিলেন!—কি সতর্কভাবেই আপনার রক্ষণা-বেক্ষণের কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল! ভীমগড়ের শাসনকর্তৃত্ব ভারটী সার্থকই আপনার উপর সমর্পিত! আপনার উৎক্রোশ-দৃষ্টি যে চতুর্দ্দিকে সমভাবেই বিনিক্ষিপ্ত হইতে থাকিত,—আপনি যে একজন সুদূরদর্শী বিজ্ঞতম মহাপুরুষ, তাহা এক তদন্তে বিলক্ষণরূপেই প্রমাণীকৃত হইল! ধন্য আপনার বিদ্যাবত্তা, ধন্য আপনার বুদ্ধিমত্তা, আর ধন্য আপনার কার্য্য প্রণালী!"

"এই সুমিষ্ট তিরস্কারবাক্য শ্রবণে এবং ভূমিতলে সেই সুগভীর গুপ্তসুড়ঙ্গ দর্শনে দারোগা সাহেব একেবারেই হতজ্ঞান!—ঘন ঘন তীব্র নিশ্বাস বহির্গত হইয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ মুহুর্মুহু বিকম্পিত করিতে লাগিল। বিন্দু বিন্দু স্বেদবারি সমুদ্গমে অসংখ্য শ্বেতবর্ণ ব্রণের ন্যায় শোভা ধারণপূর্ব্বক তাঁহার ললাটদেশ একেবারে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। মুখে বাক্য নাই, চক্ষে পলক নাই, একেবারে নির্ব্বাক, নিশ্চল ও স্তম্ভিত! হতাশ ও নৈরাশ যেন জীবন্তরূপেই মূর্ত্তিমান! এই ভাবে কএক মুহূর্ত্ত অতিবাহিত।—তৎপরে যেন ছিন্নমূল তরুবরের ন্যায় সহসা আমার চরণতলে নিপতিত হইয়া উভয় হস্তে আমার পদদ্বয় পরিবেষ্টনে কাতরস্বরে রুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, 'নিদারুণ অপরাধ, এ দোষ আপনাকে মার্জ্জনা করিতে হইবেই হইবে। আমি গৃহস্থ লোক, অনেকগুলি পরিবার আমার স্কন্ধে, অনেকেরই গ্রাসাচ্ছাদনের ভার আমার উপরেই ন্যস্ত; আমার কর্ম্মচ্যুতি, অথবা আমার শরীরের কোনরূপ ভদ্রাভদ্র সংঘটিত হইলে তাহারা একেবারেই মারা যাইবে!—অন্নাভাবে ব্যতিব্যস্ত হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনই সে স্থলে তাহাদের অনন্ত গতি! এ অধীনকে রক্ষা করিলে তাহাদেরও প্রাণরক্ষা করা হয়, নতুবা সকলেই এককালে মারা পড়ি। আপনার হস্তেই তাহাদের প্রাণ, আপনি—,"

"আমি বিষম বিভ্রাটেই নিপতিত হইলাম। তাঁহার এই সকরুণ উক্তি শ্রবণে আমার অন্তর একেবারেই বিগলিত। বাধা দানে শশব্যস্তে অতি কোমলস্বরে আশ্বাসবাক্যে কহিলাম, "ভাল, চেষ্টা করিয়া দেখিব, এক্ষণে চরণত্যাগ করুন, গাত্রোত্থান করুন, যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করি, তাহার প্রকৃত উত্তর প্রদান করিতে যত্নবান হউন।"

"জেল-দারোগা গাত্রোত্থান করিলেন বটে, কিন্তু উত্তেজিতভাব পরিত্যাগ করিলেন না। যোড়হস্তে সেই ভাবে বলিতে লাগিলেন, 'চেষ্টা করিয়া দেখিব, এই সামান্য আশ্বাসবাক্যে আমার মন কোনক্রমেই আশ্বাসিত হইবে না। স্বীকার করুন, অঙ্গীকার করুন, প্রাণরক্ষা করিবেন শপথ করিয়া বলুন, তবেই ছাড়িব। নতুবা পুনরায় ঐ চরণে নিপতিত হইয়া আপন মস্তক এই প্রস্তরময় ভূমিতলে আঘাতপূর্ব্বক অবশ্য অবশ্যই তাহা চূর্ণ বিচূর্ণিত করিয়া ফেলিব। তখন সেই হত্যাজনিত মহাপাপ আপনার শিরেই স্পর্শিবে, অনুতাপের আর পরিসীমা থাকিবে না। আমি নিতান্তই বিপন্ন, অনাথ ব্যক্তিকে সাহায্য দান করিলে ঈশ্বরের অভিপ্রায় মতই কার্য্য করা হয়, ভগবান তাহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।'"

"অধিকতর কোমলস্বরে পুনরায় কহিলাম, "স্থির হউন, শান্ত হউন; প্রকৃতিস্থ হউন! ভাল, স্বীকার পাইতেছি উপকার করিতে পরাঙ্মুখ হইব না। তবে কি উপায় অবলম্বন করিলে আপনার পক্ষে সুমঙ্গল হইবে, সেইটী আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন, আমি সেইরূপ কার্য্য প্রণালীই অবলম্বন করিব।"

"আমার এই আশ্বাসবাক্যে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া দারোগা সাহেব বিনীত-ভাবে বলিতে লাগিলেন, 'যদি তাহাই স্বীকার পাইলেন, যদি আপনার এইরূপ অনুগ্রহই হইয়া থাকে, তবে একবার ওসমান আলিকে এ বিষয়ের উপরোধ অনুরোধ করা! শুনিয়াছি, মহারাজ বিষণচাঁদের উপর তাঁহার সমধিক ক্ষমতা, তিনি মহারাজের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ; সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিলেও অধিকরূপে পরিবর্ণিত করা হয় না। তিনি যেরূপ পরামর্শ প্রদান করেন, মহারাজ বাহাদুর তদনুসারেই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। আপনি তাহাই

করিবেন, তাহা হইলেই আমার পক্ষে সুমঙ্গল হইবে। জনশ্রুতি, ওসমান আলি অতি সদাশয় লোক, দয়ার শরীর তাঁহার! আমার সাংসারিক অবস্থার বিষয় একেএকে তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলে অবশ্যই তাঁহার মনে দয়ার উদ্রেক—,"

"ভাল, তাহাই হইবে!" কথা পরিসমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে অতি সুমিষ্টবচনে সুমধুরস্বরে আমি কহিলাম, "ভাল তাহাই হইবে! যাহাতে প্রভু ওসমান আলি আপনার প্রতি সদয় হন, স্তব স্তুতি, এমন কি পদানত হইলেও যদি আপনার কোনরূপ যৎসামান্য উপকার দর্শে, তাহাও করিতে কুণ্ঠিত হইব না,—আপনি আশ্বস্তচিত্ত হউন!"

" 'তবে আর চিন্তার বিষয় কি?, অশ্রুপূর্ণলোচনে কথঞ্চিৎ আনন্দে দারোগা সাহেব পুনরুক্তি করিলেন, 'তবে আর চিন্তার বিষয় কি? ওসমান আলি করুণাকটাক্ষ বিতরণ করিলে, তবে আর আমার ভাবনার বিষয়ই বা কি আছে? ভগবান আপনার মঙ্গল করুন, আপনি শুষ্কহৃদয়ে আশা—,"

"উত্তেজিত হইবেন না, স্থির হউন! একটী বিশেষ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হইতেছে, অবিচলিতচিত্তে তাহার উত্তর দান করিতে মনোনিবেশ করুন। বলি, এই সুড়ঙ্গপথ অবলম্বনে কোন্ স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়, সে বিষয় আপনি কতদূর পর্য্যন্ত সুপরিজ্ঞাত?"

" 'আজ্ঞা, কিছুই বলিতে পারি না। ইহার অস্তিত্বের বিষয় অদ্যই আমি জানিতে পারিয়াছি। আপনার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সবিশেষ অনুসন্ধানে অদ্যই ইহা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ ভয়ানক সুড়ঙ্গ যে এখানে পরিবিদ্যমান ছিল, তাহা আমি ইতিপূর্ব্বে কিছুমাত্রই অবগত ছিলাম না!—শপথ করিয়া বলিতেছি কণামাত্রও না!' আমার প্রশ্নে দারোগা সাহেবের এইরূপ পরিম্লান উত্তর।"

"শুনিয়া বিশ্বাস হইল। সুড়ঙ্গটীর অভ্যন্তর দর্শন করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা প্রকাশ করাতে, দারোগা সাহেব ব্যগ্রভাবে সোৎসুকে কহিলেন, 'আজ্ঞা, আপনার যাইবার প্রয়োজন কি? সঙ্কটময় পথ, তাহাতে প্রবেশ করিলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা যে? উল্কাধারীই উহার মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দর্শন করিয়া আসুক! আপনি গমন করিবেন কেন?,"

"ঈষদ্ধাস্যে প্রত্যুত্তর করিলাম, "যখন সমস্তই পরিদর্শন করা হইল, তখন এইটাই বা অবশিষ্ট থাকিয়া যায় কেন?"

"উল্কাধারী ও দারোগার সহিত সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করিলাম। সোপনাবলীর পরেই পথটা ক্রমে ক্রমে সংকীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে দুই হস্ত পরিমাণ পরিসর মাত্র স্থানমধ্যে সমুপস্থিত। পাছে শিরোদেশ হইতে মৃত্তিকারাশি স্খলিত হইয়া পড়ে, সেই ঘটনা নিবারণ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে কাষ্ঠদণ্ড প্রস্থভাবে পাতিত হইয়া রহিয়াছে। তথাপি, স্থানে স্থানে দুই একটী মৃত্তিকা স্তূপ উপরিভাগ হইতে বিচ্যুত হইয়া বহুদিবসব্যাপী অসংস্কারের পরিচয় বিশিষ্টরূপেই প্রদান করিতেছে। সুড়ঙ্গগাত্র হইতে সলিল বিনিসৃত হওয়াতে তলদেশ একেবারেই কর্দ্দমময়। নিম্নে কর্দ্দম, উপরে উর্ণনাভ জাল। সমস্ত প্রদেশই এক প্রকার কদর্য্য পুতিগন্ধে অতি ভয়ানকরূপেই পরিপুরিত। রুমালসহযোগে নাসাপথ সমাচ্ছাদনে বহুকষ্টেই আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। দুই দশপদ গমন করিবার পর, সহসাই আমাদিগের গতিরোধ হইয়া পড়িল। পুরোভাগে স্তূপীকৃত মৃত্তিকারাশি নিপতিত থাকাতে সুতরাং আমাদিগের গতি নিতান্তপক্ষেই বিরাম প্রাপ্ত। নিরুপায়ে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক পুনরায় আমরা অন্ধকূপের স্নানাগারে একেএকে সমুপস্থিত হইলাম।"

"কএক মুহূর্ত্ত নীরবেই অতিবাহিত। সেই সমস্ত অদ্ভুতকাণ্ড সন্দর্শনে মনোমধ্যে বিস্ময়ভাবের সমুদ্ভব হওয়াতে সেই চিন্তাতে সকলের অন্তর একেবারেই সমাচ্ছন্ন। নীরবতা ভঙ্গ করিয়া আমি গম্ভীরস্বরে দারোগা সাহেবকে কহিলাম, "সুড়ঙ্গপথ বোধ হয় বহুদূরেই পরিসমাপ্ত। গতিরোধ না হইলে বোধ হয় তাহার শেষ সীমা পর্য্যন্তও দর্শন করিতে পাইতাম। যাহা হউক, কাষ্ঠখণ্ডগুলি কিরূপে সংগৃহীত হইল? কি উপায়ে ঐরূপ দণ্ড প্রস্তুত—"

"বাক্যাবসান হইতে না হইতেই দারোগা সাহেব সোৎসুকে বলিয়া উঠিলেন, 'হইয়াছে, হইয়াছে! রাত্রিকালে অগ্নি জ্বালিবার কাষ্ঠেই ঐরূপ দণ্ড নিচয় বিনির্ম্মিত, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই!'"

"সম্ভবপর বটে!" আমি আন্দোলিতস্বরে কহিলাম, "সম্ভবপর বটে! এ ক্ষেত্রে

ইহা ভিন্ন আর অন্য উপায় কোথায় ? আর উৎকীর্ণ মৃত্তিকারাশি সংরক্ষিত করিবার স্থান অবশ্যই এই গৃহস্থিত সুগভীর কূপ। কিন্তু কথা এই, এতাধিক খনিত মৃত্তিকা একটীমাত্র কূপমধ্যে কি প্রকারে স্থান প্রাপ্ত হইল ? তাই ত !"

"দারোগা সাহেব ব্যাখ্যা করিয়া কহিলেন, 'আজ্ঞা, একটীমাত্র কূপ কেন ? দুই দুইটী কূপই ত এখানে পরিবিদ্যামান ? একটী এই, অপরটী রঞ্জনলালের স্নানাগারে! সুতরাং আবশ্যকমত উভয় কূপই যে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের কথা কি আছে মহাশয় ?,"

"আশ্চর্য্য কিছুই নহে !" এই মাত্র বলিয়া তৎপরে আমি আপনা আপনি সমস্বরে বলিতে লাগিলাম, "কি অদ্ভুত ক্ষমতা! কি মেধা! কি ধৈর্য্যগুণ! বন্দীভাবে ইহারা যে কার্য্য সমাধা করিয়াছে ; স্বাধীন ব্যক্তি দশজনে একত্রে সম্মিলিত হইয়া সে কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিত কি না, তাহা আমি সম্পূর্ণরূপেই সন্দেহ করি !"

"আপনা আপনি এই কথা উচ্চারণ করিলেও দারোগার' কর্ণকুহরে সে সমস্ত সহজেই প্রতিশব্দিত হইল! তিনি সোৎসুকে বলিতে লাগিলেন, 'আপনি যথার্থই অনুমান করিয়াছেন !—কি আশ্চর্য্য ক্ষমতাই না জগদীশ্বর তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন ! সেই দয়ানন্দ ব্রহ্মচারী আমার চক্ষে এখন এক অদ্ভুত ব্যক্তি বলিয়াই পরিগণিত হইতেছে! তাহার গৃহেই যখন অস্ত্র শস্ত্রাদি প্রাপ্ত হওয়া গেল, তখন সেই ব্রহ্মচারীই যে এ সমস্ত কার্য্যের মূল নায়ক, তাহা আমার এক্ষণে সম্যকরূপেই ধ্রুব বিশ্বাস! হায়! তাহার কথায় কেন অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছিলাম ? বিশ্বাস করিলে আমার আর কোন বিষয়েরই চিন্তা থাকিত না। অনিশ্চিত পরিণামের নিমিত্ত চিন্তাযুক্ত হইয়া আমারে আর সশঙ্কভাবে অবস্থান করিতে হইত না। ক্ষমতাশালী ধনবান আমীরের ন্যায়ই জীবন যাত্রা অতিবাহিত করিতে পারিতাম! হায়!,"

"দারোগার এ সমস্ত বাক্যাবলী উন্মত্ত প্রলাপের ন্যায়ই জ্ঞান হইতে লাগিল। কর্ত্তব্যকর্ম্ম পালনে শিথিল যত্ন,—ভয়ানক দায়দড়ায় জড়ীভূত,—ওসমান আলির উপরোধ অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া বিষণচাঁদ হয় ত ভয়ানক শাস্তি প্রদান করিবে,—এই সমস্ত চিন্তা মনোমধ্যে সমুদিত হওয়াতে বোধ

জন্য তাঁহার মস্তিস্ক এইরূপ বিকৃত ভাবাপন্ন,—সহসাই বোধ হয় এ ব্যক্তি উন্মাদগ্রস্ত! মনে মনে এই সকল বিষয় আন্দোলন করিয়া আমি বিস্ময়-বিস্ফারিতলোচনে তাঁহার মুখের প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম।"

"মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া বিমর্ষবদনে নিষ্প্রভ হাস্যসহকারে দারোগা সাহেব কহিলেন, 'আজ্ঞা আমি উন্মাদ নহি,—কুটিল বায়ুরোগও সহসা আমারে আক্রমণ করিতে পারে নাই! তবে কথা এই, আন্তরিক অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিলে হয় ত আপনি আমারে লোভী বলিয়া পরিগণিত করিতে পারেন,—নিদারুণ অর্থ-পিশাচ জ্ঞানে হয় ত আপনি আমারে একেবারে হেয়জ্ঞান করিতে থাকিবেন!—ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে সেই নিমিত্তই আমার যাহা কিছু কুণ্ঠিত ভাব!,"

"না না, তাহা করিব কেন?" কৌতূহল সমুদ্রিক্ত হওয়াতে উৎসাহ-ব্যঞ্জকস্বরে কহিলাম, "না না, তাহা করিব কেন? মনোবৃত্তি সংযম করিয়া রাখা মানব-প্রকৃতির পক্ষে অতীব দুর্ঘট,—মানব স্বভাবের নিয়মই এইরূপ! তজ্জন্য আপনাকে দোষীরূপে সাব্যস্ত করা, ইহার ন্যায়সঙ্গত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন আমার পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব! আপনি দোষী হইবেন কেন? কৌতূহল অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, যদি কোন বাধা বা আপত্তি না থাকে প্রকাশ করিয়া বলুন না মহাশয়?"

"অনুরোধে বাধ্য হইয়া দারোগা সাহেব কহিলেন, 'যে আজ্ঞা, কিন্তু এ সকল লোকের সম্মুখে নহে। যদি শুনিবার ইচ্ছা একান্তই প্রবল হইয়া থাকে, তবে নির্জ্জনেই সে বিষয় পরিব্যক্ত করিতেছি! অনুচরবর্গের সম্মুখে নহে!' এই পর্য্যন্ত বলিয়া উল্কাধারীর নিকট হইতে উল্কাটী গ্রহণপূর্ব্বক তিনি ভৃত্যাদিগকে প্রস্থান করিবার ইঙ্গিত করিলেন! নির্জ্জন হইলে অতি মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন, 'আজ্ঞা, দয়ানন্দ ব্রহ্মচারী নবাব সরকারে দ্বাদশ এবং আমাকে ও পরিদর্শককে এক এককোটি রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করিতে স্বীকৃত ছিল; সে ব্যক্তির প্রার্থনা; নিষ্কৃতিলাভ! আমি তখন তাহাকে উন্মাদ বলিয়াই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম, সুতরাং তাহার কোন কথাই মনোমধ্যে স্থান দান করি নাই। তাহার এই সমস্ত অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে এক্ষণে আর তাহাকে

উন্মাদ বলিয়া জ্ঞান হইতেছে না! যথার্থই তাহার এই অতি অধিক ধন সম্পত্তি কোন স্থানে গুপ্তভাবে সংরক্ষিত ছিল; আমার মনে তাহা এখন বিলক্ষণরূপেই প্রতীতি হইতেছে! তাই বলিতেছি, তখন যদি তাহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতাম, তাহা হইলে অদ্য আমি পুত্র কলত্রাদির সহিত পরম সুখেই সময় অতিবাহিত করিতে পারিতাম! হায়! সকলই অদৃষ্টে করে! তা অদৃষ্টকেই বা ধিক্কার দিতেছি কেন? পাপের সমুচিত প্রতিফল উপভোগ না করিলে আমার পক্ষে উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত আর হইল কোথায়? উচিত ফল সম্ভোগ করিতে হইবে বলিয়াই আমার তৎকালে ঐরূপ মতি ও প্রবৃত্তি হইল। নতুবা সুড়ঙ্গ দর্শন করিয়াও আমার সে সময় চেতনার উদ্রেক হইল না কেন?—কেনই বা আমি নিরুদ্বেগ ও নিশ্চিন্তভাবে এতদিন কালাতিপাত করিয়া আসিতেছিলাম?—সহজেই ত তখন এ সমস্ত বিষয় গোপন করিয়া ফেলিতে সমর্থ হইতাম, তাহা না করিলাম কেন? তাই বলিতেছি, মহাপাপের উচিত প্রায়শ্চিত্ত না হইলে—,"

"দারোগার এই শেষ কথা শ্রবণে আমি আশ্চর্য্যভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাপাপ?—সে আবার কি? ব্রহ্মচারীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই বলিয়াই—"

"দীর্ঘ নিশ্বাসসহকারে দারোগা সাহেব উত্তর করিলেন; 'আজ্ঞা, না, তাহা নহে, তাহার নিমিত্ত আমার মন উচাটন হয় না; এটা অন্য প্রকার!—সে পাপের কথা যখনই আমার স্মৃতিপথে সমুদিত হয়, তখনই আমার হৃদয় একেবারে আকুলিত হইয়া উঠে;—ভীষণ নরক-যন্ত্রণা উপভোগ করিতে থাকি! ইহকালের নিমিত্ত নহে, পরকালের অনিশ্চিত পরিণাম স্মরণ করিয়া আমার মর্ম্মে যেন শতসহস্র বিষময় বৃশ্চিক নিরন্তর ভীষণবেগে দংশন করিতে থাকে!,"

"অধিকতর আগ্রহে আমি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি এমন মহাপাপ? যাহাতে আপনার মন এরূপ আকুলিত হইয়া উঠে, সে মহাপাপটী কি?—প্রকাশ করিবার কি কোন বাধা আছে?"

" 'বাধা? কিছুমাত্র নহে! প্রকাশ করিলে হৃদয়ের ঘোরতর যন্ত্রণা বরং অনেক পরিমাণে লাঘব হইয়া আসে!' বলিতে বলিতে দারোগা সাহেবের

নয়ন প্রান্তে দুই একটী অশ্রুবিন্দু সমুদ্গত হইল। বহুকষ্টে মনোবেগ সম্বরণ করিয়া তিনি পুনর্ব্বার আরম্ভ করিলেন, 'যে রঞ্জনের নিগূঢ় তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইবার জন্য, মহাশয় অদ্য এই ভীমগড়ে তদন্ত লইতে আসিয়াছেন, তাহাকে লইয়াই আমার কথা!—সে ব্যক্তি মৃত্যুকালে পিতার নিকট তাহার দেহটী প্রেরণ করিবার নিমিত্ত, আমাকে সবিনয়ে সকাতরে বারবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু আমি পাষণ্ড, সে বিষয়ে কিছুমাত্রই ভ্রূক্ষেপ করি নাই! মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া তাহার সেই অন্তিম প্রার্থনা অগ্রাহ্যপূর্ব্বক পর্ব্বত গুহাতেই তাহার সেই শবদেহ বিনিক্ষেপ করিয়াছিলাম! তৎপরে কোরান পাঠে অবগত হইয়াছি যে, মুমূর্ষু ব্যক্তির ওরূপ প্রার্থনা কোনক্রমেই অবহেলা করিতে নাই। করিলে, তাহার পক্ষে ঘোরতর অপরাধ, বিভীষণ মহাপাপ! সে পাপে তাহাকে কোটিকল্পবৎসর নিরয়গামী হইতে হয়। আমার অদৃষ্টে তাহাই পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা আমি দিব্যচক্ষেই দর্শন করিতে পাইতেছি!' বলিতে বলিতে পুনরায় তাঁহার অপাঙ্গতলে দুই একটী বারিবিন্দু বিগলিত হইয়া পড়িল। তিনি বিমর্ষবদনে অবনত মস্তকে ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

"সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধ দান করিয়া কহিলাম, "হাঁ, কর্ম্মটী যদিও গর্হিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তজ্জন্য যখন আপনি এরূপ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, এরূপ অনুতাপী হইয়াছেন, তখন জগদীশ্বর আপনার সে পাপ কখনই গ্রহণ করিবেন না! আপনি মনোবেগ সম্বরণ করুন।"

আমার এই নীতিগর্ভ আশ্বাসবাক্য শ্রবণে দারোগা সাহেবের বদনমণ্ডলে হর্ষভাব প্রকাশমান। পরক্ষণেই আবার তাহা পূর্ব্বের ন্যায় বিষণ্ণ ও বিমর্ষভাব ধারণ করিল। তিনি ম্লানবদনে কহিলেন, 'আচ্ছা আপনাদের শাস্ত্রে এরূপ লেখা থাকিতে পারে বটে, কিন্তু কোরানে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে কি না, তাহার আর স্থিরতা কোথায়?,"

"আমি স্তোকবাক্যে বলিতে লাগিলাম, "চিন্তিত হইবেন না, কোরানেও এ বিষয় বিশেষরূপেই উল্লিখিত হইয়া আছে। মহোদয় ওসমান আলির শ্রীমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি যে, অনুতাপ করিলেই পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত

হইয়া থাকে। যত বড় মহাপাপে পাপী হউক না কেন, যথার্থ অনুতাপী হইলে ঈশ্বর তাহাকে অবশ্য অবশ্যই মার্জ্জনা করিয়া থাকেন। আপনি চিন্তিত হইবেন না, কোরানেও এ বিষয়ের বিশেষরূপে পরিবর্ণিত হইয়া আছে। এখন চলুন, উপরে যাওয়া যাউক, এ পাতালপুরে আর বৃথা বৃথা অবস্থান করিবার প্রয়োজন কি?"

"উভয়েই উপরে আসিলাম। বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বে ওসমান আলির অনুগ্রহ প্রাপ্তির বিষয় স্মরণ করিয়া দিতে দারোগা সাহেব কোনক্রমেই বিস্মৃত হইলেন না। "ভীমগড়" হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক প্রভু ওসমান আলির অনুজ্ঞামত আপনার সহিত সাক্ষাৎ সন্দর্শনের নিমিত্ত অদ্য তিন চারিদিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বে এই স্থানে সমাগত হইতেছি। অদ্য সৌভাগ্যক্রমে আমার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হইল, মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ লাভে কৃতকার্য্য হইলাম।"

ডাক্তার সাহেব অভিনিবেশপূর্ব্বক এই সুদীর্ঘ কাহিনী শ্রবণ করিয়া সাধুবাদ প্রদান করিতে করিতে পরমলজীকে কহিলেন, "মহাশয় যেরূপ পরিশ্রম, আগ্রহ ও যত্নের সহিত এই তদন্ত কার্য্যটী সমাপন করিয়াছেন, ইহাতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম!—প্রশংসাবাদ পাইবার উপযুক্ত পাত্রও আপনি! সুচারুরূপেই তদন্ত কার্য্যটী সমাধা হইয়াছে! এরূপ বিচক্ষণ কার্য্যক্ষম লোকের নামটী শ্রবণ করিয়া রাখা আমার পক্ষে অতীব কর্ত্তব্য! যদি বাধা না থাকে, মহাশয়ের নাম প্রকাশে আমাকে চরিতার্থ করিতে আজ্ঞা হউক!"

সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিয়া পরমলজী মহাশয় সবিনয়ে উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা, অধীনের নাম পরমল্, মহানুভব ওসমান আলির আশ্রিত ও অনুগত ভৃত্যের নাম পরমল্।"

"পরমল্জী?—পরমল্জী?—পূর্ব্বে আমি এই নামটী দুই একবার শ্রবণ করিয়াছি বটে; কিন্তু কোথায়, কাহার নিকট?" কিঞ্চিৎ মৃদুস্বরে সচিন্তিত-ভাবে আপনা আপনি এই কএকটী কথা উচ্চারণপূর্ব্বক ডাক্তার সাহেব তৎপরে সহসা বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ হাঁ স্মরণ হইয়াছে! প্রিয়বন্ধু ওসমান

আলির নিকটেই শ্রবণ করিয়াছি? মহাশয় কি সেই পরমলজী, বিষণচাঁদ যাহার প্রতি সেইরূপ নৃশংস—"

"আজ্ঞা হাঁ, সেই হতভাগ্য পরমলই বটে। বিষণচাঁদ কর্তৃক উৎপীড়িত, সহোদয় ওসমান আলির দ্বারা প্রতিপালিত সেই পরমলই বটে।"

আশ্চর্য্যভাব প্রকাশে ডাক্তার সাহেব কহিলেন, "মহাশয়ের সাহস ত বড় সামান্য নয়! বিষণচাঁদের অত্যাচার ভয়ে যখন আপনি ওসমান আলির আশ্রয়-ছায়াতলে অতি সঙ্গোপনভাবে অবস্থান করিতেছেন, তখন কি সাহসে প্রকাশ্যরূপে ভীমগড়ে যাইয়া সেই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিলেন? ধন্য আপনার সাহস!"

"আজ্ঞা, এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্রই সুখ্যাতি হইতে পারে না। প্রকাশ্যভাবে যাইয়াছিলাম বটে, কিন্তু এ নামে নহে;—দলপত্ভাই নাম গ্রহণেই তথাকার তদন্ত কার্য্য সমাপন করিয়াছি। উদারচেতা ওসমান আলির অনুজ্ঞাপত্রে ঐ নামই স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত হইয়াছিল। পলাতক অথচ নিগৃহীত পরমলজীর নামে নহে।"

"তথাপি আপনার সাহসকে ধন্য! সরকারী কার্য্যে প্রকাশ্যভাবে হস্তক্ষেপ করাতেই আপনার সাহসের সবিশেষ পরিচয় সুচারুরূপেই প্রকাশ পাইতেছে!"

এই সাধুবাদ শ্রবণে পরমলজী পূর্ব্বের ন্যায় সসম্ভ্রমে পুনর্ব্বার মস্তক অবনত করিয়া কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিতভাবে ধীরে ধীরে কহিলেন, "মহাশয়কে একটী বিষয় নিবেদন করিবার আমার নিতান্তই বাসনা! কিন্তু সাহস—"

"অবাধে, স্বচ্ছন্দে, অম্লানবদনেই পরিব্যক্ত করুন! আমার ক্ষমতাধীন হইলে অবশ্যই তাহা সংসাধিত হইয়া যাইবে! কুণ্ঠিত হইবেন না, অবাধেই তাহা বিজ্ঞাপন করুন।"

উৎসাহ প্রাপ্তে পরমলজী মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "আজ্ঞা, অভাগা দারোগার কথাই মহাশয়কে নিবেদন করিতেছিলাম। সে ব্যক্তির যাহাতে সকল দিকে সুমঙ্গল হয়, বিষণচাঁদের ক্রোধানল হইতে সে ব্যক্তি যাহাতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে আমার প্রভু ওসমান আলির নিকট

অনুরোধ করা। আপনি তাঁহার বন্ধু, আপনি অনুরোধ করিলে কখনই তিনি অবহেলা করিতে পারিবেন না। সেইটীই মহাশয়ের নিকট নিবেদন!”

“কেন, আপনার বিজ্ঞাপনে বাধা কি? কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা আছে বুঝি?”

“আজ্ঞা না, কিছুমাত্রই না। আমিও সে বিষয়ে অনুরোধ করিব, এমন কি, তাঁহার পদানত হইতেও ক্ষান্ত থাকিব না। তবে মহাশয়ের দ্বারা অনুরোধ করাইলে একটী বিষয়ের সুবিধা এই, আপনার উপরোধ কখনই তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। আমি ভৃত্য, নিষেধ করিলে অগত্যাই আমাকে নিরুত্তর হইয়া থাকিতে হইবে। সেই নিমিত্তই—”

হাস্য করিতে করিতে ডাক্তার সাহেব কহিলেন, “দারোগার প্রতি আপনি এরূপ সদয় কেন? তদন্তকালে ত তাহার প্রতি কঠোর ও কর্কশবাক্য প্রয়োগ করিতে ক্ষান্ত হয়েন নাই, তবে আপনার এইরূপ ভাব কেন? তাহার উপকার করিতে স্বীকার পাইয়াছেন বলিয়া বুঝি?”

“আজ্ঞা হাঁ, তাহাও বটে, এবং রঞ্জনের নিমিত্ত তাহার সেই সকাতর অনুতাপ দেখিয়া যথার্থই আমার মন একেবারে বিগলিত। সে ব্যক্তি যথার্থই অনুতাপী! তাহার প্রতি—”

“অবশ্য অবশ্য,” বাধা দিয়া গম্ভীরবদনে ডাক্তার সাহেব কহিলেন, “অবশ্য অবশ্য, আমি তাহার নিমিত্ত বিশেষরূপই চেষ্টা যত্ন করিব; সে ব্যক্তি যখন এতদূর অনুতাপী, তখন তাহার সমস্ত দোষই পরিহর্ত্তব্য। তবে কথা এই, কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলার নিমিত্ত মহারাজ বিষণচাঁদ সে সম্বন্ধে কতদূর উদারতা প্রদর্শন করেন, তাহা—”

“আজ্ঞা, সে নিমিত্ত চিন্তা নাই। প্রভু ওসমান আলি মনে করিলে তাহার সকল বিষয়েই সুবিধা হইয়া যাইবে।—তিনি বিষণচাঁদকে যেরূপে বুঝাইয়া দিবেন, বিষণচাঁদও সেইরূপে কার্য্য করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।”

“ভাল, দেখা যাউক, চেষ্টা করিয়া দেখি; কিন্তু আমার বিবেচনায় পরিণাম অনিশ্চিত!”

"তবে মহাশয়, আমি এক্ষণে বিদায় হইতে পারি?"

হাঁ, স্বচ্ছন্দেই! কিন্তু একটী বিষয়ের নিমিত্ত মহাশয়ের নিকট আমি অতিশয় কুণ্ঠিত হইতেছি। ইতিপূর্ব্বে তিন চারিদ্দিবস এখানে বৃথা বৃথা আগমন করাতে আপনার যে সমধিক কষ্ট হইয়াছে, তজ্জন্য আমি অতিশয় সুলজ্জিত!"

"আজ্ঞা, উহাতে আর আপনার অপরাধ কি? আগ্রহের আধিক্য হওয়াতে আমিই নির্দ্দিষ্ট দিবসের তিন চারিদিন পূর্ব্বে গমনাগমন—"

কোন কথা স্মরণ হওয়াতে ডাক্তার সাহেব সহসা বলিয়া উঠিলেন, "একটী কথা স্মরণ হইল! প্রিয়বন্ধু ওসমান আমি একটী মূক বালকের কথা আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়া গিয়াছেন! সে বিষয়ের সংবাদ কি?"

"আজ্ঞা, প্রায়ই তাহার তত্ত্বাবধান লইয়া থাকি, প্রত্যহই তাহার সহিত সাক্ষাৎ সন্দর্শন হইয়া থাকে। এক দিনের নিমিত্তও অবহেলা করি না।"

"শুনিয়া সুখী হইলাম! কিন্তু আপনার অনুপস্থিতিকালে সে কার্য্য কিরূপে সম্পাদিত হইয়া থাকে?"

"আজ্ঞা, অপর একজন বিশ্বাসী লোক সে কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া আছে।—আমার অনুপস্থিতির সময় সে-ই সে কার্য্য অতি সতর্কতার সহিতই সম্পাদন করিয়া থাকে।"

সেই বিষয়ের আরও দুই একটী কথাবার্ত্তা হইবার পর পরমলজী মহাশয় সবিনয়ে অভিবাদনপূর্ব্বক ডাক্তার সাহেবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

একচত্বারিংশ কাণ্ড।

লোমহর্ষণ ভীষণ বিভীষিকা!

রাত্রি প্রায় এক ঘটিকা অতীত।—সন্ধ্যার গভীর ছায়া গভীরতর ভাব ধারণপূর্ব্বক জগৎময় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তার সাহেব দ্রুতপদ সঞ্চারে উপক্রান্ত ভবনাভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। উদ্যান বাটিকার অভ্যন্তরভাগে সংপ্রবিষ্ট হইয়া তিনি আপন অনুচরকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। দুই একবার ডাকাডাকির পর একটী প্রজ্জ্বলিত বর্ত্তিকা হস্তে রট্টুলাল, উদ্যানরক্ষক সমভিব্যাহারে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিশ্রামগৃহ অন্ধকারময় দর্শনে ইভান লেরি নিমচাঁদকে সম্বোধনপূর্ব্বক সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি? গৃহমধ্যে এখনও আলোক প্রদান করা হয় নাই কেন?"

"আজ্ঞা, করা হইয়াছে, তবে দুই একটী বর্ত্তিকা প্রজ্জ্বালিত করিয়াছি মাত্র। সকলগুলি আলোকিত করি নাই বটে।"

"যদি এরূপ হয়, তবে ঘোর অন্ধকার দর্শন করিতেছি কেন?"

"আজ্ঞা, বাতায়নগুলি উন্মুক্ত নাই, সেই নিমিত্তই আলোকরশ্মি দর্শন করিতে পাইতেছেন না।"

দোভাষিকের কার্য্যে রট্টুলালই এখন অভিনিযুক্ত। যদিও এ ব্যক্তি যাবনিক ভাষায় বিশুদ্ধরূপে কথোপকথন করিতে পারে না বটে, কিন্তু উপস্থিত মত বাক্যবিন্যাস করিয়া অপর লোককে কোন প্রকারে বুঝাইয়া দিতে এ ব্যক্তির পক্ষে কিছুমাত্রই কষ্টবোধ হয় না; রট্টুলাল সহজেই সে কার্য্য সমাধা করিতে পারিত। ভবিষ্যতে ইহারই দ্বারা ঐ বিষয় সম্পাদিত হইতে থাকিবে, পাঠক মহাশয়কে তাহা আমরা এই স্থানেই ইঙ্গিত করিয়া রাখিলাম।

অনুচর আলোক লইয়া পথ প্রদর্শনে অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল।

ডাক্তার লেরি উদ্যানপালের সহিত কএক মুহূর্ত্তমধ্যেই নির্দ্দিষ্ট বিশ্রামগৃহে যাইয়া সমুপস্থিত হইলেন।

গৃহটী সম্পূর্ণরূপে আলোকিত করিতে ইভান সাহেব ভৃত্যের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন। রটুলাল উদ্যানরক্ষকের নিকট ঝাড় জ্বালিবার উপকরণাদি প্রার্থনা করাতে, সে ব্যক্তি বহির্দ্দেশ হইতে বক্রাগ্রদীপবদ্ধ একটী সুবৃহৎ লৌহ-শলাকা আনয়নপূর্ব্বক রটুলালের সম্মুখভাগে সংরক্ষিত করিল। উপকরণ প্রাপ্তে অনুচর ক্রমে ক্রমে সমস্ত ঝাড়গুলি একেএকে প্রজ্জ্বালিত করিয়া দিল।

অবসরক্রমে ইভান লেরি আপন অনুচরকে অস্ত্রশস্ত্রাদির কথা জিজ্ঞাসাবাদ করাতে ভৃত্য সবিনয়ে নিবেদন করিল, "আজ্ঞা, সেগুলি উদ্যানপালের গৃহমধ্যে সংরক্ষিত। অনুমতি করিলে এখনই তাহা উপরে আনয়ন করিতে পারি।"

আদেশ প্রাপ্তে রটুলাল সে সমস্ত এবং আর আর দ্রব্য নিচয় আনয়ন পূর্ব্বক গৃহমধ্যস্থ টেবিলের উপর একেএকে সেগুলি সংস্থাপন করিল। তৎ-প্রতি নেত্রপাত করিয়া লেরি মহোদয় রটুলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, আদেশমত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছ ত?"

যোড়হস্তে রটুলাল বিজ্ঞাপন করিল, "আজ্ঞা হাঁ, সেইরূপই করা হইয়াছে।"

ডাক্তার সাহেব কাষ্ঠাসনে সমাসীন হইলে বিনম্রভাবে উদ্যানরক্ষক জিজ্ঞাসা করিল, "আজ্ঞা, আহারের বিষয় কিরূপ অনুমতি প্রদান করেন? দেশী বিলাতি সমস্ত দ্রব্যই এখানে প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইয়া আছে। অনুমতি পাইলে আপনার অভিরুচিমত নানারূপ উপাদেয় ব্যঞ্জনই প্রস্তুত হইতে পারে।"

সবিস্ময়ে ডাক্তার লেরি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেকি? এ সকল খাদ্যদ্রব্য কাহার জন্য সংগৃহীত হইয়া থাকে? দুর্দ্দান্ত ভূতের আবাসভবন হইলেও আহারের লোভে পথিকগণ এখানে আগমনপূর্ব্বক আহার করিয়া যায় নাকি?"

"আজ্ঞা না, আহারের লোভে আগমন করিবে কেন? পথে কার্য্য-গতিকে অপর কোন স্থানে আবাসগৃহ প্রাপ্ত না হইলে পথিকদিগকে কখন কখন এই স্থানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হয়। সুতরাং এ সমস্ত সংগ্রহ করিয়া না রাখিলে তাহাদের সেবাসৎকারের পক্ষে কিরূপে উপায় করিয়া উঠিতে পারি?"

"ভাল, তাহা যেন বুঝিলাম। কিন্তু নিরুপায় পথিকদিগের নিমিত্ত এরূপ উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী আয়োজন করিবার তাৎপর্য্য কি? সামান্য দ্রব্যেই ত সে কার্য্য সংসাধন হইতে পারে, তবে এরূপ সমারোহ করিবার উদ্দেশ্য কি?"

"আজ্ঞা, প্রভুর আদেশ,—তাঁহার নিতান্ত উদারচরিত্র,—বিশেষতঃ অতিথি-সৎকারে তাঁহার সবিশেষই অনুরাগ।—সেই জন্যই এইরূপ উৎকৃষ্ট আয়োজন।—এখন আহারের বিষয়ে আমার প্রতি কিরূপ আদেশ প্রদত্ত হয়? প্রকাশ করুন, পাচকদিগকে তদনুসারে প্রস্তুত করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করি।"

"না, আহার করিবার অভিরুচি নাই, কিছুমাত্রই ক্ষুধার উদ্রেক হইতেছে না, অনাহারেই অদ্য রজনী অতিবাহিত করিব সংকল্প করিয়াছি।"

সবিনয়ে নিমচাঁদ নিবেদন করিল, "আজ্ঞা, তাহা কিরূপে হইতে পারে? আপনি অতিথি, অভ্যাগত অতিথি অনশনে নিশাযাপন করিবে, এ কিরূপ কথা? অন্ততঃ দুই একপাত্র সুস্বাদু বিলাতি মদিরাই গ্রহণ করুন না? যে কোন প্রকার মদিরাতে আপনার সবিশেষ অনুরাগ, অনুমতি করুন, তাহাই আমি আনয়ন করিতেছি।"

"কেন, মদিরার কথা উত্থাপন করিলে কেন? ও কথা বলিবার অভিপ্রায় কি?"

"আজ্ঞা, মদিরার কথা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন এই, তাহা পান করিলে আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষরূপ সুমঙ্গল; মনও সেই সঙ্গে অতিশয় সুস্থির ও অধিকতর প্রফুল্লভাব ধারণ করিতে পারে; এবং রজনীযোগে সুচারুরূপে সুনিদ্রা হইবারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সেই নিমিত্তই ও কথার উত্থাপন, অপর অভিপ্রায় আমার কিছুমাত্রই নাই।"

"না, মদিরার কোনই আবশ্যক হইতেছে না। বিভীষিকাময় বাটীতে স্নিগ্ধ মস্তিষ্কে নিশাযাপন করাই সর্ব্বতোভাবে পরিকর্ত্তব্য। মদিরার প্রয়োজন বিন্দুমাত্রও নাই।"

"যে আজ্ঞা, তাহাই করিবেন;—যাহাতে আপনি সুবিধা বিবেচনা করেন, তাহাই করিবেন। কিন্তু অভ্যাগত অতিথি অনাহারে নিশাযাপন করিলে আমাদের শিরে পাপ স্পর্শিবে যে? যৎকিঞ্চিৎ আহার করুন না,—যা হয় যৎকিঞ্চিৎ পান করুন না, অভুক্ত অবস্থায় অবস্থান করিয়া বৃথা বৃথা আমাদিগকে পাপপঙ্কে নিমজ্জিত করেন কেন?"

ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক ডাক্তার সাহেব কহিলেন, "যদি তাহাই হয়, তবে এক পাত্র সুশীতল বারি আনয়ন করিতে আজ্ঞা প্রদান কর, পান করিয়া তোমাদিগকে সে দায় হইতে নিষ্কৃতি দান করি।"

"আজ্ঞা, সলিলকে আর কিরূপে বিশেষ পানীয় দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে?"

"বিশেষ পানীয়?—সলিল নহে, কোনরূপ বিশেষ পানীয় দ্রব্য? ভাল, কোনরূপ সরবত পান করিলে কি তোমাদের মনোরথ সুসিদ্ধ হইতে পারে না?"

"আজ্ঞা হাঁ, তাহা হইলেই যথেষ্ট!—সরবত পান করিলেও অতিথি-সৎকার একপ্রকার সুসম্পন্ন হইয়া যায় বটে, কিন্তু আর একটী বিষয় অবশিষ্ট রহিল যে?—রাত্রিমধ্যে যদি আপনার তৃষ্ণার উদ্রেক হয়, তাহা হইলে কি করিবেন?"

"কেন, তাহা হইলে তোমাকে আহ্বান করিব?"

"আজ্ঞা, তাহা হইতে পারে না!" গম্ভীরভাবে নিমচাঁদ কহিল, "আজ্ঞা, তাহা হইতে পারে না! শতসহস্রমুদ্রা প্রদান করিলেও রাত্রিকালে এ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিব না! যাহা যাহা আবশ্যক, এই সময় অনুমতি করুন, সমস্ত আয়োজন করিয়া দিয়া আপনার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করি।"

"ভাল, তুমি যদি না-ই আসিতে পার, আমার অনুচর না হয় এই

গৃহমধ্যে অবস্থান—" বলিতে বলিতে ডাক্তার সাহেবের প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়িল।—একাকী, নির্জ্জনে উপদ্রুতভবনে নিশাযাপন করিতে হইবে বলিয়া তিনি যে সর্ব্বজনসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সে কথা তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ব বাক্য পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক প্রশান্তভাবে কহিলেন, "ভাল, তবে একপাত্র সুশীতল বারি আনয়ন করিয়া তোমরা আমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ কর।"

অনুমতি প্রাপ্তে উদ্যানরক্ষক গৃহ হইতে বহির্গমন করিয়া অর্দ্ধদণ্ড মধ্যেই একটী গর্গরীপূর্ণ সুশীতল জল ও কোনরূপ সুগন্ধ পেয়দ্রব্যপরিপূর্ণ একটী স্ফাটিকপাত্র আনয়নপূর্ব্বক টেবিলের উপর সংস্থাপনে রটুলালের সহিত সেই বিশ্রামগৃহ হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

গৃহ নির্জ্জন হইলে প্রবেশদ্বার অর্গলবদ্ধ করিবার নিমিত্ত ডাক্তার সাহেব সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু দ্বাররোধকারী অর্গল অথবা অন্য কোন প্রকার উপকরণাদি প্রাপ্ত হইলেন না। সুতরাং উভয় কবাট সংযুক্ত করিয়া একটী থলিয়া হইতে একখানি পুস্তক বহিষ্করণপূর্ব্বক আসন পরিগ্রহে অভিনিবিষ্টচিত্তে সেখানি পাঠ করিতে লাগিলেন।

রজনী প্রায় একাদশ ঘটিকা অতীত। শুক্লপক্ষের সপ্তমী শশীকলা পশ্চিমাকাশে সম্পূর্ণরূপে ঢলিয়া পড়িয়াছে। উপদ্রুত-ভবনের চতুষ্পার্শ্বস্থ উদ্যানতরুরাজি মৃদুমৃদু বিকম্পিত করিয়া সুমন্দ নৈশ সমীরণ উন্মুক্ত বাতায়নপথে ধীরে ধীরে প্রবাহিত। প্রকৃতি নীরব, নিস্পন্দ। কচিৎ দুই একটী পেচকের কর্কশকণ্ঠস্বর এবং বৃক্ষস্খলিত শুষ্কপত্রের মৃদু মর্ম্মরধ্বনি মধ্যে মধ্যে ধ্বনিত হইতে ছিল মাত্র।

অস্তগত চন্দ্রিমার শেষ রশ্মিরেখা গগনগাত্রে বিলীন হওয়াতে রজনীদেবীর তিমির বসন বিস্তৃত হইয়া জগৎকে ক্রমে ক্রমে নিবিড় অন্ধকারে আবৃত করিতে লাগিল।

গৃহস্থিত ঘটিকাযন্ত্রের আয়সরসনা এক দুই তিন করিয়া সমশব্দে দ্বাদশবার গম্ভীর নির্ঘোষে রজনীর দ্বাদশঘটিকা সবেমাত্র বিঘোষণ করিয়াছে; সেই গভীর নিভাবরীর গভীর শান্তিবিনাশিনী সেই সুস্পষ্ট মন্দ্রধ্বনি

প্রতিধ্বনিতে বিলীন হইতে না হইতেই প্রকোষ্ঠের সমস্ত আলোকমালাই সহসা নির্ব্বাপিত হইয়া গেল! একি? সহসা এরূপ হইবার কারণ কি?—আকাশ ত দিব্য পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন,—মেঘের লেশমাত্রও নাই!—প্রকৃতি স্থির প্রশান্ত ও গম্ভীর!—প্রবল পবনের সংস্পর্শমাত্রও অনুভূত হইতেছে না;—কেবল মধ্যে মধ্যে—থাকিয়া থাকিয়া সুমন্দ সমীরণ মুক্তবাতায়নপথে অস্পৃশ্য-ভাবে প্রবেশ করিতেছিল। কিন্তু সম্মুখ বা উভয় পার্শ্বের দ্বার অবরুদ্ধ থাকাতে পবনদেব সচ্ছন্দরূপে প্রবাহিত হইতে পারিতেছিলেন না।—তবে দীপমালা নির্ব্বাপিত হইয়া যাইল কেন?—যদি প্রবল বায়ুপ্রবাহই ইহার একমাত্র হেতুভূত হয়, তাহা হইলে ঝাড়,—অন্ততঃ তাহার কাচসজ্জাও আন্দোলিত অথবা পরস্পরের সংস্পর্শে ঠুনঠুন্ শব্দেও প্রতিশব্দিত হইত;—কিন্তু কৈ, কিছুই ত অনুভূত হইল না!—শব্দ হওয়া দূরে থাকুক, ঝাড়ের কলসগুলি অতি যৎসামান্যরূপেও পরিকম্পিত হইল না!—অদ্ভুত ব্যাপার! আশ্চর্য্য কাণ্ড!

ডাক্তার সাহেব বিস্মিত! কিন্তু তাঁহার হৃদয় পূর্ব্বের ন্যায় দৃঢ় ও অটল হইয়া রহিল;—সে হৃদয়ে অণুমাত্রও আশঙ্কার স্থান নাই। ক্ষিপ্রহস্তে দীপশলাকা গ্রহণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ সমস্ত ঝাড়গুলিই পুনর্ব্বার পূর্ণরূপে প্রজ্বালিত করিয়া দিলেন। পুস্তক পাঠের সুবিধার নিমিত্ত একটী প্রজ্বলিত মোমবর্ত্তিকা টেবিলের উপর সংস্থাপন করিয়া পূর্ব্বারব্ধ পুস্তক পাঠে নিবিষ্টচিত্ত হইলেন।

ক্ষণকাল পরেই আবার!—আবার সেইরূপ!—আবার সমস্ত আলোক-মালাই সহসা নির্ব্বাপিত!—কিন্তু এবারে গৃহটী একেবারে অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল না। টেবিলস্থিত বর্ত্তিকাটী নির্ব্বাপিত না হওয়াতে প্রকোষ্ঠটী ক্ষীণ স্তিমিত বিভায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। ডাক্তার সাহেব অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইলেন, সেই সঙ্গে বিরক্তিরও অভাব রহিল না। আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তিনি পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত ঝাড়গুলিই আলোকিত করিয়া দিলেন। আসন পরিগ্রহ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় উদ্যানদিকস্থ সমস্ত খড়খড়ীগুলি ভয়ানক ঝনঝন শব্দে অবরুদ্ধ হইয়া গেল! একি? এ আবার কি নূতন ব্যাপার! বাতায়নদ্বার রুদ্ধ হইল কিরূপে?—কি ভয়ঙ্করী বিভীষিকা!

ডাক্তার সাহেব ত্বরিতহস্তে একেএকে সমস্ত গবাক্ষদ্বার উন্মোচন করিয়া চিন্তাকুলহৃদয়ে মৃদুমন্দ পাদবিক্ষেপ করিতে করিতে আপন আসনে যাইয়া সমাসীন হইলেন। এবার আর পুস্তক পাঠে তাঁহার কিছুমাত্রই অনুরাগ রহিল না। তিনি করতলে বামকপোল এবং টেবিলের উপর বামকফোণি সংস্থাপনপূর্ব্বক সচিন্তিত মনে সন্দিগ্ধচিত্তে নিশ্চেষ্টভাবে উপবিষ্ট হইয়া রহিলেন।

অর্দ্ধদণ্ড অতীত।—বিমল আলোক-প্রভায় প্রকোষ্ঠটী সম্পূর্ণভাবে আলোকিত। গৃহরঙ্গভূমি নিস্তব্ধ,—ভয়ানক গম্ভীররূপে নিঃসাড় নিস্তব্ধ!—সহসা সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গৃহের চতুর্দ্দিকে বিকট হাস্যধ্বনি সমুত্থিত হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন, তিন চারিশত লোক একত্রিত হইয়া গৃহতল, গৃহছত্র এবং চতুষ্পার্শ্বের ভিত্তিগাত্রস্থ চিত্রগাত্র হইতে ভয়ানকরূপে হুহুঙ্কার ও প্রমত্তভাবে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে! ডাক্তার সাহেব চমকিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রতারকা তড়িৎগতিতে গৃহের চতুর্দ্দিকে একবার চকিতভাবে পরিভ্রমণ করিয়া আসিল। তিনি আসন পরিত্যাগপূর্ব্বক গম্ভীরভাবে ত্বরিত পাদবিক্ষেপে গৃহমধ্যে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আবার!—আবার সেইরূপ ঝনঝন শব্দ! আবার অকস্মাৎ সেইরূপ সমস্ত বাতায়নপথ অবরুদ্ধ!—সেই সঙ্গে ভীষণ ক্রন্দনধ্বনি ভয়ানকরূপেই সমুত্থিত! ডাক্তার ইভানের হৃদয় ঈষৎ আন্দোলিত হইলেও তিনি ধীরভাবে পুনরায় সেই সমস্ত খড়খড়ীগুলি উদ্ঘাটন করিয়া দিলেন। সবেমাত্র আসন পরিগ্রহ করিয়াছেন, এমন সময় হাস্যকোলাহলে গৃহটী একেবারে পরিপূরিত হইয়া যাইল! কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ডাক্তার সাহেব সচিন্তায় সোদ্বেগে স্তম্ভিতভাবে স্বীয়াসনে উপবেশন করিয়া রহিলেন। সহসা প্রবেশদ্বার অর্দ্ধোন্মুক্ত হইয়া পড়িল; সেই সঙ্গে অমনি পূর্ব্ববৎ বিকট হাস্যকোলাহল দ্বিগুণিতরূপে সমুত্থিত হইয়া প্রকোষ্ঠাভ্যন্তর একেবারে আলোড়িত করিয়া তুলিল!

কি সর্ব্বনাশ! এ আবার কি?—এ আবার কি অভাবনীয় অচিন্তনীয় ব্যাপার!—অগণ্য নরমুণ্ড! ইহারা যেন বিদ্রূপচ্ছলে নৃত্য করিতে করিতে সেই অর্দ্ধোন্মুক্ত দ্বার-পথ দিয়া গৃহমধ্যে দলে দলে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল।

তাহাদিগের ভীষণ ভঙ্গী! একবার ভূমিতলে নিপতিত হয়, আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তাহারা যেন তালে তালে মহোল্লাসে নৃত্য করিতে থাকে! ভয়ানক দৃশ্য! মুণ্ডগুলির ভয়ানক আকৃতি! বিকট দশনপংক্তি নির্মাংস ওষ্ঠপুটে একেবারে বিস্ফারিত!—মস্তকে কেশের লেশমাত্রও নাই, একেবারেই অস্থিসার,—বি-কেশ!—নেত্রবিবর, নেত্র শূন্য,—পুতলীবিবর্জ্জিত!—শ্রবণ-কুহর, পেশীবিরহিত,—তমোময় কীটকূপ!—নাসা-সন্ধি শিরামাংসপরিশূন্য, কেবল বিধাতা-দত্ত চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট!—সেই সকল কঙ্কালসার নৃমুণ্ড হইতে এক প্রকার স্তিমিত রক্তনীলাভা বিনির্গত হইয়া সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যকে যেন আরও অধিকতর ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিয়াছে!

ডাক্তার সাহেব একেবারে স্থির, নিস্পন্দ ও স্তম্ভিত!—তাঁহার প্রকৃতি-সিদ্ধ অটলভাব ক্ষণকালের নিমিত্ত তিরোহিত!—হস্তপদ ক্ষণকালের নিমিত্ত স্বকার্য্যসাধনে বিরত হইয়া দেহযষ্টিতে নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত পরেই প্রকৃতিস্থ হইয়া কোষ হইতে করাল করবাল উন্মোচনপূর্ব্বক মুণ্ডাবলীর অভিমুখে প্রধাবিত হইবার উপক্রম করিলেন। ধন্য সাহস!—ধন্য ধৈর্য্য!—ধন্য অকুতোভয়!

দুর্দ্ধর্ষসাহসী ইভান লেরি যেমনই আসন পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে প্রধাবিত হইবেন, অমনি সেই সময় গৃহের সমস্ত আলোকমালাই বিনির্ব্বাপিত হইয়া গেল। টেবিলস্থিত মোমবর্ত্তিকাটী তমোরাশিতে বিলীন হইল না বটে, কিন্তু উজ্জ্বল আলোক সহসা অতি ক্ষীণপ্রভ জ্যোতিতে পরিণত হইলে লোকে যেমন চারিদিক অন্ধকারময় দর্শন করিয়া থাকে, তাঁহার চক্ষে তখন সেইরূপ তমোভাবই পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল। তৎপরে যখন নৈসর্গিকী দৃষ্টির পুনরাবির্ভাব হইতে আরম্ভ হইল, সেই সময় সেই সমস্ত বিভীষিকা কিছুই আর তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল না!—নরমুণ্ডগুলি একেবারেই অন্তর্হিত!—গৃহদ্বার পূর্ব্ববৎ অবরুদ্ধ!—হাস্যধ্বনিও সেই সঙ্গে ইন্দ্রজালের ন্যায় এককালেই তিরোহিত! গৃহ নিস্তব্ধ,—ভয়ানকরূপে নিস্তব্ধ!

প্রবলতর বিস্ময়বেগে ডাক্তার সাহেবের মন একেবারেই আন্দোলিত; নানা প্রকার বিভীষিকাময়ী চিন্তার আবির্ভাব হওয়াতে তিনি অতিশয়

আকুলিত হইয়া উঠিলেন। বহুকষ্টে হৃদয়বেগ সংযমপূর্ব্বক পুনর্ব্বার আলোকগুলি প্রজ্বালিত করিয়া আপন আসনে সমুপবিষ্ট হইলেন। পুস্তক পাঠের নিমিত্ত মনোনিবেশ করিতেছেন, এমন সময় বোধ হইল যেন গৃহের সমস্ত আলোকগুলিই অকস্মাৎ ক্ষীণজ্যোতি হইয়া যাইল! ডাক্তার সাহেব সবিস্ময়ে দেখিলেন, সেই অবিস্পষ্ট দীপালোকশোভিত প্রকোষ্ঠমধ্যে এক ভীষণ বিকটাকার মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান! প্রকাণ্ড কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট ঘোর কৃষ্ণবর্ণ উন্নত দেহযষ্টি!—অসংখ্য ক্রিমিপূর্ণ দীর্ঘ হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া যেন তাঁহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছে! গোলাকার প্রকাণ্ড মুণ্ড! ঘূর্ণায়মান চক্রবৎ ললাটলগ্ন নয়নদ্বয় ও ব্যাদিত বদনবিবর হইতে জ্বলন্ত নীলাভ-লোহিত অনলশিখা অনর্গল বিনির্গত হইতেছে! সাহেব বিকট ভ্রূকুটি বিক্ষেপে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ এবং হস্তে হস্ত পেষণ করিতে লাগিলেন। পরক্ষণেই দৃঢ়মুষ্টিতে বন্দুক উত্তোলনপূর্ব্বক ভীম মূর্ত্তির মস্তকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহার কলভাগ ক্ষিপ্রহস্তে সমাকর্ষণ করিলেন। লৌহ-বন্দুক স্বকার্য্যসাধনে বিরত হইল না। "গুড়ুম" শব্দে গর্জ্জন করিয়া পিশাচমূর্ত্তির উপর জ্বলন্ত অনলরাশি উদ্গীরণ করিয়া দিল। কিন্তু কৈ? আশানুযায়ী ফললাভ হইল কোথায়? ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় পতিত হওয়া দূরে থাকুক, সেই মূর্ত্তির একটী পদ অণুমাত্রও প্রকম্পিত হইল না! বরং বিকট হাস্যসহকারে ভীম গম্ভীর রবে "এই নে তোর গুলি" এই কএকটী কথা উচ্চারণ করিয়া দুইটী সীসময় গুলি সাহেবের গাত্রবসনোপরি বিনিক্ষেপে পিশাচমূর্ত্তি প্রমত্তভাবে বারবার নৃত্য করিতে লাগিল! কি ভয়ানক! এ আবার কিরূপ বিভীষণ বিভীষিকা! সেই সীসময় গুলি উহার ভীম বিকট শরীরে প্রবেশ না করিয়া হস্ত-মধ্যে কিরূপে সংগৃহীত হইল? কি কুহকিনী বিদ্যাবলে, কি ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা প্রভাবে এই ভয়ানক হৃদয়স্তম্ভন ব্যাপার সংসাধনপূর্ব্বক সাহেবের অব্যর্থ লক্ষ্যকে অদ্য ব্যর্থলক্ষ্য করিয়া দিল! ভয়ানক! অলৌকিক! অদ্ভুত ব্যাপার!

সীসময় গুলি পিশাচমূর্ত্তি কর্ত্তৃক আপন গাত্রে বিনিক্ষিপ্ত হওয়াতে ডাক্তার সাহেবের বিস্ময়ের আর সীমা পরিসীমা রহিল না! তিনি স্তম্ভিতভাবে মৃৎপুত্তলের ন্যায় কিয়ৎক্ষণ বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে দণ্ডায়মান রহিলেন!

কিন্তু সেই অদ্ভুত মূর্ত্তির সেইরূপ বিজৃম্ভিতভাব এবং তাণ্ডবনৃত্য দর্শনে তিনি একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন! প্রকম্পিত করদ্বয়কে বহুকষ্টে স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত করিয়া হস্তস্থিত বন্দুকটী পুনর্ব্বার তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া ধরিলেন। বন্দুক স্বকার্য্যসাধনে পরাঙ্মুখ হইল না; পূর্ব্বের ন্যায় অনলরাশি বর্ষণ করিয়া দিল! কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্রই কার্য্যকর হইল না, মূর্ত্তি স্থির গম্ভীরভাবেই দণ্ডায়মান! আবার—আবার সেই অবজ্ঞাসূচক ভীষণ মর্ম্মভেদী হাস্য-বিকাশ!—আবার—আবার সেই ভীম গম্ভীররবে সেই কএকটী কথা উচ্চারণ!—আবার—আবার সেইরূপ গুলি বিক্ষেপ!—আবার—আবার সেইরূপ প্রমত্তভাবে লম্ফ ঝম্প!

ডাক্তার সাহেবের হৃদয় একেবারেই উন্মত্ত হইয়া উঠিল! তাঁহার প্রতি ধমনীতে শোণিত-স্রোত প্রবলবেগে বহমান হইতে লাগিল! তাঁহার উভয় চক্ষু ও উভয় গণ্ডস্থল রক্তিমবর্ণ ধারণ করিল! তিনি প্রমত্তভাবে চীৎকার করিয়া বজ্রনিনাদে বলিয়া উঠিলেন, "মানব, দানব, যে-ই হও, শীঘ্রই আমাকে পরিচয় প্রদান কর! নতুবা এই করাল করবালের গ্রাস হইতে কিছুতেই আর নিষ্কৃতি পাইবে না!" আবার—আবার সেইরূপ হাস্য!—আবার—আবার সেইরূপ বিকট অবজ্ঞাসূচক ভাব ভঙ্গী! ইভান লেরি আর স্থিরভাবে অবস্থান করিতে পারিলেন না; অসীম সাহসে উন্মত্ত হইয়া কোষোন্মুক্ত সুতীক্ষ্ণ ভীষণ করবাল দৃঢ়মুষ্টে ধারণপূর্ব্বক ক্রুদ্ধ কেশরী-বিক্রমে পিশাচমূর্ত্তির অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ত্বরিতবেগে দুই চারিপদ অপসারণে টেবিল-ব্যবধানে দণ্ডায়মান হইয়া পিশাচমূর্ত্তি ভীম গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিল, "নিস্তার নাই!—নিস্তার নাই!—জীবন যাইবেই যাইবে!—বৃথা চেষ্টা!—নিরস্ত!—নিরস্ত!—নিরস্ত!"

* * * * * * *

* * * * * *

* * * * * * *

রজনী প্রভাত।—পূর্ব্ব রাত্রের বিভীষিকাময় কাণ্ডনিচয় অন্ধতম গর্ভে নিহিত করিয়া নৈদাঘ বিভাবরী জগৎ সমীপে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। জীব

জন্তুর কলকোলাহলে সমস্ত প্রকৃতিই যেন নব জীবনে পুনর্জীবিত। দিবাদূতী ঊষাসতীর শুভাগমনে সমস্ত জগৎ যেন মহানন্দে প্রফুল্লিত। ডাক্তার সাহেব আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক নিমচাঁদ-দত্ত সরবতপাত্র পরিশূন্য করিয়া স্ফাটিক পাত্রটী যত্নসহকারে বিধৌত করিলেন। তৎপরে গগরী হইতে সলিল গ্রহণে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া আপন অনুচরকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। কএক মুহূর্ত্তমধ্যেই রটুলাল গৃহমধ্যে আসিয়া সমুপস্থিত হইল। প্রভুর ইঙ্গিতে দ্রব্যাদি একত্রীকরণ করিয়া সে ব্যক্তি থলিয়ামধ্যে সংস্থাপন করিতেছে, এমন সময় ইদলজী সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া ডাক্তার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ সন্দর্শন করিলেন। লেরি মহোদয়ের প্রশান্ত বদন-মণ্ডল নিরীক্ষণে সহর্ষে ইদলজী মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! মহাশয়কে অক্ষত শরীর ও সুস্থিরচিত্ত দর্শনে আমি যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম, তাহা আর আপনার নিকট কোনক্রমেই পরিব্যক্ত করিতে সক্ষম হইতেছি না। ভাল মহাশয়, গত রজনীর সবিশেষ সংবাদ কি?"

গম্ভীরভাবে ইভান লেরি উত্তর দান করিলেন, "ভয়ানক ব্যাপার! প্রাণ লইয়া টানাটানি! পূর্ব্ব পুণ্য বলেই এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছি! শ্রীমান সুন্দরজীই জয়লাভ করিয়াছেন! আমারই পরাজয়! পণের মুদ্রা এখনই প্রদান করিতেছি, গ্রহণপূর্ব্বক যথাসময়ে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবেন।"

সাশ্চর্য্যভাবে ইদলজী মহাশয় সোৎসুকে কহিলেন, "সে কি মহাশয়? বিজিত হইলেন কিরূপে? আকৃতি দর্শনে সহজেই ত অনুমিত হইতেছে যে, আপনি সচ্ছন্দেই নিশাযাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তবে আবার পণের মুদ্রা প্রদান করিবেন কেন?"

"না না, সচ্ছন্দে আর যাপন করিতে সক্ষম হইলাম কোথায়?—পূর্ব্বেই ত বিজ্ঞাপন করিয়াছি প্রাণ লইয়াই ব্যতিব্যস্ত! সুতরাং আমার নিজেরই পরাজয় এস্থলে সম্পূর্ণরূপেই অবধারিত হইতেছে! বৃথা অহঙ্কারের এই-রূপেই প্রতিফল হইয়া থাকে! অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া বৃথা বৃথা গর্ব্ব করিয়াছিলাম, তাহার ফলও সম্যকরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি! পণের মুদ্রা গ্রহণ করুন।" এই কএকটী কথা সমুচ্চারণে ডাক্তার সাহেব আপন থলিয়ামধ্য

হইতে লিখিবার উপকরণাদি এবং বক্ষবস্ত্র হইতে একখানি দর্শনী-হুণ্ডী বহিষ্করণ করিলেন। আপনার নাম স্বাক্ষর করিয়া ইদলজীর হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক ধীর গম্ভীরভাবে পুনরায় কহিলেন, "গ্রহণ করুন, হেনাভাই প্রেমাভাইয়ের গদীর উপরেই এখানি প্রদত্ত হইল। সময়মত তাঁহাদের নিকট হইতে লিখিত মুদ্রা লইয়া আসিবেন।"

এই বদান্যতা দর্শনে ইদলজী মহাশয় সাতিশয় বিস্মিত। কিন্তু পুনরায় বাকবিতণ্ডা করিতে তিনি আর কোনমতেই সাহস প্রাপ্ত হইলেন না। অগত্যাই তাঁহাকে হুণ্ডীখানি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইল।

সকলেই উপক্রত-উদ্যান হইতে বহির্গত। সাধারণ প্রকাশ্য রাজপথে সমুপস্থিত হইলে, ইদলজী ডাক্তার সাহেবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক একটী রথ্যা অবলম্বন; অনুচর সমভিব্যাহারে ডাক্তার সাহেবও প্রশান্তমনে অপর দিকে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিচত্বারিংশ কাণ্ড।

বিষম সন্দেহ,—তথ্যানুসন্ধান!

বহুদিবস হইল পাঠক মহাশয় "বাগবাহার" ভবনের কোন সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই। মিজিতিয়ার কি করিতেছেন, বর্ষীয়সীর দাবী-মুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক বিবি ফুলমতী নিরাপদে সুখ ও সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছেন কি না, আসুন আমরা সে সকল বিষয়ের তদন্ত করিবার নিমিত্ত একবার মিজিতিয়ার ভবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করি।

খাঁ সাহেব আপন বাটীর কাছারী গৃহের পার্শ্ববর্ত্তী একটী নিভৃতকক্ষে একাকী উপবিষ্ট আছেন। সম্মুখে রাশীকৃত কাগজপত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। তিনি তন্মনস্কভাবে ব্যবসা বাণিজ্যের হিসাবপত্র দর্শনে বিশেষরূপেই

অভিনিবিষ্ট। এমন সময় একজন পরিচারক আগমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখভাগে দণ্ডায়মান হইল। গিজিতিয়ারের নয়ন ও মন তাঁহার সেই হস্তস্থিত কাগজের প্রতি সমস্ত্রভাবে অভিনিযুক্ত; সুতরাং গৃহমধ্যে মনুষ্যের সঞ্চার সে সময়ে তাঁহার আর কিছুমাত্রই উপলব্ধি হইল না। ক্ষণকাল পরে অকস্মাৎ মস্তক উত্তোলন করাতে পরিচারকের অবস্থিতি তৎক্ষণাৎ তিনি জানিতে পারিলেন।

প্রভুর প্রশ্নপূর্ণদৃষ্টি দর্শনে ভৃত্য বিনীতভাবে বিজ্ঞাপন করিল, "আজ্ঞা, হজুর! সেখ মিয়াজান সাহেব দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছেন, প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ অভিলাষী।"

"কোন্ মিয়াজান?" অন্যমনস্কভাবে গিজিতিয়ার খাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ মিয়াজান? গদীতে যে ব্যক্তি কাজকর্ম্ম করে, সেই?"

"আজ্ঞা না, তিনি নহেন;—আপনার নিকট হইতে মধ্যে মধ্যে যিনি ধারকর্জ্জ লইয়া থাকেন, তিনিই।"

"আসিতে বল।" এই মাত্র বলিয়া গিজিতিয়ার সাহেব পূর্ব্বের ন্যায় হিসাবপত্র দর্শন করিতে মনোনিবেশ করিলেন।

ভৃত্য বিদায় গ্রহণ করিল। ক্ষণকাল পরে এক ব্যক্তি সেই গৃহমধ্যে আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। ইহাঁরই নাম সেখ মিয়াজান, ভৃত্য ইহাঁরই কথা বিজ্ঞাপন করিয়াছিল।

সাদর সম্ভাষণ কুশলাদি জিজ্ঞাসাবাদ হইবার পর, গিজিতিয়ার খাঁ মিয়াজান সাহেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহাশয়ের আগমনের কারণ? আরও কিছু মুদ্রার আবশ্যক হইয়াছে নাকি?"

ঈষদ্ধাস্যসহ মিয়াজান সাহেবের উত্তর, "আজ্ঞা, প্রয়োজন নহে, প্রত্যর্পন করিতে।"

"যে আজ্ঞা, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, এখনই হিসাব দৃষ্টে শেষ করিয়া ফেলিতেছি।"

"আজ্ঞা, আপনাকে আর কষ্ট পাইতে হইবে না, আমার মুহুরী এক প্রকার প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে, দেখিলেই আপনার বোধগম্য হইবে।"

এই কথা বলিয়া মিয়াজান সাহেব বস্ত্রমধ্য হইতে একখানি কাগজ বহিষ্করণ পূর্বক মিজিতিয়ারের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

তালিকাপত্র আদ্যোপান্ত দর্শন করিয়া মিজিতিয়ার সাহেব গম্ভীরবদনে কহিলেন, "এ হিসাব রীতিমত প্রস্তুত হয় নাই, ইহাতে ভুল রহিয়াছে যে?—গণনায় এক দিবসের ব্যতিক্রম—"

আশ্চর্য্যভাবে সেখ মিয়াজান বলিয়া উঠিলেন, "ব্যতিক্রম? সে আবার কিরূপ মহাশয়? আমি স্বয়ংও বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, কৈ, কোথাও ত ঘুণাগ্রেও ভুল দেখিতে পাইলাম না?—পঁয়ষট্টি দিবসের সুদ শতকরা আট টাকার হিসাবে ঐ টাকাই ত হইয়া থাকে; তবে ব্যতিক্রম আবার কোথা হইতে হইল?"

"হাঁ, পঁয়ষট্টি দিবস হইলে ঐ হিসাবই ঠিক বটে, কিন্তু তাহা ত হইতেছে না, আমার প্রাপ্য চৌষট্টি দিবসের। আপনি—"

"কেন মহাশয়, পঁয়ষট্টি দিবসই ত ঠিক?—ফাল্গুনের ১০ই তারিখে কর্জ্জ লইয়াছি, আর অদ্য হইল ১৫ই বৈশাখ, সুতরাং গণনায় পঁয়ষট্টি দিবসই ত ঠিক হইতেছে?"

"আজ্ঞা না, তাহা নহে। গত ফাল্গুন ঊনত্রিংশ দিবসেই শেষ হইয়াছে। তাই বলিতেছি, আপনার এক দিবসের সম্পূর্ণরূপেই ভুল।"

কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া মিয়াজান সাহেব উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা, ভুল হইবার আর বিচিত্র কি? নির্ভুল মনুষ্য এ পৃথিবীতে আর কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়?—কোন সময়ে কোন বিষয়ে কিছুমাত্রই ব্যতিক্রম ঘটে নাই, এরূপ মনুষ্য এ পৃথিবীতে প্রাপ্ত হওয়া অতীব দুরূহ ব্যাপার! সামান্য বিষয়ে ভ্রম, মধ্যে মধ্যে ত সকলেরই ঘটিয়া থাকে?"

"সে কথা সত্য! কিন্তু এ বিষয়টী বড় সামান্য ব্যাপার নহে! কারবারী লোকের পক্ষে এরূপ ব্যতিক্রম, নানা অনিষ্টপাতের নিদান! আপনি ভবিষ্যতে সাবধান হইবেন!"

এই উপদেশবাক্য শ্রবণে অস্পষ্টহাস্যসহকারে মিয়াজান সাহেব আপন মস্তকটী ঈষতাবনত করিলেন, কিন্তু কোনই প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না।

মিজিতিয়ার খাঁ একটী ক্ষুদ্র পেটিকামধ্য হইতে একখানি কাগজ গ্রহণপূর্ব্বক মিয়াজানের হস্তে সমর্পণ করিয়া ধীরভাবে কহিলেন, "উহাতেই বন্ধকীদ্রব্যের বিষয় পরিবর্ণিত আছে, পরীক্ষা করিয়া দেখুন দেখি, ঠিক হইয়াছে কি না?"

মনোযোগসহকারে দর্শনপূর্ব্বক মিয়াজান সাহেব প্রশান্তভাবে কহিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, ঠিকই বটে; এই এই দ্রব্যই বন্ধক রাখিয়াছিলাম। এখন সুদ ও আসল টাকা কাহার নিকট প্রদান করিব?—মহাশয় গ্রহণ করিবেন, কি কাছারীগৃহে প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট প্রদান করিয়া আসিব?"

"অপেক্ষা করুন, অগ্রে অলঙ্কারগুলি প্রত্যর্পণ করি, তৎপরে ও বিষয়ের স্থির মীমাংসা।" হাস্য করিতে করিতে এই কএকটী কথা উচ্চারণ করিয়া মিজিতিয়ার সাহেব ত্বরিতপদে সে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। পূর্ব্ব বর্ণিত কোষাগারমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক কুঞ্জিকা দ্বারা সিন্দুকটীর আবরণী উন্মোচন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সুতীক্ষ্ণদৃষ্টি তন্মধ্যে নিপতিত হওয়াতে তিনি সবিস্ময়ে স্তম্ভিতভাবে কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত দণ্ডায়মান রহিলেন। সিন্দুকটী একেবারে সম্পূর্ণরূপেই শূন্যময়! সুবর্ণ ধনরত্নাদি কোন বস্তুরই নাম গন্ধ তন্মধ্যে পরিলক্ষিত হইল না; আধারটী একেবারেই পরিশূন্য! খাঁ সাহেবের মুখে বাক্য নাই, চক্ষে পলক নাই, নীরব ও নিস্পন্দ;— ক্ষণকালের নিমিত্ত শূন্য হৃদয়। প্রকৃতিস্থ হইলে নানারূপ চিন্তা তাঁহার মনোমধ্যে একেএকে উদিত হইতে লাগিল। একবার ভাবিলেন, হয় ত বিবি ফুলমতী সে সমস্ত স্থানান্তরিত করিয়া রাখিয়াছেন। আবার মনে করিলেন, তাহাই বা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে? এ গৃহ ভিন্ন ধন রত্ন রাখিবার এ বাটীতে অপর নিরাপদ স্থান আর কোথায়? পরক্ষণেই অন্য ভাবের উদয় হইল। ভাবিলেন, হয় ত ফুলমতীই এ সমস্ত গ্রহণ করিয়াছেন! দাবীকারিণীর প্রাপ্য মুদ্রা সঙ্কুলান না হওয়াতে হয় ত সে সমস্ত বন্ধক দিয়া আপন ঋণ পরিশোধ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু তাহাই বা কি প্রকারে যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে? যে রাত্রে বিবি ফুলমতীকে এই সিন্দুকের কুঞ্জিকা প্রদান করিয়াছিলেন, সেই রাত্রেই ত তিনি তাহা প্রত্যর্পণ করিতে সমর্থকী

হয়েন। বিশেষতঃ সময় পাইয়াছিলেন কোথায়? সে দিবস অন্দরমধ্যে অতিশয় জনতা, মিত্রভোজ উপলক্ষে জ্ঞাতি কুটুম্ব এবং অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের মহিলারা আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সাদর সম্ভাষণ এবং অভ্যর্থনাতেই বিবি ফুলমতী সবিশেষই ব্যতিব্যস্ত; সুতরাং সময় পাইয়াছিলেন আর কোথায়? তবে কি চোর?—এস্থলে তাহা বলিয়াই ত অনুমিত হইতেছে! কিন্তু চোরে তাঁহার ধনরত্ন অপহরণ করিয়াছে, এ কথা সহসা প্রকাশ করিলে তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণরূপই ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। কারণ, বন্ধকীদারেরা সে স্থলে আপন আপন রত্নালঙ্কারের মূল্য দশগুণ পরিমাণে দাবী করতঃ সহজেই তাঁহার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইবে। এই চিন্তা মনোমধ্যে উদিত হওয়াতে মিজিতিয়ার সাহেব প্রশান্তভাব ধারণ করিলেন। স্থির পদে তথা হইতে প্রত্যাবর্তনপূর্ব্বক মিয়াজানের নিকট উপস্থিত হইয়া হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, "স্ত্রীলোকের কথাই এক স্বতন্ত্র! তাহারা একবার যাহা ধরে, তাহা আর কোনক্রমেই পরিত্যাগ করিতে চাহে না! মহাশয়ের অলঙ্কারগুলির বড়ই বেগতিক দর্শন করিতেছি! বিবিজান সে সমস্ত হস্তগত করিয়াছেন, কোনমতেই প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত নহেন!—অপরের দ্রব্য,—বন্ধকী,—সময়মত ক্রয় করিয়া দিব, এ কথা বলাতে উত্তর করেন যে, 'তাহাকেই ক্রয় করিয়া দিও, তাহাকেই ইহার উচিত মূল্য প্রদান করিও, আমি ইহা কখনই পরিত্যাগ করিব না!' এক্ষণে মহাশয়ের অনুগ্রহ ভিন্ন আমার আর উপায়ান্তর নাই।—আপনি রক্ষা না করিলে অন্দরমধ্যে আমার গতিবিধি এককালেই রহিত হইয়া যায়!"

"তাহাতে আর চিন্তার বিষয় কি?" সহাস্যআস্যে মিয়াজান কহিলেন, "তাহাতে আর চিন্তার বিষয় কি আছে? বিবি সাহেবের অনুজ্ঞা,—বিশেষতঃ মহাশয়ের ঘোর বিপদ,—অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশের বিঘ্ন, সুতরাং মূল্য লইয়াই আমাকে নিরস্ত হইতে হইতেছে! মূল্যই প্রদান করিবেন, তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট!"

"বিশেষ বাধিত হইলাম. মহাশয়ের শ্রীবৃদ্ধি হউক।—এখন মূল্যের বিষয়টী অবধারিত করিয়া বলুন, কত টাকা দিতে হইবে সেইটী—"

"আজ্ঞা, তাহা আমি এক্ষণে স্থির নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতেছি না।—কত টাকায় ক্রয় করিয়াছি, হিসাবদৃষ্টে পরে তখন মহাশয়কে সে বিষয় বিজ্ঞাপন করিব। এখন এই ঋণের টাকাগুলি—"

"আজ্ঞা, ও টাকা আর আমাকে প্রদান করিতে হইবে কেন? অলঙ্কারের মূল্যের হিসাবে বরং আমিই মহাশয়ের নিকট ঋণী। সুতরাং উহাতে আমার আর অধিকার কি আছে? এক্ষণে আপনিই উহার প্রকৃত অধিকারী।"

"যে আজ্ঞা, তবে আমি এক্ষণে কার্য্যান্তরে গমন করি, সময়মত আপনাকে ও বিষয় বিজ্ঞাপন করিয়া যাইব।" এই কথা বলিয়া নিয়াজান সাহেব তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

গৃহ নির্জ্জন হইলে মিজ্জিতিয়ারের চিন্তাস্রোত অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিল, হিসাবপত্র দর্শন করিতে তাঁহার আর আদৌ মন সরিল না;—অলঙ্কারের বিষয়ই তিনি একমনে ধ্যান করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিত হইল, তিনি সন্দিগ্ধভাবে মৃদুস্বরে আপনা আপনি বলিয়া উঠিলেন, "চোর?—তাহারই বা সম্ভাবনা কোথায়? সিন্দুক ভগ্ন হয় নাই, কুঞ্জিকা-প্রবেশ-দ্বারে কোনরূপ বল প্রকাশক চিহ্নও পরিলক্ষিত হইল না। তবে চোরের কার্য্য কিরূপে অনুভূত হইতে পারে? এ স্থলে তবে কি?—না না—তাহা হইতে পারে না!—কিন্তু—কিন্তু—বর্যীয়সীর পত্র দেখিলেই ত সে বিষয়ের সকল সন্দেহই একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়? তাহাই করি না কেন? কুলসমী যদি এ সমস্ত বন্ধক দিয়া থাকেন,—অধিক টাকার প্রয়োজন হওয়াতে তিনি যদি সেই উপায়ই অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন, সে স্থলে সেই পত্রখানি দর্শন করিলেই ত তাহার সবিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইতে পারিব? তাহাই উত্তম, তাহাই করি! কিন্তু কথা এই, বিবি কুলসমী ত সেরূপ নীচ প্রকৃতির লোক নহেন, আমার অজ্ঞাতসারে বা বিনা আজ্ঞায় যে ব্যক্তি সামান্য জলগণ্ডূষও গ্রহণ করিতে অগ্রসর হয়েন না, সে ব্যক্তি বিনা অনুমতিতে কি সাহসে একেবারে এরূপ গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস প্রাপ্ত হইব? লক্ষণে ত কখনই এরূপ অনুমান হয় না; তবে স্ত্রীচরিত্রের কথা বড় বড় পীর পয়গম্বরই সম্যকরূপে

অনভিজ্ঞ, সে স্থলে আমি কোন্ কীটানুকীট! দেখা যাউক!—এ রহস্য আমাকে ভেদ করিতে হইবেই হইবে;—তাহার সুবিধাও বিলক্ষণ আছে। বিবি অদ্য এখানে উপস্থিত নাই, পিত্রালয়ে গমন করিয়াছেন! কুঞ্জিকা কোথায় সংরক্ষিত হইয়া থাকে, তাহাও আমি বিশেষরূপেই অবগত আছি। দেখা যাউক, কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারি!"

এইরূপ কৃতসঙ্কল্পে তিনি অন্তঃপুরাভিমুখে প্রধাবিত হইয়া কুঞ্জিকা সাহায্যে সহধর্ম্মিনীর পেটিকাটী স্থিরহস্তে উদ্ঘাটন করিয়া ফেলিলেন। কতক গুলি কাগজপত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইল। অন্বেষণ করিতে করিতে অভীষ্ট পত্রিকাখানি তন্মধ্য হইতে প্রাপ্ত হওয়াতে মনোযোগসহকারে তিনি তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। পাঠ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে তাঁহার বদনমণ্ডল গম্ভীরভাব ধারণ করিল, কুটিল ভ্রূকুটিরেখায় ললাটদেশ বিকৃত হইয়া উঠিল, চক্ষু হইতে এক প্রকার অস্বাভাবিক দীপ্তি বিকশিত হইয়া তাঁহার গম্ভীরবদনকে আরও অধিকতর গম্ভীর করিয়া তুলিল। অস্পষ্ট চর্ব্বিতস্বরে তিনি আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "বহুদিবস গত হইল, আমি ফুল-মতীকে দুরাচরিণী ময়নার সহিত সংশ্রব রাখিতে নিষেধ করিয়াছিলাম; পাপীয়সীর স্বভাব চরিত্র ঘটনাক্রমে জানিতে পারিয়া বিবি ফুলমতীকে তদ্বিষয় তৎক্ষণাৎই অবগত করিয়াছিলাম। কিন্তু দেখিতেছি তাহাতে কিছু-মাত্রই ভ্রূক্ষেপ করা হয় নাই,—কর্ণকুহরে স্থানাভাব,—একেবারেই অবহেলা! তবে কথা এই, ও পত্রে ত দুইসহস্রমুদ্রার বিষয়ই উল্লিখিত হইয়া আছে, তবে অত টাকা লইয়া সে ব্যক্তি কি কার্য্যে অপব্যয় করিল? সে যাহা হউক, দুষ্টমতি ময়নার সহিত ইহার এত ঘনিষ্ঠতা কেন? আদেশে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াও যখন তাঁহার সংগোপনে সেই পাপিষ্ঠার সহিত আলাপ সম্ভাষণ, তখন—"

আত্মগত বাক্যাবলী অকস্মাৎ প্রতিরুদ্ধ হইয়া পড়িল; হৃদয়ের গরলময় চিন্তাস্রোত ভীষণরূপে আলোড়িত হওয়াতে মিজিস্ট্রিয়ারের কণ্ঠদেশ সহসা যেন অবরুদ্ধ হইয়া যাইল, মুখ হইতে আর বাক্য স্ফুরণ হইল না। তিনি কম্পিত কলেবরে একখানি আসনে যাইয়া সমাসীন হইলেন। ভীষণ—

ভীষণতররূপে বিষময় সন্দেহ-ভুজঙ্গ তাঁহার হৃদয়কে অবিরত দংশন করিতে লাগিল। সে কঠোর মর্ম্মভেদী যন্ত্রণায় তিনি একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তীব্রবেগে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সেই বিষময়ী পত্রিকাখানি কম্পিত-হস্তে ধারণ করিয়া শূন্যনয়নে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। নয়ন পত্রিকার প্রতি বিন্যস্ত বটে, কিন্তু মন অন্য এক রাজ্যে বিচরিত। চিন্তা, সন্দেহ ও ক্রোধ, নিজ বনিতার প্রতি কার্য্যকলাপ নানাবর্ণে চিত্রিত করিয়া তাঁহার নয়ন সমক্ষে সংস্থাপন করিতে লাগিল! একবার—দুইবার—তিনবার, বিভীষণ সন্দেহ স্মৃতিসহকারে সম্মিলিত হইয়া বিবি ফুলমতীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচরণ, বিকট জলন্তবর্ণে চিত্রিত করিয়া দিল। তাঁহার প্রতি কার্য্য প্রতি ব্যবহার, এমন কি প্রতি পদক্ষেপও যেন ঘৃণিত দোষে কলঙ্কিত, এমনিই তখন তিনি তৎসমুদয় দর্শন করিতে লাগিলেন। পাপমতি ময়নার পত্রখানি গোপন,—বর্ষীয়সীর দ্বিতীয়বার আগমন দিবসে বিবি ফুলমতীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে সহধর্ম্মিণীর সেই ভয়বিহ্বল ভাব,—এই সকল মনোমধ্যে উদিত হওয়াতে তাঁহার সেই সন্দেহ এক্ষণে সুদৃঢ়রূপে প্রগাঢ় বিশ্বাসে পরিণত হইল! এই দাবীপত্রখানি যে নিতান্তই বল প্রকাশের মুখযন্ত্র স্বরূপ, তাহা তিনি অনায়াসেই বুঝিয়া লইতে সক্ষম হইলেন! অনেক কষ্টে হৃদয়বেগ সম্বরণ করিয়া আরও অধিক প্রমাণ, এবং অপহৃত ধনরত্নের অনুসন্ধান প্রাপ্তি অভিলাষে তিনি পেটিকাভ্যন্তর পুনর্ব্বার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ময়নাবিবির প্রাপ্তিস্বীকার স্বাক্ষরিত কএকখানি বিজটপত্র ভিন্ন আর কিছুই তন্মধ্য হইতে প্রাপ্ত হইলেন না। কিন্তু সে গুলি আধুনিক নহে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব তারিখের প্রদত্ত! তবে সে সমস্ত মুদ্রারাশি যাইল কোথায়? দ্বিসহস্রের স্থানে, শতশত স্বর্ণমুদ্রা এবং রাশি রাশি মণিমাণিক্য ও স্বর্ণালঙ্কার বিবি ফুলমতীর হস্তগত করিবার তাৎপর্য্য কি? তাঁহার সহধর্ম্মিণীই যে, সে সমস্ত স্থানান্তর করিয়াছেন, মিজিতিয়ারের মনে তাহা বিলক্ষণরূপেই ধারণা হইয়াছিল; সুতরাং তিনি তাহা সেইরূপেই সিদ্ধান্ত করিয়া লইলেন। এ রহস্য ভেদ করিবার উপায় কি? এক উপায় ময়নাবিবির স্থান হইতে এ সমস্ত অবগত হওয়া। তাঁহার নাম শ্রবণ করিলে, ইনিই যে সেই ফুলমতীর

প্রতারিত বিবিসিদ্ধ ধর্ম্মপতি, এ কথা জানিতে পারিলে, সেই পাপমতি পাপাচারিণী ময়নার অন্তরে আশঙ্কার উদয় হইবে, সুতরাং ভয়ক্রমে সমস্ত নিগূঢ় বিষয়ই প্রকাশ করিয়া ফেলিবে। মনে মনে এই সকল আন্দোলন করিয়া তাহাই করা তিনি তৎক্ষণে যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করিলেন। সম্ভবমত অকম্পিত হস্তে কাগজপত্রগুলি পূর্ব্বাবস্থায় সংস্থাপনে কুঞ্জিকাগুচ্ছ যথা স্থানে সন্নিবেশপূর্ব্বক তিনি তদুদ্দেশে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন।

অনেক অনুসন্ধানের পর ময়নাবিবির আবাসভবনে উপস্থিত হইয়া মিজ্জিতিয়ার সাহেব গৃহস্বামিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা একজন পরিচারিকাকে বিজ্ঞাপন করিলেন। পরিচারিকাটী পাঠক মহাশয়ের পূর্ব্ব পরিচিতা চন্দ্রভাগা!—সুধার্ম্মিক মঙ্গলজী যাহার দর্শনে সেইরূপ বিমোহিত হইয়াছিল, এ-ই সেই শ্রীমতী চন্দ্রভাগা!

পরিচারিকা ইতস্ততঃ করিয়া ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে উত্তর করিল, "আজ্ঞা, তিনি ত অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে বাহির হয়েন না? তবে—"

বাক্যের অবসান হইতে না হইতে মিজ্জিতিয়ার খাঁ ত্রস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, "ইহাতে কিছুমাত্রই ক্ষতি নাই!—কোন বিশেষ প্রয়োজন থাকাতেই আমি এইরূপ কার্য্য করিতে অনুরোধ করিতেছি!—তাহার সহিত সাক্ষাৎ ভিন্ন সে কার্য্য কোনক্রমেই সংসাধিত হইবে না!—তুমি একবার বলিয়া দেখ!"

দ্বিরুক্তি না করিয়া শ্রীমতী চন্দ্রভাগা সে স্থান হইতে প্রস্থিত হইল। ক্ষণকালমধ্যে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইয়া সসম্ভ্রমে বিজ্ঞাপন করিল, "ঠাকুরাণী আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে আদেশ প্রদান করিয়াছেন।"

পরিচারিকা সমভিব্যাহারে মিজ্জিতিয়ার সাহেব বাটীর অভ্যন্তরস্থ একটী নির্জ্জন প্রকোষ্ঠমধ্যে সমুপস্থিত হইলেন। চন্দ্রভাগা তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক মুহূর্ত্তমধ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সবিনয়ে নিবেদন করিল, "পার্শ্বস্থ গৃহে কর্ত্রীঠাকুরাণী অবস্থান করিতেছেন, যাহা কিছু বলিবার অভিপ্রায় হয়, প্রকাশ করিয়া বলুন, আমি এখনই তাহার সদুত্তর আনয়ন করিয়াদিতেছি।"

"আনয়ন করিলে চলিবে না,—বিশেষ গোপনীয়, অপরের সাক্ষাতে প্রকাশ করিলে তোমার কর্ত্রীঠাকুরাণীরই সবিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা! বিবি ফুলমতীর প্রিয়তম স্বামী মিজিতিয়ার খাঁ তাহার সহিত সাক্ষাৎ অভিলাষী, এ কথা তাহাকে বিজ্ঞাপন করিলে গৃহস্বামিনী বোধ হয় আর কোনই আপত্তি উত্থাপন করিবে না! একবার বিজ্ঞাপন করিয়া দেখ দেখি!"

পরিচারিকাকে সে সংবাদ আর বহন করিতে হইল না। "ফুলমতীর প্রিয়তম স্বামী" এইমাত্র শ্রবণগোচর হওয়াতে ময়নাবিবি শশব্যস্তে মিজিতিয়ারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। পরিচারিকার প্রতি অর্থপূর্ণদৃষ্টি বিনিক্ষেপ করাতে মনোভাব অবধারণে সক্ষম হইয়া চন্দ্রভাগা সে স্থান হইতে কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইতে যাইল।

ময়নাবিবির প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিপাতে "বাগবাহার" স্বামী ধীর গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন, "আমার নাম শ্রবণেই বোধ হয় আমার প্রকৃত পরিচয় এবং আগমনের কারণ অবগত হইতে সক্ষম হইয়া থাকিবে! আমার এই আকস্মিক আগমনে তোমার কোনরূপ ইষ্টানিষ্ট হইতে পারে কি না, তাহা একমাত্র তোমারই উপর নির্ভর করিতেছে! আমি যে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি, যদি তুমি অকপটহৃদয়ে তৎসমুদয়ের প্রকৃত উত্তর দান করিতে যত্নবতী হও,—অবাধে অসঙ্কোচে সে সমস্ত নিগূঢ় বিষয় প্রকাশ করিয়া আমার হৃদয়ভার লাঘব করিয়া দাও, তাহা হইলে আমার হস্তে কোন প্রকারই অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। আর প্রবঞ্চনা প্রতারণা অথবা অন্য কারণে যদি তুমি সত্য কথা গোপন করিবার সামান্য প্রয়াস মাত্রও—"

শ্রবণ করিতে করিতে ময়নাবিবির বদনমণ্ডল ক্রমে ক্রমে পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। সহসা তাহার মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইয়া উঠিল; অতি কষ্টে মনোভাব গোপনপূর্ব্বক কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই বিশুষ্ক ও কম্পিতকণ্ঠে ছাড়া ছাড়া কথায় বলিয়া উঠিল, "একি?—কি বলিতেছেন?—কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না!—তাৎপর্য্য কি?"

"তাৎপর্য্য?—প্রতারণা?—সত্য কথা প্রকাশে এখনও অনিচ্ছা?—গোপন করিলে—"

"কিসের গোপন ?—কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না!—আপনি—কি—বলিতেছেন ?"

"বুঝিতে পার নাই ?—আবার ছলনা ?—আমার আগমনের হেতু যদি তোমার হৃদ্বোধ না-ই হইবে, তবে নাম শ্রবণমাত্রই আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলে কেন ? সে কথার উত্তর কি ?"

"আজ্ঞা, আপনিই ত অনুমতি করিলেন ?—গোপনে—নির্জ্জনে দেখা সাক্ষাৎ আপনারই ত সম্পূর্ণ অভিপ্রায় ?"

ময়নাবিবির বদন প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিনিক্ষেপপূর্ব্বক ক্রোধ কম্পিতস্বরে মিজিতিয়ার খাঁ বলিতে লাগিলেন, "শুন ! তোমার পাণ্ডনিবাসের সমস্ত তত্ত্বই আমার কর্ণগোচর হইয়াছে! সে স্থানে যে যে কার্য্য সমাহিত হইয়া থাকিত, তাহা আমি সম্যকরূপেই অবগত আছি ! আমার নিকট গোপন করিবার আর অণুমাত্রও উপায় নাই, চেষ্টা করিলে তোমারই পক্ষে সম্পূর্ণ হানি, সে স্থলে তুমিই তাহার প্রতিফল উপভোগ করিবে!—রাজ-দরবারে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া একেবারেই তোমাকে বিদলিত করিয়া ফেলিব। যদিও আমি খ্যাত-নাম-বিশিষ্ট আমীর-উল-ওমরা নহি বটে, কিন্তু আমাকে নিতান্ত হীন ক্ষমতাপন্ন বিবেচনা করিও না।—নবাব-সরকারে আমার যে যৎসামান্য ক্ষমতা আছে, তাহাতে তোমার ন্যায় শতসহস্র রমণীকে অনায়াসেই আমি প্রোথিত করিয়া ফেলিতে পারি। তাই বলিতেছি, বিবেচনা করিয়া উত্তর দান কর!"

এই ভীতিপ্রদবাক্য শ্রবণে ময়নাবিবির সর্ব্বশরীর যদিও কম্পান্বিত হইতে লাগিল, কিন্তু ফুলমতীর স্বামী আপন বনিতার কার্য্যাকার্য্য রীতি চরিত্র আচার ব্যবহার কতদূর পর্য্যন্ত সুপরিজ্ঞাত, সেইটী জানিবার নিমিত্ত মনোভাব গোপনপূর্ব্বক স্থিরকণ্ঠে উত্তর করিল, "আজ্ঞা, ভয় প্রদর্শন করিতেছেন কেন ?—কি বিষয় জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে প্রকাশ করিয়া বলুন না, এখনই তাহার সদুত্তর প্রদানে মহাশয়কে পরিতুষ্ট করিতেছি!"

ভাবার্থ বুঝিতে পারিয়া ঘৃণাব্যঞ্জক হাস্যসহকারে মিজিতিয়ার সাহেব কহিলেন, "পরীক্ষা করা হইতেছে বটে ?—ভাল, তাহাই হউক!—মঙ্গলজী

নামক এক ব্যক্তি তোমার স্বাক্ষরিত একখানি দাবীপত্র লইয়া আমার সহধর্ম্মিণীর নিকট হইতে দুইসহস্র রৌপ্যমুদ্রা—”

এবারে আর ময়নাবিবি স্থির থাকিতে পারিল না।—খাঁ সাহেব সমস্তই জানিতে পারিয়াছেন বিবেচনায়, সভয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিয়া উঠিল, “এখনই—এই মুহূর্ত্তেই আমি সে সমস্ত প্রত্যর্পণ করিতেছি, তাহাতে আমার কিছুমাত্রই প্রয়োজন নাই!—আপনার মুদ্রা, আপনিই গ্রহণ করুন,—আমি আর তাহা স্পর্শ করিতে চাহি না!”

মিজিতিয়ারের অধর প্রান্তে অবজ্ঞাসূচক হাস্যবিভা বিভাসিত হইল। তাচ্ছিল্যভাবে কহিলেন, “আমার আগমনের অভিপ্রায় তাহা নহে। এ প্রদেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই অবগত আছে যে, দুইসহস্র রৌপ্য-মুদ্রা পণ্যজীবী মিজিতিয়ারের পক্ষে সমুদ্রের শিশির বিন্দুর ন্যায় অতীব অকিঞ্চিৎকর!—আমার জিজ্ঞাস্য এই, ঐ টাকা তোমার পক্ষে ন্যায়মত প্রাপ্তব্য কি না, সেইটাই প্রকাশ করিয়া বল!”

কম্পান্বিত কলেবরে ময়নাবিবি উত্তর করিল, “আপনি ত সকলই জানিতে পারিয়াছেন, তবে আর আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? ভয় প্রদর্শনে ঐ টাকা সংগ্রহ করিয়াছি, এ কথা পূর্ব্ব হইতেই ত অণুধানন করিয়াছেন,—তবে—তবে আর আমাকে জিজ্ঞাসা করিবার ফল কি?”

“উত্তেজিত হইও না,—শ্রবণ কর!—বিবির উপর এতদূর ক্ষমতা তুমি কিরূপে পরিচালিত করিলে? কি সূত্রে তাহার উপর তোমার এরূপ প্রশ্রয় গ্রহণ? মিথ্যা কহিও না, প্রবঞ্চনা করিও না! করিলে, তোমার পক্ষেই সম্পূর্ণ ক্ষতি, অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবে না, একেবারেই মারা পড়িবে!”

“বলিতেছি—সমস্তই বলিতেছি!—হা! বিবি ফুলমতীর কি হইবে!—কি ভয়ানক ব্যাপার!—স্বামী সংবাদ অভিলাষী!—কিরূপে বলি—কিরূপে—কিরূপে!”

“প্রকাশ কর,—বিলম্ব করিও না!—যদি আপন প্রাণ রক্ষা করিবার অভিলাষ থাকে, তবে শীঘ্র শীঘ্রই প্রকাশ করিয়া বল!—আবার বলি, বিলম্বে তোমারই অমঙ্গল!”

"আর কি বিষয় প্রকাশ করিব!" ললাটে করাঘাত করিয়া ময়নাবিবি কহিল, "আর কি বিষয় প্রকাশ করিব! বিবি ফুলমতী আমার তদানীন্তন পান্থনিবাসের আশ্রয় মধ্যে মধ্যে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেন বটে; আমিও—এই আমিও—"

"সঙ্কোচ কেন?" স্থির গম্ভীরস্বরে মিজিতিয়ার সাহেব কহিলেন, "সঙ্কোচ কেন? প্রার্থিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ সন্দর্শন?—কেমন নয়?"

"আজ্ঞা,—হাঁ,—তাহাই বটে! স্ত্রীলোকেরা স্ত্রীলোকের ন্যায় প্রায়ই ব্যবহার করিয়া থাকে; তাহাতে তাহাদের স্বভাবে আর—"

"নীতিকথা পরিত্যাগ কর! প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণে যত্নবতী হও!—প্রার্থিত বস্তু কোন্ সময়ে ফুলমতী প্রথমবার প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেইটাই এক্ষণে বিজ্ঞাপন কর!—সেইটাই এখন জানিবার বিশেষরূপ আবশ্যক হইতেছে!"

ময়নাবিবি সচিন্তিতভাবে কহিল, "আজ্ঞা—আজ্ঞা—দুই—না—না—তিন—প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে—স্মরণ হইতেছে, অনুমান তিন বৎসর পূর্ব্বে, এ ঘটনা প্রথমবার সংঘটিত হয়!"

"অ্যাঁ! বিবাহের পূর্ব্বেও এরূপ চচিমতি? অ্যাঁ! বল কি? ভাল বলিয়া যাও! তাহার সহিত কতবার সাক্ষাৎ সন্দর্শন হইয়াছিল?" এই পর্য্যন্ত বলিয়া মিজিতিয়ার সাহেব তৎপরে কিঞ্চিৎ বিকৃতস্বরে পুনরায় কহিলেন, "বিবি ফুলমতী কতশতবার আন্তরিক পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন?"

"আজ্ঞা, কতশত নহে, দুই চারিবার মাত্র!" অর্দ্ধ রুদ্ধকণ্ঠে ময়নাবিবি কহিল, "আজ্ঞা কতশত নহে, দুইচারিবার মাত্র!"

"ভাল, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বিবাহের পর কি তিনি ঐ রূপে আত্মাকে কৃতকৃতার্থ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন?—এই দুই বৎসরের ভিতরে কি তিনি তোমার সেই আপনে যাতায়াত করিয়াছিলেন?"

"আজ্ঞা, তাহা আর শুনিয়া কি হইবে?" অবনতমস্তকে ময়নাবিবি কহিল, "আজ্ঞা, তাহা আর শুনিয়া কি হইবে?—আপনি স্বামী, আপনার নিকট আর সে বিষয়—"

"বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি, ঐ কএকটী কথাতেই সমস্ত বিষয় অবগত হইতে

সমর্থ হইয়াছি!—তথাপি—তথাপি চিকিৎসকের মুখেই সে বিষয় পরিব্যক্ত হইলেই উত্তম হয়!—প্রকাশ কর, বিবাহের পর কতবার তিনি গতিবিধি করিয়াছেন, প্রকাশ কর!"

"আজ্ঞা, তিন চারিবার!—বিবাহের ছয় সাতমাস পরে বিবি ফুলমতী আমার সেই পান্থনিবাসে তিন চারিবার পদার্পণ করিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু এক বৎসর অতীত হইল, আপনার সহধর্ম্মিনী আমার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছেন; এমন কি, পরিচারিকা প্রেরণেও কোন দ্রব্যাদি ক্রয় করেন নাই; এককালেই বিরত!"

"আরও একটী কথা!—সেই বিলাসী ব্যক্তিটী কে?—ফুলমতীর নির্ব্বাচিত বস্তুটী কোন্ পদার্থ?—সেইটীই এখন জানিবার আবশ্যক হইতেছে! সে বিষয়ে তুমি কতদূর সুপরিজ্ঞাত? ফুলমতীর কয়জন প্রার্থিত বস্তু? কয়জন লোক বিবিজানের অনুগত, আশ্রিত ও বাধ্য ছিল?" এই শেষ কএকটী বাক্য প্রয়োগের সময় মিজিতিয়ার সাহেবের স্বর পূর্ব্বের ন্যায় বিকৃত ভাবাপন্ন হইল!

"আজ্ঞা, কয়জন নহে, এক ব্যক্তির সহিতই তিনি সময়ে সময়ে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া যাইতেন, এক ব্যক্তির সহিতই তাঁহার আলাপ পরিচয় ছিল; ইহা আমি নিশ্চয়রূপেই অবগত আছি।"

"তুমি কিরূপে জানিলে যে, এক ব্যক্তিই তাহার অনুগ্রহ ভাজন হইয়াছিল?—দুই নয়, পাঁচ নয়, দশ নয়, এক ব্যক্তিই তাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিত, ইহা তুমি কি সূত্রে অবগত হইলে?"

"আজ্ঞা, স্বামীর নিকটেই শ্রবণ করিয়াছিলাম! বিবির সহিত এক ব্যক্তিই যে বিশ্রান্তালাপ করিতে আসিত এ কথা স্বামী মহাশয়ই প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্তই জানিতে পারিয়াছি! বিশেষতঃ বিবি ফুলমতীর যেরূপ স্বভাব চরিত্র, তাহাতে যে তিনি একের অধিক দুই দশজনের—"

নীরস হাস্যসহকারে মিজিতিয়ার সাহেব বলিয়া উঠিলেন, "শুনিয়া অতিশয় আপ্যায়িত হইলাম! দশজন নহে, পাঁচজন নহে, কেবল একের সহিতই তিনি হাস্যালাপ করিতেন, শুনিয়া অতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম!

যথার্থই ধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয়! সুগৌরবের কথাই বটে!—ভাল, কে সেই ব্যক্তি?—তাহার নাম কি? কোথায় তাহার নিবাস?"

"আজ্ঞা, তাহা আমি বলিতে পারি না। একজন লোকই যাতায়াত করিত ইহাই আমার সবিশেষ জানা শুনা আছে, কিন্তু কে সেই ব্যক্তি, তাহা আমি কোন সূত্রেই অবগত নহি।"

"পুনর্ব্বার ছলনা?—এখনও প্রতারণা? যদি ক্ষমা প্রাপ্ত হইবার আশা হইয়া থাকে, ছল চাতুরী পরিত্যাগ কর!—সকল কথা প্রকাশ করিয়া বল!—নতুবা কিছুতেই তোমার আর পরিত্রাণ নাই!—চক্ষে ধূলি প্রদান করিতেছ নাকি?"

"সেকি মহাশয়?—যখন আর আর সমস্ত কথাই আপনার নিকট একে একে প্রকাশ করিয়া বলিলাম, তখন এ বিষয়টী গোপন করিবার আমর আর অপর অভিপ্রায় কি?—শপথ করিয়া বলিতেছি,—হস্তে গঙ্গোদক গ্রহণপূর্ব্বক শপথ করিয়া বলিতে পারি, আমি সে বিষয়ে একেবারেই অনভিজ্ঞ!"

ময়নাবিবি যে ভাবে এই কএকটী কথা উচ্চারণ করিল, তাহাতে মিজিতিয়ারের হৃদ্‌প্রত্যয় দৃঢ়তররূপে সন্ন্যস্ত হইল; তিনি ধীর ভাবে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, জয়করণের অনুচরবর্গকে জিজ্ঞাসা করিলে কি এ বিষয়ের সঠিক সংবাদ প্রাপ্ত হইতে পারিব না? তোমার বিবেচনায় কি হয়? তাহা হইলে কি আমার পরিশ্রম সফলতা প্রাপ্ত হইবে না? কি বল?"

"আজ্ঞা না, কিছুমাত্রই না!—তাহারা একেবারেই অনভিজ্ঞ।—একমাত্র স্বামী মহাশয়ই সে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত, তদ্ভিন্ন জনপ্রাণীও সে বিষয়ের বিন্দু বিসর্গ অবগত নহে। বৃথা পরিশ্রম করিবেন না, কিছুমাত্রই ফলপ্রদ হইবে না।"

হতাশব্যঞ্জকস্বরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক মিজিতিয়ার সাহেব বলিয়া উঠিলেন, "সুতরাংই ক্ষান্ত হইতে হইল! কিন্তু নির্ম্মল চরিত্রার আরাধ্য দেবতাটী যে কে, তাহা জানিতে পারিলে কোন বিষয়ে আমার পক্ষে সবিশেষই সুবিধা হইতে পারিত। যাহা হউক, এখন আমি নিরুপায়! তবে দেখা যাউক, সময়ক্রমে ঘটনাস্রোত কোন্‌দিকে প্রবাহিত হইয়া পড়ে!"

ঐ সকল কথায় মনোযোগ প্রদান না করিয়া ময়নাবিবি কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে মিজিতিয়ারকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "একটী নিবেদন,—অগ্রাহ্য করিবেন না,—উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন না,—মিনতি করি, বিবি ফুলমতীর প্রতি করুণা কটাক্ষ বিতরণ করিবেন, নতুবা হতভাগিনী অকুল পাথারে ভাসমান হইবে! বিবেচনা করুন, তিনি কিরূপ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, উচ্চ সম্ভ্রান্তকুলে কলঙ্কের সামান্য চিহ্নও সমঙ্কিত হইলে তাহা আর ইহজন্মে কোনক্রমেই অপনীত হইবার নহে!—এরূপ স্থলে বিবিজান আত্মঘাতিনী হইয়া সমস্ত দুঃখের এককালেই শেষ করিয়া ফেলিবেন!—সেই নিমিত্তই আমার এতদূর আকিঞ্চন,—আর সেই নিমিত্তই মহাশয়কে এইরূপ বিনীতভাবে সবিশেষ অনুরোধ!" এই সকল কথা বলিয়া পূর্ব্ব পান্থস্বামিনী আপন মস্তকে দুই তিনবার সবেগে করাঘাত করিল।

মিজিতিয়ার সাহেব কি স্থির প্রশান্তচিত্তে ময়নাবিবির এই সমস্ত উপদেশবাক্য শ্রবণ করিতেছিলেন?—তাঁহার হৃদয় কি তন্ময় হইয়া সেই সকল বাক্যে অবহিতভাবে দৃঢ়তররূপে সন্নিবিষ্ট ছিল?—তাহা নহে।—বক্তার অবতরণিকা শ্রবণেই তিনি ক্ষণকালের নিমিত্ত স্তম্ভিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন; উপসংহার বাক্য শ্রবণে ও ময়নাবিবির শেষ কার্য্যাভিনয় দর্শনে তাঁহার সেই স্তম্ভিত ও নিশ্চেষ্ট ভাব সহসা তিরোহিত হইয়া গেল; তিনি ক্রোধকম্পিত অথচ ঘৃণাব্যঞ্জকস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "তোমাকে আর উপদেশ প্রদান করিতে হইবে না!—কর্ত্তব্যকর্ম্ম আমার সবিশেষই জানা আছে! কি করিলে কি হইবে, তাহা আমি সম্যকরূপেই পরিজ্ঞাত আছি!—তোমাকে আর মধুমুখী হইবার প্রয়োজন হইতেছে না।—যাক্, এখন আমার একটী অনুজ্ঞা অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।—আমি যে তোমার নিকট আগমন করিয়াছি, তোমার সহিত এইরূপ যে কথোপকথন হইয়াছে, তাহা তুমি কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না;—সাবধান! ফুলমতী যেন এ বিষয়ের নাম গন্ধও অবগত হইতে না পারে! ইচ্ছাপূর্ব্বক অথবা তোমার অসাবধানতাতে এ সকল বিষয়ের কণামাত্রও যদি সে ব্যক্তি অবধারণ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তোমারই পক্ষে অমঙ্গল,—

কিছুতেই আর অব্যাহিত পাইবে না,—একেবারেই বিমর্দ্দিত করিয়া ফেলিব! আর একটী কথা!—হয় ত আবশ্যক হইলে তোমার সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন—”

“যখনই—যখনই—যে সময়—যত রাত্রেই হউক,—সংবাদ পাইলেই মহাশয়ের পদানত হইব! এক্ষণে সেই দুইসহস্র টাকার বিষয়ে কিরূপ আদেশ প্রদান করেন?—সেগুলি কি মহাশয়কে এখনই প্রত্যর্পণ করিব?”

“প্রত্যর্পণ?—আমাকে?—সুভান্ আল্লা!—এ টাকা আমি আবার গ্রহণ করিব?—রাখিয়া দাও,—রাখিয়া দাও!” ঘৃণা অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য বিমিশ্রভাবে এই কএকটী কথা উচ্চারণপূর্ব্বক ফ্লিজিতিয়ার সাহেব তথা হইতে দ্রুতপদে বহির্গত হইয়া আসিলেন।

সুপ্রশস্ত রাজপথে সমুপস্থিত হইলে, সুস্নিগ্ধ সমীরণ স্পর্শে তাঁহার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক ক্রমে ক্রমে সুশীতল হইয়া আসিতে লাগিল। হৃদয় কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে, তিনি ধীর গম্ভীরভাবে গত বিষয়ের অনুশীলনে পথবাহিত করিতে লাগিলেন। মনে মনে ধ্রুব বিশ্বাস, এ কথা ঘুণাগ্রেও প্রকাশিত হইলে, ইহজগতে তাঁহার আর কলঙ্ক ও অবমাননা রাখিবার স্থান থাকিবে না। বন্ধু বান্ধব আত্মীয় কুটুম্ব সকলেই তাঁহার অসাক্ষাতে তীব্র বিদ্রূপসহকারে কহিবে, “সমতুল্য ঘরেই বিবাহ করা তাঁহার পক্ষে অতিশয় পরিকর্ত্তব্য ছিল! তাহা না করাতেই তাঁহার এই সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইয়াছে! এবং সেই নিমিত্তই তিনি এইরূপ কঠোর মর্ম্ম বেদনায় নিরন্তর নিপীড়িত হইতেছেন! বিশেষতঃ আমীর মুরদ আলি একজন সুচতুর বুদ্ধিমান ব্যক্তি! কন্যার চরিত্র ঐরূপ ঘৃণিত দোষে ঐরূপ কলঙ্কিত হইয়া আছে বলিয়াই তিনি তাহাকে কৌশলক্রমে এইরূপ কুল মর্য্যাদা হীন, একজন নীচ ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন! নতুবা ওরূপ রূপবতী কন্যার পাণিগ্রহণ অভিলাষে কতশত সম্ভ্রান্তবংশীয় আমীর আগমনপূর্ব্বক তোষামোদে মুরাদ আলির মনোরঞ্জন করিতে অভিনিযুক্ত হইত, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। তা এখন আক্ষেপ করা বৃথা! যেমন কর্ম্ম তাহার উপযুক্ত প্রতিফলই এক্ষণে উপভোগ করিতেছেন।”

লোকে তাঁহাকে এইরূপে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিবে, ইহা তিনি কোনক্রমেই সহ্য করিতে পারবেন না। একবার ভাবিলেন, এই সকল বৃত্তান্ত একেবারেই সংগোপন করা সর্ব্বতোভাবেই উচিত কার্য্য। কলঙ্ক রটনা হইলে ইহজগতে তিনি আর কাহারও নিকট মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারিবেন না। উন্নত মস্তক অবনত হইয়া যাইবে, অনন্তকালের জন্য তাঁহার নাম কলঙ্কিত ও অবমানিত ব্যক্তিগণের আদর্শ স্থান হইয়া তাঁহার বংশপরম্পরানুক্রমে পরিকীর্ত্তিত হইতে থাকবে। সুতরাং গোপন করাই শ্রেয়কল্প! কিন্তু তৎপরেই মনোমধ্যে উদয় হইল, তাহাতে দুশ্চারিণী ফুলমতীর উপযুক্ত শাস্তি বিধান হইল কোথায়? তিনি প্রতারিত হইয়াছেন,—ফুলমতী তাঁহাকে প্রতারণা করিয়াছে, এতদূর ঘৃণিত ও জঘন্য কার্য্য সমাহিত করিয়াও সেই দ্বিচারিণী সতী ও পতিব্রতা বলিয়া বিশ্বচক্ষে যে পরিগণিত হইবে, এ চিন্তা উদয় হইবামাত্রই তাঁহার হৃদয়ে যেন অনর্গল অগ্নিরাশি ঢালিয়া দিতে লাগিল। সে চিন্তা তিনি তৎক্ষণেই পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তবে কি করিবেন? মনে করিলেন, চৌর্য্য অপরাধে বনিতার বিরুদ্ধে রাজদ্বারে অভিযোগ উত্থাপন করি। কিন্তু তাহার প্রমাণ প্রয়োগ কোথায়? কিছুই হইবে না,—লাভের মধ্যে সকলের নিকট হাস্যাস্পদ হইবেন মাত্র।—আর এক উপায়!—ফুলমতীকে বিজাতীয় লাঞ্ছনা গঞ্জনায় ঘোরতররূপে তাড়না করা! নিদারুণ লজ্জা প্রাপ্তে যদি সেই দুষ্টমতি জন্মের মত বাটী পরিত্যাগ করিয়া যায়, তাহা হইলে সকল দিকেই সুমঙ্গল! নিগূঢ় ব্যাপার লোকসমাজে প্রকাশিত হইল না, অথচ তিনি সকলের নিকট অক্ষুণ্ণ সম্মান ও গৌরব সম্ভোগ করিতে পূর্ব্বের ন্যায় সক্ষম হইবেন! তবে কথা এই, আপন সহধর্ম্মিনী বাটী পরিত্যাগপূর্ব্বক অপর স্থানে প্রস্থান করিল, এ কথা প্রকাশ হইলে যদিও কলঙ্ক রটনা হইবার সম্পূর্ণই সম্ভাবনা, কিন্তু তৎকালে তিনি উচ্চকণ্ঠে সকলের নিকট পরিব্যক্ত করিতে পারিবেন যে, ফুলমতী সাতিশয় মুখরা, অতিশয় নীচ প্রকৃতির লোক, বারবার আমাকে উত্যক্ত করাতে আমিই তাহাকে গৃহ হইতে দূরীভূত করিয়া দিয়াছি! তাহাই উত্তম, তাহাই স্থির! পরক্ষণেই মনোমধ্যে অপর ভাবের উদয় হইল!—ফুলমতী যদি তাঁহার

লাঞ্ছনা ও গঞ্জনায় কোনক্রমেই কর্ণপাত না-ই করে,—তাঁহার সমস্ত ভৎর্সনা-বাক্য হাস্যসহকারেই যদি একেবারে উড়াইয়াই দেয়, তাহা হইলে কি হইবে? সহধর্ম্মিনী যখন এইরূপ নিন্দ্য কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, দুষ্কর্ম্মসাধনে যখন সে ললনা এরূপ দুর্দ্ধর্ষ দুঃসাহসী, তখন লাঞ্ছনাবাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শনে অম্লানবদনে সেইরূপে উড়াইয়া দেওয়া তাহার ন্যায় কুল-কলঙ্কিনী রমণীর পক্ষে অসম্ভব বলিয়া ত কখনই অনুমিত হইতে পারে না! সে স্থলে কি হইবে? বাটী হইতে বহিষ্কৃত হইল না, অথচ গর্ব্বতা-সহকারে তাঁহার সহিত একত্রে অম্লানবদনে সহবাস করিতে থাকিবে, এই চিন্তা তাঁহার মনে বিষবৎ বলিয়া জ্ঞান হইতে লাগিল।* বস্তুতঃ তিনি যে কি করিবেন, তাহা তিনি কোনক্রমেই স্থির করিতে পারিলেন না। নিদারুণ দুশ্চিন্তায় তাঁহার শরীর একেবারেই বিকলিত!—বিহ্বল বিকৃত অভিভূতচিত্তে শূন্যনয়নে তিনি জগতের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। সমস্তই অন্ধকার,—ভীষণতর বিঘোর অন্ধকার!—সেই বিঘোর অন্ধকারের গভীর আবরণে আবৃত হইয়া কে যেন তাঁহাকে প্রগাঢ়তম অন্ধকারময় রসাতলকূপে সবেগে বিনিক্ষেপ করিয়া দিল। মিজিতিয়ার সাহেব শিহরিয়া উঠিলেন,—সহসা তাঁহার চৈতন্য গুণের আবির্ভাব হইল! উভয় নেত্র বিমর্দ্দনে সচকিতে দর্শন করিলেন, শকটখানি "বাগবাহার" ভবনের প্রবেশদ্বার সম্মুখে সমুপস্থিত। নিদ্রোত্থিতের ন্যায় শকট হইতে অবতরণ করিয়া স্খলিতপদে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিঞ্চিৎ পরে একজন পরিচারিকা আসিয়া তাঁহাকে বিজ্ঞাপন করিল, "বিবি অদ্য প্রত্যাগত হইতে পারিবেন না, তাঁহার পিতার সঙ্কটময় পীড়া, অদ্য নিশা সেইখানেই অতিবাহন করিবেন।"

সংবাদ শ্রবণে মিজিতিয়ারের হৃদয়ভার সহসা যেন শতগুণ পরিমাণে লাঘব হইয়া গেল! কুলমতীর সহিত আপাততঃ সাক্ষাৎ সন্দর্শন হইল না,—ইতিমধ্যে আলোচিত বিষয়ের অনুশীলন করিবার সুন্দর অবসর প্রাপ্ত হইতে পারিলেন ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় আকস্মিক আনন্দবেগে প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল।

ত্রিচত্বারিংশ কাণ্ড।

হৃতবস্তু পুনঃ প্রাপ্তি,—অপহারী কে?

বেলা দ্বিতীয় প্রহর। মিজিতিয়ার খাঁ আপন কার্য্যালয়ের কক্ষাভ্যন্তরে একাকী উপবিষ্ট। সম্মুখে কতকগুলি খাতাপত্র উন্মুক্ত হইয়া রহিয়াছে। তিনি তন্মধ্য হইতে এক একবার এক একখানি লইয়া তৎপ্রতি মনঃসংযোগ করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, আবার পরক্ষণেই বিরক্তভাবে সেখানি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপর একখানি গ্রহণ করিতেছেন! হৃদয়ে শান্তি নাই,—দৃষ্টির সংযম নাই,—চিত্তবৃত্তির স্থিরতা নাই!—সুতরাং কাজকর্ম্মে তাঁহার মন কিছুতেই সন্নিবিষ্ট হইতেছে না! চিত্ত যদি এরূপ বিকল ও শান্তি বিরহিত, তবে তিনি অদ্য কি নিমিত্ত এই কার্য্যালয়ে সমাগত হইয়াছেন? মিজিতিয়ার অতি কর্ম্মিষ্ঠ লোক, কারকারবার স্বহস্তে সম্পাদন এবং স্বচক্ষে তৎসমুদয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। গৃহে অলসভাবে বৃথা বৃথা কালক্ষেপ করা বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অনভ্যাস। বিশেষতঃ কাজকর্ম্মে সংলিপ্ত হইলে তাঁহার মন অন্যদিকে প্রধাবিত হইবে এবং তাহাতে আপন দয়িতার সে সমস্ত বিষয় অন্তর হইতে অন্ততঃ কিছুক্ষণের নিমিত্তও বিদূরিত হইবার সম্ভাবনা; ইহাই মনে করিয়া তিনি অদ্য এই কার্য্যালয়ে সমুপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা,—মন কিছুতেই বর্গ মানিতেছে না; গত রজনীতে যেরূপ ভাবে অতিবাহিত, অদ্য কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইবার পরেও তাঁহার সেইরূপ ভাব;—সেইরূপ সচঞ্চল;—সেইরূপ অস্থির!

বেলা সার্দ্ধ দ্বিপ্রহরের সময় শ্রেষ্ঠীতনয় শ্রীমান সুন্দরজী গৃহমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। দর্শনমাত্রই মিজিতিয়ার সাহেব সসম্ভ্রম সাদর সম্ভাষণে তাঁহাকে সম্মুখভাগে উপবেশন করাইয়া আগমনের হেতু জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। প্রশান্তভাবে সুন্দরজী মহাশয় কহিলেন, "পিতাঠাকুর শ্বেত ও

রক্তচন্দন কাষ্ঠ সরবরাহ করিবার নিমিত্ত এক ব্যক্তির সহিত কথাবার্ত্তা ধার্য্য করিয়াছেন। শুনিলাম, আপনার নিকট সে সমস্ত বস্তু প্রচুর পরিমাণেই সংগৃহীত! যদি ইচ্ছা করেন,—যদি মহাশয়ের অভিমত হয়,—তাহা হইলে আপনার নিকট হইতে সেই সমস্ত দ্রব্যজাত এখনই ক্রয় করিয়া লইতে পারি।"

মিজিতিয়ার সম্মত হইলেন; দরদস্তুর সমস্তই শেষ হইয়া যাইল। কথা প্রসঙ্গে শ্রীমান সুন্দরজী গৃহস্বামিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিতভাবে বলিতে লাগিলেন, "একটী বিষয় আপনাকে বিজ্ঞাপন করা আমার পক্ষে অতিশয় বিধেয় বলিয়া জ্ঞান হইতেছে। মীর মোবারকের যদিও সবিশেষ নিষেধ, কিন্তু কর্ত্তব্যকর্ম্ম এবং আবশ্যক বিবেচনায় তাহা প্রকাশ না করিয়া—"

"মোবারকের নিষেধ" এই কথা শ্রবণমাত্র মিজিতিয়ারের কৌতুহল শতগুণে পরিবর্দ্ধিত হইল। সুন্দরজীকে মনোভাব প্রকাশ করিবার সময় প্রদান না করিয়া তিনি সোৎসুকে সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মোবারকের নিষেধ?—সে কিরূপ মহাশয়?—কিসের নিমিত্ত?"

"আজ্ঞা, বিজ্ঞাপন করিতেছি। দুর্বৃত্ত ও দুঃসাহসিক চরিত্রের একজন লোক কএক দিবস হইতে এই পল্লী এবং সন্নিকটস্থ আর আর স্থানে সদা-সর্ব্বদাই পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। দুর্দ্দান্ত এ দেশীয় নহে,—ভিন্ন দেশবাসী,—ছদ্মবেশী,—জাতিতে ইংরাজ!"

"ইংরাজ? ছদ্মবেশী?—দস্যু তস্কর?" সাশ্চর্য্যভাবে এই কএকটী কথা উচ্চারণ করিয়া উত্তর প্রতীক্ষায় মিজিতিয়ার সাহেব সুন্দরজীর মুখের প্রতি দৃষ্টিসংযত করিয়া রহিলেন।

"আজ্ঞা হাঁ, তাহাই বটে! যে দিবস আপনার বাটীতে মিত্র-ভোজকার্য্য সমাহিত হয়, প্রত্যাগমনকালে আমার শকট উপস্থিত না থাকাতে পদব্রজেই আমি আপন আবাসাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলাম। পথিমধ্যে একটী নির্জ্জন প্রদেশে এই ইংরাজ তস্কর আমার নিকট হইতে মুদ্রার পুটলি অপহরণপূর্ব্বক পলায়ন করিবার চেষ্টা পায়; আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধৃত করিয়া ভূমিতলে নিপাতিত করিয়াছিলাম। সেই সময় মোবারক সাহেব শকট

চালন করিতে করিতে সেই স্থানে সমুপস্থিত হয়েন। এবং 'এ-ই সেই বেটা! সে দিন আমার যথাসর্ব্বস্ব চুরি করিয়াছে!' এই সকল কথা বলিতে বলিতে শকট হইতে লম্ফ প্রদানে ইংরাজ তস্করকে করায়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। বন্ধনের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় দুরাচার দুই একটী অর্থপূর্ণ সামান্য বাক্য প্রয়োগ করিবামাত্রই মীর সাহেবের উভয়হস্ত যেন সহসা শিথিল হইয়া পড়িল! সুযোগ প্রাপ্তে দুর্বৃত্ত দস্যু সবেগে ঊর্দ্ধশ্বাসে কার্য্য-ভূমি হইতে অপসারিত! মোবারক আলির এরূপ শোচনীয় অবস্থা হইবার কারণ কি, তাহা আমি কোনক্রমেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না। অপহরণের কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি দৃঢ়তাসহকারে বিজ্ঞাপন করিলেন, তাঁহার কোন দ্রব্যই অপহৃত হয় নাই। স্মরণ করিয়া দিবার নিমিত্ত তাঁহার অশ্বপাল সহসা অগ্রসর হওয়াতে তিনি তাহাকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'না না, চুরি করিবার চেষ্টা করিয়াছিল বটে, কিন্তু কোনক্রমেই সক্ষম হয় নাই।' তৎপরে, 'ভগ্নি অতিশয় ভয়াতুরা, পল্লীর সন্নিকটে চৌর পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, এ কথা শ্রবণ করিলে রাত্রিকালে তাঁহার সচ্ছন্দরূপে সুনিদ্রা হইবে না,— শান্তিরক্ষকদিগের নিকট সংবাদ প্রদানে চৌরকে সহজেই ধৃত করিয়া ফেলিব!' এইরূপ নানামত হেতুবাদ প্রদর্শনে চৌরের কথা অপ্রকাশ রাখিতে আমাকে বিশেষরূপেই উপরোধ অনুরোধ করেন! আমি সেই অনুরোধে বাধ্য হইয়া এ কথা এতদিন আপনার নিকট প্রকাশ করি নাই। কিন্তু গত রজনীতে সেই দুরাচার আমাদের পরমাত্মীয় সাহুজীর উপরেও সেইরূপ নিদারুণ দৌরাত্ম্য সমাচরিত করিয়াছিল। তবে সৌভাগ্য-ক্রমে সফল মনোরথ হইতে পারে নাই। সে যাহা হউক, যখন সেই ছদ্মবেশী দস্যু, বারবার এই পল্লীতে অহিত অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, তখন আমি সাহেবের নিষেধবাক্য পালন করা কোনক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলাম না! সেই নিমিত্তই মহাশয়ের নিকট সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলিলাম।"

"উত্তম কার্য্য করিয়াছেন!" বিবি ফুলমতীর সামান্য প্রসঙ্গ শ্রবণেই মিজিতিয়ারের ধমনীতে ত্বরিতবেগে একবার উষ্ণ শোণিত সঞ্চালিত

হইল। মনোভাব সংগোপনে সুন্দরজীকে সাধুবাদ প্রদান করিয়া কহিলেন, "বুদ্ধিমান লোকের আশু পরিচয় স্থলই ইহা! কিন্তু আলি সাহেবের এরূপ কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করিবার অভিপ্রায় কি? ভগিকে ভয় হইতে নির্মুক্ত রাখাই যদি তাঁহার একমাত্র আন্তরিক অভিলাষ, তবে সে কথা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিতে তাঁহার পক্ষে সবিশেষ প্রতিবন্ধকতাই বা কি ছিল? বিগত পরশ্ব বৈকালেও ত তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ সন্দর্শন?—তা কৈ? দস্যু তস্করের নাম গন্ধও ত তিনি আমার নিকট পরিব্যক্ত করিলেন না! তাই ত? এরূপ ব্যবহার করিবার তাৎপর্য্য কি?" মৃদুমন্দস্বরে এই সমস্ত কথা উচ্চারণপূর্ব্বক তৎপরে আগ্রহসহকারে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল মহাশয়?" চৌরের সে যৎসামান্য বাক্যটী কি? যাহা শ্রবণে মীর সাহেব উন্মনা হইয়া পড়িলেন, সেই উচ্চারিত শব্দটী কি প্রকারের মহাশয়? আপনার কি সবিশেষ স্মরণ আছে?"

"না, সমস্ত কথা নাই বটে! তবে তাহার সারমর্ম্ম মহাশয়ের নিকট অক্লেশেই বিজ্ঞাপন করিতে পারি! চৌর বলিয়াছিল, 'ভদ্র সন্তানের প্রতি এরূপ ব্যবহার কেন? বলি, সিন্দুকস্থ স্বর্ণমুদ্রা স্বর্ণলঙ্কারের বিষয়টী কি কিছু মনে পড়ে?' এইরূপ বা এই মর্ম্মের কএকটী অর্থপূর্ণ কথা ব্যবহার করিয়াছিল মাত্র! তাহাতেই আলি সাহেবের সেইরূপ শোচনীয় অবস্থা! যাহা হউক, আপনি কিছু সতর্কভাবে থাকিবেন, ভৃত্যদিগকে আদেশ প্রদান করিবেন, রাত্রিকালে তাহারা যেন সাবধান ও সতর্কতার সহিতই প্রহরিতা কার্য্যে অভিনিযুক্ত থাকে।"

মিজিভিয়ারের মন সে দিকে ছিল না। স্বর্ণমুদ্রা ও স্বর্ণালঙ্কারের বিষয় কর্ণগোচর হইবামাত্র, সেই বিষয়েরই তিনি চিন্তা করিতেছিলেন। চৌরের কথার ভাব কি? অপহৃত মুদ্রারাশি ও স্বর্ণালঙ্কারের সহিত ও কথার কি সংশ্রব আছে? ইহাই তিনি অনন্যমনে আন্দোলন করিতেছিলেন। সুন্দরজীর শেষ কএকটী বাক্যের উত্তর দান না করিয়া সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল মহাশয়! ও বিষয়ের অর্থ কি? ঐ সামান্য বাক্য শ্রবণে তিনি তাহাকে সহসা পরিত্যাগ করিলেন কেন? তাহার কারণ কি মহাশয়?"

"অপর কি অভিপ্রায় তাহা আমি বলিতে পারি না, কিন্তু কারণ জিজ্ঞাসা করাতে পৃষ্ঠদেশে দারুণ বেদনা, এই মাত্র সংক্ষিপ্ত উত্তর দানে আমাকে বুঝাইয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সবিশেষ ব্যাপার অবগত হইবার নিমিত্ত মহাশয়ের কৌতূহল যদি অধিকরূপে সমুদ্রিক্ত হইয়া থাকে, তবে তাঁহার অশ্বপালকে সে বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন। আমি অনুমান করি, তাহা হইলে আপনার আশালতা সহজেই ফলবতী হইতে পারিবে।"

"না, ততদূর আবশ্যক হইতেছে না! তবে ব্যাপারটা নাকি কিঞ্চিৎ রহস্যপূর্ণ—জটিল! সেই নিমিত্তই ও কথার উত্থাপন! অশ্বপালকে জিজ্ঞাসা করিবার অণুমাত্রও প্রয়োজন হইতেছে না!"

সুন্দরজী বিদায় গ্রহণের প্রার্থনা প্রকাশ করিয়া বলিতে সমুদ্যত, এমন সময় সহসা কোন কথা স্মরণ হওয়াতে তিনি ঔৎসুক্যসহকারে মিজিতিয়ার সাহেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহাশয়ের কি কিছু জড়াও অলঙ্কারের আবশ্যক আছে? হীরা চুনি পান্না প্রভৃতি বহুমূল্য মণিরত্ন ক্রয় করিতে কি আপনি বাসনা করেন?"

"কেন, মণিমাণিক্যের ব্যবসা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন নাকি?" সাশ্চর্য্যভাবে মিজিতিয়ার সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কার্য্যে কতদিন আপনি ব্রতী হইয়াছেন?"

হাস্য করিতে করিতে সুন্দরজী মহাশয় প্রত্যুত্তর করিলেন, "আজ্ঞা না, তাহা নহে! কিঞ্চিৎ সুলভ মূল্যে এ সমস্ত দ্রব্যজাত প্রাপ্ত হওয়াতেই ক্রয় করিয়াছিলাম মাত্র!"

"তবে আবার বিক্রয় করিবেন কেন? যদি সুলভ মূল্যেই ক্রয় করিয়াছেন, তবে আবার হস্তান্তর করিবার প্রয়োজন কি?"

"আজ্ঞা, পিতাঠাকুরের মত নয়। অলঙ্কারগুলি যদিও সুচারুরূপে বিনির্ম্মিত বটে, কিন্তু আমাদিগের রুচি অনুযায়ী বিগঠিত নহে বলিয়াই পিতাঠাকুরের তাহাতে সবিশেষ আপত্তি! মহাশয়ের যদি প্রয়োজন হয়, বিবি সাহেবের ব্যবহারের নিমিত্ত যদি আপনি তাহা লইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে এখনই সেগুলি মহাশয়ের নিকটে সমুপস্থিত করিতে পারি।"

"বিবি সাহেব" এই শব্দ মাত্র শ্রবণে মিজিতিয়ারের হৃদয় পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় আলোড়িত হইয়া উঠিল। তাঁহার নয়ন হইতে এক প্রকার অপূর্ব্ব জ্যোতি বহির্গত হইতে লাগিল। আয়াসসহকারে প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি ধীরভাবে কহিলেন, "না,—তাহার নিমিত্ত প্রয়োজন হইতেছে না! সম্প্রতি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছি, সুতরাং অনাবশ্যক!"

"ভাল, তাঁহার নিমিত্ত না-ই হউক, অপরের দ্বারাও ত ইহার একটা সদুপায় করিয়া দিতে পারেন?—নানারূপ ব্যবসায়ী লোকের সহিত মহাশয়ের সবিশেষ আলাপ পরিচয়, সুতরাং আপনার পক্ষে ইহা যৎসামান্য আয়াস সাধ্য!"

"কাহাকে বলিব? কে উহা ক্রয় করিবে?" সচিন্তিতভাবে মিজিতিয়ার সাহেব কহিলেন, "কাহাকে বলিব? কে উহা ক্রয় করিবে?—নিজের প্রয়োজন থাকিলে সে এক সতন্ত্র কথা ছিল, কিন্তু পরের ইচ্ছা ও মনোনীতের উপর নির্ভর রাখিয়া কার্য্য করাই যে বিষম বিভ্রাট! তাই ত?"

সুন্দরজী ছাড়িবার লোক নহেন; কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবৃত্তি মূলকবাক্য বিনিয়োগে আরম্ভ করিলেন, "আপনার প্রয়োজন না-ই থাকুক কিন্তু এ বিষয়ে যদি যৎকিঞ্চিৎ প্রয়াস—"

"যে আজ্ঞা, যে আজ্ঞা।" প্রস্তাবিত বিষয়টী শীঘ্র পরিসমাপ্ত করিবার নিমিত্ত মিজিতিয়ার সাহেব সন্ত্রস্তভাবে কহিলেন, "যে আজ্ঞা, যে আজ্ঞা!—সময়মত পাঠাইয়া দিবেন, চেষ্টা করিয়া দেখিব! যদি কোন প্রকারে মহাশয়ের সাহায্য করিতে পারি, তদ্বিষয়ে অবশ্য অবশ্যই যত্নবান হইব। সময়মত পাঠাইয়া দিবেন।"

"সময়মত কেন, এখনই তাহা উপস্থিত করিতে পারি। শকটমধ্যেই সংরক্ষিত আছে, এখনই তাহা আনয়ন করিতে পারি। কি অনুমতি করেন?"

মিজিতিয়ার আর আপত্তি করিতে পারিলেন না। ইহার উপর কোনরূপ বাক্‌বিতণ্ডা সমুত্থান করিলে অভদ্রের ন্যায় কার্য্য করা হয় ভাবিয়া অগত্যাই তাঁহাকে সম্মতি প্রদান করিতে হইল। ক্ষণকালমধ্যে একটী ক্ষুদ্র পেটিকা প্রসঙ্গকর্ত্তা সমানয়নপূর্ব্বক তাহার আবরণটী উন্মোচন করিয়া ফেলিলেন।

খাঁ সাহেব একেবারেই শিহরিত,—পেটিকাভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত হওয়াতে তিনি নির্নিমেষলোচনে মূকের ন্যায় ক্ষণকাল স্বীয়াসনে উপবিষ্ট হইয়া রহিলেন। যে অলঙ্কার ও মণিমাণিক্যের জন্য তাঁহার হৃদয় এতদূর উদ্বেজিত, যাহার প্রকৃত অবস্থা গোপনের নিমিত্ত পূর্ব্ব দিবসে মিয়াজানকে তিনি সেইরূপ কৌশলক্রমে নিরস্ত করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত প্রণষ্ট ও অপহৃত দ্রব্য নিচয় সহসা যেন তাহারা আপনা হইতে সজীব হইয়া তাঁহারই সম্মুখে আসিয়া সমুপস্থিত!

সুন্দরজী স্বর্ণালঙ্কার ও মণিমাণিক্যগুলি পেটিকামধ্য হইতে বহিষ্করণ করিতেছিলেন, সুতরাং তাঁহার দৃষ্টি সেই দিকেই সংন্যস্ত ছিল, এবং সেই নিমিত্তই তিনি খাঁ সাহেবের মুখভাব অবলোকন করিতে সুসমর্থ হয়েন নাই। বহুকষ্টে মনোবেগ সংযমনপূর্ব্বক ফুলমতীর স্বামী কথঞ্চিৎ অকম্পিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ! এ গুলি অতি উত্তম অলঙ্কার! কাহার নিকট হইতে সংগ্রহ করিলেন?"

"আজ্ঞা, একটী সম্ভ্রান্ত মুসলমানের নিকট হইতে।—সেই ব্যক্তিই বিক্রয় করিয়া গিয়াছে।"

"কথার ভাবে অপরিচিত ব্যক্তি বলিয়াই অনুমান হইতেছে! তাহার সহিত কি মহাশয়ের আলাপ পরিচয় ছিল?"

"আজ্ঞা হাঁ,—ছিল বটে,—কিন্তু বিশেষরূপ নহে,—দুই একবার তাহাকে দেখিয়াছি মাত্র!"

"দুই একবার দর্শনেই তাহার নিকট হইতে এরূপ মূল্যবান মণিমাণিক্য ক্রয় করিয়া ফেলিলেন? মনোমধ্যে কিছুই সঙ্কোচ হইল না?"

"আজ্ঞা, পূর্ব্বেই ত নিবেদন করিয়াছি, সে ব্যক্তি নিতান্ত অপরিচিত নহে! মহাশয়ের বাটীতেই তাহাকে কএকবার দর্শন করিয়াছিলাম! তাহাতেই—"

"আমার এখানে?—এই কার্য্যালয়ে?" সাশ্চর্য্যভাবে মিজিতিয়ার খাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার এখানে?—এই কার্য্যালয়ে?"

"আজ্ঞা না, কার্য্যালয়ে নহে, আপনার বাটীতেই!"

"বাটীতে ? ভাল, তাহার নাম ?"

"আজ্ঞা, মায়দা খাঁ।"

"মায়দা খাঁ ? মায়দা খাঁ ?" মৃদুস্বরে সচিন্তিতভাবে আপনা আপনি এই কএকটী কথা সমুচ্চারণপূর্ব্বক মিজিতিয়ার খাঁ প্রকাশ্যে কহিলেন, "কৈ, না, স্মরণ হইল না! এ নামধারী কোন লোকের সহিত আমার আলাপ পরিচয় আছে কি না, সে বিষয়ও স্মরণ হইতেছে না!"

সন্দিগ্ধ মনে কথঞ্চিৎ শঙ্কাকুলিত হৃদয়ে সুন্দরজী মহাশয় কহিলেন, "তবে নাম গোপন করিয়াছে নাকি?—ভাল, তাহার আকৃতি বর্ণন করিতেছি, দেখুন দেখি, যদি চিনিতে পারেন।—সে ব্যক্তির বর্ণ উজ্জল শ্যাম,—খর্ব্বাকৃতি,—দৃষ্টি সচঞ্চল,—মুখময় বসন্তের দাগ,—বিপর্য্যয় কেশ ও শ্মশ্রু,—শরীর স্থূলও নয় কৃশও নয়, মধ্যবিধ। স্মরণ করিয়া দেখুন দেখি, এইরূপ আকৃতির লোক মহাশয়ের বাটীতে আসিয়া ছিল কি না?"

"আজ্ঞা না, চিনিতে ত পারিলাম না!" কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত চিন্তা করিয়া মিজিতিয়ার সাহেব কহিলেন, "আজ্ঞা না, চিনিতে ত পারিলাম না! উজীরালি নামে এক ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে আমার ওখানে যাতায়াত করিয়া থাকে বটে, মহাশয়ের বর্ণনার সহিত তাহার অবয়বের অনেকটা সৌসাদৃশ পরিলক্ষিত হইতেছে বটে, কিন্তু সে ব্যক্তি ত কোনক্রমেই সম্ভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না?—সে একজন যৎসামান্য ভৃত্য মাত্র! আলি সাহেবের একজন অতি যৎসামান্য কিঙ্কর বিশেষ! বিশেষতঃ সে ব্যক্তি কেশ ও শ্মশ্রু বিহীন! তাই ত, কে এ ব্যক্তি? কিছুই ত স্থির করিতে পারিতেছি না! ভাল মহাশয়! কি কারণে বিক্রয় করিতেছে, এ কথা কি তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল?"

"করিয়াছিলাম! তাহাতে 'একটী ভদ্রমহিলার টাকার বিশেষ প্রয়োজন, সেই নিমিত্তই বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছেন!' এইরূপ সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদান করিয়াছিল মাত্র!"

"ওঃ! স্ত্রীলোকের অলঙ্কার বটে?" রুদ্ধ নিশ্বাস পরিত্যাগে এই কএকটী শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক তৎপরে মিজিতিয়ার সাহেব প্রশান্তভাবে জিজ্ঞাসা

করিলেন, "এ গুলি কত মূল্যে ক্রয় করিয়াছেন? বিক্রয়কারীকে কত টাকা প্রদানে এ সমস্ত হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছেন?"

"আজ্ঞা, পঞ্চবিংশতি সহস্র মাত্র! এ মূল্য কি অধিক বলিয়া অনুমিত হয় মহাশয়?"

"অধিক?" সোৎসুকে মিজিতিয়ার সাহেব কহিলেন, "অধিক?—বরং বিনামূল্য বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না!" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তৎপরে কিঞ্চিৎ গম্ভীরস্বরে পুনরায় কহিলেন, "কিন্তু এ স্থলে আপনাকে একটী উপদেশ না দিয়া কোনক্রমেই শান্ত থাকিতে পারিতেছি না! অপরিচিত লোকের নিকট হইতে এরূপ দ্রব্যাদি কখনই আপনি ক্রয় করিবেন না! করিলে, ভয়ানক বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা!—ভবিষ্যতে কিঞ্চিৎ সতর্ক হইয়া চলিবেন!"

মিজিতিয়ার সাহেব যে ভাবে এই কএকটী কথা উচ্চারণ করিলেন, তাহা শ্রবণে সুন্দরজীর অন্তরমধ্যে কথঞ্চিৎ শঙ্কার উদয় হইল। তিনি সন্দেহব্যঞ্জক-স্বরে বিকৃতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মহাশয়? এ কথা বলিলেন কেন? এ সমস্ত দ্রব্যে কোন প্রকার গোলযোগ সংলিপ্ত আছে নাকি? এসমস্ত কি অপহৃত দ্রব্যজাত?"

"আজ্ঞা না, তাহা নহে! তবে অপরিচিত লোকের নিকট হইতে এ প্রকার দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে নিষেধ, তাহাই মহাশয়কে ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছিলাম! কি জানি ভবিষ্যতে যদি কোন প্রকার গোলযোগ ঘটিয়া উঠে, সেই নিমিত্তই মহাশয়কেঁ সাবধান করিয়া দিতে ছিলাম! এ সকল দ্রব্যের নিমিত্ত নহে!"

"আপনার এ উপদেশ কখনই বৃথা বৃথা ব্যয়িত হইবে না। ভবিষ্যতে অবশ্য অবশ্যই সাবধান হইয়া চলিব। তবে মহাশয় এক্ষণে আমি বিদায় গ্রহণ করি, সময়ান্তরে সাক্ষাৎ হইবে।" এই কএকটী কথা বিনিয়োগে সুন্দরজী মহাশয় হাস্য করিতে করিতে পুনরায় কহিলেন, "বিস্মৃত হইবেন না! যাহাতে ও গুলি শীঘ্র শীঘ্রই বিক্রয় হইয়া যায়, তদ্বিষয়ে আপনি যা হয় যৎ-কিঞ্চিৎ আয়াস স্বীকার করিবেন, ইহাই মহাশয়ের নিকট সবিশেষ নিবেদন!"

"তজ্জন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না! দ্রব্যগুলি অতি সুন্দররূপেই বিনির্ম্মিত!—মণিমাণিক্যগুলিও অতি উজ্জ্বল আভাবিশিষ্ট! এতদূর সুন্দর এবং এতদূর কারুকার্য্যে সংগঠিত, তাহা আমার হৃদয়ে ইতিপূর্ব্বে অণুমাত্রও ধারণা ছিল না! এক্ষণে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া আমার অতিশয় মনোনীত হইয়াছে! গ্রহণ করিবার অভিলাষ এক্ষণে আমার বিশেষরূপেই সমুদ্রিক্ত! কত মূল্য হইলে আপনি এ গুলি হস্তান্তর করিতে পারেন?"

অচিরকালমধ্যে আপনার রত্নরাজী বিক্রীত হইবার নিশ্চয়তা দেখিয়া, সুন্দরজী মনে মনে অতিশয় আনন্দিত হইলেন। আনন্দবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন, "আপনি যখন স্বয়ং গ্রহণাভিলাষী, তখন আর মূল্যের বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন কি? যে মূল্যে ক্রয় করা হইয়াছে, তাহাই প্রদান করিবেন, তাহা হইলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইবে।"

"আজ্ঞা না, তাহা হইতে পারে না! উচিত মূল্য গ্রহণ করিতে হইবে! সৌভাগ্যক্রমে আপনিই যেন সুলভ মূল্যে প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে প্রশয় লওয়া আমার পক্ষে কোনক্রমেই উচিত কার্য্য নহে! বিশেষতঃ বিবেচনা করুন, বাণিজ্য ব্যবসায়ের এরূপ রীতি পদ্ধতি—"

"আজ্ঞা, সে এক স্বতন্ত্র কথা!" সুস্থিরচিত্তে সুন্দরজী মহাশয় পুনরুক্তি করিলেন, "আজ্ঞা, সে এক স্বতন্ত্র কথা! কিন্তু এ স্থলে সে বিষয়টী কিরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে? কারণ, ব্যবসা বাণিজ্যের নিমিত্ত আপনি কিছুও গুলি ক্রয় করিতেছেন না, ব্যবহারের নিমিত্তই গ্রহণ করা হইতেছে! এরূপ অবস্থায় আপনার নিকট হইতে লভ্য লওয়া আমার পক্ষে কি উচিত কার্য্য হয়?"

"যদি একান্তই গ্রহণ না করেন, সুতরাং আমার তর্ক বিতর্কের এই স্থানেই অপনোদন!—অগত্যা আপনার অভিমতানুসারেই কার্য্য করিতে হইবে!" হাস্যসহকারে এই কএকটী কথা উচ্চারণপূর্ব্বক মিজিতিয়ার খাঁ একখানি ক্ষুদ্র কাগজ গ্রহণে তদুপরি কএক পংক্তি লিপিবদ্ধ করিলেন। সুন্দরজীকে প্রদান করিবার সময় হস্ত প্রসারণ করিয়া সেই ভাবে পুনরায় কহিলেন, "অনুগ্রহ প্রকাশে বাহাদুরীগৃহে এই পত্রখানি প্রদান করিবেন। আপনার প্রাপ্য মুদ্রা—"

ঈষদ্ধাস্যে শ্রীমান সুন্দরজী কহিলেন, "মুদ্রা গ্রহণের আর আবশ্যকতা কি? চন্দনকাষ্ঠের হিসাবে মহাশয়ের ত অনেক টাকাই প্রাপ্য হইবে, সেই হিসাবে অগ্রিম স্বরূপই পরিগণিত করিয়া লউন না কেন?"

"যে আজ্ঞা, তাহাই হইবে! তবে তাহার নিদর্শনপত্র গ্রহণ করুন।" এই কথা বলিয়া মিজিতিয়ার সাহেব একখানি প্রাপ্তি-স্বীকার-পত্র লিখিয়া দিলেন। সুন্দরজী তাহা গ্রহণপূর্ব্বক প্রফুল্লবদনে তথা হইতে বিদায় হইয়া আসিলেন।

নির্জ্জন হইবামাত্র মিজিতিয়ারের প্রশান্ত বদনমণ্ডল সহসা প্রাবৃটগগনবৎ একেবারে ভীমগম্ভীরমূর্ত্তি ধারণ করিল। আয়ত ললাটদেশ বিকট ভ্রূকুটি রেখায় বিকৃত হইয়া উঠিল। আরক্তনয়নের তারকাবলি ললাটভাগে সমুত্থান করিয়া তিনি প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। "ভদ্রনহিলার টাকার প্রয়োজন" এই কথাই তিনি অস্ফুটস্বরে বারবার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সুন্দরজীর বাক্য শ্রবণে তাঁহার দয়িতাই যে অপহরণকারিণী তাহা তিনি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইলেন। তাঁহার অন্তরে এতক্ষণের পর তাহা বলিয়াই ধারণা হইল! কিন্তু কি কারণে এত অধিক মুদ্রার আবশ্যক,—বিবি ফুলমতী এত টাকা লইয়া কি কার্য্যে সন্ন্যস্ত করিল, তাহা তিনি তৎকালে কোনক্রমেই স্থির করিতে সমর্থ হইলেন না! ভাবিতে ভাবিতে সহসা মনোমধ্যে অপর ভাবের আবির্ভাব!—উপপতির মনোরঞ্জন,—মুদ্রা দানে সে ব্যক্তির মনঃতুষ্টি সাধন,—ইহা ভিন্ন ফুলমতীর অপর কি অভিপ্রায় সংসাধিত হইতে পারে?—অন্তরাগারে এই ভীষণ চিন্তা[illegible] হইবামাত্র তিনি আর ক্ষণকালের নিমিত্তও কার্য্যালয়ে অপেক্ষা করি[illegible] পারিলেন না। ত্বরিতহস্তে অলঙ্কারাদি নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণপূর্ব্বক বিক্রান্ত পদে তথা হইতে বহির্গত হইলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ কাণ্ড।

নির্ঘাত বাক্যের রহস্য ভেদ!

বেলা অপরাহ্ন,—সূর্য্যদেব অস্তগত।—মিজিতিয়ার একাকী তাঁহার বাটীর সম্মুখস্থ কুসুমোদ্যানে মন্দমন্দ পাদবিক্ষেপে—ধীরে ধীরে বিচরণ করিতেছেন। সান্ধ্য সমীরণ প্রস্ফুটিত প্রসূন সমূহের পরিমল হরণপূর্ব্বক সৌরভভার তাঁহার নাসারন্ধ্রে অবিরলধারে ঢালিয়া দিতেছে। কিন্তু মিজিতিয়ার তাহাতে অণুমাত্রও সুখ অনুভব করিতে পারিতেছেন না। তাহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপই নাই,—তিনি আপন চিন্তাতে একেবারেই অভিনিবিষ্ট! হৃদয়ে সুখ নাই,—মনে শান্তি নাই,—অন্তর একেবারেই ক্ষত বিক্ষত! এমন সময় দুইটী সুন্দর অশ্ব চালনা করিতে করিতে শকটারোহণে তাঁহার শ্যালক, মোবারক আলি আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ সন্দর্শন করিলেন। খাঁ সাহেব মনে মনে বিরক্ত হইলেও প্রকাশ্যে তাঁহার সে ভাব পরিলক্ষিত হইল না! সুমিষ্ট আলাপনে অতিকষ্টেই তিনি সময়টী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কোন কার্য্যানুরোধে মোবারক আলি স্থানান্তরিত হইলে, মিজিতিয়ার সাহেবের মনে সহসা একটী অভিনব ভাবের সমুদ্ভব হইল!—মৃদুস্বরে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "এই ত সুন্দর অবসর;—এই সময় অশ্বপালকে জিজ্ঞাসা করিলেই ত অনেক তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে সক্ষম হইব! সুন্দরজীর সঙ্কেতও ত তাহাই,—তাহাই করি না কেন? কিন্তু কথা এই, শ্রেষ্ঠীতনয়ের বাক্যাবলীতে ফুলমতীই ও বিষয়ের একমাত্র অভিনেত্রী, ইহাই ত স্পষ্টাক্ষরে প্রতীয়মান হইতেছে!—"ভদ্রমহিলার টাকার প্রয়োজন, সেই নিমিত্তই বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছেন!" এ কথায় কুলকলঙ্কিনী ফুলমতীই ত অপহৃত কাণ্ডের একমাত্র অধিনায়িকা, ইহাই ত সম্যকরূপে—" তাঁহার স্বগত বাক্যস্রোতে সহসা বাধা পড়িল। মোবারক আলি তাঁহার নিকট আসিয়া পুনরায় সমুপস্থিত হইলেন। সামান্য বিষয়ের দুই একটী

কথাবার্ত্তা হইবার পর, শ্যালক মহাশয় তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক "বাগবাহার" ভবন পরিত্যাগে অন্যত্রে চলিয়া গেলেন।

মিজিতিয়ারের স্বগত বাক্য অমনি আপনা হইতেই বিনিঃসৃত হইতে লাগিল। তিনি ধীর গম্ভীরভাবে পুনরায় আরম্ভ করিলেন, "ইহার অর্থ কি? এ ব্যক্তি আমার সহিত প্রায় প্রত্যহই দেখা সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিতেছে কেন—পরশ্ব আসিয়াছিল, এবং অদ্যও আপ্যায়িত করিতে বিধিমতে সচেষ্টিত! ইহারই বা ভাব কি? এরূপ ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা প্রকাশ করিবার তাৎপর্য্য কি?—ভক্তি কিম্বা আমার প্রতি অনুরাগের বশবর্ত্তিতায় আগমন?—কখনই হইতে পারে না!—মোবারক আলি এরূপ চরিত্রের লোক নহেন যে, নিঃস্বার্থভাবে বৃথা বৃথা সময় নষ্ট করিয়া আত্মীয়তা ও লৌকিকতা প্রকাশ করিতে যত্নবান হইবেন! তবে কি? পুনর্ব্বার মুদ্রাদির প্রয়োজন?—পুনর্ব্বার কোনরূপ দায় দড়ায় জড়ীভূত?—তাহারই বা বিচিত্র কথা কি? কিন্তু সাহায্য প্রার্থনা কিরূপে সম্ভবপর হয়?—অধিক দিন গত হয় নাই, ইহার মধ্যে পুনর্ব্বার অর্থ সাহায্য প্রত্যাশা করিতে কি প্রকারে সাহসী হইতে পারে?—তবে উহার ঘন ঘন আগমনের কারণ কি? দূর হউক, ও চিন্তা মনোমধ্যে স্থান দান করিলে আপনার অভীষ্ট বিষয়ের অনুসন্ধানে সম্পূর্ণরূপেই ব্যাঘাত পড়িয়া যায়!—দুরাচরিণী এত অধিক মুদ্রা সংগৃহীত করিয়া কি কার্য্যে অপব্যয়িত করিয়া ফেলিল? তাহার সংবাদ প্রাপ্ত হইবার উপায় কি?" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি পুনরায় চিন্তামগ্ন হইলেন। ক্ষণকাল পরে জয়োল্লাসিতলোচনে বিকৃত হাস্যসহকারে সহসা বলিয়া উঠিলেন, "হইয়াছে—হইয়াছে! ময়নাকে জিজ্ঞাসা করিলেই এ বিষয়ের সমস্ত তত্ত্বই অবগত হইতে পারিব! যদি উপপতিকেই প্রদান করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই সকল সন্দেহ তৎক্ষণাৎই মিটিয়া যাইবে! সে পাপিষ্ঠা সকল তত্ত্বই বিবরিত করিতে সক্ষম হইবে! তাহাই করা যাউক!"

মিজিতিয়ার শকট আনয়ন করিতে ভৃত্যের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন। যথাকালে শকট আসিয়া উপস্থিত হইল। খাঁ সাহেব তদারোহণে

ময়নাবিবির ভবনাভিমুখে দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। কলঙ্কিনী ময়নার স্বভাব চরিত্র বিষয়ে বিশেষরূপ সুপরিজ্ঞাত থাকাতে প্রকাশ্যভাবে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কোনক্রমেই তিনি সাহস প্রাপ্ত হইলেন না। বারবার আগমন করিলে পাছে সে পল্লীর ভদ্রলোকেরা কোনরূপ দূষ্যভাব বিবেচনা করিয়া লয়, সেই আশঙ্কায় তাহার বাটীর কিঞ্চিৎ দূরে শকট হইতে অবতরণপূর্ব্বক পদব্রজে গোপনভাবে ময়নার সহিত সাক্ষাৎ বাসনায় মৃদুমন্দগতিতে অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পরিচারিকাদিগকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত দ্বারদেশে দুই তিনবার করাঘাত করিলেন। তাড়নায় বহির্দ্বার সহসা উন্মুক্ত হইয়া পড়িল। একি? কবাটদেশ অর্গলাবদ্ধ নহে, কেবল সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে কেন? ইহার ভাব কি? চিন্তা করিবারও অবসর মাত্র প্রাপ্ত হইলেন না। প্রাঙ্গণতলে উপনীত হইলেই অন্তঃপুর-মধ্য হইতে স্ত্রীলোকের ভীতিজনক অস্ফুট কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ তাঁহার শ্রবণ কুহরে অতি ক্ষীণরূপে প্রবেশ করিতে লাগিল। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি সেই কণ্ঠস্বর লক্ষ্যে সেই দিকেই ধাবমান হইলেন।

ক্ষণকালমধ্যেই মিজিতিয়ার সাহেব শব্দ নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া সমুপস্থিত। দেখিলেন, ময়নাবিবি নতজানুতে কৃতাঞ্জলিপুটে ভয়বিহ্বলচিত্তে সমবস্থিত। শুভ্র পরিচ্ছদধারী এক ভীমমূর্ত্তি দস্যু দক্ষিণহস্তে প্রচণ্ড ছুরিকা উদ্যত করিয়া তাহার সম্মুখে বিকটভাবে দণ্ডায়মান। এই বিভীষিকাময় চিত্র দর্শনে মিজিতিয়ার সাহেব সহসা স্তম্ভিত প্রায়!—মুহূর্ত্তের নিমিত্ত নিস্পন্দ-ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে তিনি এই ভীষণ দৃশ্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। একজন ভয়াকুলিতচিত্ত অপর ব্যক্তি আপন অভীষ্ট সাধনে অন্যমনস্ক থাকাতে তাহাদের মন সেই সেই বিষয়ে দৃঢ়তররূপে সন্নিবিষ্ট! সুতরাং তৃতীয় ব্যক্তির আগমন তাহারা অণুমাত্রও অনুভব করিয়া লইতে পারিল না।

শুভ্র পরিচ্ছদধারী অশুদ্ধ ইংরাজী ও গুর্জ্জরীভাষায় কহিতেছে, "অ্যাঁ! মোটে পঞ্চাশটী টাকা?—এও কি একটা কথা? তোমার ন্যায় ধনবতী

মহিলার পক্ষে পঞ্চাশ টাকা কি ন্যায় সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়? অ্যাঁ! চালাকি?"

"আমি দিব্য করিয়া বলিতেছি," ভয় বিহ্বলকণ্ঠে ময়নাবিবি কহিল, "আমি দিব্য করিয়া বলিতেছি, ইহা ভিন্ন আর কিছুই আমার নিকট উপস্থিত নাই!—এ গৃহে অধিক টাকা সংরক্ষিত হইয়া থাকে না, সুতরাং ইহার অধিক অর্থ তোমাকে কিরূপে প্রদান করিতে পারি?"

কিঞ্চিৎ কঠোরস্বরে ইংরাজ দস্যু বলিয়া উঠিল, "তুই আমাকে সামান্য অবস্থার ইংরাজ মনে করিয়াছিস্ নাকি? পঞ্চাশ টাকায় আমার কি এমন উপকার দর্শিতে পারে? ভাল, তোর অলঙ্করাদি কোন্ সিন্দুকে সংরক্ষিত হইয়া থাকে, তাহাই আমাকে প্রকাশ করিয়া বল্! আমি—"

মির্জিতিয়ার সাহেব আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। "সামান্য ইংরাজ" এই বাক্য শ্রবণে সুন্দরজীর পূর্ব্ব কথা সহসা তাঁহার স্মরণপথে সমুদিত হইল। এই ব্যক্তিই যে সেই ছদ্মবেশী ইংরাজ তস্কর, ইহা তিনি অনায়াসেই বুঝিয়া লইতে সেই মুহূর্ত্তেই সক্ষম হইলেন। খাঁ সাহেব একজন অতি দুর্দ্ধর্ষ সাহসী পুরুষ, দুরাচার দস্যুর ভীষণমূর্ত্তি এবং করাল খড়্গ দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে ভয়ের লেশমাত্রও হইল না; ভীমবেগে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক দস্যু তস্করকে ভূমিতলে তৎক্ষণাৎই নিপাতিত করিলেন। অবসর প্রাপ্তে গাত্রোত্থান করিয়া ময়নাবিবি সহর্ষে "দৃঢ়রূপে ধারণ করুন, আমি এখনই লোকজনকে ডাকিয়া আনিতেছি।" এই সকল কথা বলিতে বলিতে গৃহ হইতে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিল।

"রও, ঐখানেই থাক, গোলযোগ করিবার প্রয়োজন নাই।—আবার আমার আজ্ঞায় অবহেলা?" মির্জিতিয়ার সেই ভূপাতিত ইংরাজ তস্করের বক্ষস্থলে স্বীয় বামজানু স্থাপন এবং বামহস্তে তাহার গলদেশ ধারণপূর্ব্বক ঈষৎ উত্তেজিতস্বরে ময়নাবিবিকে পুনরায় কহিলেন, "গোলযোগ করিও না,—দ্বারদেশ অবরুদ্ধ কর—অবহেলা করিও না, এখনই কর!"

"কিন্তু এই দুর্ব্বৃত্ত যে ইংরাজ?—যদি কোনরূপ—"

"চিন্তার বিষয় নাই,—ইংরাজ হইল, তাহাতে আর চিন্তার বিষয় কি?—

আমিও কিছু পঞ্চমবর্ষীয় বালক নহি;—দুরাচার এক্ষণে সম্পূর্ণরূপেই আমার করায়ত্ত, কোনক্রমেই পলায়ন করিতে সমর্থ হইবে না।—আজ্ঞা পালন কর। গৃহদ্বার অবরুদ্ধ করিয়া দাও।"

মিজিতিয়ারের এইরূপ অদ্ভুতবাক্য বারবার শ্রবণে ময়নাবিবির হৃদয়মধ্যে পূর্ব্ব আশঙ্কার স্থানে বিস্ময় আসিয়া সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছিল। সুতরাং বিনা বাক্য ব্যয়ে দুষ্টমতি কলচালিত পুত্তলীর ন্যায় গৃহদ্বার অবরুদ্ধ করিয়া দিল। দুর্ব্বৃত্তকে সম্বোধনপূর্ব্বক খাঁ সাহেব বিশুদ্ধ ইংরাজী ভাষায় বলিতে লাগিলেন, "কোন বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত আমার সবিশেষ আগ্রহ ও আকিঞ্চন। সে রহস্য সম্ভেদ করিয়া দিবার উপযুক্ত পাত্রই আবার তুমি। প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দান করিলে এখনই তুমি মুক্তি-পথে বিচরণ করিতে পারিবে, তদ্বিপরীতে নিশ্চয়ই তোমার প্রাণনাশ!—পুলিশ প্রহরীর হস্তে সমর্পণে নিশ্চয়ই তোমার জীবনান্ত করিয়া ফেলিব! স্বীয় প্রাণরক্ষা বা ধ্বংস করিবার এক্ষণে একমাত্র কার্য্যকারকই তুমি! তোমারই হস্তে তোমার প্রাণ!"

"আপনার কথার প্রারম্ভটাই অতীব সুমধুর!" শ্রমরুদ্ধকণ্ঠে ইংরাজ তস্কর ভগ্নস্বরে কহিল; "এই কথাটীই অতীব হৃদয়গ্রাহী! বিশেষতঃ এরূপ সকাতর আবেদন ইংরাজদিগের পক্ষে কোনকালেই পরিত্যজ্য নহে! প্রশ্ন করুন, এখনই তাহার সঠিক উত্তর দানে মহাশয়ের হৃদয়ভার লাঘব করিয়া দিতেছি! কিন্তু এ অবস্থায়—"

মনোভাব বুঝিতে পারিয়া মিজিতিয়ার সাহেব দস্যু তস্করকে গাত্রোত্থান করিবার নিমিত্ত অবসর প্রদান করিলেন। কিন্তু তাহার যৎসামান্য অঙ্গ চালনার প্রতি তীক্ষ্ণ নয়নে দৃষ্টি রাখিতে ক্ষান্ত হইলেন না। পরিশ্রান্ত দস্যু কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে খাঁ সাহেব পুনরায় কহিলেন, "প্রায় এক পক্ষ গত হইল, "রূপভান" মহলের কোন একটী নিভৃত স্থানে আমার শ্যালক ও অপর একটী ভদ্রলোক তোমাকে বন্ধন করিবার নিমিত্ত সবিশেষ প্রয়াস পাইয়া ছিলেন। কিন্তু তুমি 'লৌহ সিন্দুক ও স্বর্ণালঙ্কারের কথা কি মনে পড়ে?' এইমাত্র বাক্য প্রয়োগে তাঁহাদের হস্ত হইতে পলায়ন করিতে

সকল মনোরথ হইয়াছিলে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, সিন্দুক ও স্বর্ণালঙ্কারের কথা উল্লেখ করিয়াছিলে কেন? ও সকল কথার অর্থ কি?"

"অর্থ বলিলে নিষ্কৃতি পাইতে পারিব কি না; সে বিষয়ের স্থিরতা কি?"

ঘৃণাব্যঞ্জক ঈষদ্ধাস্যসহকারে মিজিতিয়ার সাহেব উত্তর করিলেন, "আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, তোমার পক্ষে কি উচিত কার্য্য হইতেছে না? সন্তুষ্ট করিতে পারিলে তোমারই পক্ষে সুমঙ্গল। আর প্রতিশ্রুত বিষয়টী যদি প্রতিপালন না-ই করি, তাহা হইলে তোমার এই বর্ত্তমান অবস্থাপেক্ষা অধিক আর কি—"

"আজ্ঞা হাঁ, সে কথা সত্য! আপনার আশ্বাসবাক্যের উপরেই নির্ভর করা আমার পক্ষে সর্ব্বতোভাবেই পরিকর্ত্তব্য! যে রজনীযোগে আপনার বাটীতে মিত্রভোজের মহা সমারোহ সমাহিত হইয়াছিল, লাভের প্রত্যাশায় সেই নিশাতে আপনার বাটীর অভ্যন্তরে কএক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত প্রবেশ করিতে আমি সবিশেষই সমুৎসুক হইয়াছিলাম। আপনার কোন অনুচর বা পুরচারকের নিকট যদিও আমি একেবারেই অপরিচিত, কিন্তু যে বৃত্তি আমার অবলম্বন, তাহার পারদর্শিতাক্রমে ভৃত্যদিগের আকৃতি দর্শনেই, কে কিরূপ চরিত্রের লোক, তাহা আমি সহজেই অনুভব করিয়া লইতে সমর্থ হইয়া থাকি। এ ব্যক্তিকে এইরূপ কথা বলিলে কার্য্য সিদ্ধি হইবে, ও ব্যক্তির সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করিলে সুবিধা হইবার সম্ভাবনা,—সে ব্যক্তিকে কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে—"

ইংরাজ তস্কর যে এইরূপ পরিণামদর্শী,—মানব চরিত্র পরিজ্ঞাত হইতে ইহার যে এতদূর দিব্যজ্ঞান; তাহা অবগত হইতে পারিয়া মিজিতিয়ার সাহেব কোনক্রমেই হাস্য সম্বরণ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। বাধ্য দানে ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, "তুমি যে একজন বিচক্ষণ লোক, তাহার পরিচয় আমি এতক্ষণের পর বিশিষ্টরূপেই প্রাপ্ত হইলাম। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য বিষয়ের সদুত্তর কি? সে রাত্রে আমার বাটীর নিকট সতর্কভাবে পরিভ্রমণ করিতেছিলে, তাহার পর কি হইল, তাহাই প্রকাশ করিয়া বল।"

"আজ্ঞা, বলিতেছি।—গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবার কোন পন্থাই দেখিতে

পাইলাম না!—এক উপায়, বাতায়ন সন্নিকটস্থ বকুল বৃক্ষ অবলম্বনে সেই পথে প্রবেশ করা। তাহাই করিলাম,—বৃক্ষারোহণে বাতায়নদেশে অতি সতর্কভাবে উপনীত।—গৃহটী জনশূন্য কি লোকজনে পরিপূরিত, জানিবার নিমিত্ত কাষ্ঠময় খড়খড়ীটী সবেমাত্র উন্মুক্ত করিয়াছি, অমনি এক হৃদয়গ্রাহী অদ্ভুত অপূর্ব্ব দৃশ্য সহসা আমার নয়নপথে নিপতিত হইল! একটী ভদ্র-লোক—আমীর, লৌহ-সিন্দুক হইতে স্বর্ণমুদ্রা, স্বর্ণালঙ্কার ও মণিমাণিক্য একখানি সুপ্রশস্ত রুমালে ক্রমে ক্রমে সংরক্ষিত করিতেছেন; এই রহস্যই আমি সেই স্থান হইতে নির্নিমেষলোচনে দর্শন করিতে লাগিলাম। অনু-মানে বোধ হইল, এ ব্যক্তি বড়ই সুচতুর, টাকা কড়ী সংগ্রহ করিতে ইহার ন্যায় কার্য্যক্ষম অপর ব্যক্তি এই গুর্জ্জররাজ্যে খুঁজিয়া মিলা ভার!"

"ও কথা ছাড়িয়া দাও! সে ব্যক্তি কে, তাহাই আমার নিকট বিজ্ঞাপন কর!—আমীর পদবিশিষ্ট এ কথা তুমি কিরূপে অবধারণ করিতে সক্ষম হইলে?"

"আজ্ঞা, ইহার পূর্ব্বে তাঁহার সহিত আর একবার আমার সাক্ষাৎ সন্দর্শন হইয়াছিল। সে ব্যক্তি যে আমীর, তাহা সে আপন মুখেই আমার নিকট পরিব্যক্ত করিয়াছিল;—সেই নিমিত্তই জানিতে পারিয়াছি।"

"কে সেই ব্যক্তি?—তাহার নাম কি?

"মীর মোবারক আলি!—আপনার শ্যালক, সুধার্ম্মিক মীর মোবারক আলি!" মির্জিতিয়ারের প্রশ্নে ইংরাজ তস্করের এই মর্ম্মভেদী সাংঘাতিক প্রত্যুত্তর!

মির্জিতিয়ার একেবারেই আড়ষ্ট!—বজ্রাহতের ন্যায় ক্ষণকালের নিমিত্ত একেবারেই স্তম্ভিত! প্রকৃতিস্থ হইয়া সাশ্চর্য্যভাবে বলিয়া উঠিলেন, "মীর মোবারক এ বিষয়ের অধিনায়ক?—সে ব্যক্তিই সিন্দুক হইতে স্বর্ণ রত্নাদি নিঃশেষিত করিয়া ফেলিল? অ্যাঁ!"

"অগোচরে—অবাধে—লৌহ-সিন্দুকটী ক্ষণকালের মধ্যেই একেবারে পরিশূন্য হইয়া পড়িল! কি ক্ষিপ্রহস্ত তাঁহার! কি তাঁহার বিচিত্র হস্ত-কৌশল! দেখিয়া শুনিয়া একেবারেই আমার বুদ্ধিলোপ!"

"ও কথা থাকুক।" কিঞ্চিৎ কঠোরস্বরে মিজিতিয়ার খাঁ কহিলেন, "ও কথা এখন থাকুক! তাহার পর কি হইল তাহাই প্রকাশ করিয়া বল,—কাহিনীটী শীঘ্র শীঘ্রই পরিসমাপ্ত করিয়া ফেল।"

দস্যু তস্কর বলিতে আরম্ভ করিল। "দ্রব্যজাত পুঁটলিবদ্ধ করিতেছেন, এমন সময় বাতায়ন পথে তাঁহার সচঞ্চল দৃষ্টি অকস্মাৎ নিপতিত হওয়াতে আমার বিস্ময় পরিপূর্ণ বদনমণ্ডল নিরীক্ষণপূর্ব্বক সহসা তিনি চমকিত হইয়া উঠিলেন। ভয়ে তাঁহার সর্ব্বশরীর প্রকম্পিত হইতে লাগিল। পদস্খলনে সংগৃহীত রত্নরাশি গৃহের এ দিক ও দিক চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। তিনি সভয়ে স্তম্ভিতভাবে কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত দণ্ডায়মান রহিলেন। আমি অমনি নিক্ষিপ্ত তীরবৎবেগে সে স্থান হইতে তৎক্ষণাৎ অপসৃত হইয়া পড়িলাম। পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি, বাহ্যিক অবয়ব দর্শনে লোকের অন্তরের ভাব অবধারণ করিতে আমি একজন অদ্বিতীয় ক্ষমতাপন্ন পণ্ডিত! সুতরাং সহজেই আমার অনুমতি, এ ব্যক্তি যে কার্য্যে অভিনিযুক্ত, পদ মর্য্যাদার সহিত তুলনা করিলে এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা ইহার পক্ষে কোনক্রমেই উচিত কর্ম্ম হয় নাই! তৎপরে যখন আমাকে করায়ত্ত করিয়াছিলেন, সেই সময়ে আমার অন্তরমধ্যে সেই বিষয়টী দৃঢ়রূপে জাগরূক থাকাতে, সিন্দুক ও স্বর্ণমুদ্রার কথা উল্লেখ করিয়া আপন মনোভিলাষ সহজেই সুসিদ্ধ করিয়া লইলাম। আমার সেই সামান্য বাক্য শ্রবণে আলি সাহেবের হস্ত যেন—"

"ভাল, এইমাত্র বলিলে যে, ঘটনাক্রমে মীর সাহেবের সহিত তোমার সাক্ষাৎ সন্দর্শন হইয়াছিল, সে ঘটনাটী কি?—কি সূত্রে আলি সাহেবের উপাধি ও নাম জানিতে পারিয়াছিলে?"

"আজ্ঞা, পূর্ব্বেই ত নিবেদন করিয়াছি, তিনি যে কে, তাহা তিনি স্বয়ংই আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলেন; সেই নিমিত্তই তাঁহার প্রকৃত পরিচয় অবাধেই অবগত হইতে সুসমর্থ!"

"তাহা ত বুঝিলাম, কিন্তু ঘটনাটী কি?—সেইটীই আমার জিজ্ঞাস্য, তাহারই উত্তর দান কর।"

"ওঃ! সেই বিষয়টী জানিবার ইচ্ছা?—ভাল, তাহাও বিজ্ঞাপন করিতেছি। এই ঘটনার কএকদিবস পূর্ব্বে একদিন নিশাভাগে "রূপতান" মহলের অতি সন্নিকটেই তাঁহার সহিত আমার দেখা সাক্ষাৎ ঘটিয়া উঠে!—আমীর সাহেবের শকট বিপর্য্যস্ত হওয়াতে, আমি তাহার উদ্ধার সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম বলিয়াই এই শুভ সংযোগ। পারিতোষিক দিবার নিমিত্ত আপন অঙ্গরাখাভ্যন্তর হইতে একটী ক্ষুদ্র পুঁটলি যেমনি তিনি বহির্গত করিয়াছেন, আমার বিশেষ প্রয়োজন বশত, তাঁহার বিনা অনুমতিক্রমে সেইটী হস্তগত করিয়াই আমি সবেগে—"

"বুঝিয়াছি—বুঝিয়াছি!" ঘৃণাব্যঞ্জকস্বরে মিঁজভিয়ার সাহেব কহিলেন, "বুঝিয়াছি—বুঝিয়াছি!—অপহরণ! ভাল, পুঁটলিমধ্য হইতে কতগুলি টাকা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলে? বিশেষ বিবেচনা করিয়া বল দেখি, কতগুলি টাকা?"

"আজ্ঞা, টাকা নহে, সে গুলি সমস্তই মোহর! চারি সহস্র রৌপ্য মুদ্রার অধিকও তাহার প্রকৃত মূল্য! কিন্তু তাহা আমার ভোগে আইসে নাই;—যে দরে খরিদ, সেই দরেই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে! আমার ন্যায় পদস্থ ব্যক্তির মোহর ব্যবহার করিবার প্রয়াস পাইলে দুষ্টলোকে নানামতে কুতর্ক ঘটাইতে পারে এই বিবেচনায়, সেইগুলি বিনিময় করিবার নিমিত্ত আমি সবিশেষই যত্নবান হইলাম। এই দেশের এক ব্যক্তির সহিত আমার বিলক্ষণই আলাপ পরিচয় ছিল, দয়ালু এবং পরোপকারী জ্ঞানে আমি তাহাকে মনে মনে অতিশয় শ্রদ্ধা ভক্তি করিতাম। আহারাদির অনাটন হইলে তাহার দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্রই সাহায্য দান করিতে সে ব্যক্তি কখনই পরাঙ্মুখ হইত না। পরদিন সন্ধ্যার সময় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঘটনাবলী প্রকাশ করিয়া বলিলাম;—সাহায্য করিতেও স্বীকৃত হইল। আরও কহিল, 'যে পর্য্যন্ত না এ বিষয়ের একটা গোলযোগ মিটিয়া যায়, ততদিন আমার বাটীতেই গুপ্তভাবে অবস্থান করিতে থাক। আমি সম্মত হইলাম। রাত্রিকালে মদ্য মাংস প্রভৃতি নানাবিধ উপাদেয় ভোজ্য পানীয় আমার নিমিত্ত উদ্যোগ করিয়া দিল। পরিতোষরূপে আহার

করিলাম। পান করিবার নিমিত্ত বারবার অনুরোধ করাতে সবেমাত্র এক পাত্র মদিরা পান করিয়াছি, অমনি আমার মস্তক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল, হস্ত হইতে পান-পাত্র ভূমিতলে নিপতিত হইল, অজ্ঞান অভিভূত হইয়া আমি সেই গৃহমধ্যে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলাম। মোহ নিদ্রা ভঙ্গ হইলে শশব্যস্তেই আমার গাত্রবস্ত্র অনুসন্ধান।—পুঁটলিটী প্রাপ্ত হইলাম না। তৎপরে গৃহস্বামীর অন্বেষণ,—সে ব্যক্তিও নিরুদ্দেশ;—কুটিরখানি একেবারেই জনশূন্য! বিশেষ তথ্য জানিবার নিমিত্ত বাটী হইতে বহির্গত হইলাম। অনেক কষ্টে 'গত রজনীতে তীর্থ যাত্রায় চলিয়া গিয়াছে, দুই তিন বৎসরের মধ্যে প্রত্যাগত হইবে না।' এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম মাত্র। তাই বলিতেছি, যে দরে খরিদ, সেই দরেই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে! বিনা আয়াসে হস্তগত, সুতরাং বিনা ক্লেশে সে ব্যক্তির দ্বারাই আমার দিব্যচক্ষু সম্প্রাপ্ত!"

এই সুদীর্ঘ ব্যাখ্যাবলী শ্রবণের সময় মিজিতিয়ার সাহেব যদিও মনে মনে অতিশয় উত্যক্ত হইতেছিলেন, কিন্তু কি জানি যদি তাঁহার গুণধর শ্যালকের অথবা সহধর্ম্মিনীর ক্রিয়া কার্য্যের বিষয় আরও অধিক পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারেন, এই ভাবিয়া তিনি সাহেব তস্করের কথায় একটী-বারমাত্রও বিঘ্ন বাধা সংঘটন করেন নাই,—ধীরভাবে সমস্ত কথাই শ্রবণ করিতে ছিলেন। কথা শেষ হইলে তাহার প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক কঠোরস্বরে কহিলেন, "প্রতিশ্রুত ছিলাম মুক্তিদান করিব,—সত্য কথা প্রকাশ করিলে মুক্তিলাভ করিতে পাইবে, সে প্রতিজ্ঞা পালন করিতেছি; বিদায় গ্রহণ কর, আর এ পল্লীর সন্নিকটেও পরিভ্রমণ করিও না। যাও, বলিয়া যাও!"

কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিতভাবে ইংরাজ তস্কর কহিল, "যদি আমার প্রতি এইরূপই অনুকম্পা প্রদর্শন করিলেন, তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক নির্গমের পথটী—"

বাধা দিয়া কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধভাবে মিজিতিয়ার সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কিরূপ কথা? প্রবেশ করিতে সক্ষম হইলে, অথচ কোন্ পথে বহির্গত হইতে হয়, তাহা তুমি কোনক্রমেই অবগত নহ? এ কথার অর্থ কি?"

"আজ্ঞা, প্রবঞ্চনা করিতেছি না,—সন্দেহ মনোমধ্যে স্থানদান করিবেন না। নির্গমের পথ না জানিবার কারণ এই, ইংরাজদিগের বাটীর আভ্যন্তরীণ সংস্থিতি বিষয়ে বিশেষরূপেই আমি সুপরিজ্ঞাত; কিন্তু এ দেশের সকল বাটীগুলিই স্বতন্ত্ররূপে সংগঠিত, সুতরাং তাহাদের রন্ধ্রসন্ধি অবধারণ করা অতীব দুরূহ ব্যাপার! তবে ভৃত্য বা পুরচারক কেহই এখানে উপস্থিত ছিল না বলিয়া, আমি সেই সুযোগে বহুকষ্টে এই গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। সেই নিমিত্তই—"

"ভাল ভাল, অনুসরণ কর, পথ প্রদর্শন করিতেছি।" এই কথা বলিয়া মিজিতিয়ার সাহেব অগ্রসর হইয়া চলিলেন, তস্কর সাহেব তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিতে লাগিল।

বহির্দ্বারে উপনীত হইলে, ইংরাজ সাহেব ছুরিকাখানি সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত মিজিতিয়ারের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা প্রকাশ করিল। খাঁ সাহেব পূর্ব্বের ন্যায় কঠোরস্বরে তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "প্রত্যর্পণ করা দূরে থাকুক, ইহার দ্বারা তোমার প্রাণান্ত করাই এ স্থলে সম্পূর্ণরূপেই উচিত কার্য্য। কিন্তু যখন অভয় দান করিয়াছি, তখন এ কার্য্য হইতে অগত্যাই আমাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইতে হইল। সাবধান! এ পল্লী বা আমার ওখানে পুনর্ব্বার যেন তোমার সহিত এইরূপ অবস্থায় সাক্ষাৎ সন্দর্শন সংঘটিত না হয়!"

"আজ্ঞা না, ভ্রমক্রমেও না! পল্লীর কথা কি, এ রাজ্যেই অবস্থান করিব না! এ প্রদেশে পরিভ্রমণে যাহা কিছু ফল লাভ, তাহা আমি বার-বারই উপভোগ করিয়াছি! আবার?" অবজ্ঞাসূচক ভাব ভঙ্গী প্রকাশে এই সমস্ত কথা সমুচ্চারণে ইংরাজ তস্কর তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

মিজিতিয়ার সাহেব ময়নাবিবির নিকট পুনরাগমনে প্রশান্তভাবে কহিলেন, "যে কার্য্যের নিমিত্ত আমার এখানে আগমন, দস্যু তস্করের সহিত কথোপকথনে তাহা আমার এক প্রকার নির্ব্বিশেষ হইয়া গিয়াছে! তবে কথা এই, তোমার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজন হইলে—"

"আজ্ঞা, যখনই—যখনই!—এ দাসী আপনার নিকট চিরঋণেই

আবদ্ধ!—যখনই পদার্পণ করিবেন, তদ্দণ্ডেই এ অনাথা আপনার পদানত হইতে ক্ষান্ত হইবে না!"

মিজিতিয়ার বিদায় গ্রহণ করিলেন। শকটোপরি সমারূঢ় হইবামাত্রই তাঁহার অনিবার্য্য চিন্তাস্রোত পূর্ব্বের ন্যায় উছলিত হইয়া পড়িতে লাগিল। চর্ব্বিতস্বরে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "স্পষ্টতরই প্রদীপ্যমান!—সন্দেহ মেঘাবর্ত্তন এতদিনের পর সম্পূর্ণরূপেই অপসারিত!—স্বার্থপর ভ্রাতার আনুকূল্যের নিমিত্তই যে এ কার্য্য, তাহাতে আর সংশয়মাত্রও থাকিতেছে না!—ভিক্ষালব্ধমুদ্রা চৌর কর্ত্তৃক অপহৃত,—পুনর্ব্বার প্রার্থনা নিশ্চয়ই নিষ্ফল জ্ঞান,—সুতরাং ভগ্নির নিকট পরিব্যক্তে চাবীগুচ্ছ সংগ্রহ!—কিন্তু গুণধর শ্যালক মহাশয়ের ইচ্ছাবৃত্তি কিছু অধিকদূর অগ্রসর হওয়াতে চারি সহস্রের স্থানে শত সহস্র পরিমাণে পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন মাত্র! যাহা হউক, কুল-কলঙ্কিনী ফুলমতী কি দুর্দ্ধর্ষসাহসী! তাহার কতদূর জঘন্য নীচ প্রকৃতি! দাম্পত্য প্রণয়ের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াও তাহার পাপ পৈশাচিক-বৃত্তির কোনক্রমেই পরিতৃপ্তি সাধন হইল না, তদতিরিক্ত দোষী ভ্রাতাকে ঐরূপ সাহায্য দানে আপন স্বামীর সর্ব্বনাশ করিতে অবাধেই যত্নবতী হইল! কি কঠিন হৃদয়া!—কি নির্লজ্জা দুশ্চারিণী!—কি নৃশংস বিশ্বাস-ঘাতিনী!—আর না,—এ সকল হৃদয়ভেদী ব্যাপার কোনক্রমেই আর সহ্য করা যায় না!—চরমচূড়ায় আরোহণ করিয়াছে!—যাহা হয় শীঘ্রই ইহার একটা শেষ করিয়া ফেলিতে হইবে!"

পঞ্চচত্বারিংশ কাণ্ড।

অত্যদ্ভুত রূপান্তর!

এই ঘটনার পর দিবস অপরাহ্ন বেলা চারিঘটিকার সময় বিবি ফুলমতী "বাগবাহার" ভবনের অন্তঃপুরস্থ বিশ্রামকক্ষমধ্যে সমুপবিষ্ট। একাকী নহেন, সম্মুখে কিঞ্চিৎ দূরে একখানি সতন্ত্র আসনে তাঁহার প্রিয় ভ্রাতা মোবারক

আলি সমাসীন রহিয়াছেন। কথার প্রসঙ্গে বিবি ফুলমতী কনিষ্ঠকে সম্বোধনপূর্ব্বক ঈষৎ খিন্নস্বরে কহিলেন, "এ তিন চারিদিবস কোথায় ছিলে? পিতার এরূপ সাংঘাতিক পীড়া, একটীবারও তত্ত্ব লইলে না? বড়ই অন্যায় কার্য্য হইয়াছে!"

"কৈ? আমি ত কোন সংবাদই প্রাপ্ত হই নাই? পিতাঠাকুর যে এরূপ সাংঘাতিক রোগে সমাক্রান্ত, সে সংবাদ কেহই ত আমাকে প্রদান করে নাই?"

মোবারকের এইরূপ ঔদাস্যপূর্ণভাব দর্শনে বিবি ফুলমতী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগে ক্ষুব্ধস্বরে কহিলেন, "তোমাকে সংবাদ দিবার নিমিত্ত চারিদিকেই লোক প্রেরিত হইয়াছিল, যে যে স্থানে তোমার গতিবিধি, সেই সেই স্থানে তত্ত্ব লইতে পরিচারকেরা আর বাকী রাখে নাই; কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেহই তোমার অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইল না। ভাই! একটু বিবেচনা করিয়া চলিও! পিতার এখন বার্দ্ধক্য অবস্থা,—রুগ্ন শরীর,—উপস্থিতমতে সেবা শুশ্রূষা না করিলে কর্ত্তব্য কর্ম্মের পক্ষে ক্রটি হইয়া পড়ে, ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতে হয় ভাই?"

"উচিত বটে!—সম্পূর্ণ ইচ্ছাও তাহাই! সময় পাই কৈ?—পারি কিরূপে? বিস্তর ঝঞ্চট!—বন্ধু বান্ধবের সহিত দেখা সাক্ষাৎ,—নানা কার্য্যে ব্যতিব্যস্ত! সুতরাং ঘটিয়া উঠে না!"

বিশাল নিশ্বাসসহকারে বিবি ফুলমতী কহিলেন, "ভাই! ওরূপ ঔদাস্য প্রদর্শন করিও না,—বিগত পরশ্ব দিবসে পিতার যেরূপ ভয়ানক অবস্থা—"

"বিচিত্র কি?—হওয়াই সম্ভব!—বৃদ্ধ বয়স,—ঐরূপ হইবারই ত কথা! কিন্তু খাঁ সাহেবের এরূপ পত্র লিখিবার অভিপ্রায় কি?—অপরাহ্ন চারিটার সময় আসিতে হইবে, বিশেষ প্রয়োজন! কি এমন বিশেষ প্রয়োজন? মনোভিলাষ কি?"

"তাহা আমি কিরূপে বলিব? কেন, পত্র কি বলে?"

"এমন কিছুই নয়, তবে লিখিয়াছেন, 'না আসিলে কার্য্য চলিবে না, আসিলে সকলের পক্ষেই সুমঙ্গল!' তাই বলিতেছি, এরূপ জটিলতাপূর্ণ কথায় পত্রখানি পরিপূরিত করিবার তাৎপর্য্য কি?"

"তবে বোধ হয় কোন কাজকর্ম্মের নিমিত্তই ঐরূপ বিশেষ করিয়া লিখিয়া থাকিবেন। কোন বিষয়ের সংবাদ সময়মত বিজ্ঞাপন না করিলে হয় ত কোনরূপ ক্ষতি হানি হইবার সম্ভাবনা। সেই নিমিত্তই বোধ হয় তাঁহার ঐরূপ কার্য্য প্রণালী অবলম্বন।"

মোবারক পুনরায় অপর প্রশ্ন সমুত্থানে সমুদ্যত, এমন সময় সহসা শকট চালনের ঘর্ ঘর্ শব্দ শ্রবণগোচর হওয়াতে তিনি সচকিতে বলিয়া উঠিলেন, "ঐ আসিতেছেন! শকট হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়াছি।" এই কএকটী কথা সমুচ্চারণে একখানি সুরভিত রুমাল দক্ষিণহস্তে গ্রহণপূর্ব্বক বাতায়নপথে বারবার সেখানি আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তৎপরে ফুলমতীর দিকে মুখ ফিরাইয়া ঈষৎ ঘৃণিতস্বরে কথঞ্চিৎ নীরসকণ্ঠে পুনরায় কহিলেন, "অতি আশ্চর্য্য প্রকৃতির লোক! অভিবাদনের প্রতি ভ্রূক্ষেপই করিলেন না!—দেখিয়াও দেখিলেন না!—একেবারেই অগ্রাহ্য!—বড়ই অদ্ভুত প্রকৃতির লোক তোমার এই খাঁ সাহেব!"

ভর্ৎসনাপূর্ণ গম্ভীরস্বরে বিবি ফুলমতী কহিলেন, "ও কথা প্রয়োগ করা তোমার পক্ষে অতিশয় গর্হিত কার্য্য হইয়াছে!—তিনি যতদূরই অভদ্র হউনই না কেন,—তাঁহার স্বভাব চরিত্র যতদূরই দারুণ কলঙ্কে কলঙ্কিত থাকুকই না কেন,—কিন্তু তোমার প্রতি করুণাকটাক্ষ বিক্ষেপ করিতে কোনকালেই তিনি পরাঙ্মুখ হয়েন নাই!"

এই সুতীক্ষ্ণ তিরস্কার শ্রবণে মোবারকের চিত্ত অণুমাত্রও বিচলিত হইল না; প্রশান্তবদনে সপ্রতিভভাবে প্রত্যুত্তর করিলেন, "ওঃ! অর্থ সাহায্যের কথা উল্লেখ করিতেছ বটে? তা সে বিষয়ের কথা এই—চুপ কর, পদশব্দ শ্রবণ করিতেছি, ও কথার জল্পনা আর প্রয়োজন করে না!"

কথা পরিসমাপ্তি হইবার পরক্ষণেই গৃহদ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িল; মিজিতিয়ার সাহেব ত্বরিতপদে তন্মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। স্বামীকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত বিবি ফুলমতী আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়াছেন, এমন সময় মিজিতিয়ারের মুখ প্রতি দৃষ্টিপাত হওয়াতে সহসা তিনি স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। পদমাত্রও অগ্রসর হইতে তিনি আর

সাহস প্রাপ্ত হইলেন না। মোবারক আলিরও সেই ভাব,—ভগ্নিপতির এই কঠোর মূর্ত্তি অবলোকনে তিনিও তৎক্ষণাৎ সভয়ে জড়সড়।

অন্তিম সাহসে নির্ভর করিয়া বিবি ফুলমতী স্বামীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাহেব! কি হইয়াছে? তোমার উগ্রভাব দর্শন করিতেছি কেন? ব্যবসা বাণিজ্যের ত কোনরূপ অমঙ্গল সংঘটিত হয় নাই? সে দিকের ত সমস্তই সুমঙ্গল?"

খাঁ সাহেব সে কথার উত্তর দান করিলেন না; বিবি ফুলমতীর প্রশ্নে ঔদাস্যভাব প্রদর্শনপূর্ব্বক ত্বরিতহস্তে গৃহ দ্বারটী আবর্ত্তন করিয়া দিলেন। বিবি ফুলমতীর বদন হইতে মোবারক আলির বদন প্রতি তাঁহার ঘৃণা ক্রোধ ও অবজ্ঞাসূচক চঞ্চল দৃষ্টি পর্য্যায়ক্রমে ঘন ঘন নিপতিত হইতে লাগিল। ভগ্নি ও ভ্রাতা সেই দৃষ্টির কঠোরতর তীক্ষ্ণতা আর কোনক্রমেই সহ্য করিতে পারিলেন না; ভয়বিহ্বলঅন্তরে উভয়ে আসন পরিগ্রহ করিয়া মিজিতিয়ারের হৃদয়োচ্ছ্বাসের ভীষণবেগ সহ্য করিবার নিমিত্ত অধোবদনে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

ঘৃণামিশ্রিতস্বরে মিজিতিয়ার সাহেব কহিলেন, "কলঙ্কের আভা সুস্পষ্টরূপেই প্রতিভাত!—বদন প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই তাহা জলন্তরূপেই বিকাশ পাইতে থাকে!"

"সাহেব ও কথার অর্থ কি?" কম্পিতকণ্ঠে বিবি ফুলমতী কহিলেন, "সাহেব ও কথার অর্থ কি? আপনার দেবতুল্য আকৃতি অদ্য বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়াছে কেন?"

"ক্রমে জানিতে পারিবে!—কথোপকথনের সহিত কিয়ৎদূর অগ্রসর হইলে সমস্ত বিষয়ই সময়ে সুপরিজ্ঞাত হইতে পারিবে!" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তৎপরে ক্রোধকম্পিতস্বরে পুনরায় কহিলেন, "নিদারুণ কলঙ্কে উভয়ের বদন উজ্জ্বলবর্ণেই সুরঞ্জিত!—অন্তরের ভাব, বাহ্যিকে অতি সুস্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান!"

অতি ক্ষীণস্বরে বিবি ফুলমতী কহিলেন, "কলঙ্ক?—হৃদয়ে কলঙ্কভার?—স্ত্রীলোকের ইহা ভিন্ন আর কি অপবাদ মর্ম্মভেদী হইতে পারে?—কিসে?"

সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া মিজিতিয়ার সাহেব পূর্ব্বের ন্যায়

সুতীক্ষস্বরে পুনরায় আরম্ভ করিলেন, "আমীর মুরাদ আলির সহিত কুটুম্বিতা সূত্রে সংবদ্ধ হওয়াতে এই পণ্যব্যবসায়ী বণিক যে কতদূর পর্য্যন্ত আপ্যায়িত হইয়াছে, তাহা একমুখে ব্যাখ্যা করিয়া বলা আমীর পক্ষে নিতান্তই দুরূহ ব্যাপার। তবে কথা এই, এরূপ সম্ভ্রান্ত বংশসম্ভূত ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ পরিচয় রাখা, তাহাদের সহিত সমসূত্রভাবে একত্রে সহবাস করা, আমার ন্যায় হীন অবস্থাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে কোনক্রমেই উচিত কার্য্য নহে! আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, ঘনিষ্ঠতা যত অধিক পরিমাণেই হ্রাস হইয়া আসিবে, আমার পক্ষে তত অধিক পরিমাণেই সুমঙ্গল! বিশেষতঃ ইহাতে আপনাদের পক্ষেও সবিশেষ সুবিধা! কারণ, নীচ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ যতদূরই পরিত্যাগ করিবেন, লোকের নিকট সেই পরিমাণে ততদূরই আপনাদের সম্মান গৌরব বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।—কেমন, এ কথা আপনারা স্বীকার করেন কি না?—আমার এই নীতিবাক্য আপনাদের যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া উপলব্ধি হইতেছে কি না?"

উভয়েই নীরব! এই অদ্ভুতবাক্য শ্রবণে উভয়েই হতবুদ্ধি!—উভয়েই যেন জড়ের ন্যায় স্বীয় স্বীয় আসনে নিস্পন্দভাবে উপবিষ্ট হইয়া রহিলেন। উত্তর প্রাপ্ত না হওয়াতে মিজিতিয়ার সাহেব পুনরায় আরম্ভ করিলেন, "যদি আমার এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়াই আপনাদের বোধগম্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেইরূপই কার্য্য করা আমাদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবেই পরিকর্ত্তব্য। আমার প্রস্তাবে মীর মোবারক যখন নিঃস্বার্থভাবে সম্পূর্ণরূপেই অনুমোদন করিলেন, তখন বিবিজান! তোমারও সেই পথ অবলম্বন করা উচিত কার্য্য কি না, ইহার ভার তোমারই উপর সন্ন্যস্ত করা হইল! তুমি আপন পিত্রালয়ে গমনপূর্ব্বক সুখ সচ্ছন্দে—"

এবারে আর ফুলমতী নীরবে অবস্থান করিতে পারিলেন না; মিজিতিয়ারের এই শেষ কএকটী কথা তাঁহার পক্ষে যেন বজ্রাঘাত তুল্য জ্ঞান হইতে লাগিল; বাধা দিয়া ভয়াকুলিতলোচনে ছাড়া ছাড়া কথায় বলিয়া উঠিলেন, "প্রত্যাখ্যান?—পিত্রালয়ে প্রেরণ,—তবে পরিত্যাগ করিতেছেন?—কি কারণে?—অপরাধ?—কেন?"

গম্ভীরভাবে মিজিতিয়ার সাহেব উত্তর করিলেন, "অপর কারণ কিছুই নহে, পরস্পরের মনোমিলনের প্রত্যাশা অতি অল্প মাত্র বলিয়াই এইরূপ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি মাত্র!"

"কেন সাহেব? কিসে?—কিসে? কি কারণে এরূপ ধারণা?—কোন্ বিষয়ের ত্রুটি হইয়াছে?"

"তাহা আবার প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে?" ঈষৎ বিকৃতস্বরে মিজিতিয়ার সাহেব পুনরুক্তি করিলেন, "তাহা আবার প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে? আমি কি প্রতারিত হই নাই?—তুমি কি আমারে প্রতারণা-বাক্যে এতাবৎকাল বিমোহিত করিয়া রাখ নাই? তবে আবার কোন্ সাহসে নির্লজ্জভাবে সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে অগ্রসর হইতেছ?"

"স্বীকার পাই, স্বীকার পাই!" রুদ্ধকণ্ঠে বিবি ফুলমতী কহিলেন, "স্বীকার পাই, স্বীকার পাই! প্রতারিত হইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র কি? কিন্তু আমার প্রতি এরূপ নিদারুণ নিগ্রহ কেন? লোকে কি বলিবে?—স্বামী সহধর্ম্মিনীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, এ কথা রাষ্ট্র হইলে বিশ্বমধ্যে হতভাগিনীর আর লজ্জা রাখিবার স্থান থাকিবে না যে?—মিনতি করি, সাহেব—" বলিতে বলিতে বিবি ফুলমতীর বাক্‌রোধ হইল, তিনি বসনপ্রান্তে বদন আচ্ছাদনপূর্ব্বক অস্ফুটস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

মিজিতিয়ারের সে দিকে দৃক্‌পাত নাই; মোবারক আলির প্রতি তীব্র দৃষ্টি বিনিক্ষেপপূর্ব্বক তিনি অতি কঠোরস্বরে পুনর্ব্বার আরম্ভ করিলেন, "ভগ্নিপতি ও ভগ্নির সহিত কলহ বিবাদ উপস্থিত হইলে, ভ্রাতা প্রায় সহোদরারই পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন, ফুলমতীর পিত্রালয়ে গমন এবং আপনার এখানে গতিবিধির অবসান দর্শনে লোকে অবশ্যই নানারূপে নানামতে তর্ক বিতর্ক করিতে থাকিবে;—কারণ জানিবার নিমিত্ত হয় ত কেহ কেহ আপনার নিকট সে বিষয়ের জিজ্ঞাসাবাদও করিতে পারে। তাহাতে আপনি 'নৃশংস মিজিতিয়ার সহোদরার প্রতি ভয়ানক অত্যাচার সমাচরণ করাতে পিতাঠাকুর তাহাকে আপন আলয়ে আনয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছেন; এবং আমিও তজ্জন্য সেই পাষণ্ডের বাটীতে গমনাগমন

এককালেই রহিত করিয়া দিয়াছি!' এই সমস্ত কথা অম্লানবদনে পরিত্যক্ত করিয়া জগৎকে সেইরূপেই প্রবোধিত করিয়া দিবেন, আমি তাহাতে অণুমাত্রও প্রতিবাদ করিব না। নির্দ্দয় নিষ্ঠুর অবিধার্য, জগতের নিকট আমি ঘৃণা প্রাপ্ত হইতে থাকি, তাহাতে আমার কিছুমাত্রই মনোঃক্ষোভ নাই, কিন্তু পিতাঠাকুর কৌশলক্রমে কন্যাভার হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, সেই সঙ্গে আমারও স্বার্থসাধন বিলক্ষণরূপেই সংসাধিত হইয়া গিয়াছে; মিজিতিয়ারের চক্ষে ধূলি প্রদানপূর্ব্বক বারবার তাহার নিকট হইতে সুকৌশলে টাকাকড়ী আদায় করিয়া লইয়াছি; পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিবার আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্যও তাহাই!' এই সকল জয়োল্লাসিতবাক্য প্রয়োগে জনসমাজে যদি তুমি আমাকে অপদস্থ করিবার সামান্য প্রয়াসমাত্রও—"

"কেন কেন?" শূন্যনয়নে মোবারক আলি বলিয়া উঠিলেন, "কেন কেন? এরূপ শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন কেন?—কি নিমিত্ত—"

বাধা দিয়া অধিকতর কঠিনস্বরে মিজিতিয়ার সাহেব কহিলেন, "বাধা দিবেন না, সমস্ত কথা শেষ করিতে সময় প্রদান করুন।—ঐ সকল স্পর্দ্ধিতবাক্য ব্যবহারে যদি তুমি আমাকে অপদস্থ করিবার সামান্য মাত্র ঔৎসুক্য প্রদর্শন কর, জনশ্রুতিতে এ কথা যদি অণুমাত্রও আমার কর্ণগোচর হইয়া পড়ে, তাহা হইলে আপনার আর কোনক্রমেই নিস্তার থাকিবে না। একেবারেই নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিব! উচ্চকণ্ঠে সকলের নিকট এই কথা প্রকাশ করিতে থাকিব,—সমস্ত জগৎ অবাধেই জানিতে পারিবে যে, আমীর মুরাদ আলির বংশধর, উদারচেতা মোবারক আলি মিত্রভোজ রজনীতে দস্যু তস্করের ন্যায় আচরণে সিন্দুক হইতে—"

বিবি ফুলমতী এতক্ষণ অবনতবদনে রোদন করিতে অভিনিযুক্ত ছিলেন, "দস্যু তস্কর সিন্দুক" ইত্যাদি শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি সচকিতে মুখ হইতে বস্ত্রাঞ্চল অপসারিত করিয়া পর্য্যায়ক্রমে স্বামী ও ভ্রাতার বদনমণ্ডলের প্রতি প্রশ্নপূর্ণদৃষ্টি আগ্রহসহকারে বিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

মিজিতিয়ারের বক্তব্য শেষ করিতে না দিয়া মোবারক আলি সভয়ে শশব্যস্তে বিক্রতভাবে কহিলেন, "কেন কেন?—সিন্দুক—সিন্দুক কি?—

আমি কি জানি? ও কথার সহিত ইহার সংশ্রব কি?—যাহা বলিতে ছিলেন, তাহাই বলুন না, বৃথা কথার উত্থাপনে প্রয়োজন কি?"

পূর্ব্বের ন্যায় সুতীক্ষ্ণস্বরে মিজিতিয়ার সাহেব কহিলেন, "এখনই জানিতে পারিবেন,—ও কথার উত্থাপনে প্রয়োজন কি, এখনই তাহা অবগত হইতে সমর্থ হইবেন।—তাই বলিতেছি, জনসমাজে যদি সে কথা প্রকাশ করিবার সামান্যমাত্রও আকিঞ্চন প্রদর্শন কর, তাহা হইলে আমিও মুক্তকণ্ঠে সকলের নিকট পরিব্যক্ত করিতে থাকিব যে, মীর মোবারক বন্ধকী-সিন্দুক হইতে স্বর্ণমুদ্রা, স্বর্ণালঙ্কার—"

আলি সাহেব আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না; যোড়হস্তে বিনীতভাবে দীনবচনে বাধা দিয়া কহিলেন, "মিনতি করি,—আর না;—ও প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করুন। যাহা বলিবেন, তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি; ও কথার জল্পনা একেবারেই পরিত্যাগ করুন!"

মর্ম্মাহত মিজিতিয়ারের হৃদয় এক্ষণে পাষাণবৎ সুকঠিন; মোবারকের এই সমস্ত করুণবাক্য তাঁহার অন্তরমধ্যে কণামাত্রও স্থান প্রাপ্ত হইল না। পরুষবচনে পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "তাই বলিতেছি, যে রাত্রে মিত্রদ্রোহের ব্যাপার সমাহিত হইয়াছিল, সেই রাত্রে বন্ধকী-সিন্দুক উদ্ঘাটন—"

"খাঁ সাহেব! ওকি—ওকি?—আর কেন? নিরস্ত হউন না;—আপনার শরীরে কি দয়া মায়া নাই?" মোবারক আলি এই কএকটী কথা উচ্চারণপূর্ব্বক মুহুর্মুহু প্রকম্পিত হইতে লাগিলেন।

মিজিতিয়ারের ভ্রূক্ষেপ নাই,—মোবারকের কথায় অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক পুনরায় আরম্ভ করিলেন, "সেই রাত্রে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বর্ণালঙ্কার, মণিমাণিক্য প্রভৃতি যাহা কিছু সিন্দুকমধ্যে সংরক্ষিত হইয়াছিল,—ভগির সাহায্যে—সে সমস্তই তুমি—তুমি চোর—দস্যু—অপহরণ করিয়া বন্ধুতা এবং বিশ্বাসের পরাকাষ্ঠা বিলক্ষণরূপেই প্রদর্শন করিয়াছিলে!"

"হা! একি কথা শ্রবণ করিতেছি!" বিহ্বলচিত্ত বিবি ফুলমতী এতক্ষণের পর সহসা বলিয়া উঠিলেন, "আমার সাহায্যে?—বন্ধকী-সিন্দুক উদ্ঘাটন?—মোবারক বল,—সাহেব ও কথা প্রয়োগ করিলেন কেন?"

মোবারক নিরুত্তর; তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। মিজিতিয়ার সাহেব আপন সহধর্ম্মিনীকে সম্বোধনপূর্ব্বক ঘৃণাব্যঞ্জকস্বরে কহিলেন, "বুঝিতে পার নাই?—ভাণ করিতেছ? ভ্রাতার সাহায্যের নিমিত্ত আপনিই চাবিগুচ্ছ প্রদান করিলে এখন আবার ছল চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণে অন্য প্রকারে রূপান্তর করিবার চেষ্টা পাইতেছ?"

"ছল চাতুরীতে আমি একেবারেই অনভ্যস্ত!" ক্ষুণ্ণমনে অভিমান-সহকারে বিবি ফুলমতী কহিলেন, "ছল চাতুরীতে আমি একেবারেই অনভ্যস্ত! কিন্তু সমস্ত কথা পরিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে,—তোমার মনোভাব অণুমাত্র পরিজ্ঞাত হইবার অগ্রে, আমি তোমার সমক্ষে, আমার ভ্রাতার সমক্ষে, ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমার লৌহ-সিন্দুক হইতে বর্ষীয়সীর দাবী মুদ্রা পরিশোধ করিবার নিমিত্ত সার্দ্ধ একশত স্বর্ণমুদ্রার অধিক এক কপর্দ্দকও—ঈশ্বর সাক্ষী, এক কপর্দ্দকও গ্রহণ বা স্পর্শ করিতে তিলমাত্রও সমুৎসুক হই নাই!"

"তবে বক্রী স্বর্ণমুদ্রা ও স্বর্ণালঙ্কার?" সন্দিগ্ধভাবে মিজিতিয়ার সাহেব কহিলেন, "তবে বক্রী স্বর্ণমুদ্রা ও অন্যান্য মণিমাণিক্য? সে সমস্ত কিরূপে অদৃশ্য হইয়া যাইল?—যদি এত সল্পমুদ্রাই গ্রহণ করিয়াছিলে, তবে সিন্দুকটী শূন্যময় দর্শন করিলাম কেন?"

"তাহা আমি কিরূপে বলিব? কিন্তু ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, সার্দ্ধ একশতের অধিক এক কপর্দ্দকও তন্মধ্য হইতে গ্রহণ করি নাই।"

সেই ভাবে মিজিতিয়ার সাহেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে এ অত্যাচার কিরূপে সমাচরিত হইল? ভাল, জিজ্ঞাসা করি, চাবিগুচ্ছ তুমি কি হস্তান্তর করিয়াছিলে?"

"না, ক্ষণকালের নিমিত্তও নহে;—তাহা আমার বস্ত্রমধ্যেই সংরক্ষিত হইয়াছিল।—না না, এক্ষণে সম্পূর্ণরূপেই স্মরণ হইতেছে; পর দিবস প্রত্যর্পণ করিবার নিমিত্ত গাত্রবস্ত্র অন্বেষণ করাতে তাহা আর কোনক্রমেই প্রাপ্ত হইলাম না! তৎপরে যে গৃহে তোমার সহিত সেই রাত্রে

কথোপকথনে অভিনিযুক্ত থাকি, শশব্যস্তে সেই গৃহে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম ;—আয়াস বিফল হইল না,—সহজেই তাহা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। চাবিগুচ্ছ ফেরত ঘটিবার নিমিত্ত আমার নিকট—"

"সমস্ত বিষয় স্পষ্টই প্রতীয়মান! তোমার হস্তচ্যুত হওয়াতে গুণধর শ্যালক মহাশয় তাহা সংগ্রহ করিয়া এইরূপে আমাকে আপ্যায়িত করিয়া দিয়াছেন, ইহা আমি দিব্যচক্ষেই দর্শন করিতেছি!" ঘৃণামিশ্রিত শ্লেষপূর্ণস্বরে এই কএকটী কথা উচ্চারণপূর্ব্বক মিজিতিয়ার সাহেব মোবারকের বদন প্রতি ঘন ঘন কুটিল কটাক্ষ বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

এইরূপ হৃদয়স্তম্ভনবাক্য শ্রবণে বিবি কুলমতী সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "অঁ্যা! একি?—মোবারক! ইহার অর্থ কি?—খাঁ সাহেব যাহা বলিতেছেন, সে বিষয়ের কতদূর সত্য?—প্রতিবাদ করিতেছ না কেন?"

"ও আবার প্রতিবাদ করিবে কি?" তীব্রস্বরে মিজিতিয়ার সাহেব কহিলেন, "ও আবার প্রতিবাদ করিবে কি? প্রতিবাদ করিবার কি কণা-মাত্রও উপায় আছে? চোর—দস্যু—তস্কর, সে আবার আত্মপক্ষ সমর্থন করিবে কিরূপে? কি অসৎচরিত্রের লোক! সকল কার্য্যই ইহার দ্বারা সংসাধিত হইতে পারে!"

অবনতমস্তকে কম্পিতকলেবরে কম্পিতকণ্ঠে মোবারক আলি কহিলেন, "আর কেন?—ক্ষমা করুন,—অপরাধ হইয়াছে,—নিরস্ত হউন!" বলিতে বলিতে তাঁহার স্বাভাবিক অবিমর্ষভাবের আবির্ভাব হইল, ঔদাস্য-ব্যঞ্জকস্বরে সপ্রতিভরূপে পুনরায় আরম্ভ করিলেন, "দায় দড়ায় জড়ীভূত,—ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ অভিলাষী,—অন্তঃপুরে প্রবেশ,—ঘটনাক্রমে কথোপকথনের সময় সেই গৃহে অবস্থান,—চাবীগুচ্ছ হস্তচ্যুত,—বিস্তৃত গালিচায় নিঃশব্দে পতন,—আবশ্যক বোধে সংগ্রহ,—ঋণের হিসাবেই সে সমস্ত গ্রহণ,—পর দিবস বিজ্ঞাপন করিবার ইচ্ছা,—যৎসামান্য বিষয়, সুতরাং বিস্মৃত,—বিশেষ হৃদ্যতা, তন্নিমিত্তই এই কার্য্য—তন্নিমিত্তই বিনা অনুমতিতে ব্যবহার,—নতুবা কখনই নয়!—আমার স্বভাব চরিত্র কখনই সেরূপ নহে!"

শ্যালকের এই সমস্ত কাপুরুষোচিত বাক্য বিন্যাস শ্রবণে মির্জিতিয়ারের যদিও অতিশয় ক্রোধোদয় হইয়াছিল, কিন্তু সে সমস্ত কথার উত্তর দান করিলে আপনারই মান হানি, ইহা বিবেচনায়, তিনি তদ্বিষয় হইতে তৎক্ষণাৎই বিনিবৃত্ত হইলেন। সহধর্ম্মিনীর প্রতি উজ্জ্বল দৃষ্টি বিক্ষেপে গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন, "ভ্রাতার সহিত একত্রে ষড়যন্ত্র করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলে, ইহাই আমার ইতিপূর্ব্বে দৃঢ়তররূপে ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু সোবারকের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণে সে সন্দেহ আমার মন হইতে এক্ষণে সম্পূর্ণরূপেই দূরীভূত হইয়াছে। এই অন্যায় সন্দেহের নিমিত্ত তোমার স্থানে ক্ষমা প্রার্থনা করা আমার পক্ষে নিতান্তই পরিকর্ত্তব্য! সকল বিষয়ে নির্দ্দোষী হইলে তাহাই করিতে এখনই আমি যত্নবান হইতাম। ভাবিয়া দেখ, সে বিষয়ের কতদূর যোগ্য পাত্রী তুমি,—তোমার আত্মমুখে স্বীকৃতিই সে বিষয়ের যথাযথ পরিচয় প্রদান করিয়া দিতেছে! সুতরাং সে স্থলে আমাদের পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হওয়াই উচিত কার্য্য।—তুমি পিত্রালয়ে গমনপূর্ব্বক সুখ ও সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে থাক, আমার এখানে অবস্থান করিবার কিছুমাত্রই প্রয়োজন হইতেছে না।"

সন্তপ্তহৃদয়া বিবি ফুলমতী বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে সকাতরে কহিলেন, "ইহার কি ক্ষমা নাই?—হতভাগিনীকে নিষ্পেষিত করাই কি আপনার একান্ত অভিপ্রায়?—স্বীকার করি প্রতারিত হইয়াছেন, কিন্তু—"

"যথেষ্ট যথেষ্ট,—ও বিষয় আন্দোলনেও মহাপাপ;—মনোমধ্যে সমুদিত হইলেই ঘৃণাবৃত্তির সমুদ্ভব হইয়া থাকে,—উত্থাপন করিবার অবশ্যক করে না!"

রোরুদ্যমানা বিবি ফুলমতী নেত্রবারি বিমোচন করিতে করিতে কৃতাঞ্জলি-পুটে সবিনয়ে কহিলেন, "আপনার আজ্ঞাই শিরোধার্য্য!—তাহাই হইবে।—স্বামীর নিকট কোন গুরুতর কথা গোপন করিলে তাহার ফল এইরূপেই ভোগ হইয়া থাকে; ইহা এই সংসারধর্ম্মের স্বতঃসিদ্ধ অনিবার্য্য নিয়ম! কিন্তু তথাপি—তথাপি—আমার বিবেচনায় এই শাস্তি অতিশয় প্রখরতর! অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া নির্ব্বদ্ধিতায়—"

"নির্ব্বুদ্ধিতা ?" বাধা দানে ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে খাঁ সাহেব কহিলেন, "নির্ব্বুদ্ধিতা ? কোন্ সাহসে এইরূপ বাক্য বিন্যাস করিতে সাহসী হইতেছ ? ব্যভিচার দোষে কলঙ্কিত—"

"ব্যভিচার ?" পদদলিতা কুপিতা ফণিনীর ন্যায় বিবি ফুলমতী অকস্মাৎ বিদ্যুদ্বেগে দণ্ডায়মান হইলেন ;—বিগলদ নয়নাশ্রু সহসা আপনা হইতেই বিশুষ্ক হইয়া গেল ;—বিস্ফারিত নয়নদ্বয় হইতে এক অদ্ভুত জ্যোতি বিস্ফুরিত হইতে লাগিল,—তিনি অভিমান মর্ম্মভেদীস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ব্যভিচার ?—ব্যভিচার ?—কোন্ প্রাণে এই অশনি সদৃশ বাক্য প্রয়োগ করিতে সাহসী হইলে ? কি বলিব তুমি স্বামী, নতুবা অপর কেহ হইলে ইহার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া কখনই আমি নিরস্ত থাকিতাম না !—বাদসাহ,—নবাব বা কোন ক্ষমতাপন্ন আমীর,—যে কেহ হউকই না কেন, এরূপ অসম্মানবাক্য ব্যবহার করিলে আমার নিকট হইতে সে ব্যক্তি কিছুতেই পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিত না ;—ক্ষমতাধীন হইলে সে ব্যক্তি অবশ্য অবশ্যই আমার দণ্ডমুণ্ডের অধীন হইয়া পড়িত ! নতুবা, অন্ততঃ—মনে মনে শাপ প্রদানেও আমি বিরত হইতাম না। আবার বলি, নির্ব্বুদ্ধিতা দোষে,—ময়নার চরিত্র সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত না থাকাতে, তাহার তদানীন্তন পান্থনিবাস যে সাক্ষাৎ নরক-কুণ্ডের জঘন্য আদর্শস্থল, তাহা তৎকালে অন্তরমধ্যে সম্যকরূপে ধারণা না হওয়াতে আমি সেই কুলকলঙ্কিনীর বাটীতে কএকবার গতিবিধি করিয়াছিলাম !—তবে তৎকালে তোমাকে সে বিষয় বিজ্ঞাপন—"

"অ্যাঁ ! একি কথা ?" সংশয়ে বিস্ময়ে আলোড়িতচিত্ত মির্জিতিয়ার সাহেব সহসা বলিয়া উঠিলেন, "অ্যাঁ ! একি কথা ? বিবি ফুলমতী ! কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলে ?—বিবাহ কার্য্য সমাহিত হইবার পূর্ব্বে এবং তাহার ছয় সাতমাস পরে, কোন্ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ সন্দর্শন করিতে সমুৎসুক হইয়াছিল ? কে সেই ব্যক্তি ?—বল—কে ?—কে ? কাহার সহিত ?"

"উহাকেই জিজ্ঞাসা কর !" ভ্রাতার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশপূর্ব্বক বিবি

ফুলমতী উত্তেজিতভাবে কহিলেন, "উহাকেই জিজ্ঞাসা কর! কাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, উহাকেই জিজ্ঞাসা কর,—সম্মুখেই উপস্থিত—জিজ্ঞাসা করিলেই সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবে!

কথা পরিসমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই খাঁ সাহেব আপন সহধর্ম্মিনীর পদদ্বয় বাহুদ্বারা পরিবেষ্টনপূর্ব্বক আনন্দ গদগদস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছি!—ক্ষমা—ক্ষমা—ক্ষমা;—এ দুঃশীল—অধর্ম্মচারী মহাপাপে পাপী!—ইহাকে কি ক্ষমা করিবে?"

শশব্যস্তে চরণদ্বয় অপসারিত করিয়া মিজিতিয়ারের বাহুযুগল আপন গলদেশে স্থাপনপূর্ব্বক বিবি ফুলমতী প্রেমাশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে প্রেমপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "জীবন সর্ব্বস্ব! তোমাকে আবার ক্ষমা কি? ভ্রমক্রমেই এ সমস্ত সংঘটিত হইয়াছে; সুতরাং ক্ষমা প্রার্থনা নিষ্প্রয়োজন!"

যে বিষম সন্দেহ বিষানলে মিজিতিয়ারের হৃদয় নিদারুণরূপে বিদগ্ধ হইতে ছিল, যাহার মোহজালে পতিত হইয়া তিনি এতদিন জীবনের অর্দ্ধ ভাগিনী হৃদয়ের সুখশান্তি স্বরূপিনী বনিতাকে তীব্র বিষধরীর ন্যায় জ্ঞান করিয়া আসিতে ছিলেন, তাহা এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত হইয়া যাইল। হৃদয়ের স্তরে স্তরে যেন অমৃত ধারা নিঃসারিত হইয়া এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে পরিপ্লুত করিয়া দিল। বর্ত্তমান অবস্থা ভুলিয়া যাইয়া উভয়ের হৃদয় পবিত্র স্বর্গীয় সুখের অনন্ত-দিব্যধামে বিচরণ করিতে লাগিল। মোবারক যে সেই গৃহাভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাহা তাঁহাদের মনোমধ্যে আদৌ অনুধাবণ হইল না। এই সুখ শান্তিময় পুনঃসম্মিলনে মোবারকের হৃদয়ও এক সুবিমল আনন্দের স্বচ্ছ সরোবরে সন্তরণ করিতেছিল। সহোদরা ভগিনী স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইতে না হইতে, ঘটনাক্রমে এই অমূলক অপবাদ হইতে পরিত্রাণ লাভে সুসমর্থ হইলেন; এই সংসারে পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার প্রভুত্ব ও কর্ত্তৃত্ব পুনর্ব্বার দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইল, ইহা দেখিয়া কি মোবারক আলির কঠিন হৃদয় সেইরূপ মহানন্দে পুলকিত হইতেছিল? তাহা নহে, যখন এক দিকের গণ্ডগোল এইরূপ অভাবনীয়রূপে বিদূরীভূত, তখন তাঁহার পক্ষেও ক্ষমা ও মার্জ্জনা যে এক প্রকার অপণ্ডিতরূপে

নির্দ্ধারিত, তাহা তিনি তৎক্ষণাৎই হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইলেন। সেই নিমিত্তই মোবারকের চিত্ত এরূপ মহানন্দে প্রফুল্লিত এবং সেই নিমিত্তই তিনি মনে মনে আনন্দিত হইতে ছিলেন।

মিজিতিয়ার সাহেব বিবি ফুলমতীকে গৃহের প্রান্তভাগস্থ বাতায়ন সন্নিহিত একখানি আসনে উপবেশিত করাইয়া আপনি তৎপার্শ্বে যাইয়া উপবিষ্ট হইলেন। পরস্পর কথোপকথন চলিতে লাগিল। বিবি ফুলমতী স্বামীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "যে কারণে পিতার সহিত তোমার প্রথম আলাপ পরিচয় হয়, তাহা আর অধিক করিয়া বলিবার আবশ্যক করে না! ইঙ্গিতেই তাহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ! দাতাজীর নামের সেই কৃত্রিম হুণ্ডীর মিয়াদ সংকীর্ণ হইয়া আসাতে মোবারক ভয়ক্রমে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়া পড়ে। জাল প্রকাশ হইলে পাছে তুমি তাহাকে সেই দণ্ডেই কারাগারে প্রেরণ কর, এই ভয়ে সে ব্যক্তি কিছুদিনের নিমিত্ত জয়করণের পান্থনিবাসে অতি গোপনভাবে লুক্কায়িত হইয়া থাকে। জাল হুণ্ডীর বিষয় কিরূপে শেষ হইয়া যাইল,—তুমি সে বিষয়ের কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে,—রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছ কি না, জানিবার নিমিত্ত আমার নিকট সে বিষয়ের প্রার্থী হইয়াছিল। আমি যতদূর সুবিদিত, দূতীর দ্বারা তৎক্ষণাৎই তাহা বিজ্ঞাপন করিয়া পাঠাই। সেই দিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বে মধুমুখী ময়না আমার পিত্রালয়ে আগমনপূর্ব্বক একখানি সিল মোহর করা পত্র অতি সংগোপনে আমার হস্তে সমর্পণ করিল। হস্তাক্ষর দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম মোবারকের পত্র। ভাইজান সাক্ষাৎ অভিলাষী!—কিন্তু কিরূপে সাক্ষাৎ হইতে পারে? অপরিচিত স্থানে কি সাহসে গমন করিতে পারি? বিশেষতঃ পিতা মাতা আমাকে একাকী তথায় প্রেরণ করিতে সম্মত হইবেনই বা কেন? সম্মতি প্রদান করা দূরে থাকুক, মোবারকের নাম শ্রবণ করিলেই তাঁহারা খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন, তবে উপায় কি? বিষম বিভ্রাট! অবশেষে বিস্তর আন্দোলন, বিস্তর অনুশীলনের পর জাফ্রি বেগম সমভিব্যাহারে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় দুষ্টমতি ময়নার পান্থনিবাসে সমুপস্থিত হইলাম। এরূপ জরুরী পত্র প্রেরণ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে মোবা-

রক আলি সাগ্রহে প্রত্যুত্তর করিল, 'গত বিষয়ের সঠিক কারণ জানিবার নিমিত্ত!—লোকের দ্বারা সুসংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি বটে, তথাপি তোমার মুখে সবিশেষ শ্রবণ না করিলে সুস্থিরচিত্ত হইতে পারিতেছি না! বলি, সে বিষয়ের কতদূর সুবিধা? খাঁ সাহেব কি যথার্থই মিটাইয়া ফেলিয়াছেন? লোকালয়ে বাহির হইলে ত আমার কোনরূপ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই?, আমি উঁহাকে অভয় দানে তথা হইতে বহির্গত হইয়া আসিলাম। তৎপরে—"

"আর বলিবার আবশ্যক করে না!" স্নেহপূর্ণস্বরে মিজিভিরার সাহেব কহিলেন, "আর বলিবার আবশ্যক করে না! সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছি! তুমি নয়নাশ্রু সম্বরণ কর!"

"না, যখন আরম্ভ করিয়াছি, যখন এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছি, তখন উপসংহার করাও আমার পক্ষে উচিত কার্য্য!—বিশেষতঃ হৃদয়ভারও তাহাতে অধিক পরিমাণে লাঘব হইয়া যায়!—বাধা দিও না, শ্রবণ কর।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া বস্ত্রাঞ্চলে নয়নবারি বিমোচনপূর্ব্বক বিবি কুলমতী পুনর্ব্বার আরম্ভ করিলেন, "তোমার স্মরণ থাকিতে পারে, সুলভমূল্যে জমীদারী বিক্রয় হইতেছে, সাহায্য প্রাপ্ত হইলে ক্রয় করিতে পারি, এইরূপ ভাবে মোবারক আলি তোমার নিকট হইতে বিংশতি সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া সেই যে এক শোচনীয় ব্যাপার সমাহিত করিয়াছিল, তাহা আর উল্লেখ করিবার প্রয়োজন হইতেছে না।—এক কথায় ভাইজান বিপদ জালে জড়ীভূত,—পুনরায় জয়করণের পন্থশালায় আশ্রয় গ্রহণ,—পুনরায় আমার নিকট পত্র দ্বারা বিজ্ঞাপন!—প্রথমে আমি সাক্ষাৎ করিতে কোনক্রমেই সম্মত হইলাম না। পাপীয়সী ময়নার স্বভাব চরিত্র পরিশেষে তোমার নিকট কিয়ৎ পরিমাণে পরিজ্ঞাত হওয়াতে প্রথমে আমি সে বাটীতে প্রবেশ করিতে কোনক্রমেই সম্মত হইলাম না। অবশেষে বারবার উত্তেজনায় ভ্রাতৃপ্রেমই প্রবল হইয়া উঠিল,—সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত কএকবার ময়নার আলয়ে গতিবিধি করিতে বাধ্য হইয়া পড়িলাম। তুমিও সে সময় এ দেশে অনুপস্থিত, সেই নিমিত্তই এইরূপ সবিশেষ সুবিধা!—বাধা দিও না, শ্রবণ কর! পাপমতি ময়না যে কতদূর কুলকলঙ্কিনী, তাহার আবাস-স্থান যে বিশেষ নরকের

আদর্শ স্থল, তৎকালে সে বিষয় সম্যকরূপে পরিজ্ঞাত থাকিলে, ভ্রাতা কেন, জন্মদাতা পিতা হইলেও সে স্থলে—”

সস্নেহে বিবি ফুলমতীর অধরৌষ্ঠে হস্তাচ্ছাদনপূর্ব্বক মিজিতিয়ার সাহেব সুস্নিগ্ধস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “আর বলিতে হইবে না, সমস্ত বিষয়ই উপলব্ধি হইয়াছে, নিরস্ত হও! অনুজ্ঞা অবহেলা করিলে শাস্তি প্রদান করিব! বাহু-পাশে আবদ্ধ করিয়া তোমার ললাট, চক্ষু, কপোল ও গণ্ডস্থল চুম্বনাকে নিদা-রুণরূপেই সমঙ্কিত করিয়া দিব! নিরস্ত হও!”

যুগলহস্তে স্বামীর যুগলহস্ত স্নেহভরে নিষ্পেষণপূর্ব্বক প্রেমপূর্ণ কটাক্ষ বর্ষণ করিতে করিতে বিবি ফুলমতী গদ্‌গদ বচনে কহিলেন, “তাহা হইলে আমিও তোমাকে প্রতিদান করিতে কোনক্রমেই ক্ষান্ত থাকিব না! তুমি এরূপ নিষ্ঠুর কেন? স্ত্রীলোকের প্রতি তুমি এতদূর ভয়ানকরূপে নির্দ্দয় কেন? বিঘ্ন বাধায় এরূপ আনন্দ অনুভব করিবার কারণ কি? অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ধৈর্য্য ধারণে শ্রবণ কর!—তুমি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, মোবা-রকের শোচনীয় অবস্থা তোমার নিকট আগ্রহসহকারেই বিজ্ঞাপন করি; সাহায্য দান করিতেও তুমি সম্মত হইলে!—হায়! সেই সময় ময়নার পান্থনিবাসের কথাটীও যদি প্রকাশ করিয়া বলি! তাহা হইলে কোন বিষয়েরই আর গোল থাকিত না,—সকল দিকেই সুমঙ্গল হইত! কিন্তু কিছুতেই,—কোনক্রমেই, সাহস প্রাপ্ত হইলাম না। সে বিষয় শ্রবণ করিলে পাছে তুমি আমাকে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা প্রদানে অবমানের এক শেষ করিয়া ফেল, এই আশঙ্কায় তাহা আমি সংগোপনে আপন হৃদয়ে সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়া ছিলাম। কিছুদিন পরেই সেই দাবী-পত্র আসিয়া আমার অহরহ চিন্তাকুল হৃদয়কে একেবারে আকুলিত করিয়া তুলিল। বিনা কারণে মুদ্রাগুলি অপব্যায়িত হইয়া যায়, অথচ প্রদান না করিলে সে সমস্ত বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই সকল ভাবিয়া আমি অতিশয় অস্থির-চিত্ত ও অধীর হইয়া পড়িলাম। তৎপরে যাহা যাহা ঘটিয়া ছিল, তাহার আর সবিশেষ পরিচয়ের আবশ্যক হইতেছে না। সে সমস্ত বোধ হয় তুমি সহজেই অনুভব করিয়া লইতে পারিতেছ!”

"সমস্তই!" বিবি কুলসমতীর হস্ত কোমলভাবে দাবন করিতে করিতে মিজিতিয়ার সাহেব কহিলেন, "সমস্তই! কিন্তু কি ভয়ানকই বিভ্রম!—কি বিভীষণ গণ্ডগোলই না সংঘটিত হইয়াছিল?—তবে ধর্ম্মে ধর্ম্মে যে এ সমস্ত পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে, ইহাই আমাদের পক্ষে অতিশয় সুমঙ্গল! নতুবা কি আকুণ্ডকাণ্ডই না বাধিয়া উঠিত?" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তৎপরে মোবারকের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, "এই সমস্ত ঘটনার মূলাধারই ঐ!—এক্ষণে উহাকে লইয়া কি করা যায়? এরূপ অসৎ চরিত্র লোকের সহিত আলাপ পরিচয় রাখাও অতিশয় দোষের কথা! তাই ত কিরূপ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করি?"

বিষণ্ণবদনে বিবি কুলসমতী ধীরে ধীরে কহিলেন, "উহার পক্ষ সমর্থনের কোন উপায়ই দর্শন করিতে পাইতেছি না। তবে তোমার স্মরণার্থ এই মাত্র বলিতে পারি, মোবারক আলি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা!"

"চিন্তা নাই, উপায় করিতেছি!" এই কথা বলিয়া মিজিতিয়ার সাহেব আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মোবারকের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, "আপনার দ্বারা যে সমস্ত ঘৃণিত কার্য্য সমাহিত হইয়াছে, তাহা আর উল্লেখ করিবার আবশ্যক হইতেছে না। সে বিষয়ের উপদেশ বজ্র-নিনাদে—চীৎকার শব্দে আপনার নিকট প্রকাশ করিতে থাকিলে, তাহার সামান্য শব্দও আপনার কর্ণকুহরমধ্যে প্রবিষ্ট হইবে কি না, সে বিষয়ের সবিশেষই সন্দেহস্থল। স্বার্থপর নিষ্ঠুর ও আত্মম্ভরী, আমার চক্ষে আপনি ইহা বলিয়াই প্রতীয়মান ছিলেন; কিন্তু সহোদরার প্রতি ঐরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করাতে আপনি যে কিরূপ ভয়ানক পদার্থে বিনির্ম্মিত, তাহা আমি এতদিনের পর বিলক্ষণরূপেই পরিজ্ঞাত হইলাম!—মন্দমতী ময়নার পাপ-নিবাসের সমস্ত ঘৃণিত রহস্য অবগত হইয়াও যখন আপনার ধর্ম্মশীলা সহোদরাকে সেই স্থানে আহ্বান করিতে অণুমাত্রও লজ্জার সমুদ্ভব হয় নাই, তখন আপনাকে সে বিষয়ের সদুপদেশ দেওয়া, আর মহারণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সরোদনে—" বলিতে বলিতে সহসা তিনি নিরস্ত হইলেন। বিবি কুলসমতীর অস্ফুট ক্রন্দন শব্দ অকস্মাৎ তাঁহার শ্রবণপথে সংপ্রবিষ্ট হইল। তচ্ছ্রবণে

তিনি দয়িতার প্রতি মুখ ফিরাইয়া কোমল অথচ স্নেহব্যঞ্জকস্বরে কহিলেন, "প্রাণাধিকা প্রণয়িনী! রোদন করিও না! কাহার নিমিত্ত এই অশ্রুধারা বিগলিত? বিন্দুমাত্র নয়নাম্বু পতিত হইবার উপযুক্ত পাত্র তোমার এই নিষ্ঠুর ভ্রাতা কোনক্রমেই অধিকারী নহে!—প্রবোধিত হও!"

আসন পরিত্যাগে মিজিতিয়ারের উভয়স্কন্ধে উভয়হস্ত প্রদানপূর্ব্বক বিবি ফুলমতী সজলনয়নে রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "প্রাণেশ্বর! আমার কপালদোষে কি পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হইয়া গেলে? ইনি যে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা?"

সহধর্ম্মিনীকে সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বাস দান করিয়া মিজিতিয়ার সাহেব মোবারক আলিকে গম্ভীরভাবে কহিলেন, "আলি সাহেব! আপনার অদৃষ্টকে শত শত প্রকারে ধন্যবাদ প্রদান করুন!—এরূপ স্নেহময়ী উদারস্বভাবা ভগিনী দানে জগদীশ্বর যে আপনার প্রতি এতদূর অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইয়া থাকুন! সে যাহা হউক, আমার কোন বক্তব্য আছে তদ্বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ প্রদান করিতে যত্নবান হউন। এযাবৎকাল পর্য্যন্ত আপনি যে পথে পদার্পণ পূর্ব্বক যে সকল জঘন্য বৃত্তির অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে এ দেশে আপনার আর অবস্থিতি করা কোনক্রমেই সুসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হই-তেছে না। এরূপ অবস্থায় আপনার সহিত সামান্য মাত্র সংশ্রব রাখিলেও সাধারণে আমার চরিত্র সম্বন্ধে নানারূপ নিন্দাবাদ করিতে থাকিবে। অতএব আমার প্রস্তাব এই, যদি আপনি এই রাজধানী পরিত্যাগে দূরদেশে যাইয়া অবস্থান করিতে অভিলাষী হয়েন, তাহা হইলে ভরণপোষণের নিমিত্ত সার্দ্ধ একসহস্রমুদ্রা মাসে মাসে আপনাকে প্রদান করিতে থাকিব; আমি অনুমান করি, এই মুদ্রার আনুকূল্যে, মান সম্ভ্রমের সহিতই আপনি প্রবাসবাসে কালাতিপাত করিতে পারিবেন। কিন্তু আমার এই প্রস্তাবে যদি আপনি অসম্মতি প্রকাশ করেন!—যদি আপনার ইহাতে অভিমত না-ই হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে কোনরূপ বিপদজালে জড়ীভূত হইয়া পড়িলে কোন-রূপ সাহায্য দানে,—নিশ্চয় জানিবেন,—অতি যৎসামান্য সাহায্য দানে আপ-নাকে সে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে অণুমাত্রও যত্নশীল হইব না। এখন

এ বিষয়ের মীমাংসা আপনার উপরে সম্পূর্ণরূপেই নির্ভর করিতেছে! দূরদেশে গমন, বা এই স্থানে কালাতিপাত করা, আপনারই অভিলাষ সাপেক্ষ! যেরূপ অভিরুচি হয়!"

পাঠক মহাশয়কে বলা বাহুল্য যে, মোবারক আলি ভগ্নিপতির এই উদারতম প্রস্তাবটীতে ঐকান্তিক আনন্দের সহিতই অনুমোদন প্রদান করিলেন। মির্জ্জিতিয়ার প্রদত্ত প্রসাদে জীবনের অবশিষ্টকাল প্রবাসে অতিবাহিত করিবার জন্য পরদিন প্রত্যুষেই আগ্রানগরাভিমুখে যাত্রা করিতে তৎক্ষণাৎই প্রতিশ্রুত হইলেন। ভগ্নিপতির নিকট নানামতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক সেই প্রকোষ্ঠ হইতে তৎপরে বহির্গত হইয়া আসিলেন।

সরলহৃদয়া বিবি ফুলমতী প্রাণপতির এই অতুলনীয় দয়া দাক্ষিণ্য দর্শনে আনন্দবিহ্বলস্বরে কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "আপনার এই অসীম বদান্যতার জন্য এ কিঙ্করী ঐ শ্রীচরণতলে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইয়া রহিল!"

"প্রিয়তমে! মানবগণ অতি যৎসামান্য আয়াসে—অতি যৎসামান্য পদার্থ হইতেও সারতত্ত্ব সংগ্রহ করিতে কৃতকার্য্য হইয়া থাকে। প্রথমতঃ—তোমার কলঙ্কিত ভ্রাতা মোবারক আলি;—দীর্ঘকাল ভিন্নদেশ অবস্থানে তাহার চরিত্র সম্পূর্ণরূপেই সংশোধিত হইবার সম্ভাবনা!—দ্বিতীয়তঃ—পাপমতী ময়নার ভবনে গোপনে যাতায়াত;—পাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই ভয়ে তোমার মন অহরহই আকুলিত হইতে থাকিত, এতদিনের পর সে ভাবনা তোমার অন্তর হইতে একেবারেই অন্তরিত হইয়া গেল,—হৃদয়ভার সম্পূর্ণরূপেই প্রসমিত!—তৃতীয়তঃ—আমার নিজের মনোভাব;—প্রকাশ্যে তোমার সমক্ষে প্রকৃত মনোভাব কিছুমাত্র পরিব্যক্ত করিতাম না বটে, কিন্তু মনে মনে তোমাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা করিতে মুহূর্ত্তের নিমিত্তও বিরত থাকিতাম না, সে ভাব অদ্যাবধি আমার অন্তরমধ্যে আর অণুমাত্রও স্থান প্রাপ্ত হইবে না,—পূর্ব্বাচরণের সংশোধন করিতে এখন আমি সম্পূর্ণরূপেই কৃতসঙ্কল্প। আজি হইতে তুমি আমার হৃদয়ের একমাত্র সমুজ্জ্বল মণি,—সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী, জীবনের অদ্বিতীয় সহায়!—সংসার-ধর্ম্মের সামান্য কার্য্য তোমার বিনা অনুমোদনে সম্পাদন করিতে আমি কোনরূপেই

অগ্রসর হইব না! অদ্যাবধি তুমি আমার অন্তরের একমাত্র সহচরী, একমাত্র পরমারাধ্যা অধিষ্ঠাত্রী দেবী!"

গিজিতিয়ারের বাক্য অবসান হইতে না হইতেই প্রেমবিমুগ্ধা বিবি ফুলমতী আনন্দাশ্রুসিক্তিতবদনে আপন সুকোমল বাহুলতা দ্বারা প্রিয় পতির গলদেশ পরিবেষ্টন করিয়া ধরিলেন। খাঁ সাহেবও তাঁহার প্রেমময়ীর প্রেম প্রতিমার প্রতি পূর্ণপ্রেম প্রকাশ করিতে কোনক্রমেই নিরস্ত রহিলেন না!

তৃতীয় পর্ব সম্পূর্ণ।

তৃতীয় পর্ব্বের নির্ঘণ্ট পত্র।

	বৃত্তান্ত।	পৃষ্ঠা।
৩৪	শিকার মনোনীত।	১
৩৫	বিস্ময় পত্র!	২২
৩৬	দাম্ভিকতার উচিত পুরস্কার!	৩৮
৩৭	পরিত্রাণ লাভ!	৬২
৩৮	অভীষ্ট সিদ্ধি,—নির্ঘাতবাক্য,—হৃদয় বিনিময়!	৭৪
৩৯	উপদ্রুত আবাসভবন!	১০৫
৪০	তদন্তের ফল।	১১৮
৪১	লোমহর্ষণ ভীষণ বিভীষিকা!	১৪৯
৪২	বিষম সন্দেহ,—তথ্যানুসন্ধান!	১৬০
৪৩	হৃতবস্তু পুনঃ প্রাপ্তি,—অপহারী কে? ...	১৭৯
৪৪	নির্ঘাতবাক্যের রহস্য ভেদ!	১৯৭
	অত্যদ্ভুত রূপান্তর!	২০১

রত্নগি[redacted]

আ[redacted]—প্রতীক্ষা।

তৃতীয় পর্ব্ব।

প্রকাশয়তি যুদ্দীপস্তমো হত্বা মণিং ভয়া।
দূরীকৃত্যাখিলান্ দোষান্ গুণান্ তৎ সন্ প্রকাশয়েৎ॥

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ দেব ও শ্রীগুণেন্দ্রকৃষ্ণ দেব কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

প্রণেতা

কলিকাতা।
দর্জ্জিপাড়া ১৩ নং রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন,
গ্রেট ইডিন্ প্রেসে
শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

বৈশাখ—১২৯০ সাল।